মোসলেম শরীফ ও অন্যান্য হাদীসের ছয় কিতাব

দ্বিতীয় খণ্ড

অনুবাদক

শায়খুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক (রহ.)

বুখারী শরীফের অনুবাদক

www.eelm.weebly.com

হাদীসের ছয় কিতাব

প্রত্যেক পরিচ্ছেদে প্রথম মোসলেম শরীফের হাদীসসমূহ যাহা বুখারী শরীফে নাই– উহা বর্ণনা করা হইয়াছে, ইহার সংকেত 'মোসঃ'। তারপর তিরমিযী শরীফে মোসলেম শরীফ অপেক্ষা যেসব অতিরিক্ত হাদীস আছে– উহা বর্ণনা করা হইয়াছে; ইহার সংকেত 'তিঃ'। তারপর আবু দাউদ শরীফের অতিরিক্ত হাদীস বর্ণনা করা হইয়াছে, উহার সংকেত 'আঃ'। তারপর নাসায়ী শরীফের অতিরিক্ত হাদীস বর্ণনা কারা হইয়াছে, উহার সংকেত 'নাঃ'। তারপর ইবনে মাজা শরীফের অতিরিক্ত হাদীস বর্ণনা করা হইয়াছে– ইহার সংকেত 'ইঃ'। তারপর মেশকাত শরীফে সিহাহ সিত্তাহ ভিন্ন আটখানা হাদীস গ্রন্থের অতিরিক্ত হাদীস বর্ণিত হইয়াছে– উহার সংকেত 'মেঃ'।

এইরূপে হাদীসের ছয়টি সুপ্রসিদ্ধ বিশেষ কিতাবের সমষ্টি হইল এই অপূর্ব হাদীস গ্রন্থখানা।

এই গ্রন্থখানা প্রচার করিয়া রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস প্রচার কার্যের অশেষ সওয়াব হাসিল করুন। এই গ্রন্থে ধারাবাহিক ৭০০০ হাদীসের অনুবাদ প্রকাশের আশা।

– আজিজুল হক

www.eelm.weebly.com

বিষয়সূচি

- নামাযের মাহাত্ম্য ও নামায না পড়ার ভয়াবহ পরিণতি/১৩
- সন্তানদেরে শৈশবেই নামায পড়াইবে/২১
- আযান সম্পর্কে/২৩
- আযানের জওয়াব দেওয়া এবং আযানের পরে পাঠনীয় দোয়া/২৫
- নামায আরম্ভে হস্তদ্বয় উত্তোলন এবং উহার নিয়ম/৪০
- নামায আরম্ভে তকবীরের পর কি পড়িবে/৪৩
- তাহাজ্জুদ নামাযের আরম্ভে বিভিন্ন বিশেষ দোয়া/৪৫
- ইমামের পেছনে মুক্তাদী কোন কেরাত পড়িবে না/৫০
- মুক্তাদী সূরা ফাতেহার ধ্যানে লিপ্ত থাকিবে/৬১
- নামাযের মধ্যে 'বিসমিল্লাহ' সশব্দে পড়িবে না নিঃশব্দে পড়িবে/৬৪
- 'আমীন' বলা এবং উহার নিয়ম/৬৮
- পবিত্র কোরআন শিক্ষা ও তেলাওয়াত করায় নিষ্ঠাবান হইবে/৭০
- কোরআন পাক পড়িতে অক্ষম ব্যক্তি কি করিবে/৭১
- শুধু নামায আরম্ভেই দুই হাত উঠাইবে, নামাযের মধ্যে অন্য কোন স্থানে হাত উঠাইবে না/৭২
- নামাযের প্রতিটি উঠা-বসায় তকবীর বলিবে/৭৯
- নামাযে দাঁড়াইয়া হাত বাঁধা এবং উহার নিয়ম/৭৯
- নামাযের তাশাহহুদ তথা আত্তাহিয়্যাত এবং দরূদ ও দোয়া এবং দরূদের ফযীলত/৮১
- নামাযের বিভিন্ন মাসআলা/৯৪
- নামায উত্তমরূপে আদায় করিবে/৯৭

www.eelm.weebly.com

❖ নামাযে উপরের দিকে দৃষ্টি করা নিষিদ্ধ/৯৮
❖ জামাতে নামায পড়ায় কাতার সোজা করিতে হইবে/৯৮
❖ সম্মুখের কাতারে শামিল হওয়ায় সচেষ্ট হইবে,
পেছনে থাকিতে তৎপর হইবে না/১০১
❖ নামাযের কাতারে ভালরূপে লাগালাগি দাঁড়াইবে– ফাঁক রাখিবে না/১০২
❖ প্রথম কাতারের ফযীলত এবং পেছনে থাকায়
তৎপর হওয়ার পরিণতি/১০৩
❖ প্রত্যেক সারিতেই ডান দিক উত্তম/১০৬
❖ ইমাম ও মুক্তাদী কিরূপে দাঁড়াইবে/১০৭
❖ কাতারের অতিরিক্ত একজন থাকিলে কি করিবে/১১০
❖ মসজিদে মহিলাদের যাওয়া/১১২
❖ বিভিন্ন নামাযে কেরাতের পরিমাণ/১১৪
❖ রুকু-সিজদা সম্পর্কে বিভিন্ন বয়ান/১২৫
❖ নামাযীর সম্মুখে আড়ালের ব্যবস্থা রাখা/১৪৭
❖ নামাযের সম্মুখ দিয়া গমনের পরিণতি/১৫০
❖ মসজিদ সম্পর্কে বিভিন্ন বয়ান/১৫২
❖ মসজিদে নিষিদ্ধ কার্যাবলীর বয়ান/১৬৩
❖ বিভিন্ন মসজিদে সওয়াবের তারতম্য/১৭১
❖ বাড়ী দূরে হইলেও মসজিদে উপস্থিত হইবে/১৭২
❖ অন্ধকার ইত্যাদির অসুবিধায়ও মসজিদে আসিবে/১৭২
❖ মসজিদে যাওয়ার অভ্যাসে আল্লাহর হেফাযত লাভ হয়/১৭৩
❖ যে সব স্থানে নামায পড়া নিষিদ্ধ/১৭৩
❖ কাজা নামায আদায়ের নিয়ম/১৭৪
❖ নামাযাভ্যন্তরের বিভিন্ন আহকাম/১৭৫
www.eelm.weebly.com

❖ নামায অবস্থায় সালাম করিলে/১৭৮
❖ নামাযে কথা বা অন্য কিছু বলা/১৭৯
❖ নামাযে বসিয়া হস্তদ্বয় রাখার নিয়ম/১৯৫
❖ সালাম সম্পর্কে বয়ান/১৯৯
❖ সালামের পূর্বে তাশাহহুদের পরে দোয়া/২০১
❖ নামায সমাপ্তে সালামের পরে কি পড়িবে/২০৬
❖ নামাযের পরে মুনাজাত করা/২১৬
❖ হস্তদ্বয় উত্তোলন পূর্বক মুনাজাত করা/২২১
❖ সমবেত মুনাজাত শরীয়ত মতে অতি সুন্দরই বটে/২২৩
❖ নামাযের ওয়াক্ত বা সময় সম্পর্কে/২৩২
❖ জামাতে নামায পড়ার বয়ান/২৪৩
❖ জামাতে নামায পড়ায় অভ্যস্ত হওয়ার ফযীলত/২৫৩
❖ ফজর নামাযের জামাত বিশেষ জরুরি/২৫৬
❖ জামাত সম্পর্কে বিভিন্ন মাসআলা/২৫৬
❖ ইমামের জন্য বিভিন্ন মাসআলা/২৬৩
❖ যে ব্যক্তির ইমামতে মুক্তাদীগণ অসন্তুষ্ট ইমামতে তাহার বহাল থাকার ভয়াবহ পরিণতি/২৬৫
❖ সফর বা ভ্রমণ অবস্থায় নামাযের বিভিন্ন বর্ণনা/২৬৮
❖ বিভিন্ন সুন্নত ও নির্ধারিত নফলের বয়ান ও উহার মাসআলা/২৭৫
❖ তাহাজ্জুদ নামাযের বয়ান/৩০৭
❖ বেতের নামাযের বয়ান/৩৩৫
❖ রমযান শরীফের তারাবীহ/৩৪২
❖ লাইলাতুল কদরের বয়ান/৩৪৮
❖ শবে বরাত তথা শাবান চাঁদের ১৫ তারিখ রাত্রের বৈশিষ্ট্য/৩৫০
www.eelm.weebly.com

❖ পবিত্র কোরআনের ফযীলত এবং উহা সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য/৩৫৫
❖ পবিত্র কোরআনের ফযীলত ও উহা সম্পর্কে আরও বিভিন্ন তথ্য/৩৬৬
❖ জুমার দিন ও উহার নামাযের বয়ান/৪০৪
❖ জুমার দিনের একটি মূল্যবান সময়/৪০৪
❖ জুমার দিন ও জুমার নামাযের ফযীলত/৪০৯
❖ জুমার নামাযের জন্য কঠোরতা/৪১৪
❖ জুমার খুতবা সম্পর্কে/৪১৭
❖ ঈদের নামাযের বয়ান/৪৪২
❖ 'ইস্তিসকা'–বৃষ্টির জন্য দোয়ার নামায/৪৪৯
❖ বৃষ্টির জন্য বিভিন্ন প্রকারের দোয়া/৪৫৬
❖ ঝড়-তুফান ও মেঘাচ্ছন্নতায় কি করিবে/৪৫৮
❖ সূর্য গ্রহণ ও চন্দ্র গ্রহণের নামায/৪৬৪
❖ সূর্য গ্রহণের নামাযের রুকুর সংখ্যা/৪৬৫

www.eelm.weebly.com

بسم الله الرحمن الرحيم

দীর্ঘ দিনের আকাঙ্ক্ষা

আল্লাহ তাআলার লাখ-লাখ শোকর এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দরূদ ও সালাম; আমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ নেক-বখতী ও নেয়ামতের উপর।

১৯৫৪ সনের কথা– যাঁহার জুতার ধূলি নরাধমকে সৌভাগ্যের ছোঁয়া লাগাইয়াছে সেই মহান উস্তাদ মুরুব্বী ও মোর্শেদ মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী রহমতুল্লাহে আলাইহের বরকত নরাধমকে তাহার অজানা-অচেনা, তাহার শক্তি-সামর্থ ও জ্ঞান-বিদ্যার শেষ সীমারেখা হইতে বহু দূরস্থ এক বিশাল ময়দানের দ্বারে দাঁড় করিয়াছিল– এক আকস্মিক ধাক্কায় মুহূর্তের মধ্যে নরাধমের জন্য তাহা জুটিয়া গেল।

মোবারক রমযান মাস, নরাধম ঢাকা বেগম বাজার মসজিদে এতেকাফ রত, মোর্শেদ (রহ.) মসজিদের পার্শ্বস্থ হুজরায় অবস্থান করেন। নরাধমকে মোর্শেদ (রহ.) অনুমতি দিলেন– বুখারী শরীফ অনুবাদ আরম্ভ করার।

আকৃতিতে ছিল অনুমতি, বস্তুতঃ ছিল ফয়েজ-বরকতের এমন ফুৎকার, যাহা প্রবল ঝঞ্ঝা বায়ু অপেক্ষা দ্রুতবেগে নরাধমকে খড়-কুটার ন্যায় বহন করিয়া মুহূর্তে পৌছাইয়া দিল ঐ দূর-দূরস্থ ময়দান-দ্বারে।

মোর্শেদ (রহ.) নরাধমকে ঐ দ্বারে পৌছাইয়াই ক্ষ্যান্ত থাকিলেন না– পবিত্র মক্কা-মদীনায় দোয়া কবুলের প্রতিটি স্থানে, এমনকি প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওজা পাকের সন্নিকটে বেহেশতের বাগানে বসিয়া তাহাজ্জুদ নামাযের বরকতপূর্ণ সময়ে নরাধমের নাম মাওলার দরবারে উল্লেখ পূর্বক দোয়া করিয়া করিয়া নরাধমের জন্য ঐ ময়দানের দ্বার খোলাইয়া দিলেন, হাতে ধরিয়া ভিতরে প্রবেশও করাইলেন।

বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে দ্বীনী কিতাব অনুবাদের মোজাদ্দেদ ছিলেন মোর্শেদ (রহ.)। তিনি তাঁহার মোর্শেদ হাকীমুল উম্মত থানভী (রহ.)-এর

www.eelm.weebly.com

কিতাবের অনুবাদক ছিলেন। চরম সৌভাগ্য নরাধমের– সকল মোর্শেদের মোর্শেদ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসের অনুবাদকের খাতায় নাম লেখাইয়া দিলেন তিনি তাঁহারই পোষিত পালিত এই নরাধমের। মোর্শেদ (রহ.)-এর উসিলা-লব্ধ আল্লাহ তাআলার এই মহা দানের পবনই উড়াইয়া নিয়া চলিল খড়-কুটাতুল্য নরাধমকে। শিক্ষকের লেখার উপর হাত ঘুরাইয়া-কলম চালাইয়া শিশু রেখে এবং লেখা শিক্ষা করে। সেই অক্ষম অসমর্থ শিশুর ন্যায় মোর্শেদ রহমতুল্লাহে আলাইহের রূহানী ফয়েজ-বরকতের লেখার উপরই শুধু হাত ঘুরাইতে ও কলম চালাইতে থাকিলাম দীর্ঘ ১৬ বৎসর। মোর্শেদ রহমতুল্লাহে আলাইহের ফয়েজ-বরকতের উসিলায় আল্লাহ তাআলার অসীম রহমতে মহান কিতাব বুখারী শরীফের অনুবাদ শেষ হইল, বাংলার ঘরে ঘরে উহা সমাদৃত হইল। মোর্শেদ (রহ.) নিজ চোখে তাঁহার দোয়ার কবুলিয়াত দেখিয়া এবং মনে-প্রাণে সীমাহীন আনন্দ লইয়া দুনিয়া হইতে বিদায় নিলেন।

নরাধমের সৌভাগ্য– মোর্শেদ রহমতুল্লাহে আলাইহের ফয়েজ-বরকতের ধারা নরাধমের প্রতি প্রবাহমান থাকিল; যাহার উসিলায় আল্লাহ তাআলার রহমত তাহাকে অনুবাদ-ময়দানে আরও অগ্রসর করিল। মনে বাসনা জন্মিল– রসূলের বাণী অধিক পরিমাণে বাংলার মোসলমান ভাই-বোনদের নিকট পৌছাইতে হইবে। সেমতে বুখারী শরীফের পর দ্বিতীয় ধাপে এক নতুন পরিকল্পনায় "হাদীসের ছয় কিতাব" যাহা মূলতঃ হাদীস শাস্ত্রের ১৩টি কিতাব একত্রে সংকলনের আকাঙ্ক্ষা যাহা দীর্ঘ দিন হইতে অন্তরে বদ্ধমূল ছিল– উহাই আজ বাস্তবরূপে প্রকাশিত হইল। বুখারী শরীফ ভিন্ন সিহাহ-সিত্তার অবশিষ্ট অন্য পাঁচ কিতাব এবং মেশকাত শরীফের মাধ্যমে আট কিতাব। প্রত্যেক হাদীসের ক্রমিক নম্বরের সাথে মূল কিতাবের নাম সংক্ষেপে উল্লেখ থাকিবে এইরূপে–

১. মোসলেম শরীফ (মোসঃ)।

২. তিরমিযী শরীফ (তিঃ)।

৩. আবু দাউদ শরীফ (আঃ)।

৪. নাসায়ী শরীফ (নাঃ)।

www.eelm.weebly.com

৫. ইবনে মাজা শরীফ (ইঃ)।

৬. মেশকাত শরীফ (মেঃ)।

প্রত্যেকটি হাদীসের মূল আরবী উদ্ধৃত হইবে এবং উহার সাথে হাদীসটির অনুবাদ থাকিবে। সঙ্গে প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা এবং বিশেষ বিশেষ তথ্যমালাও থাকিবে। হাদীসসমূহের উপর শিরোনামও স্থাপন করা হইয়াছে– যাহার সংখ্যা অনেক এবং প্রত্যেকটি শিরোনামই বস্তুতঃ শরীয়তের এক একটি মাছআলাহ– যাহা নিত্য প্রয়োজনীয়। এতদ্ভিন্ন অনেক অনেক হাদীসের প্রসঙ্গে বিভিন্ন মাছআলাহ বিশেষ আকারে ও বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে।

এই সবই নরাধমের হাতে শুধু আক্ষরিত ও রূপায়িত হইয়াছে নির্জীব কলমের ন্যায়– আল্লাহ তাআলার খাছ রহমতে এবং এই রহমত লাভ হইয়াছে মোর্শেদ মাওলানা শামছুল হক (রহ.)-এর ফয়েজ-বরকতের উসিলায়।

সকল পাঠকের প্রতি দাবি থাকিল, মোর্শেদ (রহ.) এবং আমার মাতা-পিতার রূহের প্রতি সওয়াব রেছানী ও দোয়া করার। আর নরাধমের জন্য দোয়া করার এবং মৃত্যুর সংবাদ জ্ঞাত হইলে সওয়াব-রেছানী ও দোয়া করারও অনুরোধ থাকিল।

আরজ গোজার

আজিজুল হক

www.eelm.weebly.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

নামায অধ্যায়

নামাযের মাহাত্ম্য ও নামায না পড়ার ভয়াবহ পরিণতি

নামাযের ফযীলত ও মাহাত্ম্য বর্ণনায় বুখারী শরীফে হাদীস অনূদিত হইয়াছে। মোসলেম শরীফেরও একটি হাদীস "অযুর মাহাত্ম্য" বর্ণনায় অনূদিত হইয়াছে।

৫০৮ (তিঃ)। হাদীস– কাআব ইবনে ওজরা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন–

أُعِيْذُكَ بِاللّٰهِ يَا كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ مِنْ أُمَرَاءَ يَكُوْنُ مِنْ بَعْدِيْ فَمَنْ غَشِيَ أَبْوَابَهُمْ فَصَدَّقَهُمْ فِيْ كَذِبِهِمْ وَأَعَانَهُمْ عَلٰى ظُلْمِهِمْ فَلَيْسَ مِنِّيْ وَلَسْتُ مِنْهُ وَلَا يَرِدُ عَلَيَّ الْحَوْضَ وَمَنْ غَشِيَ أَبْوَابَهُمْ أَوْلَمْ يَغْشَ وَلَمْ يُصَدِّقْهُمْ فِيْ كَذِبِهِمْ وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلٰى ظُلْمِهِمْ فَهُوَ مِنِّيْ وَأَنَا مِنْهُ وَسَيَرِدُ عَلَيَّ الْحَوْضَ يَا كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ الصَّلٰوةُ بُرْهَانٌ وَالصَّوْمُ جُنَّةٌ حَصِيْنَةٌ وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيْئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ يَا كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ إِنَّهُ لَا يَرْبُوْ لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ إِلَّا كَانَتِ النَّارُ أَوْلٰى بِهِ

"হে কাআব ইবনে ওজরা! আমি তোমাকে আল্লাহর আশ্রয়ে অর্পণ করিতেছি (মিথ্যাবাদী জালেম) শাসক হইতে যাহাদের আবির্ভাব আমার পরে হইবে। যে ব্যক্তি তাহাদের দ্বারে যাতায়াত করিবে ও তাহাদের মিথ্যাকে সত্য বলিবে, তাহাদের জুলুমের সহায়তা করিবে সে আমার সম্পর্কধারী হইবে না, আমারও কোন সম্পর্ক তাহার সঙ্গে হইবে না এবং সে

www.eelm.weebly.com

হাউজে কাউছারের পানি পানে আমার নিকট আসিতে পারিবে না। পক্ষান্তরে যে তাহাদের দ্বারে যাতায়াত করিবে না অথবা করিবে, কিন্তু তাহাদের মিথ্যাকে সত্য বলিবে না, তাহাদের জুলুমের সহায়তা করিবে না সে আমার সম্পর্কধারী হইবে, তাহার সহিত আমার সম্পর্ক থাকিবে এবং সে হাউজে কাউসারের পানি পানের জন্য আমার নিকট পৌছিবার সুযোগ লাভ করিবে।

হে কাআব ইবনে ওজরা! নামায (নামাযী ব্যক্তির ঈমান ও ইসলামের) প্রমাণ, রোযা (নরক ও নরকীয় কার্যকলাপ হইতে বাঁচিবার সুদৃঢ় ঢাল। আর দান-খয়রাত গোনাহ দূর করিয়া দেয় যেরূপে পানি আগুনকে দূর করিয়া দেয়।

হে কাআব ইবনে ওজরা! যেই দেহের মাংস হারাম খাদ্য-খোরাক হইতে জন্মিয়া বর্ধিত হইবে উহা একমাত্র দোযখেরই উপযোগী হইবে।"

৫০৯ (তিঃ)। হাদীস– আবু উমামা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিদায় হজ্জের ভাষণে বলিতে শুনিয়াছি–

اِتَّقُوا اللّٰهَ رَبَّكُمْ وَصَلُّوا خَمْسَكُمْ وَصُوْمُوْا شَهْرَكُمْ وَاَدُّوْا زَكٰوةَ اَمْوَالِكُمْ وَاَطِيْعُوْا ذَا اَمْرِكُمْ تَدْخُلُوْا جَنَّةَ رَبِّكُمْ

"তোমরা তোমাদের প্রভু-পরওয়ারদেগার আল্লাহকে ভয়-ভক্তি করিয়া চলিও, পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করিও, রযমান মাসের রোযা রাখিও, স্বীয় মালের যাকাত দিও এবং উপরস্থকে মানিয়া চলিও– তাহা হইলে বেহেশতে প্রবেশ করিবে।"

● উপরস্থদের প্রতি আনুগত্য না থাকিলে দেশ ও সমাজ, বরং সংসার ও প্রতিষ্ঠানও ধ্বংস হয়, কিন্তু সুস্পষ্ট হাদীস এবং বিধান রহিয়াছে–

لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِىْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ

"সৃষ্টিকর্তার নাফরমানীতে কোন সৃষ্টির মান্যতা চলিবে না।"

৫১০ (তিঃ)। হাদীস– জাবের (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে–

اِنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَ الْكُفْرِ وَالْاِيْمَانِ تَرْكُ الصَّلٰوةِ

www.eelm.weebly.com

"বেঈমানী ও ঈমান উভয়ের মধ্যে পার্থক্য হইল নামায না পড়া।"

৫১১ (তিঃ)। হাদীস– হযরত আবদুল্লাহ ইবনে শকীক (রহ.) বর্ণনা করিয়াছেন–

كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرَوْنَ شَيْئًا مِّنَ الْأَعْمَالِ تَرْكُهُ كُفْرٌ غَيْرَ الصَّلٰوةِ

"হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ দ্বীন ইসলামের কোন আমলকে ছাড়িয়া দেওয়ার কারণে কাফের গণ্য করিতেন না– একমাত্র নামায ছাড়া ব্যতীত।"

অর্থাৎ নামায না পড়াকে সমস্ত সাহাবীগণ কাফের হইয়া যাওয়া তুল্য গণ্য করিতেন।

৫১২ (তিঃ)। হাদীস– আনাস (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিল, কত ওয়াক্ত নামায আল্লাহ তাআলা তাঁহার বান্দাদের উপর ফরয করিয়াছেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আল্লাহ তাআলা স্বীয় বন্দাদের উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করিয়াছেন। ঐ ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, ঐ পাঁচ ওয়াক্তের আগে-পরে আরও কোন ফরজ নামায আছে কি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আল্লাহ তাআলা স্বীয় বন্দাদের উপর নামায পাঁচ ওয়াক্তই ফরয করিয়াছেন। ঐ ব্যক্তি কসম করিয়া বলিল– এই নামায আদায়ে সে একটুও বেশ-কম করিবে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, এই কথার উপর ঠিক থাকিলে সে অবশ্যই বেহেশতে প্রবেশ করিবে।

৫১৩ (নাঃ)। হাদীস– আউফ ইবনে মালেক (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে উপস্থিত ছিলাম। তিনি বলিলেন, তোমরা আল্লাহর রসূলের হাতে হাত দিয়া অঙ্গীকার করিবে না কি? হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কথা তিনবার বলিলেন। তৎক্ষণাৎ আমরা আমাদের হাত অগ্রসর করিয়া আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা অঙ্গীকার করায় প্রস্তুত; কিসের অঙ্গীকার করিব?

www.eelm.weebly.com

হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, এক আল্লাহর গোলামী করিবে– তাঁহার সহিত কোন কিছুকে শরীক করিবে না। আর পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করিবে এবং একটি কথা ক্ষীণ স্বরে বলিলেন, লোকদের নিকট কোন কিছু মাগিবে না।

৫১৪ (নাঃ)। হাদীস– ওবাদাহ ইবনে সামেত (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি–

خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللّٰهُ عَلَى الْعِبَادِ مَنْ جَاءَ بِهِنَّ لَمْ يُضَيِّعْ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ كَانَ لَهُ عِنْدَ اللّٰهِ عَهْدٌ اَنْ يُّدْخِلَهُ الْجَنَّةَ وَمَنْ لَمْ يَاْتِ بِهِنَّ فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللّٰهِ عَهْدٌ اِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَاِنْ شَاءَ اَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ

"পাঁচ ওয়াক্ত নামায আল্লাহ তাআলা বন্দাদের উপর ফরজ করিয়াছেন– যেই (মোমেন) ব্যক্তি উহার গুরুত্বের প্রতি তাচ্ছিল্য বশে উহার মধ্যে কোন প্রকার ত্রুটি না করিবে তাহার জন্য আল্লাহর নিকট সুরক্ষিত প্রতিশ্রুতি থাকিবে তাহাকে বেহেশতে প্রবেশ করাইবার। পক্ষান্তরে যেই (মোমেন) ব্যক্তি ঐরূপে উক্ত পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় না করিবে তাহার জন্য কোন প্রতিশ্রুতি থাকিবে না। আল্লাহ তাআলা ইচ্ছা করিলে তাহাকে আযাব দিবেন, ইচ্ছা করিলে বেহেশতে প্রবেশ করাইবেন।"

৫১৫ (নাঃ)। হাদীস– জাবের (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَالْكُفْرِ اِلَّا تَرْكُ الصَّلٰوةِ

"বন্দা এবং কুফুরী উভয়ের মধ্যে বড় মিলন-সূত্র হইল, নামায না পড়া।" অর্থাৎ যেই মানুষ নামায না পড়িবে তাহার মিলন হইয়া যাইবে কুফুরীর সঙ্গে– সে কুফুরী গোনাহে গোনাহগার হইবে।

৫১৬ (নাঃ)। হাদীস– হুরায়ছ ইবনে কাবিছা (রহ.) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি মদীনায় আসিলাম এবং দোয়া করিলাম– আয় আল্লাহ! আমাকে একজন সৎ লোকের সাহচর্য জুটাইয়া দেও। অতঃপর আমার বসা হইল আবু

www.eelm.weebly.com

হুরায়রা (রাযি.)-এর নিকটে। আমি তাঁহাকে আমার দোয়ার মর্ম জ্ঞাত করিয়া বলিলাম, আপনি আমাকে একটি হাদীস শুনান যাহা আপনি সরাসরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে শুনিয়াছেন, আশা করি আল্লাহ তাআলা আমাকে উহা দ্বারা উপকৃত করিবেন। সেমতে তিনি বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি–

إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ بِصَلَاتِهِ فَإِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ وَإِنْ فَسَدَتْ خَابَ وَخَسِرَ فَإِنِ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ قَالَ انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ فَيُكَمَّلُ بِهِ مَا نَقَصَ مِنَ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى نَحْوِ ذَلِكَ

"(কিয়ামত দিবসে) বন্দার সর্বপ্রথম হিসাব লওয়া হইবে নামাযের; উহা যদি সঠিক হইয়া যায় তবে সে কৃতকার্য ও সফলকাম হইবে। আর উহা যদি যথাযথ না হয় তবে সে বঞ্চিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। অবশ্য যদি তাহার ফরজ নামায অপরিপূর্ণ হয় তবে আল্লাহ তাআলা (ফেরেশতাগণকে) বলিবেন, লক্ষ্য করিয়া দেখ, আমার এই বন্দার (আমলনামায় তাহার ফরজ নামাযের কমতি পূরণের) নফল নামায আছে কি? ঐ নফল দ্বারা তাহার ফরজ নামাযের কমতি পূরণ করা হইবে। তারপর এই নিয়ম সব রকম আমলের হিসাবেই প্রযোজ্য হইবে।"

● ফরজের কমতি পূরণকারী নফল হইল উহার কাজা। ফরজের কাজা ফরজের নিয়তেই করিতে হইবে, কিন্তু উক্ত ফরজ উহার জন্য নির্ধারিত সময়ে না হওয়ার কারণে বস্তুত উহা নফল পরিগণিত।

এই হাদীসটির অপর বর্ণনার বাক্য উক্ত ব্যাখ্যাই বুঝায়–

انْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ لَهُ مِنْ تَطَوُّعٍ يُكَمِّلُ لَهُ مَا ضَيَّعَ مِنْ فَرِيضَةٍ

"দেখ! তাহার আমলনামায় এইরূপ নফল পাওয়া যায় কি যাহা তাহার ক্ষতি কৃত ফরজকে পূরণ করে?"

৫১৭ (ইঃ)। হাদীস– আবু আইউব (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি শুনিয়াছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

www.eelm.weebly.com

مَنْ تَوَضَّأَ كَمَا أُمِرَ وَصَلَّى كَمَا أُمِرَ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ عَمَلٍ

"যে ব্যক্তি (আল্লাহর রসূলের) নির্দেশ অনুযায়ী অযু করে এবং নির্দেশ অনুযায়ী নামায আদায় করে তাহার পূর্বকৃত আমলের গোনাহ মাফ করিয়া দেওয়া হইবে।"

● "নির্দেশ" অর্থ আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অযু ও নামায উত্তম, বরং অতি উত্তম করার ব্যাপারে যেসব খুঁটিনাটি নির্দেশাবলী দান করিয়াছেন।

৫১৮ (ইঃ)। হাদীস– আবু কাতাদা ইবনে রেবয়ী (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ اِفْتَرَضْتُ عَلٰى اُمَّتِكَ خَمْسَ صَلَوَاتٍ وَعَهِدْتُّ عِنْدِىْ عَهْدًا اِنَّهُ مَنْ حَافَظَ عَلَيْهِنَّ لِوَقْتِهِنَّ اَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهِنَّ فَلَا عَهْدَ لَهُ عِنْدِىْ

"মহা মহিম আল্লাহ বলিয়াছেন, আপনার উম্মতের উপর আমি পাঁচ ওয়াক্তের নামায ফরজ করিয়াছি, আর আমি নিজের নিকট একটি প্রতিশ্রুতি সাব্যস্ত করিয়া রাখিয়াছি যে, যে ব্যক্তি ঐ নামায সমূহ উহার নির্ধারিত ওয়াক্তে সদা আদায় করিতে যত্নবান থাকিবে তাহাকে বেহেশতে প্রবেশ করাইব। আর যে ব্যক্তি উহা আদায়ে যত্নবান হইবে না তাহার জন্য আমার নিকট কোন প্রতিশ্রুতি নাই।"

৫১৯ (মেঃ)। হাদীস– আবু যর (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে–

اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ زَمَنَ الشِّتَاءِ. وَالْوَرَقُ يَتَهَافَتُ فَاَخَذَ بِغُصْنَيْنِ مِنْ شَجَرَةٍ قَالَ فَجَعَلَ ذٰلِكَ الْوَرَقُ يَتَهَافَتُ قَالَ فَقَالَ يَا اَبَا ذَرٍّ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اِنَّ الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ لَيُصَلِّى الصَّلٰوةَ يُرِيْدُ بِهَا وَجْهَ اللّٰهِ فَتَهَافَتُ عَنْهُ ذُنُوْبُهُ كَمَا تَهَافَتَ هٰذَا الْوَرَقُ عَنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ

www.eelm.weebly.com

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা শীতকালে গাছের পাতা ঝরিতে থাকার মৌসুমে বাড়ি হইতে বাহির হইলেন। পথে তিনি একটি গাছের দুইটি ডালা (দুই হাতে) ধরিলেন (এবং ঝাঁকুনি দিলেন); ফলে উহার পাতাগুলি দ্রুত ঝরিতে লাগিল। তখন হযরত (দঃ) হে আবু যর! বলিয়া (আমাকে) ডাকিলেন; আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! হাজির আছি। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, নিশ্চয় মুসলমান বন্দা যখন আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন উদ্দেশ্য করিয়া নামায পড়ে তখন তাহার হইতে তাহার গোনাহসমূহ ঝরিয়া পড়িতে থাকে যেভাবে এই গাছের পাতাগুলি ঝরিতেছে।"

৫২০ (মেঃ)। হাদীস– যায়েদ ইবনে খালেদ জুহানী (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

مَنْ صَلَّى سِجْدَتَيْنِ لَا يَسْهُوْ فِيْهِمَا غَفَرَ اللّٰهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

"যে ব্যক্তি দুই রাকাত নামায পড়িয়াছে (এইরূপ মনোযোগের সহিত যে,) উহাতে কোন প্রকার ভুল-ভ্রান্তি হয় নাই; আল্লাহ তাআলা তাহার অতীতের গোনাহ মাফ করিয়া দিবেন। (এই নামাযের সহিত তওবা হইলে সগীরা-কবীরা গোনাহ সব গোনাহই মাফ হইবে, নতুবা শুধু সগীরা গোনাহ মাফ হইবে।)

৫২১ (মেঃ)। হাদীস– আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাযি.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন–

اَنَّهُ ذَكَرَ الصَّلٰوةَ يَوْمًا فَقَالَ مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُوْرًا وَبُرْهَانًا وَنَجَاةً يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ تَكُنْ لَهُ نُوْرًا وَلَا بُرْهَانًا وَلَا نَجَاةً وَكَانَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مَعَ قَارُوْنَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَاُبَيِّ بْنِ خَلَفٍ

"একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের আলোচনা করিলেন এবং বলিলেন, যে ব্যক্তি নামাযের প্রতি পূর্ণ মনোযোগী ও তৎপর থাকিবে কিয়ামত দিবসে নামায তাহার জন্য (পথ প্রদর্শক) আলো হইবে,

www.eelm.weebly.com

(ঈমানের) প্রমাণ হইবে এবং (জাহান্নাম হইতে) মুক্তি দানকারী হইবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি নামাযের প্রতি মনোযোগ ও তৎপর হইবে না কিয়ামত দিবসে (সে সর্বহারা হইবে–) তাহার আলোও থাকিবে না, (হাশর মাঠে ও পুলসিরাতে অন্ধকারে নিমজ্জমান থাকিবে এবং তাহার নিকট তাহার ঈমানেরও কোন) প্রমাণ থাকিবে না, (জাহান্নাম হইতে) মুক্তি লাভেরও অবলম্বন থাকিবে না এবং কিয়ামত দিবসে সে কারূন, ফেরাউন, হামান ও উবাই ইবনে খলফ (প্রভৃতি নরকী) কাফেরদের সাথী হইবে।

৫২২ (মেঃ)। হাদীস– মুয়াজ (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

اَوْصَانِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَشْرِ كَلِمَاتٍ قَالَ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ وَاِنْ قُتِلْتَ اَوْ حُرِّقْتَ وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ وَاِنْ اَمَرَاكَ اَنْ تَخْرُجَ مِنْ اَهْلِكَ وَمَالِكَ وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوْبَةً مُتَعَمِّدًا فَاِنَّ مَنْ تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوْبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللّٰهِ وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا فَاِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ وَاِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ فَاِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخَطُ اللّٰهِ وَاِيَّاكَ وَالْفِرَارَ مِنَ الزَّحْفِ وَاِنْ هَلَكَ النَّاسُ وَاِذَا اَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ وَاَنْتَ فِيْهِمْ فَاثْبُتْ وَاَنْفِقْ عَلٰى عِيَالِكَ مِنْ طَوْلِكَ وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ اَدَبًا وَاَخِفْهُمْ فِى اللّٰهِ

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্তিম উপদেশ দানরূপে আমাকে বিশেষভাবে মনোযোগী ও আকৃষ্ট করিয়া দশটি উপদেশ দান করিয়াছেন–

১. আল্লাহর শরীক তথা অংশীদার সাব্যস্ত হয় এইরূপ শেরেকী গোনাহ করিও না– যদিও তোমাকে হত্যা করা বা আগুনে পোড়াইয়া ফেলার হুমকির সম্মুখীন হও।

২. মাতা-পিতার নাফরমান বা অবাধ্য কস্মিনকালেও হইও না– যদিও তোমার ধন-জন (তাহাদের সেবায় ব্যয় ও) নিঃশেষ করিয়া ফেলিতে বলে।

www.eelm.weebly.com

৩. খবরদার! এক ওয়াক্ত ফরজ নামাযও ইচ্ছাকৃত ছাড়িও না; যে ব্যক্তি এক ওয়াক্ত ফরজ নামায ইচ্ছাকৃত ছাড়িবে আল্লাহর (চরম অসন্তুষ্টির দরুন তাঁহার) দায়িত্বের সম্পর্ক ঐ ব্যক্তি হইতে ছিন্ন করিয়া দিবেন।

৪. কোন অবস্থাতেই মদ পান করিবে না; মদ্যপান সব রকম নির্লজ্জ অসৎ কাজের মূল।

৫. গোনাহের কাজ হইতে সদা দূরে থাকিবে; গোনাহের কাজের দরুন আল্লাহর অসন্তুষ্টি নামিয়া আসে।

৬. জিহাদ হইতে পলায়ন করিবে না– যদিও বহু লোক হতাহত হয়।

৭. তোমার অবস্থান স্থলে মহামারী দেখা দিলে (তাকদীরের প্রতি বিশ্বাসে দৃঢ়তা অবলম্বন পূর্বক) তথায় অবস্থান করিবে। (ছোঁয়াচ লাগার বিশ্বাসে তথা হইতে পলায়ন করিবে না।)

৮. সাধ্যানুযায়ী পরিবারবর্গের (ভরণ-পোষণ, শিক্ষা-দীক্ষায় ও রোগ-ব্যাধি হইতে উদ্ধারের) জন্য খরচ করিবে।

৯. পরিবারবর্গের উপর শাসনের দণ্ড চালনায় বিরত হইবে না।

১০. পরিবারবর্গকে সদা আল্লাহর ভয়ে ভীত রাখায় সচেষ্ট থাকিবে।"

(আহমদ-মেঃ ১৮ পৃষ্ঠা)

সন্তানদেরে শৈশবেই নামায পড়াইবে

মাসআলা ঃ ছেলে-মেয়ে বালেগ হওয়ার সাথে সাথে তাহাদের উপর নামায ফরজ হইয়া যায়। হঠাৎ করিয়া কোন কাজের অভ্যাস কাহারও হয় না, তাই বালেগ হওয়ার পূর্বেই ছেলে-মেয়েকে নামাযের অভ্যস্ত বানানো মুরব্বীদের বিশেষ কর্তব্য। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমাজকে সেই আদেশ করিয়াছেন।

৫২৩ (তিঃ)। হাদীস– ছাবরা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِّمُوا الصَّبِيَّ الصَّلٰوةَ اِبْنَ سَبْعِ سِنِيْنَ وَاضْرِبُوْهُ عَلَيْهَا اِبْنَ عَشْرَةٍ

www.eelm.weebly.com

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদেশ করিয়াছেন– তোমরা শিশুকে নামায শিক্ষা দিবে সাত বৎসর বয়স হইতেই এবং দশ বৎসর বয়স হইলে তাহাকে নামাযের জন্য প্রহার করিবে– শাস্তি দিবে।"

৫২৪ (আঃ)। হাদীস– আমর ইবনে শোয়ায়েব (রহ.) তাঁহার পিতার মাধ্যমে দাদা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

مُرُوْا اَوْلَادَكُمْ بِالصَّلٰوةِ وَهُمْ اَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِيْنَ وَاضْرِبُوْهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ اَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِيْنَ وَفَرِّقُوْا بَيْنَهُمْ فِى الْمَضَاجِعِ

"তোমাদের সন্তানদেরে নামাযের আদেশ করিবে যখন তাহারা সাত বৎসর বয়সে পৌছে। আর তাহারা যখন দশ বৎসর বয়সে পৌছিবে তখন হইতে তাহাদেরে নামাযের জন্য প্রহার করিবে– শাস্তি দিবে এবং তাহাদেরে ভিন্ন ভিন্ন বিছানায় শুইতে দিবে।

● দশ বৎসর বয়সের ভাই-বোনকে এক বিছানায় শুইতে দিবে না। এই বয়সের ছেলেকে মায়ের সঙ্গে, মেয়েকে পিতার সঙ্গে এক বিছানায় রাখিবে না– এই বয়সে বিছানা ভিন্ন করিয়া দিবে।

৫২৫ (আঃ)। হাদীস– মুয়াজ (রাযি.) নিজ স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি বয়সের শিশুকে নামায পড়িতে হইবে? স্ত্রী বলিলেন–

كَانَ رَجُلٌ مِنَّا يَذْكُرُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ اِذَا عَرَفَ يَمِيْنَهُ مِنْ شِمَالِهِ فَمُرُوْهُ بِالصَّلٰوةِ

"আমাদের মধ্যে এক (সাহাবী) ব্যক্তি ছিলেন– তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি ফরমাইয়াছেন– শিশু ডাইন-বাঁ চিনিতে পারিলেই তাহাকে নামাযের আদেশ করিবে।"

● অর্থাৎ বোধশক্তি হওয়ার সাথে সাথেই শৈশব হইতেই ছেলে-মেয়েকে নামায শিক্ষা দেওয়া আরম্ভ করিবে, বয়ঃবৃদ্ধির সাথে নামাযের তাকিদও বাড়াইতে থাকিবে।

www.eelm.weebly.com

আযান সম্পর্কে

৫২৬ (মোসঃ)। হাদীস– আবু মাহজুরা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাকে এইরূপ আযান শিক্ষা দিয়াছিলেন–

আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার (চারবার)। আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আশহাদু আন্না মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। তাঁহাকে পুনরায় বলিতে আদেশ করিলেন, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ দুইবার। আশহাদু আন্না মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ দুইবার। হাইয়্যা আলাস সালাহ দুইবার। হাইয়্যা আলাল ফালাহ দুইবার। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ।

ব্যাখ্যা ঃ আবু মাহজুরা (রাযি.) আযানের একটি ঘটনা উপলক্ষ্য করিয়া সবেমাত্র ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন, ঐ মুহূর্তে তাঁহাকে আযানের উচ্চারণ করিতে বলা হইল; তিনি তাহা করিলেন, কিন্তু তাওহীদ ও রেসালতের ঘোষণার বাক্য দুইটিকে অপেক্ষা কৃত অনুচ্চ স্বরে উচ্চারণ করিলেন। কারণ ইসলাম-পূর্বে এই বাক্য দুইটিই পাহাড় অপেক্ষা অধিক ভারী এবং নিম অপেক্ষা অধিক তিক্ত বোধ হয়। ইসলাম গ্রহণে সেই অবস্থার অবসান নিশ্চয় ঘটিয়াছিল, কিন্তু নতুন অবস্থায় উহার ঘোষণা উচ্চারণে সাধারণভাবেই গলার স্বর চাপিয়া আসিয়াছিল। তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাকে আদেশ করিলেন–

ارجع وامدد من صوتك

"পুনরায় উচ্চারণ কর এবং স্বর উচ্চ কর।"

বলাবাহুল্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশ পালনের বরকতে তাঁহার ঈমানের নুর চমকিয়া উঠিল এবং প্রথম অবস্থার শিথিলতা দূরীভূত হইয়া গেল। তাই হযরতের এই আদেশকে আবু মাহজুরা (রাযি.) মঙ্গল ও বরকতের স্মারকরূপে সদা আঁকড়াইয়া রহিয়াছেন। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক মক্কা শরীফের মসজিদের মুয়াজ্জিন নিযুক্ত ছিলেন; সদা তিনি ঐ পুনঃ ঘোষণা সম্বলিত আযানই দিয়া থাকিতেন।

www.eelm.weebly.com

পক্ষান্তরে মদীনায় নিযুক্ত প্রত্যেক মুয়াজ্জিন বিশেষত সকল মুয়াজ্জিনগণের দলপতি বেলাল (রাযি.) যিনি পাঁচ ওয়াক্ত সদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে ও নিকটে আযাব দিয়া থাকিতেন– তাঁহাদের সকলের আযানই ঐ আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ও আশহাদু আন্না মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ বাক্যদ্বয়ের দুই দুইবার ধ্বনির পর পুনঃ দুই দুইবার ধ্বনি ব্যতিরেকেই হইয়া থাকিত। আযান প্রচলিত হওয়ার মূল– গায়েবী শিক্ষা দেওয়া আযানও উহা ব্যতিরেকেই ছিল (বিস্তারিত ঘটনা বাংলা বুখারী শরীফ ১ম খণ্ড দ্রষ্টব্য)। হানাফী মাযহাবে আযানের এই নিয়মকেই গ্রহণ করা হইয়াছে।

৫২৭ (মোসঃ)। হাদীস– আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের (নিয়মিত) দুইজন মুয়াজ্জিন ছিলেন। বেলাল (রাযি.) এবং আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মকতুম (রাযি.) যিনি অন্ধ ছিলেন।

৫২৮ (মোসঃ)। হাদীস– আয়েশা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মকতুম (রাযি.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য আযান দিয়া থাকিতেন এবং তিনি অন্ধ ছিলেন।

৫২৯ (মোসঃ)। হাদীস– আনাস (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের (জিহাদ পরিচালনায়) সাধারণ রীতি ছিল, তিনি সুবহে সাদিক তথা প্রভাত হইলে পর আক্রমণ অভিযান আরম্ভ করিতেন। (অভিযানের লক্ষ্যস্থল বস্তি হইতে) আযান শুনিবার অপেক্ষা করিতেন; যদি (তথা হইতে) আযান শুনিতে পাইতেন (তবে বুঝিতে পারিতেন, এই বস্তির লোক মুসলমান হইয়াছে, তাই) আক্রমণ পরিচালনা হইতে বিরত থাকিতেন; অন্যথায় আক্রমণ করিয়া দিতেন। একদা এক ব্যক্তির আযান শুনিতে পাইলেন– সে যখন বলিল, আল্লাহু আকবার; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, সৃষ্টিগত স্বভাব সম্মত উক্তিই করিয়াছ। তারপর সে বলিল, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাহ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, জাহান্নাম হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছ। (রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক প্রদত্ত এত বড় সুসংবাদের সৌভাগ্যশালী ব্যক্তিটি

www.eelm.weebly.com

কো) সকলে তাহাকে দেখিবার জন্য খোঁজ করিল। দেখা গেল, ঐ ব্যক্তিটি একজন মেষ-রাখাল।

● মেষ-রাখাল মেষ চরাইতে যাইয়া নামাযের ওয়াক্তে রীতিমত আযান দিয়া নামায আদায় করে– সে জাগতিক দৃষ্টিতে যতই নিম্ন মানের হউক না কেন, কিন্তু তাহার ন্যায় সৌভাগ্যশালী কমই হইবে।

● সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআলার সর্ব শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্বের উক্তি ও ঘোষণা করা সৃষ্টির পক্ষে ইহাই প্রকৃত স্বভাব, ইহার বিপরীত ধ্যান-ধারণা বস্তুত প্রকৃত স্বভাবের বিকৃত হওয়ার পরিচয়।

আযানের জওয়াব দেওয়া এবং আযানের পরে পাঠনীয় দোয়া

৫৩০ (মোসঃ)। হাদীস– আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন– তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছেন–

إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلٰوةً صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا ثُمَّ سَلُوا اللّٰهَ الْوَسِيْلَةَ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللّٰهِ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ فَمَنْ سَأَلَ لِيَ الْوَسِيْلَةَ حَلَّتْ عَلَيْهِ الشَّفَاعَةُ

"তোমরা যখন মুয়াজ্জিনকে আযান দিতে শোন তখন তোমরাও তাহার অনুরূপ বাক্য উচ্চারণ কর। তারপর আমার প্রতি দরূদ পড়; ইহা নিশ্চিত যে, কোন ব্যক্তি আমার প্রতি একবার দরূদ পড়িলে আল্লাহ তাআলা উহার বিনিময়ে তাহাকে দশটি রহমত দান করেন। দরূদ পড়ার পর আমার জন্য আল্লাহ তাআলার নিকট 'ওয়াছিলাহ' প্রার্থনা কর❖– উহা হইতেছে বেহেশতের একটি বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ স্তর। আল্লাহর বন্দাদের মধ্য হইতে শুধুমাত্র একজন বন্দা ব্যতীত আর কাহারও উহা লাভ হইবে না। আমি আশা

❖ 'ওয়াছিলাহ' প্রার্থনার জন্য হাদীস শরীফেই বিশেষ দোয়া রহিয়াছে। বাংলা বুখারী শরীফ ১ম খণ্ড ৩৭৮ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

www.eelm.weebly.com

করি, আমিই হইব সেই বন্দা। যেই ব্যক্তি আমার জন্য 'ওয়াছিলাহ' প্রার্থনা করিবে তাহার জন্য আমার শাফায়াত জরুরী হইয়া যাইবে।"

৫৩১ (মোসঃ)। হাদীস– ওমর (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ فَقَالَ اَحَدُكُمْ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ثُمَّ قَالَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ قَالَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ثُمَّ قَالَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ قَالَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ ثُمَّ قَالَ حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ثُمَّ قَالَ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ قَالَ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ثُمَّ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مِنْ قَلْبِهٖ دَخَلَ الْجَنَّةَ

"মুয়াজ্জিন যখন আল্লাহু আকবার-আল্লাহু আকবার বলে তখন যদি তোমাদের কেহ আল্লাহু আকবার-আল্লাহু আকবার বলে। তারপর যখন আশহাদু আল্লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে তখন সেও আশহাদু আল্লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে। তারপর যখন আশহাদু আন্না মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ বলে তখন সেও আশহাদু আন্না মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ বলে। তারপর যখন হাইয়্যা আলাছ ছালাহ বলে তখন সে লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ বলে। তারপর যখন হাইয়্যা আলাল ফালাহ বলে তখনও সে লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ বলে। তারপর যখন আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার বলে তখন সেও আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার বলে। তারপর যখন লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে তখন সেও লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে। (মুয়াজ্জিনের সঙ্গে সঙ্গে ঐ ব্যক্তির এই সব উক্তি) তাহার অন্তরের (পূর্ণ লক্ষ্য ও বিশ্বাসের) সহিত বলা হয় তবে ঐ ব্যক্তি বেহেশত লাভ করিবে।"

ব্যাখ্যা ঃ বলাবাহুল্য উল্লিখিত উক্তিসমূহ অন্তরের বিশ্বাস ও লক্ষ্যের সহিত হওয়ার জন্য ঐ সবের অর্থ জানা এবং তাহার প্রতি বিশ্বাসের সহিত

www.eelm.weebly.com

লক্ষ্য করার প্রয়োজন আছে। "আল্লাহু আকবার" অর্থ– আল্লাহ সর্বমহান সর্বশ্রেষ্ঠ–সবই তাঁহার করতলগত। "আশহাদু আল্লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" অর্থ– আমি মনে-প্রাণে সাক্ষ্য ও ঘোষণা দিতেছি যে, আল্লাহ ভিন্ন অন্য কোন মাবুদ ও উপাস্য নাই। "আশহাদু আন্না মোহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ" অর্থ– আমি মনে-প্রাণে ইহাও সাক্ষ্য ও ঘোষণা দিতেছি যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিশ্চয় আল্লাহর রসূল। "হাইয়্যা আলাছ ছালাহ" অর্থ– নামাযের জন্য আস। ইহার সঙ্গে বলিতে হয়– লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ" অর্থ– (গোনাহ বা বিভিন্ন লিপ্ততা) ত্যাগ করার ক্ষমতা নাই এবং (ভাল ও নেক কাজ যথা নামায ইত্যাদির প্রতি ছুটিয়া আসিবার) শক্তি নাই– একমাত্র আল্লাহ তাআলার সাহায্য ছাড়া। অর্থাৎ হে পরওয়ারদেগার! তোমার পক্ষ হইতে নামাযের জন্য আসিবার ডাক দেওয়া হইয়াছে; দুনিয়ার বেড়াজাল ছিন্ন করিয়া নামাযের জন্য আসিতে তোমার সাহায্য প্রয়োজন– তোমার ডাকে সাড়া দেওয়ার জন্য তুমি আমাকে সাহায্য কর। "হাইয়্যা আলাল ফালাহ" অর্থ– মঙ্গল ও কল্যাণ লাভের জন্য আস। নামায নামাযী ব্যক্তির জন্য তো ইহ-পরকালের মহা কল্যাণ ও মঙ্গলময় আছেই। কারণ নামাযের দ্বারা সে পরকালে কবরের সুখ-শান্তি এবং চিরসুখের বেহেশত লাভ করিতে পারিবে এবং ইহকালে সৎ-সাধু হইতে পারিবে– যাহা প্রত্যেক মানুষের জন্য সর্বোচ্চ প্রশংসার গুণ। এতদ্ভিন্ন নামায দেশ ও সমাজের জন্যও মহা কল্যাণ এবং মঙ্গলময় বটে। স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআলা কুরআন পাকে বলিয়াছেন–

وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

"নামাযকে প্রতিষ্ঠিত কর; নিশ্চয়ই নামায সকল প্রকার অপকর্ম ও অনাচার প্রতিরোধ করিয়া থাকে।"

ইহার সঙ্গে ঐ লা-হাওলা ... ... পড়িতে হইবে। অর্থাৎ এই কল্যাণ ও মঙ্গল আহরণের জন্য আসিতে আল্লাহর সাহায্য প্রয়োজন। এইভাবে সব অর্থগুলি আয়ত্ব করিয়া অন্তরের অন্তস্থল হইতে উহার প্রতি বিশ্বাস ও লক্ষ্য স্থাপন পূর্বক আবৃত্ত করিলে আলোচ্য হাদীসে বর্ণিত সুসংবাদের অধিকারী হওয়া যাইবে।

www.eelm.weebly.com

৫৩২ (মোসঃ)। হাদীস– সাআদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

مَنْ قَالَ حِيْنَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ وَاَنَا اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِمُحَمَّدٍ رَّسُوْلًا وَّبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا غُفِرَ لَهٗ ذَنْبُهٗ

"যে ব্যক্তি মুয়াজ্জিনের (শেষ) বাক্য (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ) শুনিয়া এইরূপ বলিবে– ওয়া আনা আশহাদু আল্লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা-শারীকা লাহু ওয়া আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু, রাজিতু বিল্লাহে রাব্বান ওয়া বি-মুহাম্মাদিন রাসুলান ওয়া বিল ইসলামে দ্বীনান– ঐ ব্যক্তির সমস্ত গোনাহ মাফ হইয়া যাইবে।

● উল্লিখিত দোয়াটির অর্থ– আমিও মনে-প্রাণে সাক্ষ্য ও ঘোষণা দিতেছি যে, কোন মাবুদ বা উপাস্য নাই একমাত্র আল্লাহ ছাড়া– তিনি এক, তাঁহার সঙ্গী-সাথী বা অংশীদার নাই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার বন্দা ও রসূল। আমি আল্লাহকে প্রভু-পরওয়ারদেগার রূপে গ্রহণ করিয়া শান্ত ও ক্ষান্ত হইলাম এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রসূলরূপে গ্রহণ করিয়া শান্ত ও ক্ষান্ত হইলাম এবং ইসলামকে ধর্ম ও মতবাদরূপে গ্রহণ করিয়া শান্ত ও ক্ষান্ত হইলাম।

৫৩৩ (মোসঃ)। হাদীস– মুআবিয়া (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি–

اَلْمُؤَذِّنُوْنَ اَطْوَلُ النَّاسِ اَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ

"কিয়ামত দিবসে মুয়াজ্জিনগণের মাথা সকলের উপরে হইবে।"

অর্থাৎ তাঁহারা সাধারণ পর্যায়ে সর্বাধিক সম্মানিত হইবেন।

৫৩৪ (মোসঃ)। হাদীস– জাবের (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি–

اِنَّ الشَّيْطَانَ اِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ بِالصَّلٰوةِ ذَهَبَ حَتّٰى يَكُوْنَ مَكَانَ الرَّوْحَاءِ

www.eelm.weebly.com

"নিশ্চয় শয়তান (মদীনা শহরের) আযান শুনিয়া দৌড়িয়া পালায়, এমনকি 'রওহা' নামক জায়গায় চলিয়া যায়।"

জাবের (রাযি.) সাহাবীর শার্গেদকে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন, মদীনা শহর হইতে 'রওহা' ৩৬ মাইল দূরে অবস্থিত।

৫৩৫ (মোসঃ)। হাদীস– সোহায়েল (রহ.) বলেন, আমার পিতা এক দিন আমাকে (মদীনা শহরের) বনু হারেছা গোত্রের বস্তিতে পাঠাইলেন; আমার সঙ্গে আমার এক সাথীও ছিল। (পথিমধ্যে দেয়ালে ঘেরা) একটি বাগান হইতে আমার ঐ সাথীকে তাহার নাম বলিয়া কেহ ডাকিল। আমার সাথী দেয়ালের উপর চড়িয়া বাগানের ভিতরে ভালভাবে তাকাইল, কিন্তু কোন কিছুই দেখিতে পাইল না। (ডাক শুনা গেল, কিন্তু ডাক দেনেওয়ালা পাওয়া গেল না– ইহা আশ্চর্যজনক ঘটনা!) আমি আমার পিতার নিকট সেই ঘটনা ব্যক্ত করিলাম। (তিনি আশঙ্কা করিলেন যে, উহা জীন-ভুতের ক্রিয়াকলাপ ছিল। তাই) তিনি বলিলেন, তুমি এইরূপ ঘটনার সম্মুখীন হইবে তাহা লক্ষ্যে থাকিলে তোমাকে পাঠাইতামই না। তবে (আগামীর জন্য স্মরণ রাখ–) কোনও সময় এই ধরনের আওয়াজ শুনিলে তখন নামাযের (উদ্দেশ্য তুল্যই) আযান দিও। আমি আবু হুরায়রা (রাযি.)কে হাদীস বর্ণনা করিতে শুনিয়াছি– রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

إِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا نُوْدِيَ بِالصَّلٰوةِ وَلّٰى وَلَهُ حُصَاصٌ

"নিশ্চয় যখন নামাযের আযান দেওয়া হয় তখন শয়তান দৌড়িয়া পালায়– তাহার বায়ু নির্গত হইতে থাকে।"

● দুষ্ট জীন-ভুত সবই শয়তান পরিগণিত।

৫৩৬ (তিঃ)। হাদীস– জাবের (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে–

إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِبِلَالٍ يَا بِلَالُ إِذَا أَذَّنْتَ فَتَرَسَّلْ وَإِذَا أَقَمْتَ فَاحْدُرْ وَاجْعَلْ بَيْنَ أَذَانِكَ وَإِقَامَتِكَ قَدْرَمَا يَفْرُغُ الْآكِلُ مِنْ أَكْلِهِ وَالشَّارِبُ مِنْ شُرْبِهِ وَالْمُعْتَصِرُ إِذَا دَخَلَ لِقَضَاءِ حَاجَتِهِ وَلَا تَقُوْمُوْا حَتّٰى تَرَوْنِيْ

www.eelm.weebly.com

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা বেলাল (রাযি.)কে বলিলেন, হে বেলাল! যখন আযান দাও তখন (আযানের বাক্যগুলির প্রত্যেকটির উপর) নিঃশ্বাস কাটিয়া কাটিয়া ধীরে ধীরে দীর্ঘ স্বরে উচ্চারণ করিও। আর ইকামত বলার সময় একটানা ভাবে বলিও। তোমার আযান ও ইকামতের মধ্যে এই পরিমাণ সময়ের ব্যবধান রাখিও যে, পানাহারের প্রয়োজনধারী ব্যক্তি পানাহার হইতে এবং পায়খানা-প্রস্রাবের প্রয়োজনধারী ব্যক্তি উহা হইতে অবসর হইতে পারে। আর তোমরা (নামাযের জন্য) দাঁড়াইয়া যাইও না যাবৎ না আমাকে দেখিয়া নেও– (আমি নিজ কক্ষ হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছি)।

৫৩৭ (তিঃ)। হাদীস– আবু জুহায়ফা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

رَأَيْتُ بِلَالًا يُؤَذِّنُ وَيَدُورُ وَيَتْبَعُ فَاهُ هٰهُنَا وَهٰهُنَا وَإِصْبَعَاهُ فِي أُذُنَيْهِ وَرَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قُبَّةٍ لَهُ حَمْرَاءَ مِنْ أَدَمٍ فَخَرَجَ بِلَالٌ بَيْنَ يَدَيْهِ بِالْعَنَزَةِ فَرَكَزَهَا بِالْبَطْحَاءِ فَصَلَّى رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَرِيقِ سَاقَيْهِ

"আমি বেলাল (রাযি.)কে দেখিয়াছি– তিনি আযান দিতেছিলেন এবং (আযানের মধ্যে শুধু দৃষ্টি ও চেহারা দ্বারা ডানে-বামে) দিক পরিবর্তন করিতেছিলেন; তাঁহার মুখ এদিক-ওদিক নিতেছিলেন। আর তাঁহার (দুই হাতের) দুইটি আঙ্গুল দুই কানের ভিতরে ছিল। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন (হজ্জ সমাপণে মিনার মধ্যে) চামড়ার তৈরি লাল রঙ্গের তাবুর ভিতরে ছিলেন। (বেলাল [রাযি.] আযান শেষ করিয়া হযরত [দ.]কে নামাযের জন্য সংবাদ দানে তাবুর ভিতরে প্রবেশ করিলেন,) অতঃপর নবীজীর লাঠিখানা লইয়া তাঁহার আগে আগে বাহির হইয়া আসিলেন এবং ঐ লাঠি (বাহিরে) কাঁকরময় ময়দানে গাড়িয়া দিলেন; (ঐ লাঠি ছোতরা হইল– উহাকে সম্মুখে রাখিয়া) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়িলেন। তাহার সম্মুখ দিয়া (ছোতরার বহির্ভাগে) কুকুর

www.eelm.weebly.com

ও গাধার গমনাগমন ছিল। হযরতের পরিধানে লাল রং (ডোরা বিশিষ্ট) এক জোড়া বস্ত্রছিল (–লুঙ্গি ও চাদর)। তাঁহার পায়ের গোছাদ্বয়ের নূরানী বর্ণ এখনও আমার চোখে ভাসে। (তাঁহার লুঙ্গি পায়ের গিঁটদ্বয় হইতে অনেক উপরে ছিল।)"

৫৩৮ (তিঃ)। হাদীস– বেলাল (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

لَا تُثَوِّبَنَّ فِىْ شَىْءٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ اِلَّا فِىْ صَلَوَاتِ الْفَجْرِ

"ফজর নামাযের আযান ব্যতীত অন্য কোন নামাযের আযানে 'তছবীহ' করিবে না।"

● 'তছবীহ' অর্থ– 'আচ্ছালাতু খায়রুম মিনাম নাওম' বলা।

৫৩৯ (তিঃ)। হাদীস– যিয়াদ ইবনে হারেছ ছুদায়ী (ছুদা গোত্রীয় ব্যক্তি) বর্ণনা করিয়াছেন–

اَمَرَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ اُوَذِّنَ فِىْ صَلٰوةِ الْفَجْرِ فَاَذَّنْتُ فَاَرَادَ بِلَالٌ اَنْ يُّقِيْمَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اَخَا صُدَاءٍ قَدْ اَذَّنَ وَمَنْ اَذَّنَ فَهُوَ يُقِيْمُ

"একদা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ফজর নামাযের আযান দেওয়ার আদেশ করিলেন। সেমতে আমি আযান দিলাম। অতঃপর বেলাল (রাযি.) ইকামত বলিতে চাহিলে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, ছুদা গোত্রীয় লোকটি আযান দিয়াছে এবং যে ব্যক্তি আযান দিয়াছে সে-ই ইকামতও বলিবে।"

৫৪০ (তিঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُؤَذِّنُ اِلَّا مُتَوَضِّئٌ

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, অযু বিহীন ব্যক্তি আযান দিবে না।"

www.eelm.weebly.com

৫৪১ (তিঃ)। হাদীস– জাবের ইবনে ছামুরা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুয়াজ্জিন অপেক্ষা করিতেন– যখন দেখিতেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় কক্ষ হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছেন তখন ইকামত বলিতেন।

৫৪২ (তিঃ)। হাদীস– ইবনে আব্বাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

مَنْ أَذَّنَ سَبْعَ سِنِيْنَ مُحْتَسِبًا كُتِبَ لَهُ بَرَاءَةٌ مِّنَ النَّارِ

"যে ব্যক্তি সওয়াব হাসিলের নিয়তে সাত বৎসর আযান দিবে তাহার জন্য দোযখ হইতে মুক্তি লিখিয়া দেওয়া হইবে।"

৫৪৩ (তিঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

اَلْإِمَامُ ضَامِنٌ وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ اَللّٰهُمَّ أَرْشِدِ الْأَئِمَّةَ وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِيْنَ

"লোকদের নামায (তাহাদের) ইমামের নামাযের সঙ্গে বিজড়িত। (অর্থাৎ ইমামের নামায বাতিল হইলে মুক্তাদীগণের নামাযও বাতিল হইয়া যাইবে।) আর মুয়াজ্জিন (লোকদের নামাযের) আমানতদার। (লোকগণ নামাযের ওয়াক্তের ব্যাপারে এবং রোযার ইফতারে তাহার আযানের উপর নির্ভর করিবে।)

আয় আল্লাহ! ইমামগণকে ভুল-ভ্রান্তি হইতে বাঁচাইয়া রাখিও, মুয়াজ্জিনদের ত্রুটি-বিচ্যুতি মাফ করিয়া দিও।"

● হাদীসটির মূল উদ্দেশ্য ইমাম-মুয়াজ্জিনদের দায়িত্ব সম্পর্কে সতর্ক ও সচেতন করা।

৫৪৪ (তিঃ)। হাদীস– আনাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে–

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلدُّعَاءُ لَا يُرَدُّ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ قَالُوْا فَمَاذَا نَقُوْلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ سَلُوا اللّٰهَ الْعَافِيَةَ فِى الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

www.eelm.weebly.com

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন– আযান এবং ইকামতের মধ্যবর্তী যে দোয়া করা হইবে উহা ফেরত দেওয়া হইবে না (অবশ্যই কবুল হইবে)।

সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! এই সুযোগে আমরা কি দোয়া করিব? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আল্লাহ তাআলার নিকট ইহ-পরকালের শান্তি কামনা করিও।"

যথা এইরূপ দোয়া করিবে–

"আল্লাহুম্মা ইন্নী আছআলুকাল আফিয়াতা ফিদ্দনিয়া ওয়াল আখেরাহ"

● আলোচ্য হাদীসটি পূর্ণ আকারে তিরমিযী শরীফের দোয়া অধ্যায়ের শেষ দিকে বর্ণিত আছে।

● আযানের পর তিন হাদীসে তিনটি দোয়া বর্ণিত হইল– ৫৩০, ৫৩২ ও ৫৪৪ নং হাদীস।

৫৪৫ (আঃ)। হাদীস– আবু ওমায়ের (রহ.) তাঁহার এক চাচা– আনসারী তথা মদীনাবাসী সাহাবী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাবনায় লিপ্ত ছিলেন যে, নামাযের জন্য লোকদেরে কিরূপে একত্রিত করা যাইবে? কেহ বলিল, নামাযের সময় উপস্থিত হইলে পতাকা উড়াইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করুন; লোকেরা উড্ডীয়মান পতাকা দেখিলে একে অন্যকে সংবাদ দিয়া দিবে। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই প্রস্তাব পছন্দ করিলেন না। অতঃপর ইহুদীদের শংখের আলোচনা করা হইল; তাহাও হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পছন্দ করিলেন না এবং বলিলেন, শংখ বাজানো তো ইহুদীদের কাজ। (অতঃপর আগুনের আলোচনাও করা হইয়াছিল যে, কোন উচ্চস্থানে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করা হউক যাহা দেখিয়া লোকেরা নামাযের সময় বুঝিতে পারিবে। কিন্তু অমুসলিম মজুছিরা অগ্নিপূজা করে, তাই ঐ প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যাত হইল।) তারপর নাসারাদের ন্যায় 'নাকুস' (নামক এক প্রকার ঘন্টা) বাজাইবার প্রস্তাব করা হইল; হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, ইহা তো নাসারাদের ব্যবহারীয় বস্তু। (এইসব আলোচনার পর প্রথমত হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক প্রস্তাবে 'আস-সালাতু জামেয়াতুন–

www.eelm.weebly.com

নামাযের জন্য একত্রিত হও' ধ্বনি দেওয়ার আদেশ করিয়াছিলেন[১] কিন্তু পরে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'নাকুস' তৈরি করার আদেশ দিয়াছিলেন।)[২]

এই পরিস্থিতিতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চিন্তা-ভাবনা সৃষ্টি হইল; সেই কারণে আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ নামীয় সাহাবী মনে চিন্তা-ভাবনা লইয়া বাড়ি ফিরিলেন। (তাঁহার বর্ণনা যে– নিদ্রাবস্থায় [স্বপ্নে] দেখি, এক ব্যক্তি (দুইখানা সবুজ কাপড় পরিহিত[৩]) আমার নিকট দিয়া একটি নাকুস হস্তে বহন করত ঘুরাফেরা করিতেছেন। আমি তাঁহাকে বলিলাম, হে আল্লাহর বন্দা! আপনি নাকুসটি বিক্রি করিবেন কি? তিনি বলিলেন, আপনি ইহা দ্বারা কি কাজ করিবেন? আমি বলিলাম, ইহা দ্বারা নামাযের প্রতি আহ্বান জানাইব। তিনি বলিলেন, ঐ কাজের জন্য ইহা অপেক্ষা উত্তম ব্যবস্থা আপনাকে শিক্ষা দিব কি? আমি বলিলাম, অবশ্যই। ঐ লোকটি বলিলেন, আপনি এইরূপ বলিবেন– আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। আশহাদু আল্লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আল্লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ। হাইয়্যা আলাছ ছালাহ, হাইয়্যা আলাছ ছালাহ। হাইয়্যা আলাল ফালাহ, হাইয়্যা আলাল ফালাহ। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ।[৪]

আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, অতঃপর ঐ লোকটি অল্প সময় বিরত থাকিয়া তারপর দাঁড়াইলেন এবং পূর্বের বাক্যাবলীর অনুরূপই উচ্চারণ করিলেন। অবশ্য "হাইয়্যা আলাল ফালাহ"-এর পরে অতিরিক্ত বলিলেন– কাদকামাতিছ ছালাহ, কাদকামাতিছ ছালাহ।)[৫]

অতঃপর আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রাযি.) প্রভাতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গেলেন এবং তাঁহাকে স্বপ্নের সংবাদ জ্ঞাত

---

১. এই বিষয়টি বুখারী শরীফে উল্লেখ আছে।

২. এই বিষয়টি আবু দাউদ শরীফে ৭১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে।

৩. এই বিষয়টি ইবনে মাজা শরীফে উল্লেখ আছে।

৪. বিস্তারিত এই বিবরণ আবু দাউদ শরীফে ৭২ পৃষ্ঠায় আছে।

৫. এই তথ্য আবু দাউদ শরীফে ৭৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে।

www.eelm.weebly.com

করিলেন। তিনি বলিলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি নিদ্রা ও জাগ্রত অবস্থাদ্বয়ের মধ্যবর্তী তন্দ্রারূপী অবস্থায় ছিলাম, এমতাবস্থায় আমার নিকট (দুইখানা সবুজ কাপড় পরিহিত) এক ব্যক্তি আসিলেন এবং আযান (তথা নামাযের সময় জ্ঞাত করার ব্যবস্থা) শিক্ষা দিয়া গেলেন।

(রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, ইহা ইনশাআল্লাহ নিশ্চয় সত্য স্বপ্ন। তুমি বেলালের সঙ্গে দাঁড়াও এবং তাহাকে এই বাক্যাবলী বাতাইয়া দাও যাহা তুমি স্বপ্নে লাভ করিয়াছ। উহা দ্বারা বেলাল আযান দিবে; কারণ তাহার গলার স্বর তোমার অপেক্ষা অনেক উচ্চ। সেমতে আমি বেলালের সঙ্গে দাঁড়াইলাম; তাঁহাকে আমি ঐ বাক্যাবলী বাতাইতে থাকিলাম; তিনি উহা দ্বারা আযান দিলেন। (আবু দাউদ ৭২ পৃষ্ঠা)

ওমর (রাযি.) ইতিপূর্বে এই স্বপ্নই দেখিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি বিশ দিন উহা অপ্রকাশ রাখিলেন; তারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উহার সংবাদ দিলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আরও পূর্বে আমাকে তোমার স্বপ্নের সংবাদ অবগত করাও নাই কেন? ওমর (রাযি.) বলিলেন, আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ এইরূপ স্বপ্নের বর্ণনা দানে আমার অগ্রগামী হইয়া যাওয়ায় আমি মনে মনে লজ্জিত হইয়াছি। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, (একই প্রকার একাধিক স্বপ্ন দ্বারা ইসলামের একটি জরুরী বিষয় নির্ধারিত হইল– সেই জন্য) আল্লাহ তাআলার শোকর ও প্রশংসা আদায় করি।

৫৪৬ (আঃ)। হাদীস– (মদীনার) বনু নাজ্জার গোত্রের এক মহিলা সাহাবী বর্ণনা করিয়াছেন, আমার ঘর (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের) মসজিদের চতুর্পার্শ্বস্থ গৃহসমূহের সর্বাধিক উঁচু গৃহ ছিল; বেলাল (রাযি.) উহার উপর দাঁড়াইয়া ফজরের আযান দিয়া থাকিতেন। তিনি রাত্রির শেষ ভাগে আসিয়া ঐ ঘরের উপর বসিতেন; সুবহে সাদিকের দিকে তাকাইয়া থাকিতেন। উহা দেখিতে পাইলে গা-মোড়া দিয়া উঠিতেন এবং এই দোয়াটি পড়িতেন–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَحْمَدُكَ وَاَسْتَعِيْنُكَ عَلٰى قُرَيْشٍ اَنْ يُّقِيْمُوْا دِيْنَكَ

www.eelm.weebly.com

"আয় আল্লাহ! তোমার প্রশংসা করি এবং তোমার সাহায্য প্রার্থনা করি কুরাইশদের (বর্তমান অবস্থার) বিরুদ্ধে; তাহারা যেন তোমার (প্রেরিত) দ্বীন প্রতিষ্ঠিত করায় মনোযোগী হয়।"

বেলাল (রাযি.) এই দোয়া পড়ার পর আযান দিতেন। কোন এক রাত্রেও তিনি এই দোয়াটি ছাড়িতেন না।

৫৪৭ (আঃ)। হাদীস– আবু জোহায়ফা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি বেলাল (রাযি.)কে দেখিয়াছি– আবতাহ নামক স্থানে তিনি তাবু হইতে বাহির হইয়া আসিয়া আযান দিলেন। হাইয়্যা আলাছ ছালাহ ও হাইয়্যা আলাল ফালাহ বলার সময় ডান ও বাম দিকে স্বীয় ঘাড় মোড়িতেন; সর্বাঙ্গে ঘুরিতেন না।

৫৪৮ (আঃ)। হাদীস– আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, এক ব্যক্তি আরজ করিল– ইয়া রসূলাল্লাহ! মুয়াজ্জিনগণ তো আমাদের অপেক্ষা অধিক মর্তবা হাসিল করিয়া নেয়। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, মুয়াজ্জিন যে সব বাক্য বলিয়া থাকে তোমরাও উহা উচ্চারণ কর এবং উহা শেষ হইলে পর দোয়া কর; দোয়া কবুল হইবে।

৫৪৯ (আঃ)। হাদীস– ইবনে আব্বাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

لِيُؤَذِّنْ لَكُمْ خِيَارُكُمْ وَلِيَؤُمَّكُمْ قُرَّاءُكُمْ

"তোমাদের জন্য আযান দিবেন তোমাদের উত্তম ব্যক্তিগণ এবং তোমাদের ইমাম হইবেন কুরআন উত্তম পাঠকারীগণ– ইহা তোমাদের কর্তব্য।"

● বর্তমান যুগে মুয়াজ্জিন অতি নিম্ন মানের লোকদেরে রাখা হয়। মসজিদের ঝাড়ুদার-খাদেমকেই মুয়াজ্জিন করা হয়। ইহা ঠিক নহে; ইলম-কালামে জ্ঞানে-গুণে উত্তম লোকদেরে মুয়াজ্জিন বানাইবে– আলোচ্য হাদীসের মর্ম ইহাই।

www.eelm.weebly.com

৫৫০ (আঃ)। হাদীস– আবু উমামা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, বেলাল (রাযি.) ইকামত বলা আরম্ভ করিলেন; যখন তিনি "কাদকামাতিছ ছালাহ" বলিলেন তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন–

اَقَامَهَا اللّٰهُ وَاَدَامَهَا

"আল্লাহ তাআলা নামাযকে সর্বত্র জারি রাখুন এবং চিরস্থায়ী করিয়া রাখুন।"

৫৫১ (আঃ)। হাদীস– উম্মে সালামা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে শিক্ষা দিয়াছেন এবং তিনি নিজেও মাগরিবের আযানের পর এই দোয়া পড়িতেন–

اَللّٰهُمَّ اِنَّ هٰذَا اِقْبَالُ لَيْلِكَ وَاِدْبَارُ نَهَارِكَ وَاَصْوَاتُ دُعَاتِكَ فَاغْفِرْلِىْ

"আয় আল্লাহ! ইহা তোমার (মহা কুদরতের) রাত্র আগমনের ও দিন গমনের এবং তোমার আহ্বানকারীদের ধ্বনি গর্জনের সময়– এই উপলক্ষে আমার গোনাহসমূহ মাফ করিয়া দাও।"

৫৫২ (আঃ)। হাদীস– উসমান ইবনে আবুল আছ (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি আরজ করিলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমাকে আমার গোত্রের (মসজিদের) ইমাম নিয়োগ করিয়া দিন। সেমতে হযরত (দ.) বলিলেন, তুমি তাহাদের ইমাম নিযুক্ত হইলা। (ইমামতি করায়) তাহাদের দুর্বলদের প্রতি লক্ষ্য রাখিও, আর বেতন ভোগী না হয় এইরূপ মুয়াজ্জিন রাখার চেষ্টা করিও।

৫৫৩ (আঃ)। হাদীস– বরা ইবনে আযেব (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে আমরা তকবীর-তাহরীমার (তথা নামায আরম্ভ করার) পূর্বে যথেষ্ঠ সময় কাতার বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতাম– (এই সময়ের মধ্যে কাতার সোজা এবং সুশৃঙ্খল করা হইত।)

তিনি আরও বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ يَلُوْنَ الصُّفُوْفَ الْاُوَلَ وَمَا مِنْ خُطْوَةٍ اَحَبَّ اِلَى اللّٰهِ مِنْ خُطْوَةٍ يَمْشِىْ بِهَا يَصِلُ بِهَا صَفًّا

www.eelm.weebly.com

"নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা রহমত নাযিল করেন এবং ফেরেশতাগণ দোয়া করেন ঐ লোকদের প্রতি যাহারা সম্মুখের কাতারসমূহে শামিল হইয়া উহা পূরণ করে।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলিয়াছেন, সম্মুখের কাতারে শামিল হওয়ার জন্য যে পদক্ষেপ ব্যয় করা হয় আল্লাহ তাআলার নিকট উহা অপেক্ষা অধিক পছন্দনীয় আর কোন পদক্ষেপ নাই।"

৫৫৪ (নাঃ)। হাদীস– বরা ইবনে আযেব (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

إِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ وَالْمُؤَذِّنُ يُغْفَرُ لَهُ بِمَدِّ صَوْتِهِ وَيُصَدِّقُهُ مَنْ سَمِعَهُ مِنْ رَطْبٍ وَيَابِسٍ وَلَهُ أَجْرُ مَنْ صَلَّى مَعَهُ

"নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা রহমত নাযিল করেন এবং ফেরেশতাগণ দোয়া করেন সম্মুখের কাতারের জন্য। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলিয়াছেন– আযানদাতার গোনাহ মাফ করা হয় তাহার আওয়াজের দীর্ঘতার পরিমাণে। আর যত জীবজন্তু ও উদ্ভিদ তাহার আওয়াজ শুনিবে সকলেই তাহার উক্তিসমূহের সাথে সমর্থন জানাইবে (এবং কিয়ামতের দিন মোমেন হওয়ার সাক্ষ্য দিবে)। আর তাহার সঙ্গে যত মানুষ নামায পড়িবে সকলের সওয়াবের সমপরিমাণ সওয়াব তাহাকে দেওয়া হইবে।"

৫৫৫ (নাঃ)। হাদীস– ওকবা ইবনে আমের (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই বলিতে শুনিয়াছি–

يَعْجَبُ رَبُّكَ مِنْ رَاعِي غَنَمٍ فِي رَأْسِ شَظِيَّةِ الْجَبَلِ يُؤَذِّنُ بِالصَّلٰوةِ وَيُصَلِّي فَيَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ انْظُرُوْا إِلَى عَبْدِي هٰذَا يُؤَذِّنُ وَيُقِيْمُ الصَّلٰوةَ يَخَافُ مِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِي وَأَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ

"তোমাদের প্রভু-পরওয়ারদেগার সন্তুষ্ট হন ঐ মেষ-রাখালের প্রতি যে পর্বত শিখরে (মেষ চড়ায় এবং একা হইয়াও) নামাযের জন্য আযান দেয়

www.eelm.weebly.com

এবং নামায পড়ে। তখন মহা মহিম আল্লাহ (ফেরেশতাগণকে সম্বোধন করিয়া) বলেন, তোমরা আমার এই বন্দার প্রতি লক্ষ্য কর– সে আযান দেয় এবং সুন্দররূপে নামায আদায় করে; আমাকে ভয় করে। আমি তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিলাম এবং বেহেশতের অধিকারী বানাইয়া দিলাম।"

৫৫৬ (ইঃ)। হাদীস– রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুয়াজ্জিন সাআদ (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেলাল (রাযি.)কে আদেশ করিয়াছিলেন, যেন তিনি (আযান দেওয়াকালে) হস্তদ্বয়ের আঙ্গুল উভয় কানের ভিতরে দেন। হযরত (দ.) বলিয়াছেন, ইহা তোমার আওয়াজকে অধিক উঁচু করিবে।

৫৫৭ (ইঃ)। হাদীস– সাঈদ ইবনুল মুসায়্যেব (রহ.) বেলাল (রাযি.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, একদা তিনি ফজর নামাযের (ওয়াক্তের) সংবাদ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জ্ঞাত করার জন্য (তাঁহার গৃহে) আসিলেন। তখন বলা হইল, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিদ্রায় রহিয়াছেন। বেলাল (রাযি.) বলিলেন–

الصلوة خير من النوم الصلوة خير من النوم

"নামায নিদ্রা অপেক্ষা উত্তম, নামায নিদ্রা অপেক্ষা উত্তম। অতঃপর এই বাক্যদ্বয় ফজরের আযানে বলবৎ রাখা হয় এবং ইহা নীতিরূপে প্রচলিত হয়।"

৫৫৮ (ইঃ)। হাদীস– আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

مَنْ أَذَّنَ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَكُتِبَ لَهُ بِتَأْذِيْنِهِ فِيْ كُلِّ يَوْمٍ سِتُّوْنَ حَسَنَةً وَلِكُلِّ إِقَامَةٍ ثَلٰثُوْنَ حَسَنَةً

"যেই ব্যক্তি বার বৎসর আযান দিবে তাহার জন্য বেহেশত অবধারিত হইয়া যাইবে। আর প্রতি দিনের (প্রতিটি) আযানের জন্য ষাটটি নেকী লেখা হইবে এবং প্রতিটি ইকামতের জন্য ত্রিশটি নেকী লেখা হইবে।"

৫৫৯ (ইঃ)। হাদীস– উসমান (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

www.eelm.weebly.com

مَنْ اَدْرَكَهُ الْاَذَانُ فِى الْمَسْجِدِ ثُمَّ خَرَجَ لَمْ يَخْرُجْ لِحَاجَةٍ وَهُوَ لَا يُرِيْدُ الرَّجْعَةَ فَهُوَ مُنَافِقٌ

"যেই ব্যক্তি আযান হওয়াকালে মসজিদে ছিল, তারপর সে মসজিদ হইতে বাহির হইয়া গিয়াছে– কোন বিশেষ প্রয়োজনের কারণে বাহির হয় নাই এবং সে (মসজিদের জামাতে শামিল হওয়ার জন্য) ফিরিয়া আসার ইচ্ছাও রাখে নাই সেই ব্যক্তি মোনাফেক সাব্যস্ত হইবে।"

মাসআলা ঃ কোন নামাযের ওয়াক্ত হওয়ার পূর্বে সেই নামাযের আযান দেওয়া হইলে উক্ত আযান যথেষ্ট হইবে না, ওয়াক্ত হইলে পুনঃ আযান দিতে হইবে।

৫৬০ (তিঃ)। হাদীস– ইবনে ওমর (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

اِنَّ بِلَالًا اَذَّنَ بِلَيْلٍ فَاَمَرَهُ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يُّنَادِىَ اِنَّ الْعَبْدَ نَامَ

"একদা বেলাল (রাযি.) রাত্র থাকিতে (প্রভাত হওয়ার পূর্বেই ফজরের) আযান দিয়া দিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাকে এই ঘোষণা দেওয়ার আদেশ করিলেন– 'অধম ঘুমাইয়া ছিল' অর্থাৎ ঘুম হইতে উঠিয়া ভুল বশত ওয়াক্তের পূর্বে আযান দেওয়া হইয়াছে।"

৫৬১ (তিঃ)। হাদীস– নাফে (রহ.) বর্ণনা করিয়াছেন–

اِنَّ مُؤَذِّنًا لِعُمَرَ اَذَّنَ بِلَيْلٍ فَاَمَرَهُ عُمَرُ اَنْ يُّعِيْدَ الْاَذَانَ

"ওমর (রাযি.)-এর এক মুয়াজ্জিন একদা রাত্র থাকিতে (প্রভাতের পূর্বেই ফজর নামাযের) আযান দিয়া দিল। ওমর (রাযি.) তাহাকে পুনরায় (ওয়াক্তের মধ্যে) আযান দেওয়ার আদেশ করিলেন।"

নামায আরম্ভে হস্তদ্বয় উত্তোলন এবং উহার নিয়ম

৫৬২ (তিঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে–

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا كَبَّرَ لِلصَّلٰوةِ نَشَرَ اَصَابِعَهُ

www.eelm.weebly.com

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায আরম্ভ উদ্দেশ্যে তকবীর বলাকালে (হাতের) আঙ্গুলসমূহ সোজা রাখিতেন (মুষ্ঠি বদ্ধ আকারে রাখিতেন না)।"

৫৬৩ (আঃ)। হাদীস– ওয়ায়েল ইবনে হুজর (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে– তিনি দেখিয়াছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তকবীর বলার সাথে হস্তদ্বয় উত্তোলন করিতেন।

৫৬৪ (আঃ)। হাদীস– ওয়ায়েল ইবনে হুজর (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে– তিনি দেখিয়াছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের জন্য দাঁড়াইবার কালে হস্তদ্বয় এই পরিমাণ উঠাইতেন যে হস্তদ্বয় কাঁধ বরাবর হইত এবং বৃদ্ধাঙ্গুলদ্বয় কান বরাবর হইত। তারপর তিনি তকবীর বলিতেন।

● ৫৬৩ নং হাদীসে তকবীরের সাথে হাত উঠাইবার উল্লেখ আছে। আর ৫৬৪ নং হাদীসে হাত উত্তোলনের পর তকবীরের উল্লেখ হইয়াছে। উভয় নিয়মই জায়েয; উত্তমটি সম্পর্কেও উভয় দিকের ইমামগণের মতামত আছে। দ্বিতীয়টি উত্তম হওয়ার পক্ষেই অধিকাংশের মত।

৫৬৫ (আঃ)। হাদীস– ওয়ায়েল ইহবে হুজর (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন– আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখিয়াছি, নামায আরম্ভ করাকালে তিনি উভয় কান পর্যন্ত হস্তদ্বয় উঠাইয়াছেন।

ওয়ায়েল (রাযি.) বলিয়াছেন, পরবর্তীকালে আমি পুনরায় আসিলাম– ঐ সময় ভীষণ শীত ছিল; তখন লোকদেরে দেখিলাম, তাহাদের গায়ে অনেক কাপড় এবং কাপড়ের ভিতরেই তাঁহাদের হাত নড়াচড়া করে। লোকদেরে দেখিয়াছি, নামায আরম্ভে তাঁহারা হাত উঠাইয়া থাকেন বুক পর্যন্ত; অবস্থা এই ছিল যে, তাঁহাদের গায়ে বড় জুব্বা এবং চাদর ছিল। (দুইটি রেওয়ায়েতের সমন্বয়ে অনুবাদ করা হইল।)

৫৬৬ (আঃ)। হাদীস– ওয়ায়েল ইহবে হুজর (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি শীতকালে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিয়াছি, তখন তাঁহার সাহাবীগণকে দেখিয়াছি, তাঁহারা নামাযে কাপড়ের ভিতরেই হাত উঠাইয়া থাকেন।

www.eelm.weebly.com

৫৬৭ (ইঃ)। হাদীস– ওয়ায়েল ইবনে হুজর (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি দেখিয়াছি– রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে বৃদ্ধাঙ্গুলদ্বয় উভয় কানের নিম্ন অংশ পর্যন্ত উঠাইয়াছেন।

৫৬৮ (ইঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামাযে দাঁড়াইতেন– কেবলামুখী দাঁড়াইতেন এবং হস্তদ্বয় উত্তোলন করিতেন এবং আল্লাহু আকবার বলিতেন।

৫৬৯ (ইঃ)। হাদীস– মালেক ইবনুল হুয়ায়রেছ (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখিয়াছি, তিনি (নামায আরম্ভের) তকবীর বলাকালে এবং রুকুতে যাওয়ার সময় এবং রুকু হইতে মাথা উঠাইয়া উভয় হাত এই পরিমাণ উত্তোলন করিতেন যে, হস্তদ্বয়কে উভয় কানের উপরের ভাগ পর্যন্ত পৌছাইতেন।

● উল্লিখিত হাদীসসমূহ দৃষ্টে ইহা অতি সুস্পষ্ট যে, নামাযে হাত উঠাইবার সাধারণ নিয়ম ইহাই যে, বৃদ্ধাঙ্গুল কানের নিম্নাংশ পর্যন্ত উঠিবে। ফলে মূল হাতের কব্জি কাঁধ পর্যন্ত উঠিবে এবং আঙ্গুলসমূহের উপর ভাগ কানের উর্ধ্বাংশ বরাবর হইবে– ইহাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরীকা ছিল। অবশ্য সাহাবীগণ শীতের মধ্যে চাদর ও জুব্বার ভিতরেই হাত উঠাইতেন; তখন তাঁহাদের হাত বুক পর্যন্ত উঠিত। মহিলাদের বড় চাদর বা ওড়নায় আবৃত হইয়া নামায পড়িতে হয়। তাহারাও হাত বুক পর্যন্ত উঠাইবে; আঙ্গুলসমূহের মাথা কাঁধ পর্যন্ত উঠিবে। (শামী)

৫৭০ (তিঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا قَامَ اِلَى الصَّلٰوةِ رَفَعَ يَدَيْهِ مَدًّا

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের জন্য দাঁড়াইয়া হস্তদ্বয় লম্বানে খাড়াভাবে উঠাইতেন।"

মাসআলা ঃ নামায আরম্ভের তকবীর বলাকালে হস্তদ্বয় কান পর্যন্ত উঠানো হয়। তখন হাতের আঙ্গুলসমূহ সোজা করিয়া রাখিবে এবং আঙ্গুলসমূহের ও হাতের তালু কেবলামুখী রাখিবে। নামাযের তকবীরে কোন

www.eelm.weebly.com

আঙ্গুল কানের ছিদ্রে প্রবেশ করাইবে না, কান ধরিবেও না এবং আঙ্গুল মুষ্ঠিবদ্ধও করিবে না। হাতের তালু আকাশের দিকেও করিবে না।

নামায আরম্ভে তকবীরের পর কি পড়িবে?

৫৭১ (মোসঃ)। হাদীস– আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে নামায পড়িতে ছিলাম হঠাৎ লোকদের মধ্যে এক ব্যক্তি বলিয়া উঠিল–

اَللّٰهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا وَسُبْحَانَ اللّٰهِ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا

"আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ অতি মহান, আল্লাহর জন্য সর্বপ্রকার প্রশংসা অনেক অনেক। আল্লাহর জন্য পাক-পবিত্রতার ঘোষণা সকাল-বিকাল– সদা-সর্বদা।"

নামাযান্তে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, বিশেষ বাক্যগুলি কে বলিয়াছে? উত্তরে লোকদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি বলিল, আমি বলিয়াছি– ইয়া রসূলাল্লাহ! হযরত (দ.) বলিলেন, আমি আশ্চর্যান্বিত হইয়াছি এই বাক্যগুলির প্রতি; (আল্লাহর দরবারে এই বাক্যগুলি এত আদরণীয় হইয়াছে যে,) এই বাক্যগুলির জন্য আসমানের সমুদয় দরওয়াজা খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে।

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ঐরূপ বলিতে শুনার পর হইতে ঐ বাক্যগুলি আমি কখনও ছাড়ি নাই।

৫৭২ (তিঃ)। হাদীস– আয়েশা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায আরম্ভ করিয়া ইহা পড়িতেন–

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ

"আয় আল্লাহ! আমি তোমার পবিত্রতার স্বীকারোক্তি ও ঘোষণা করি, তোমারই প্রশংসা আমি করি। তোমার নাম অতি বরকতপূর্ণ, অতি বড় তোমার মাহাত্ম্য, তুমি ভিন্ন কোন মাবুদ নাই।"

৫৭৩ (তিঃ)। হাদীস– আবু সাঈদ খুদরী (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাত্রি বেলায় নামাযে দাঁড়াইলে তকবীর বলার পর ইহা পড়িতেন–

www.eelm.weebly.com

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ

তারপর বলিতেন,

اَللّٰهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا

"আল্লাহ সকলের চেয়ে বড়-অনেক বড়।

তারপর বলিতেন–

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ مِنْ هَمْزِهٖ وَنَفْخِهٖ وَنَفْثِهٖ

"আমি আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করি– যিনি সবকিছু শুনেন ও সবকিছু জানেন– বিতাড়িত শয়তান হইতে, তাহার কুমন্ত্রণা হইতে, তাহার সৃষ্ট অহঙ্কার হইতে এবং তাহার প্রভাব হইতে।"

৫৭৪ (আঃ)। হাদীস– জোবায়ের ইবনে মুতঈম (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নফল নামায পড়িতে দেখিয়াছেন এবং এই বলিতে শুনিয়াছেন–

اَللّٰهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا اَللّٰهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا اَللّٰهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا وَّسُبْحَانَ اللّٰهِ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا سُبْحَانَ اللّٰهِ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا سُبْحَانَ اللّٰهِ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ مِنْ نَّفْخِهٖ وَنَفْثِهٖ وَهَمْزِهٖ

৫৭৫ (নাঃ)। হাদীস– জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায আরম্ভ করার সময় তকবীর বলিতেন, তারপর বলিতেন–

اِنَّ صَلَاتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ اَللّٰهُمَّ اهْدِنِىْ لِاَحْسَنِ الْاَعْمَالِ

www.eelm.weebly.com

وَاَحْسَنِ الْاَخْلَاقِ لَا يَهْدِىْ لِاَحْسَنِهَا اِلَّا اَنْتَ وَقِنِىْ سَيِّئَ الْاَعْمَالِ وَسَيِّئَ الْاَخْلَاقِ لَا يَقِىْ سَيِّئَهَا اِلَّا اَنْتَ

৫৭৮ নং হাদীসে আগত বড় দোয়ার অনুবাদ হইতে এই দোয়াটি এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী দোয়াদ্বয়ের অনুবাদ সংগ্রহ সহজ হইবে।

৫৭৬ (নাঃ)। হাদীস– মোহাম্মদ ইবনে মাসলামা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নফল নামাযে দাঁড়াইয়া বলিতেন–

اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا مُّسْلِمًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ اِنَّ صَلَاتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْمَلِكُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ

নবী (দ.) এই দোয়া পড়ার পর কেরাত পড়িতেন।

● উপরে বিভিন্ন দোয়ার উল্লেখ হইল; নবী (দ.) বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন দোয়া পড়িয়া থাকিতেন। বিশেষত নফল নামাযে নবী (দ.) স্বীয় মনের আবেগে নিজ প্রভুর গুণগান নানা রকমে আবৃত করিতেন। এইসব দোয়ার অর্থের দিকে লক্ষ্য করিলে অনেকের মনই এইসব দোয়ার প্রতি আকৃষ্ট হইতে পারে। বিশেষত তাহাজ্জুদের নামাযে নবী (দ.) হইতে আরও হৃদয়গ্রাহী দোয়া বর্ণিত রহিয়াছে।

তাহাজ্জুদ নামাযের আরম্ভে বিভিন্ন বিশেষ দোয়া

৫৭৭ (মোসঃ)। হাদীস– আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রাযি.)কে জিজ্ঞাসা করিলাম– নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাত্রে উঠিয়া কিসের দ্বারা নামায আরম্ভ করিতেন? তিনি বলিলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাত্রে তাঁহার নামায এই বলিয়া আরম্ভ করিতেন–

www.eelm.weebly.com

اَللّٰهُمَّ رَبَّ جِبْرِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ وَاِسْرَافِيْلَ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ اَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ اِهْدِنِيْ لِمَا اخْتُلِفَ فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِاِذْنِكَ اِنَّكَ تَهْدِيْ مَنْ تَشَاءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ

"আয় আল্লাহ! জিবরাঈল, মিকাঈল ও ইসরাফিলের প্রভু-পরওয়রদেগার- আসমানসমূহের এবং ভূমণ্ডলের সৃষ্টিকর্তা- দৃশ্য-অদৃশ্য সমস্তের জ্ঞাতা! আপনার বন্দাদের সমস্ত মত-বিরোধীয় বিষয়ের ফায়সালা আপনিই করিবেন; তাহাদের মত-বিরোধীয় সত্য সম্পর্কে আপনিই নিজ অনুগ্রহে আমাকে প্রকৃত সত্যের প্রতি পরিচালিত করুন। সরল-সোজা সত্য পথের প্রতি আপনিই পরিচালিত করিয়া থাকেন যাহাকে আপনি ইচ্ছা করেন।"

৫৭৮ (মোসঃ)। হাদীস- আলী (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন- রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (রাত্রে নফল) নামাযে দাঁড়াইয়া তকবীর বলিতেন, তারপর ইহা পড়িতেন-

وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ اِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْمَلِكُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَنْتَ رَبِّيْ وَاَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِيْ فَاغْفِرْلِيْ ذُنُوْبِيْ جَمِيْعًا اِنَّهٗ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ وَاهْدِنِيْ لِاَحْسَنِ الْاَخْلَاقِ لَا يَهْدِيْ لِاَحْسَنِهَا اِلَّا اَنْتَ وَاصْرِفْ عَنِّيْ سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفُ سَيِّئَهَا اِلَّا اَنْتَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهٗ فِيْ يَدَيْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ اِلَيْكَ اَنَا بِكَ وَاِلَيْكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ

"আমার দৃষ্টি ও লক্ষ্য একরোখাভাবে নিবদ্ধ করিলাম ঐ মহানের প্রতি যিনি আসমানসমূহকে ও ভূমণ্ডলকে সৃষ্টি করিয়াছেন, আমি শেরেক তথা ঐ

www.eelm.weebly.com

মহানের অংশীদারে মোটেই বিশ্বাসী নহি। আমার নামায তথা দৈহিক ইবাদত, আমার কুরবানী তথা আর্থিক ইবাদত, আমার জীবন এবং আমার মরণ নির্দিষ্ট আছে এবং থাকিবে একমাত্র আল্লাহর জন্য– যিনি সারা জাহানের সৃষ্টিকর্তা, রক্ষাকর্তা, পালনকর্তা ও বিধানদাতা– তাঁহার কোন শরীক বা অংশীদার নাই। আল্লাহ তাআলার প্রতি এইভাবে যথাসর্বস্ব লইয়া নিবেদিত থাকায়ই আমি আদিষ্ট এবং সেই আদেশের প্রতি আমি জীবনের প্রথম মুহূর্ত হইতেই পূর্ণ অনুগত।

হে আল্লাহ! একমাত্র আপনিই মালিক-মোখতার, আপনি ভিন্ন আর কোন মাবুদ-উপাস্য নাই। আপনিই আমার প্রভু-পরওয়ারদেগার, আর আমি আপনার স্বত্বাধিনস্থ দাস। আমি (অনেক সময় আপনার নাফরমানী করিয়া) নিজের ক্ষতি সাধনকারী অন্যায় করিয়াছি– আমি আমার গোনাহ ও অপরাধ স্বীকারকরি; আপনি আমার সমস্ত গোনাহ ও অপরাধ ক্ষমা করিয়া দিন। আপনি ভিন্ন কেহই গোনাহ মাফ করিতে পারে। আর আপনি আমাকে সুচরিত্র-সদাচরণের প্রতি পরিচালিত করুন; আপনি ভিন্ন আর কেহ উহার প্রতি পরিচালিত করার ক্ষমতা রাখে না। কুচরিত্র ও কুআচরণ হইতে আপনি আমাকে ফিরাইয়া রাখুন; আপনি ভিন্ন আর কেহ উহা হইতে ফিরাইয়া রাখার ক্ষমতা রাখে না।

আমি সদা আপনার হুজুরে উপস্থিত থাকিব এবং পূর্ণ অনুগত ও নিবেদিত হইয়া থাকিব। সকল প্রকার ভাল ও মঙ্গল আপনার হাতে (সুতরাং উহা আপনার দানেই লাভ হইতে পারে)। আর সকল প্রকার খারাপ ও অমঙ্গল (উহার সৃষ্টিকর্তা আপনি, কিন্তু আপনার নীতি অনুসারে উহা আমাদের কর্মফলেই আসে, তাই উহা) আপনার প্রতি সম্পৃক্ত নহে। (উহার দোষ আমাদের উপরই বর্তিবে। অমঙ্গল হইতে রেহায়ী এবং মঙ্গল লাভের জন্য) আমি আপনার উপরই নির্ভর করি এবং আপনার সমীপেই নিবেদন জানাই। আপনি মঙ্গলময় ও মহান; আপনার নিকট ক্ষমা চাই এবং তওবা করি।"

আলী (রাযি.) আরও বর্ণনা করিয়াছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকুতে যাইয়া এই বলিয়াছেন–

www.eelm.weebly.com

اَللّٰهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَلَكَ اَسْلَمْتُ خَشَعَ لَكَ سَمْعِىْ وَبَصَرِىْ وَمُخِّىْ وَعَظْمِىْ وَعَصَبِىْ

"আয় আল্লাহ! একমাত্র আপনার উদ্দেশ্যেই আমি রুকু তথা মাথা নত করিয়াছি, আপনার প্রতিই আমার ঈমান এবং আপনারই আমি বাধ্যগত। আপনার দিকেই অবনত আমার কান, আমার চোখ, আমার মজ্জা-মগজ, আমার হাড়-গোড় ও আমার শিরা-উপশিরা।"

রুকু হইতে উঠিয়া বলিয়াছেন–

سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْاَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمِلْاَ مَا بَيْنَهُمَا وَمِلْاَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ

"আল্লাহ তাঁহার প্রশংসাকারীর প্রশংসা শুনিয়া থাকেন; হে আমার পরওয়ারদেগার! আপনার জন্য সমস্ত রকম প্রশংসা– আসমানসমূহ পরিপূর্ণ হওয়া পরিমাণ, যমীন পরিপূর্ণ হওয়া পরিমাণ, আসমান-যমীনের মধ্যস্থ শূন্য পরিপূর্ণ হওয়া পরিমাণ এবং এইসব ব্যতীত যত কিছু পরিপূর্ণ হওয়া আপনি চাহেন (যেমন– আরশ ও কুরছি)।"

সিজদায় যাইয়া বলিয়াছেন–

اَللّٰهُمَّ لَكَ سَجَدْتُّ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَلَكَ اَسْلَمْتُ سَجَدَ وَجْهِىْ لِلَّذِىْ خَلَقَهٗ وَصَوَّرَهٗ فَاَحْسَنَ صُوْرَتَهٗ وَشَقَّ سَمْعَهٗ وَبَصَرَهٗ وَتَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ

"আয় আল্লাহ! একমাত্র আপনার উদ্দেশ্যেই আমি সিজদা করিলাম এবং আপনার প্রতিই আমার ঈমান, আপনারই আমি বাধ্যগত। ধন্য আমার চেহারা– সে সিজদা করিয়াছে ঐ মহানকে যিনি তাহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং আকৃতি দিয়াছেন– পরন্তু সুন্দর আকৃতি দান করিয়াছেন এবং উহার মধ্যে কান ও চোখ খুলিয়া দিয়াছেন। অতি মহান আল্লাহ যিনি সর্বাধিক সুন্দর সৌষ্ঠব ও সুগঠন দানকারী।"

www.eelm.weebly.com

তারপর তাশাহহুদ ও সালামের মধ্যবর্তী এই বলিতেন–

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا اَخَّرْتُ وَمَا اَسْرَرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ وَمَا اَسْرَفْتُ وَمَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهٖ مِنِّىْ اَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَاَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ

"আয় আল্লাহ! আমার আগের-পাছের এবং প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সব রকম গোনাহ মাফ করিয়া দিন। আমি যত সীমালঙ্ঘন করিয়াছ এবং যেসব অপরাধ আমার অপেক্ষা আপনি অধিক অবগত আছেন সব মাফ করিয়া দিন। আপনি অনাদি, অনন্ত– আপনি ভিন্ন আর কোন মাবুদ উপাস্য নাই।"

৫৭৯ (আঃ)। হাদীস– আছেম ইবনে হুমায়দ (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি আয়েশা (রাযি.)কে জিজ্ঞাসা করিলাম, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাজ্জুদের নামায কি বলিয়া আরম্ভ করিতেন? আয়েশা (রাযি.) বলিলেন, তুমি আমাকে এমন বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছ যাহা তোমার পূর্বে আর কেহ জিজ্ঞাসা করে নাই।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে দাঁড়াইয়া দশবার আল্লাহু আকবার, দশবার আলহামদু লিল্লাহ, দশবার সুবহানাল্লাহ, দশবার লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং দশবার আসতাগফিরুল্লাহ বলিতেন এবং এই দোয়া পড়িতেন–

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَاهْدِنِىْ وَارْزُقْنِىْ وَعَافِنِىْ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ ضِيْقِ الْمَقَامِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ

"আয় আল্লাহ! আমাকে মাফ করিয়া দিন, আমাকে সৎ পথে পরিচালিত করুন, আমাকে রিযিক দান করুন এবং আমাকে সুস্থ রাখুন। কিয়ামতের দিন দুঃখ-কষ্ট ও বিপদের অবস্থা হইতে আমি আপনার পানাহ চাই।"

মাসআলা ঃ সকল প্রকার নামাযের রুকু-সিজদায় কমপক্ষে তিন তিনবার তসবীহ পড়িবে।

৫৮০ (তিঃ)। হাদীস– আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

www.eelm.weebly.com

إِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَقَالَ فِي رُكُوعِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ فَقَدْ تَمَّ رُكُوعُهُ وَذٰلِكَ أَدْنَاهُ وَإِذَا سَجَدَ فَقَالَ فِي سُجُودِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلٰى ثَلٰثَ مَرَّاتٍ فَقَدْ تَمَّ سُجُودُهُ وَذٰلِكَ أَدْنَاهُ

"তোমাদের কেহ রুকুতে যাইয়া তিনবার 'সুবহানা রাব্বিয়াল আজীম' বলিলে তাহার রুকু পূর্ণ হইয়া যায়। অবশ্য তিনবার বলা উহার সর্বনিম্ন পরিমাণ। আর সিজদায় যাইয়া তিনবার 'সুবাহানা রাব্বিয়াল আলা' বলিলে তাহার সিজদা পূর্ণ হইয়া যায়। অবশ্য তিনবার বলা উহার সর্বনিম্ন পরিমাণ।"

ইমামের পিছনে মুক্তাদী কোন কিরাত পড়িবে না

৫৮১ (মোসঃ)। হাদীস– আবু মুছা আশআরী (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

إِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَنَا فَبَيَّنَ لَنَا سُنَّتَنَا وَعَلَّمَنَا صَلٰوتَنَا فَقَالَ إِذَا صَلَّيْتُمْ فَأَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمِينَ يُجِبْكُمُ اللّٰهُ فَإِذَا كَبَّرَ وَرَكَعَ فَكَبِّرُوا وَارْكَعُوا فَإِنَّ الْإِمَامَ يَرْكَعُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتِلْكَ بِتِلْكَ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ يَسْمَعُ اللّٰهُ لَكُمْ فَإِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى قَالَ عَلٰى لِسَانِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَإِذَا كَبَّرَ وَسَجَدَ فَكَبِّرُوا وَاسْجُدُوا فَإِنَّ الْإِمَامَ يَسْجُدُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتِلْكَ بِتِلْكَ وَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ فَلْيَكُنْ مِنْ أَوَّلِ قَوْلِ أَحَدِكُمُ التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلّٰهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ

www.eelm.weebly.com

اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ وَاِذَا قَرَأَ فَاَنْصِتُوْا

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাষণের মাধ্যমে আমাদের সম্মুখে তাঁহার রীতি-নীতি বর্ণনা করিয়াছেন এবং আমাদেরে নামায শিক্ষা দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, যখন তোমরা নামায পড়িবে তখন প্রথমে তোমরা কাতার সোজা করিয়া দাঁড়াইবে, তারপর তোমাদের একজন তোমাদের ইমাম হইবেন। যখন ইমাম তকবীর বলিলেন তখন তোমরাও তকবীর বলিবে, যখন ইমাম 'গায়রিল মাগজুবে আলাইহিম ওয়ালাজ্জাল্লীন বলিবেন তখন তোমরা 'আমীন' বলিবে; ('আমীন অর্থ কবুল করুন'; সেমতে আলহামদু ছুরায় যে 'সিরাতে মুস্তাকীম' সৎপথের জন্য দোয়া করা হইয়াছে সেই দোয়া) আল্লাহ তাআলা তোমাদের পক্ষে কবুল করিবেন। ইমাম তকবীর বলিয়া রুকু করিতে গেলে তোমরাও তকবীর বলিয়া রুকুতে যাইবে। (ইহাতে একটু আগ-পাছ হইবে বটে,) কিন্তু ইমাম রুকুতে আগে যাইবেন আবার রুকু হইতে উঠিবেনও আগেই; রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, সেমতে একটির বিনিময়ে অপরটি (হইয়া উভয়ের রুকু সমানই) হইবে। যখন ইমাম (রুকু হইতে উঠায়) ছামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ বলিবেন তখন তোমরা (রুকু হইতে উঠায়) 'রাব্বানা লাকাল হামদ' বলিবে; (যাহার অর্থ– হে আমাদের পরওয়ারদেগার! আপনার জন্য সমস্ত প্রশংসা। আল্লাহর জন্য তোমাদের এই প্রশংসা) আল্লাহ তাআলা তোমাদের পক্ষে গ্রহণ ও মঞ্জুর করিবেন। কারণ আল্লাহ তাআলা স্বীয় নবীর (এবং তাঁহার ন্যায় প্রত্যেক ইমামের) ভাষায় (ঐ মুহূর্তেই) ঘোষণা দিয়াছেন, 'ছামিয়াল্লাহু লিমান হামিদা' (যাহার অর্থ– যে কেহ আল্লাহর প্রশংসা করিবে আল্লাহ তাহার পক্ষে উহা গ্রহণ ও মঞ্জুর করিবেন।) আর যখন ইমাম তকবীর বলিবেন এবং সিজদায় যাইবেন তখন তোমরাও তকবীর বলিবে এবং সিজদায় যাইবে। (এখানেও একটু আগ-পাছ হইবে) কিন্তু ইমাম আগে সিজদায় যাইবেন আগেই সিজদা হইতে উঠিবেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, অতএব একটির বিনিময়ে অপরটি (হইয়া উভয়টি সমানই) হইবে। আর যখন বসিয়া যাওয়ার অবস্থা হইবে তখন

www.eelm.weebly.com

প্রথমে তোমাদের প্রত্যেকের মুখে উচ্চারিত হইবে– 'আত্তাহিয়্যাতু ... ... আবদুহু ওয়া রাসূলুহু (পর্যন্ত)'।

অবশেষে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইলেন– আর যখন ইমাম কুরআনের কিছু পড়িবেন তখন তোমরা চুপ থাকিবে।"

৫৮২ (মোসঃ)। হাদীস– এমরান ইবনে হুসাইন (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জোহরের নামায আমাদেরকে নিয়া পড়িতে ছিলেন। এক ব্যক্তি তাঁহার পেছনে 'ছাব্বেহেছমা রাব্বেকাল আলা' সূরা পাঠ করিল। নামায শেষ করিয়া রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার পেছনে কুরআন পাঠ করিয়াছে কে? ঐ ব্যক্তি আরজ করিল, আমি (পড়িয়াছি)। আমি একমাত্র সওয়াবের উদ্দেশ্যেই পড়িয়াছি। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমি ধারণা করিতেছিলাম– নিশ্চয় তোমাদের কেহ আমাকে আমার কুরআন পড়ার সময় বিব্রত করিতেছে।

● এই ঘটনা সম্পর্কে কেহ ভাবিতে পারে যে, ঐ ব্যক্তি শব্দ করিয়া পড়িতে ছিল। কিন্তু এইরূপ ধারণা নিতান্তই অসামঞ্জস্য। কারণ ঘটনা জোহর নামাযের; সমস্ত মুক্তাদীগণই নীরব, এমনকি ইমামও নিঃশব্দে পড়িতেছেন, যেহেতু জোহর নামাযের ইমামের কিরাত নিঃশব্দে পড়া ওয়াজিব– এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি সকলের মধ্যে শব্দ করিয়া পড়িবে– ইহা বলা ঠিক হইবে না।

সম্ভবত ঐ মুক্তাদী ব্যক্তি ইমামের পিছনে কিরাত পড়িয়া বিধি বহির্ভূত কাজ করায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্বচ্ছ হৃদয় বিব্রত বোধ করিয়াছে। যেমন নাসায়ী শরীফের হাদীসে আছে– "একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজর নামায শেষ করিয়া অসন্তুষ্টি প্রকাশ পূর্বক বলিলেন, এক শ্রেণীর লোক আমাদের সঙ্গে নামায পড়ে, অথচ তাহারা অযু

● পাঠকবর্গ! ইমাম মুসলিম (রহ.) এই হাদীসখানা– التشهد فى الصلوة পরিচ্ছেদে বর্ণনা করিয়াছেন এবং নিজ বক্তব্যমান গ্রন্থেই অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত সুস্পষ্ট ভাষায় বলিয়া দিয়াছেন যে, এই হাদীসের সর্বশেষ বাক্যটি– 'যখন ইমাম কুরআনের কিছু পড়িবেন তখন তোমরা চুপ থাকিবে' এই বাক্যটি আলোচ্য হাদীসের সহীহ-লব্ধ অংশ হওয়া সম্পর্কে সমস্ত মুহাদ্দিসগণ একমত, এই সম্পর্কে কাহারও দ্বিমত নাই– এই মন্তব্য স্বয়ং ইমাম মুসলিমের উক্তি।

www.eelm.weebly.com

উত্তমরূপে করে না– বস্তুত তাহারাই আমার কুরআন পড়ায় গড়মিল সৃষ্টিকারী।" বিধি বহির্ভূত কর্মের প্রতিক্রিয়া স্বচ্ছ হৃদয়ের উপর এইরূপ পতিত হইয়া থাকে।

আলোচ্য হাদীসে বিব্রত হওয়ার মূল কারণ এই শ্রেণীর বস্তুই। সশব্দে পড়ার কারণে আওয়াজ টকরাইয়া ছিল– তাহা উদ্দেশ্য নহে। নতুবা কোন ব্যক্তি ইমাম হইতে অনেক দূরে থাকিয়া ইমামের সাথে সাথে সশব্দে পড়িলে তাহা জায়েয হইতে পারিত; তখন আওয়াজের টকরাও হইবে না। অথচ উহা সর্বসম্মতরূপে নিষিদ্ধ।

৫৮৩ (মোসঃ)। হাদীস– আতা ইবনে ইয়াসার (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী) যায়েদ ইবনে ছাবেত (রাযি.) ইমামের পিছনে কিরাত পড়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। উত্তরে তিনি বলিয়াছেন–

لَا قِرَاءَةَ مَعَ الْإِمَامِ فِيْ شَيْءٍ

"ইমামের সঙ্গে থাকাবস্থায় কোন নামাযেই কোন প্রকার কিরাত পড়িবে না।"

● উক্ত হাদীস মুসলিম শরীফে–

باب السهو فى الصلوة والسجود له

-এর পরে باب سجود التلاوة -এর মধ্যে বর্ণিত রহিয়াছে।

৫৮৪ (তিঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সশব্দে কিরাত পড়ার কোন এক নামায শেষ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এখন তোমাদের কেহ আমার সঙ্গে কিরাত পড়িয়াছে কি? এক ব্যক্তি বলিল, হাঁ– ইয়া রসূলাল্লাহ!

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমি ভাবিতেছিলাম–

مَا لِيْ أُنَازِعُ الْقُرْآنَ فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْمَا يَجْهَرُ فِيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

www.eelm.weebly.com

কি হইল, কুরআন পড়িতে আমি এরূপ টানাটানি অনুভব করিতেছি কেন? (আবু দাউদ শরীফের রেওয়ায়েত অনুযায়ী–) আবু হুরায়রা (রাযি.) বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই কথা যখন হইতে লোকেরা শুনিল তখন হইতে তাহারা সশব্দে কিরাত পড়ার নামাযে তাঁহার সাথে কিরাত পড়া হইতে বিরত হইয়া গেল।

৫৮৫ (তিঃ)। হাদীস– (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী) যাবের (রাযি.) বলিয়া থাকিতেন–

مَنْ صَلَّى رَكْعَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيْهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَلَمْ يُصَلِّ إِلَّا أَنْ يَّكُوْنَ وَرَاءَ الْإِمَامِ

যে ব্যক্তি এক রাকাত নামাযও সূরা ফাতেহা বিহীন পড়িবে সে যেন নামায পড়েই নাই। হাঁ– যদি সে ইমামের পেছনে হয়। (ইমামের পেছনে নামায তো কিরাত পড়াবিহীনই হইবে।)

৫৮৬ (নাঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوْا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُوْلُوْا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ

"ইমাম গ্রহণ করা হয় তাঁহার মুক্তাদী হওয়ার জন্য; সেমতে যখন ইমাম তকবীর বলিবে তোমরাও তকবীর বলিবে। আর যখন ইমাম কিরাত পড়িবে তখন তোমরা চুপ থাকিবে এবং যখন ইমাম 'ছামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলিবে তখন তোমরা 'রাব্বানা লাকাল হামদ' বলিবে।"

● মোসলেম (রহ.) তাঁহার সহীহ মুসলিম শরীফ গ্রন্থে এই হাদীসখানার আলোচনা করিয়াছেন এবং ইহা পূর্ণ সহীহ ও বিশুদ্ধ বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন।

৫৮৭ (নাঃ)। হাদীস– আবু দারদা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছেন– যখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, সব রকম নামাযেই কি কিরাত পড়িতে হয়?

www.eelm.weebly.com

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হাঁ। ঐ সময় এক আনসারী ব্যক্তি বলিলেন, সব নামাযে কিরাত পড়া তো ওয়াজিব হইয়া গেল।

অতঃপর হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার প্রতি তাকাইলেন; আমি তাঁহার সর্বাধিক নিকটবর্তী ছিলাম। হযরত (দ.) বলিলেন–

مَا أَرَى الْإِمَامَ إِذَا أَمَّ الْقَوْمَ إِلَّا قَدْ كَفَاهُمْ

"আমার সুনির্দিষ্ট অভিমত এই যে, লোকদের ইমাম থাকিলে সেই ইমামই তাহাদের পক্ষে (কিরাতের জন্য) যথেষ্ট হইবে।"

● ইমাম নাসায়ী (রহ.) এই হাদীসের উপর শিরোনাম দিয়াছেন– ইমামের কিরাতই মুক্তাদীর পক্ষে যথেষ্ট।

৫৮৮ (ইঃ)। হাদীস– আবু মুসা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

إِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ فَأَنْصِتُوا فَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ فَلْيَكُنْ أَوَّلُ ذِكْرِ أَحَدِكُمُ التَّشَهُّدُ

"ইমাম যখন কিরাত পড়িবে তখন তোমরা চুপ থাকিবে। আর যখন বসিবে তখন তোমাদের প্রত্যেকের সর্বপ্রথম যিকির তাশাহহুদ হইতে হইবে।"

৫৮৯ (ইঃ)। হাদীস– যাবের (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ

"যে ব্যক্তি ইমামের পিছনে নামায পড়িবে ইমামের কিরাতই তাহার কিরাত গণ্য হইবে।"

আলোচনা– নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদ্যমান থাকাবস্থায়– ওহীর গমনাগমন চলিতে থাকাকালে শরীয়তের অনেক আদেশ নিষেধের মধ্যে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন পরিবর্তন হইতে থাকিত। যেমন মদ সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা প্রবর্তনের সূচনায় সূরা বাকারা ২১৯ আয়াতে বলা

www.eelm.weebly.com

হইয়াছে, "মদ এবং জুয়ার মধ্যে (এমন অনেক বিষয় বিদ্যমান যাহাতে) মহাপাপ আছে, আর মানুষের কিছু উপকারও আছে; তবে উহাদের (সৃষ্ট) পাপ উহাদের উপকারিতা অপেক্ষা অনেক বড়। (কাজেই ঐ দুইটি পরিত্যাজ্য হইবে।)" অবশ্য তখনও মদ হারাম বা পরিত্যাজ্য ঘোষিত হয় নাই। তারপর সূরা নিসার ৪৩ আয়াতে মদের সুস্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা আসে নিতান্ত সীমিত আকারে। বলা হয়– "হে মুমিনগণ! মদের নেশা অবস্থায় তোমরা নামাযের ধারে-কাছেও যাইও না।" অর্থাৎ নামায পড়িতে হইবে এমন সময় মদ্য পান নিষিদ্ধ। অতঃপর সূরা মায়েদার ৯০ আয়াতে মদকে সুস্পষ্টরূপে একেবারে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। বলা হয়– "হে মুমিনগণ! নিশ্চিতরূপে জানিয়া রাখ– মদ, জুয়া, দেব-দেবী, গণৎকারের গণনা এইসব অপবিত্র-অবৈধ, শয়তানের কার্যভুক্ত; অতএব এইসব হইতে তোমরা অবশ্যই বিরত থাকিও তাহাতে তোমরা সাফল্যবান হইতে পারিবে।"

ইমামের পিছনে মুক্তাদীর কর্ম-পদ্ধতি সম্পর্কীয় বিধানেও বিভিন্নতা দেখা যায়। ইসলামের প্রথম দিকে তো নামায অবস্থায় প্রয়োজনীয় কথাবার্তা বলা জায়েয ছিল। অতঃপর পবিত্র কুরআনের আয়াত দ্বারা নামাযের মধ্যে কথাবার্তা নিষিদ্ধ হইয়া যায়। তারপর ইমামের কিরাত পড়াকালে মুক্তাদীর কার্য বর্ণনায় বিভিন্ন হাদীস বিদ্যমান পাওয়া যায়। যথা–

● ১. ইমামের ন্যায়ই সূরা ফাতেহা তদুপরি আরও আয়াত বা সূরা পড়া। এই নিয়ম বর্ণনায় অনেক হাদীস রহিয়াছে–

৫৯০ (মোসঃ)। হাদীস– ওবাদা ইবনে সামেত (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

لَا صَلٰوةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْاٰنِ فَصَاعِدًا

"ঐ ব্যক্তির নামায হইবে না যে ব্যক্তি সূরা ফাতেহা তারপর আরও অতিরিক্ত কিরাত না পড়িবে।"

৫৯১ (আঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) বলিয়াছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে আদেশ করিয়াছেন, এই ঘোষণা দেওয়ার জন্য–

www.eelm.weebly.com

لَا صَلٰوةَ اِلَّا بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَمَا زَادَ

"নামায হইবে না সূরা ফাতেহা তারপর আরও অতিরিক্ত কিরাত ব্যতীত।"

৫৯২ (ইঃ)। হাদীস– সাহাবী জাবের (রাযি.) বলিয়াছেন–

كُنَّا نَقْرَأُ فِى الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ خَلْفَ الْاِمَامِ فِىْ الرَّكْعَتَيْنِ الْاُوْلَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُوْرَةٍ وَفِى الْاُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

"আমরা জোহর এবং আসর নামাযে ইমামের পিছনে প্রথম দুই রাকাতে সূরা ফাতেহা এবং অপর এক সূরা পড়িয়া থাকিতাম। আর শেষ দুই রাকাতে শুধু সূরা ফাতেহা পড়িতাম।"

৫৯৩ (ইঃ)। হাদীস– আবু সাঈদ (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

لَا صَلٰوةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ فِىْ كُلِّ رَكْعَةٍ اَلْحَمْدُ وَسُوْرَةً فِىْ فَرِيْضَةٍ اَوْ غَيْرِهَا

"ঐ ব্যক্তির নামায হইবে না যে (দুই রাকাতওয়ালা নামাযের) প্রত্যেক রাকাতে আলহামদু এবং অন্য একটি সূরা না পড়িবে– ফরজ নামাযে বা অন্য রকম নামাযে।

● ২. ঐ নিয়ম সঙ্কুচিত হইয়াছে; সব রকম নামাযেই– এমনকি সশব্দে কিরাত পড়ার নামাযেও শুধু সূরা ফাতেহা ইমামের পেছনে পড়া। যথা–

৫৯৪ (তিঃ)। হাদীস– ওবাদা ইবনে ছামেত (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামায পড়িলেন; তাঁহার জন্য কিরাত পড়া ভারী বোধ হইতে ছিল। সেমতে নামায শেষ করিয়া তিনি বলিলেন– মনে হয়, তোমরা তোমাদের ইমামের পেছনে কিরাত পড়। আমরা বলিলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ! খোদার কসম– ঠিকই আমরা পড়ি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তাহা করিও না– একমাত্র সূরা ফাতেহা ব্যতীত। কারণ যে ব্যক্তি সূরা ফাতেহা পড়ে না তাহার নামায হয় না।

৫৯৫ (ইঃ)। হাদীস– আয়েশা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি–

www.eelm.weebly.com

كُلُّ صَلٰوةٍ لَا يُقْرَأُ فِيْهَا بِاُمِّ الْقُرْاٰنِ فَهِىَ خِدَاجٌ

"যেই নামাযেই সূরা ফাতেহা না পড়িবে উহা অসম্পূর্ণ থাকিবে।"

৫৯৬ (ইঃ)। হাদীস– শোয়াইব (রহ.) তাঁহার দাদা হইবে বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

كُلُّ صَلٰوةٍ لَا يُقْرَأُ فِيْهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَهِىَ خِدَاجٌ فَهِىَ خِدَاجٌ

"যে নামাযেই সূরা ফাতেহা পড়া না হইবে উহা অসম্পূর্ণ উহা অসম্পূর্ণ।"

● ৩. উল্লেখিত দ্বিতীয় নিয়মও সঙ্কুচিত হইয়াছে; সশব্দে কিরাত পড়ার নামাযে ইমামের পেছনে মুক্তাদী কিরাত পড়া হইতে বিরত থাকিবে। যথা– ৫৮৪ নং হাদীস। ঐ হাদীস তিরমিযী শরীফ, আবু দাউদ শরীফ এবং নাসায়ী শরীফে বর্ণিত হইয়াছে।

● ৪. উক্ত তৃতীয় নিয়মও সঙ্কুচিত হইয়াছে; সব রকম নামাযে ইমামের কিরাত পড়াকালে মুক্তাদীকে চুপ থাকিতে আদেশ করা হইয়াছে। যথা– ৫৮১ হইতে ৫৮৯ নং পর্যন্ত (৫৮৪ নং ব্যতীত) ৮ খানা হাদীস। তদুপরি আরও হাদীস এই বিষয়ে বর্ণিত আছে। যথা–

হাদীস– আবুল আলীয়া (রহ.) বর্ণনা করিয়াছেন–

كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا صَلّٰى قَرَأَ فَقَرَأَ اَصْحَابُهٗ فَنَزَلَتْ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ وَاَنْصِتُوْا فَسَكَتَ الْقَوْمُ وَقَرَأَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"(ইসলামের প্রথম দিকে) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়ায় কিরাত পড়িতেন, সাহাবীগণও তাঁহার সাথে কিরাত পড়িতেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে কুরআনের আয়াত নাযিল হইল– 'ফাছতামেয়ু লাহু ওয়া আনছেতু' অর্থাৎ (ইমামের) কুরআন পড়াকালে তোমরা শুনিয়া থাকিবে এবং (শুনিবার অবস্থা না হইলে) চুপ থাকিবে। সেমতে (মুক্তাদী) সাহাবীগণ পড়া হইতে বিরত থাকিতেন এবং শুধু (ইমাম) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পড়িতেন। (বায়হাকী– হাশিয়া এলাউস সুনান)

www.eelm.weebly.com

হাদীস– মুসা ইবনে ওকবা (রহ.) বর্ণনা করিয়াছেন–

إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ كَانُوْا يَنْهَوْنَ عَنِ الْقِرَائَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং আবু বকর, ওমর ও উসমান (রাযি.) ইমামের পেছনে সব রকম কিরাত পড়িতে নিষেধ করিতেন। (মুছান্নাফ আবদুর রাযযাক)

এতদ্ভিন্ন বড় বড় সাহাবীগণ ইমামের পেছনে কিরাত না পড়ার ফতোয়া দিয়া থাকিতেন। যথা–

হাদীস– ওবায়দুল্লাহ ইবনে মেকসাম (রহ.) বর্ণনা করিয়াছেন–

أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَجَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ فَقَالُوْا لَا يُقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيْ شَيْءٍ مِنَ الصَّلٰوةِ

"তিনি আবদুল্লাহ ইবনে ওমর, যায়েদ ইবনে ছাবেত ও জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাযি.)কে (মুক্তাদীর কিরাত পড়া সম্পর্কে) জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন তাঁহারা সকলেই বলিয়াছেন, কোন প্রকার নামাযেই ইমামের পেছনে কোন রকম কিরাত পড়া যাইবে না।" (তহাবী শরীফ)

এতদ্ভিন্ন পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আদেশও সব রকম নামাযে ইমামের কিরাত পড়াকালে মুক্তাদী চুপ থাকার পক্ষে।

আল্লাহ তাআলা বলিয়াছেন–

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ وَأَنْصِتُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ

"যখন কুরআন পড়া হয় তখন উহা (শুনা যাওয়ার ক্ষেত্রে) তোমরা উহা লক্ষ্য করিয়া শুনিবে আর (শুনা না যাওয়ার ক্ষেত্রেও) চুপ থাকিবে; তাহা হইলে তোমার প্রতি রহমত বর্ষণ করা হইবে!"

(৯ পারা, ১৪ রুকু– সূরা আরাফ ২০৪ আয়াত)

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ কুরআন পাকের মান-মর্যাদা ও সম্মান এই দাবি রাখে যে, উহা পঠিত হওয়ার সংশ্লিষ্টে অবস্থানকারীগণ উহার সম্মানে চুপ থাকিবে,

www.eelm.weebly.com

মুখে কিছু উচ্চারণ করিবে না– যদিও ঐ পঠন না শুনে। যেরূপ– ইমাম জুমার খুতবা পাঠকালে ঐ জামাতের যেই শরীকগণ ইমাম হইতে অনেক দূরে রহিয়াছে– যাহারা ইমামের কোন শব্দই শুনিতেছে না তাহাদের উপরও চুপ থাকা ওয়াজিব, প্রয়োজনীয় কোন শব্দও মুখে উচ্চারণ করা নিষিদ্ধ। এমনকি ঐ অবস্থায় নীরব কণ্ঠেও আল্লাহর যিকির, কুরআন পাঠ ইত্যাদি সবই মাকরূহে তাহরীমী– ইহা খুতবার সম্মান। খুতবার এই সম্মান অত্র আয়াত দ্বারাই সাব্যস্ত করা হইয়াছে; যেহেতু খুতবায় কুরআন পাকের আয়াত উদ্ধৃত হয়। অতএব খোদ কুরআন পাকের সম্মান কি উক্ত দাবি রাখিবে না? অবশ্য কুরআন পাক তেলাওয়াত করা-উদ্দেশ্য সমাবেশের কথা ভিন্ন। তথায় উহার শব্দ শুনিতে পাওয়ার ক্ষেত্রেও লক্ষ্য করিয়া শুনার আদেশ নাই; তদ্রূপ উহার সম্মানে চুপ থাকারও আদেশ থাকিবে না।

মছআলাহ– মুক্তাদী না হইয়া নামায পড়িলে কিরাত তথা পবিত্র কুরআনের যে কোন অংশবিশেষ পড়া ফরজ। আর বিশেষভাবে সূরা ফাতেহা পড়া ওয়াজিব। বুখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ ও অন্যান্য কিতাবে একখানা হাদীস আছে–

ওবাদা ইবনে ছামেত (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

لَا صَلٰوةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

"তাহার নামায হইবে না যে সূরা ফাতেহা না পড়িবে।"

● আলোচ্য হাদীস সম্পর্কে বড় বড় ইমাম-মুহাদ্দিসগণের সিদ্ধান্ত এই যে, উক্ত হাদীসখানা ঐ শ্রেণীর নামাযী সম্পর্কে যে মুক্তাদী না হইয়া নামায পড়িবে। যথা– তিরমিযী শরীফে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) হইতে বর্ণিত আছে–

معنى قول النبى صلى الله عليه وسلم لا صلوة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب اذا كان وحده

"সূরা ফাতেহা যে না পড়িবে তাহার নামায হইবে না– নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই বাণীর উদ্দেশ্য– যখন নামাযী ব্যক্তি একা নামায পড়িবে।"

www.eelm.weebly.com

প্রসিদ্ধ ইমামে-হাদীস সুফিয়ান ইবনে ওয়ায়না (রহ.)-ও বলিয়াছেন, এই হাদীস ঐ ব্যক্তির পক্ষে যে নিজে নামায পড়ে (ইমামের মুক্তাদী নহে)।

(আবু দাউদ শরীফ)

● যদি কেহ উল্লিখিত হাদীস বিশারদদের সিদ্ধান্ত উপেক্ষা করে তবে তাহাকে ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, ইমামের কিরাত পড়াকালে মুক্তাদীর কার্য বর্ণনায় যে, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকমের হাদীস বর্ণিত রহিয়াছে ঐসব হাদীসের দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত আলোচ্য হাদীসখানাও।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ উল্লিখিত হাদীসখানা এবং ৫৯৫ ও ৫৯৬ নং শ্রেণীর হাদীস দ্বারা যাহারা প্রমাণ করিতে চাহে যে, ইমামের পেছনে নামায পড়িলেও সূরা ফাতেহা মুক্তাদীগণকে পড়িতে হইবে; যেহেতু এইসব হাদীসে বলা হইয়াছে, সূরা ফাতেহা ব্যতীত নামায হয় না। তাহাদের বুঝা উচিত যে, এইসব হাদীস যদি মুক্তাদীর উপরও প্রযোজ্য হয়, তবে যে ব্যক্তি ইমামের রুকু অবস্থায় জামাতে শামিল হইল– ঐ ব্যক্তির নামায সম্পর্কে সকল আলেম-মুহাদ্দিসগণেরই স্থির সিদ্ধান্ত যে, সে ঐ রাকাত পাইয়াছে ধরা হইবে; হাদীস দ্বারাও ইহাই প্রমাণিত। অথচ এই রাকাতে সে এক অক্ষরও সূরা ফাতেহা পড়ে নাই। সুতরাং ইহাই স্বতসিদ্ধ কথা যে, এইসব হাদীস মুক্তাদীর উদ্দেশ্যে নহে, বরং শুধু ইমাম ও একা নামায আদায়কারীর উদ্দেশ্যে যাহা ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল ও ইমাম সুফিয়ান সাওরী বলিয়াছেন।

মুক্তাদী সূরা ফাতেহার ধ্যানে লিপ্ত থাকিবে

● মুক্তাদীর শ্রেষ্ঠ লিপ্ততা হইল আল্লাহ তাআলার দরবারে উপস্থিতির ধ্যানে নিমজ্জমান হইয়া থাকা; কিন্তু ইহা যথেষ্ট সাধনা সাপেক্ষ উচ্চস্তরের অবস্থা। অথচ নামায অবস্থায় মন ও ধ্যানকে লাগামহীন ছাড়িয়া দেওয়া নামাযের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর; তাহাতে নামাযের সওয়াব অনেক কমিয়া যায়। সাধারণ লোকের জন্য মনকে অবাঞ্ছিত কল্পনা হইতে রক্ষার সহজ উপায় এই যে, ইমামের কিরাত শুনাবস্থায় উহার প্রতি মনোযোগী থাকিবে। ইমামের পড়ার শব্দ শুনিতে না পাইলে সূরা ফাতেহার ধ্যানে লিপ্ত থাকিবে।

৫৯৭ (মোসঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) একদা এই হাদীস শুনাইলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

www.eelm.weebly.com

مَنْ صَلَّى صَلٰوةً لَمْ يَقْرَأْ فِيْهَا بِاُمِّ الْقُرْاٰنِ فَهِىَ خِدَاجٌ ثَلٰثًا غَيْرُ تَمَامٍ

"যে ব্যক্তি কোন নামায পড়িবে– উহাতে সূরা ফাতেহা না পড়িবে সেই নামায অসম্পূর্ণ; (অসম্পূর্ণ শব্দটি) তিনবার উচ্চারণ করিলেন। সেই নামায পরিপূর্ণ গণ্য হইবে না।"

আবু হুরায়রা (রাযি.) এই হাদীস বর্ণনা করিলে তাঁহাকে বলা হইল, আমরা অনেক সময় ইমামের পেছনে থাকি।

আবু হুরায়রা (রাযি.) তদুত্তরে বলিলেন, اقرأ بها فى نفسك (ইমামের পেছনে থাকাকালে) তুমি উহাকে তোমার মনে মনে পড় অর্থাৎ উহার ধ্যানে লিপ্ত থাক। (এই ধ্যান নামাযে শুভই বটে; নামাযের সহিত সূরা ফাতেহার সম্পর্ক অতি দৃঢ়।) কারণ আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি–

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى قَسَمْتُ الصَّلٰوةَ بَيْنِىْ وَبَيْنَ عَبْدِىْ نِصْفَيْنِ وَلِعَبْدِىْ مَا سَأَلَ فَاِذَا قَالَ الْعَبْدُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى حَمِدَنِىْ عَبْدِىْ وَاِذَا قَالَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ قَالَ اللّٰهُ اَثْنٰى عَلَىَّ عَبْدِىْ فَاِذَا قَالَ مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ قَالَ مَجَّدَنِىْ عَبْدِىْ فَاِذَا قَالَ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ قَالَ هٰذَا بَيْنِىْ وَبَيْنَ عَبْدِىْ وَلِعَبْدِىْ مَا سَأَلَ فَاِذَا قَالَ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ قَالَ هٰذَا لِعَبْدِىْ وَلِعَبْدِىْ مَا سَأَلَ

"আল্লাহ তাআলা বলিয়াছেন, নামাযকে তথা উহার প্রাণবস্তু সূরা ফাতেহাকে আমার ও আমার বন্দার মধ্যে সমান দুই ভাগ করিয়া দিয়াছি। (নামাযের প্রাণবস্তু সূরা ফাতেহার রচনা সাতটি আয়াতে। উহার প্রথম তিনটি আয়াত শুধু আল্লাহর প্রশংসা ও গুণ বর্ণনায়, শেষ তিনটি আয়াত শুধু বন্দার উদ্দেশ্য ও আবেদন প্রকাশে, মধ্যবর্তী একটি আয়াতের একাংশ আল্লাহর অপর অংশ বন্দার।

www.eelm.weebly.com

শেষ তিন আয়াতের মর্ম সম্পর্কে উহার সঙ্গে সঙ্গে তো আল্লাহর তরফ হইতে মঞ্জুরীর ঘোষণা হয়ই, তদুপরি পূর্বাহ্নেই আল্লাহ তাআলা নিজের সাব্যস্ত জানাইয়া দিয়াছেন) এবং বলিয়া দিয়াছেন, আমার বন্দা যাহা আবদার করিবে উহা তাহার জন্য মঞ্জুর হইবে।

(প্রথম আয়াতসমূহের প্রতিটির সহিত ফেরেশতাগণকে, বরং কুল মাখলুকাতকে লক্ষ্য করিয়া আল্লাহ তাআলার স্বীকৃতি বিঘোষিত হয়–) যখন বন্দা বলে, আলহামদু লিল্লাহে রাব্বিল আলামীন 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি সমস্ত সৃজনের পালনকর্তা' তখন আল্লাহ তাআলা (তাহার প্রতি ধন্যবাদ স্বরূপ স্বীকৃতি দানে) বলেন, আমার বন্দা আমার প্রশংসা করিয়াছে। যখন বন্দা বলে, আর-রাহমানির রাহীম 'তিনি অসীম দয়ালু অতিশয় দয়াবান' তখন আল্লাহ তাআলা বলেন, আমার বন্দা আমার গুণগান করিয়াছে। যখন বন্দা বলে, মালিকি ইয়াও মিদ্দীন 'তিনি প্রতিফল দান-পর্বের সর্বাধিকারী' তখন আল্লাহ তাআলা বলেন, আমার বন্দা আমাকে উচ্চ মর্যাদা উচ্চ সম্মান দিয়াছে– সে তাহার সবকিছু আমার উপর অর্পণ করিয়াছে। যখন বন্দা বলে, ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকানাস্তায়ীন 'আয় আল্লাহ! আমি আপনারই বন্দেগী করি এবং আমি আপনার নিকটই সাহায্য প্রার্থনা করি' তখন আল্লাহ তাআলা বলেন, ইহা আমার ও আমার বন্দার মধ্যে বিভক্ত। (আয়াতটির প্রথম বাক্যে আল্লাহর গোলামী ও বন্দেগীর স্বীকৃতি এবং দ্বিতীয় বাক্যে বন্দার সাহায্য প্রার্থনা।) আমার বন্দার সম্মুখস্থ আবদার পূর্ণ হইবে। অতঃপর যখন বন্দা বলে, ইহদিনাছ সিরাতাল মুস্তাকীম–সিরাতাল্লাজীনা আনআমতা আলাইহিম-গায়রিল মাগজুবে আলাইহিম ওয়ালাজ্জা...লী...ন, 'আয় আল্লাহ! আমাকে সরল-সোজা পথ দান করুন, আপনার অনুগ্রহ প্রাপ্তগণের পথ দান করুন, আপনার ক্রোধানলে পতিত– ইহুদীদের পথও না এবং ভ্রষ্ট নাসারাদের পথও না' তখন আল্লাহ তাআলা বলেন, এই সবই আমার বন্দার আবদার-আবেদন; আমার বন্দার আবদার-আবেদন মঞ্জুর হইল।"

● নামাযের প্রাণবস্তু হইল– এই সূরা ফাতেহা। বন্দা যখন একা একা আল্লাহর দরবারে দাঁড়াইবে তখন তাহাকেই সরাসরি আল্লাহর দরবারে ইহা পেশ করিতে হইবে এবং তাহার প্রতি ঐরূপেই আল্লাহর তরফ হইতে স্বীকৃতি আসিবে। আল্লাহ তাআলার এই শ্রেণীর বন্দাও আছেন যাঁহারা

www.eelm.weebly.com

আল্লাহর স্বীকৃতি-বাণী শুনিয়া শুনিয়া সূরা ফাতেহা পড়িয়া থাকেন। যাহারা ঐ শ্রেণীর নহে তাহারা অন্তত আল্লাহর রসূলের মাধ্যমে আল্লাহর বর্ণনা জ্ঞাত হইয়া আল্লাহর তরফ হইতে স্বীকৃতি প্রাপ্তির মাধুরী উপভোগ করিতে পারে। জামাতে নামায পড়াকালে মহান দরবারের আদব ও নিয়ম অবশ্যই রক্ষা করিতে হইবে। দলগতভাবে উপস্থিত হইলে মহান দরবারের আদব নিয়ম ইহাই যে, মহামহিমের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের আদব-কায়দা ও রীতি-নীতি তো প্রত্যেককেই পালন করিতে হইবে। কিন্তু বক্তব্য পেশ করা এবং উত্তর গ্রহণ করা একমাত্র দলপতির মাধ্যমেই হইতে হইবে। দলপতির আবেদন-নিবেদন পেশ করা শুনিতে থাকিলে উহার প্রতি লক্ষ্য রাখিবে। কারণ উহা সকলের পক্ষ হইতেই এবং উহার মঞ্জুরী ও স্বীকৃতি তদ্রূপ সকলের পক্ষেই প্রযোজ্য, তাই উহার মাধুরীও প্রত্যেকেই উপভোগ করিবে। দলপতির আবেদন-নিবেদন পেশ করা শুনিতে না পাইলেও দলপতির পেছনে চুপ থাকার নিয়ম ও আদব অবশ্যই রক্ষা করিতে হইবে এবং মহান দরবারের মাহাত্ম্যের ধ্যানে নিমজ্জমান থাকিতে হইবে। দলপতির আবেদনই সকলের পক্ষ হইতে হইবে এবং তদ্রূপই উহার মঞ্জুরী ও স্বীকৃতিও প্রত্যেকের প্রতি হইবে। ঐ মহা ধ্যানে ধন্য হইতে পারিলে সূরা ফাতেহার ধ্যানে থাকিবে– যাহা দলপতি দরবারে পেশ করিতেছেন।

৫৮৭ ও ৫৮৯ হাদীস অনুসারে ইমামের সূরা ফাতেহা পড়া প্রত্যেক মুক্তাদীর পক্ষে পড়া পরিগণিত; অতএব উহার আয়াতসমূহের উপর আল্লাহ তাআলার তরফ হইতে যে মঞ্জুরী ও স্বীকৃতি আসিবে তাহাও প্রত্যেক মুক্তাদীর প্রতি হইবে।

নামাযের মধ্যে 'বিসমিল্লাহ' সশব্দে পড়িবে না– নিঃশব্দে পড়িবে?

৫৯৮ (মোসঃ)। হাদীস– আনাস (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِىْ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِّنْهُمْ يَقْرَأُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

www.eelm.weebly.com

"আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে এবং আবু বকর ও উমর ও উসমানের সঙ্গে নামায পড়িয়াছি। তাঁহাদের কাহাকেও 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' পড়িতে শুনি নাই।

৫৯৯ (মোসঃ)। হাদীস– আনাস (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ بِالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ لَا يَذْكُرُونَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ فِيْ أَوَّلِ قِرَاءَةٍ وَلَا فِيْ آخِرِهَا

"আমি নামায পড়িয়াছি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেছনে এবং আবু বকর, ওমর ও উসমানের পেছনে। তাঁহারা (কিরাত) আরম্ভ করিতেন, 'আলহামদু লিল্লাহে রাব্বিল আলামীন' দ্বারা; তাঁহারা 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' (কিরাতরূপে তথা সশব্দে) পাঠ করিতেন না– (সূরা ফাতেহা) পড়ার আরম্ভেও না, উহার শেষেও না।"

৬০০ (মোসঃ)। হাদীস– আনাস (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মধ্যে উপবিষ্ট ছিলেন; হঠাৎ তিনি যেন তন্দ্রাভিভূত হইয়া পড়িলেন। তারপর হাসিমুখে মাথা উঠাইলেন; আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ! কি কারণে হাসিলেন? হযরত (দ.) বলিলেন, এখনই আমার প্রতি একটি সূরা অবতীর্ণ হইয়াছে। অতঃপর তিনি পাঠ করিলেন–

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ إِنَّا أَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ

"বিসমিল্লাহির ... ...। আমি আপনাকে 'কাওছার' দান করিয়াছি; (উহার দরুন আবহবানকাল আপনার সুনাম প্রচলিত থাকিবে।) অতএব আপনি (উহার শুকরিয়া আদায় স্বরূপ) আপন পরওয়ারদেগারের জন্য নামায পড়ুন এবং কুরবানী করুন। নিশ্চয় আপনার শত্রুদলই লেজকাটা– নাম-নিশানা বিহীন হইবে।"

www.eelm.weebly.com

অতঃপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরে জিজ্ঞাসা করিলেন, কাওছার কি তাহা তোমরা জান? আমরা আরজ করিলাম, আল্লাহ এবং তাঁহার রসূলই উহা ভালরূপে জানেন। ('কাওছার' অর্থ মঙ্গলময় সম্পদ সম্ভার– উহা হইতে বিশেষ একটি সম্পর্কে) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, উহা একটি নহর বা প্রণালী– হাউজ সম্বলিত। আমার মহামহিম পরওয়ারদেগার বেহেশত এলাকার ভিতরে উহা আমাকে দান করার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন; উহা অসংখ্য রকম মঙ্গল ও কল্যাণে পরিপূর্ণ হইবে। (বেহেশতে প্রবাহমান উক্ত প্রণালীর প্রবাহ হাশর মাঠে হাউজ সৃষ্টি করিবে।) কিয়ামত দিবসে আমার উম্মত ঐ হাউজের পানীয় লাভ করিবে। উহার মধ্যে নক্ষত্ররাজির সংখ্যায় গ্লাস বা পানপাত্র বিদ্যমান থাকিবে। উম্মতের এক শ্রেণীর বন্দাকে উহা হইতে হটাইয়া নেওয়া হইবে; তখন আমি বলব, হে পরওয়ারদেগার! ইহারা তো আমার উম্মতেরই। আল্লাহ তাআলা বলিবেন, আপনি জানেন না তাহারা আপনার পরে কি সব অপকর্ম সৃষ্টি করিয়াছিল।

৬০১ (তিঃ)। হাদীস– আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রাযি.)-এর পুত্র বর্ণনা করিয়াছেন–

سَمِعَنِىْ اَبِىْ وَاَنَا فِى الصَّلٰوةِ اَقُوْلُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ فَقَالَ اَىْ بُنَىَّ مُحْدَثٌ اِيَّاكَ وَالْحَدَثَ قَالَ وَلَمْ اَرَ اَحَدًا مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اَبْغَضَ اِلَيْهِ الْحَدَثُ فِى الْاِسْلَامِ يَعْنِىْ مِنْهُ وَقَالَ وَقَدْ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَ اَبِىْ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَمَعَ عُثْمَانَ فَلَمْ اَسْمَعْ اَحَدًا مِّنْهُمْ يَقُوْلُهَا فَلَا تَقُلْهَا اِذَا اَنْتَ صَلَّيْتَ فَقُلْ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

"আমার পিতা (আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল [রাযি.] সাহাবী) আমাকে নামাযের মধ্যে (সশব্দে) বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম বলিতে শুনিলেন। সেমতে তিনি আমাকে বলিলেন, হে বৎস! (নামাযে সশব্দে বিসমিল্লাহ... পড়া–) ইহা নব আবিষ্কৃত তথা বিদআত কাজ। তুমি বিদআত হইতে অবশ্যই বাঁচিয়া থাকিও।

www.eelm.weebly.com

আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রাযি.) আরও বলিলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রত্যেক সাহাবীর নিকট বিদআত সর্বাপেক্ষা অধিক বিরাগভাজন বস্তু ছিল।

তিনি আরও বলিলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে এবং আবু বকর, ওমর ও উসমানের সঙ্গে নামায পড়িয়াছি; কাহাকেও (নামাযে সশব্দে) বিসমিল্লাহ বলিতে শুনি নাই। সুতরাং তুমিও ঐরূপ বলিও না। তুমি নামাযে সশব্দে বলিবা– "আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন।"

মাসআলা ঃ নামায ভিন্ন সাধারণ অবস্থায় যে কোন সূরা সশব্দে পড়িলে উহার আরম্ভে বিসমিল্লাহও সশব্দে পড়িবে।

৬০২ (তিঃ)। হাদীস– ইবনে আব্বাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে–

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْتَتِحُ صَلٰوتَهُ بِبِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

"নামায (অর্থাৎ উহার বিশিষ্ট অঙ্গ কিরাত) বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম দ্বারা আরম্ভ করিতেন।"

মাসআলা ঃ নামাযে সূরা ফাতেহার আরম্ভে নিঃশব্দে বিসমিল্লাহ পড়িবে। সূরা ফাতেহার পর অন্য সূরা উহার প্রথম হইতে পড়িলে উহার আরম্ভেও নিঃশব্দে বিসমিল্লাহ পড়া উত্তম।

৬০৩ (আঃ)। হাদীস– ইবনে আব্বাস (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সূরা হইতে অপর সূরার ভিন্ন একমাত্র "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম" অবতীর্ণ হওয়ার দ্বারাই উপলব্ধি করিতেন। অর্থাৎ বিসমিল্লাহ অবতীর্ণ হইলেই অপর সূরার আরম্ভ উপলব্ধি করিতেন। সেমতে বিসমিল্লাহ একটি স্বতন্ত্র আয়াত– কোন সূরারই অংশ নহে।

৬০৪ (নাঃ)। হাদীস– আনাস (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি নামায পড়িয়াছি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেছনে এবং আবু বকর, ওমর ও উসমান (রাযি.)-এর পেছনে–

فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِّنْهُمْ يَجْهَرُ بِبِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

www.eelm.weebly.com

"তাঁহাদেরে সশব্দে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম পড়িতে শুনি নাই।"

৬০৫ (নাঃ)। হাদীস– আনাস (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُسْمِعْنَا قِرَاءَةَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَصَلَّى بِنَا اَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ فَلَمْ نَسْمَعْهَا مِنْهُمَا

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরে নামায পড়াইয়াছেন– তিনি আমাদেরে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীমের পঠন শুনান নাই। আবু বকর ও ওমরও আমাদেরে নামায পড়াইয়াছেন– তাঁহাদের হইতেও আমরা উহার পঠন শুনি নাই।"

৬০৬ (নাঃ)। হাদীস– আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রাযি.)-এর পুত্র বর্ণনা করিয়াছেন, আমার পিতা আমাদের কাহাকেও সশব্দে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম পড়িতে শুনিলে বলিতেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেছনে এবং আবু বকর, ওমর (রাযি.)-এর পেছনে নামায পড়িয়াছি– তাঁহাদের কোন একজনকেও বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম (সশব্দে) পড়িতে শুনি নাই।

'আমীন' বলা এবং উহার নিয়ম

৬০৭ (তিঃ)। হাদীস– ওয়ায়েল ইবনে হুজর (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

اِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ فَقَالَ اٰمِيْنَ وَخَفَضَ بِهَا صَوْتَهٗ

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (নামাযে) গায়রিল মাগজুবে আলাইহিম ওয়ালাজ্জাল্লীন পাঠের পর আমীন বলিলেন এবং উহা নিঃশব্দে বলিলেন। (হযরতের আমীন বলা ওয়ায়েল [রাযি.] কিভাবে টের পাইলেন উহার সূত্র ৬০৯ নং হাদীসে আছে।)"

● আলোচ্য হাদীসটির শেষ বাক্য দুই রকমে বর্ণিত আছে– এক বর্ণনা "খাফাজা বেহা ছৌতাহূ" অর্থ– উহা নিঃশব্দে বলিলেন। অপর বর্ণনায় "মাদ্দা বেহা ছৌতাহূ" অর্থ– উহার আওয়াজ লম্বা ও দীর্ঘায়িত করিলেন।

www.eelm.weebly.com

উভয় বর্ণনার সমন্বয় এইরূপে যে, উহার পঠন নিঃশব্দে হইল কিন্তু উচ্চারণ দীর্ঘায়িতরূপে হইল– 'আ...মী...ন। অর্থাৎ 'আ' এবং 'মী' দীর্ঘ হইল।

৬০৮। (তিঃ)। হাদীস– ছামুরা ইবনে জুনদুব (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, (নামাযের মধ্যে) আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে দুই জায়গায় নীরবতা স্মরণ রাখিয়াছি। একটি হইল (তাকবীর বলিয়া) নামায আরম্ভ করিয়া, অপরটি হইল (সূরা ফাতেহার শেষে–) ওয়ালাজ্জা...লী..ন বলিয়া।

এতদ্ভিন্ন পূর্ণ কিরাত শেষ করিয়া রুকুর পূর্বক্ষণেও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সামান্য নীরবতা পছন্দ করিতেন; শ্বাস ক্ষান্ত হওয়ার জন্য।

● প্রথম নীরবতায় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছানা ইত্যাদি দোয়া পড়িতেন। দ্বিতীয় নীরবতায় 'আমীন' বলিতেন।

৬০৯ (ইঃ)। হাদীস– ওয়ায়েল (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে নামায পড়িয়াছি– তিনি ওয়ালাজ্জা...ল্লী...ন বলার পর আমীন বলিয়াছেন, (লোকদেরে উহা শিক্ষা দেওয়ার জন্য সামান্য উঁচু আওয়াজে বলিয়াছেন;) এমনকি আমরা উহা শুনিয়াছি।

৬১০ (ইঃ)। হাদীস– আয়েশা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

مَا حَسَدَتْكُمُ الْيَهُوْدُ عَلٰى شَيْءٍ مَا حَسَدَتْكُمْ عَلَى السَّلَامِ وَالتَّامِيْنَ

"ইহুদীগণ তোমাদের প্রতি কোন বস্তুতে ঐ পরিমাণ হিংসা করে না যে পরিমাণ হিংসা 'সালাম' এবং আমীনের উপর করিয়া থাকে।"

● মুসলমানদের পরস্পর সালামের আদান-প্রদান আন্তরিক দোয়া ও শান্তি কামনার সহিত অতীব সুন্দর রীতিতে যে সৌহার্দের প্রদর্শন এবং অসংখ্য সওয়াব লাভের সুযোগ হয় তাহাতে মুসলিম জাতির শত্রুদের গাত্রদাহ না হইয়া পারে না। তদ্রূপই নিতান্ত সংক্ষিপ্ত 'আমীন' শব্দটির দ্বারা অনেক গোনাহ মাফ হয়; (বুখারী শরীফ দ্রষ্টব্য) উহাতেও শত্রুদের গাত্রদাহ হওয়া স্বাভাবিক।

www.eelm.weebly.com

৬১১ (ইঃ)। হাদীস– ইবনে আব্বাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন– ইহুদীরা তোমাদের প্রতি কোন বস্তুর উপর ঐ পরিমাণ হিংসা করে না যে পরিমাণ হিংসা করে 'আমীনের' উপর। অতএব তোমরা 'আমীন' বেশী বেশী বলিও।

পবিত্র কুরআন শিক্ষা ও তেলাওয়াত করায় নিষ্ঠাবান হইবে

৬১২ (আঃ)। হাদীস– জাবের (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মধ্যে আসিলেন, আমরা তখন বুখারী শরীফ তেলাওয়াত করিতে ছিলাম– আমাদের মধ্যে আরবী ও অনারবী সব রকম মানুষই ছিল। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, তোমরা কুরআন শরীফ পড়; (ইখলাস ও নিষ্ঠার সহিত কুরআন পড়ায় লিপ্ত–) তোমরা প্রত্যেকেই ভাল। অচিরেই এমন লোকদের আবির্ভাব হইবে যাহারা কুরআনকে এমন নিখুঁতভাবে পড়ায় সচেষ্ট হইবে যেমন তীরকে নিখুঁতভাবে সোজা করা হয়। কিন্তু তাহারা পবিত্র কুরআনের দ্বারা দুনিয়ার লাভ হাসিল করায় তৎপর হইবে। আখেরাতের লাভ হাসিল করায় তৎপর হইবে না।

৬১৩ (আঃ)। হাদীস– সাহল ইবনে সাআদ (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মধ্যে তশরীফ আনিলেন, আমরা তখন কুরআন তেলাওয়াত করিতে ছিলাম। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (আমাদের কার্যে সন্তুষ্ট হইয়া আল্লাহর শুকরিয়া আদায়ে) বলিলেন, "আলহামদু লিল্লাহ"– সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য। (অতঃপর বলিলেন–)

كِتَابُ اللّٰهِ وَاحِدٌ وَفِيْكُمُ الْاَحْمَرُ وَفِيْكُمُ الْاَبْيَضُ وَفِيْكُمُ الْاَسْوَدُ اِقْرَؤُوْهُ قَبْلَ اَنْ يَّقْرَءَهُ اَقْوَامٌ يُقِيْمُوْنَهُ كَمَا يُقَوَّمُ السَّهْمُ يَتَعَجَّلُ اَجْرَهُ وَلَا يَتَأَجَّلُهُ

"আল্লাহর কিতাব (–কুরআন) এক; অবশ্য তোমাদের মধ্যে লাল চামড়া, সাদা চামড়া, কাল চামড়া (বিভিন্ন দেশের) সব রকম লোকই রহিয়াছে। (তোমাদের পঠনে বিভিন্নতা আছে, তবুও যথাসাধ্য সহীহ-

www.eelm.weebly.com

শুদ্ধরূপে) তোমরা কুরআনকে (ইখলাস ও নিষ্ঠার সহিত) পড়িতে থাকিও– ঐ যুগ আসিবার পূর্বে যখন এক শ্রেণীর লোক কুরআনকে অত্যন্ত নিখুঁতভাবে পড়িবে যেরূপে তীরকে নিখুঁতভাবে সোজা করা হয়। কিন্তু তাহারা কুরআনের বিনিময় ও ফল দুনিয়াতেই লাভ করিবে, আখেরাতের ফল ও বিনিময় হাসিল করিবে না।"

● পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করিয়া দুনিয়ার ধন-দৌলত, সুনাম-সুখ্যাতি, নাম-যশ ও প্রসিদ্ধি লাভ করায় উহা ব্যবহার করিলে সেই তেলাওয়াত যতই নিখুঁত হউক না কেন উহা নিতান্তই দুঃখনীয় ও দোষনীয়। পক্ষান্তরে অনারব সাধারণ মানুষ ত্রুটি-বিচ্যুতির সহিত হইলেও ইখলাস ও নিষ্ঠতার সহিত পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করিলে তাহা প্রশংসনীয়। অবশ্য পবিত্র কুরআন সহীহ-শুদ্ধ করিয়া পড়ার চেষ্টা অব্যাহত রাখা প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য। বিশেষত যেইরূপ ভুলে অর্থের বিকৃতি ঘটিবে উহা সংশোধন করার চেষ্টা ফরজ পর্যায়ের। কারণ কুরআন পড়া নামাযের একটি বিশেষ ফরজ, অতএব নামাযকে শুদ্ধ করার লক্ষ্যে কিরাত শুদ্ধ করায় অবশ্যই সচেষ্ট হইতে হইবে।

কুরআন পাক পড়িতে অক্ষম ব্যক্তি কি করিবে?

৬১৪ (আঃ)। হাদীস– আবদুল্লাহ ইবনে আওয়া (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিয়া আরজ করিল, আমি কুরআন শরীফ মুখস্থ রাখিতে পারি না। তাই আমাকে এমন কিছু শিক্ষা দিয়া দিন যাহা আমার জন্য (সওয়াবের দিক দিয়া) কুরআনের পরিবর্তে যথেষ্ট হয়। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি ইহা পড়িবে–

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ

"আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করি, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আল্লাহ ভিন্ন কোন মাবুদ নাই, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ। মন্দ হইতে বাঁচিবার ক্ষমতা এবং ভাল আহরণের শক্তি আল্লাহর সাহায্য ব্যতিরেকে হইতে পারে না।

www.eelm.weebly.com

ঐ ব্যক্তি বলিল, হে আল্লাহর রসূল! ইহা তো সবটুকু আল্লাহর জন্য হইল! আমার জন্য কি বলিব? হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি আরও বলিবে–

اَللّٰهُمَّ ارْحَمْنِىْ وَارْزُقْنِىْ وَعَافِنِىْ وَاهْدِنِىْ

"আয় আল্লাহ! আমার প্রতি রহমত নাযিল করুন, আমাকে রিযিক দান করুন, আমাকে সুখ-শান্তি দান করুন এবং আমাকে সৎপথ দান করুন।"

ঐ ব্যক্তি (চলিয়া যাওয়ার জন্য) যখন দাঁড়াইল তখন সে তাহার হাতকে সুকঠিনরূপে মুষ্ঠিবদ্ধ করিয়া (এই আমলকে দৃঢ়তার সহিত গ্রহণ করার প্রতি) ইশারা করিল। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, এই ব্যক্তি তাহার হস্তকে কল্যাণ ও মঙ্গল দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া নিল।

● এই হাদীসের মর্মে বুঝা যায় আল্লাহর যিকির এবং দোয়া কুরআন তেলাওয়াতের পরিপূরক হয়। সেমতে ইমাম আবু দাউদ (রহ.), ইমাম নাসায়ী (রহ.) এবং অনেকে এই হাদীস দ্বারা প্রমাণ করেন যে, যদি কোন ব্যক্তির উপর নামায ফরজ হইয়াছে; অথচ এই মুহূর্তে সে কুরআনের সূরা কিরাত পড়িতে অক্ষম; তাহার অবশ্যই ওয়াক্তের ভিতর নামায আদায় করিতে হইবে। সে কিরাত শিক্ষা করা সাপেক্ষে আল্লাহর কোন যিকির দ্বারা নামায আদায় করিবে। অন্তত অতি ছোট যে কোন তিনটি আয়াত পড়িতে পারিলে তখন উহা দ্বারা নামায পড়িবে।

শুধু নামায আরম্ভেই দুই হাত উঠাইবে, নামাযের মধ্যে অন্য কোন স্থানে হাত উঠাইবে না

৬১৫ (তিঃ)। হাদীস– আলকামা (রহ.) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা বিশিষ্ট সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) বলিলেন–

اَلَا اُصَلِّىْ بِكُمْ صَلٰوةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلّٰى فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ اِلَّا فِىْ اَوَّلِ مَرَّةٍ

"আমি অবশ্যই তোমাদেরে লইয়া (জামাতে) নামায পড়িব– রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায পড়ার নিয়মে। এই ঘোষণা দিয়া

www.eelm.weebly.com

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) (ইমাম হইয়া) নামায পড়াইলেন। তিনি একমাত্র (নামায আরম্ভের) প্রথমবার (তকবীরে) হস্তদ্বয় উঠাইলেন– অন্য আর কোন স্থানে তিনি হস্তদ্বয় উঠান নাই!"

● নামাযের প্রথম তকবীর ভিন্ন অন্য কোন স্থানে হাত না উঠানো রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত হওয়াকে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) কার্যত দেখাইয়াছেন– মৌখিক বলেন নাই; আলোচ্য হাদীসের মর্ম ইহাই এবং হাদীসখানা আবু দাউদ-নাসায়ী শরীফেও বর্ণিত আছে; হাদীসখানা অবশ্যই বিশুদ্ধ সহীহ। ইহার সনদ সকলের সম্মুখেই রহিয়াছে।

কোন কোন বর্ণনাকারী আলোচ্য হাদীসের বিষয়টিকে মৌখিক উক্তিরূপেও বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) বলিয়াছেন–

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَرْفَعْ إِلَّا فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমবার (তকবীর) ব্যতীত হাত উঠান নাই।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) হইতে মৌখিক উক্তি আকারের বর্ণনাটি প্রমাণিত নাই বলিয়া মুহাদ্দিস আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহ.) মন্তব্য করিয়াছেন। কিন্তু তিরমিযী, আবু দাউদ ও নাসায়ী শরীফে বর্ণিত হাদীস যাহাতে কার্যত দেখাইবার বর্ণনা রহিয়াছে, উহা সপ্রমাণিত বটে, এমনকি স্বয়ং আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহ.) নিজেও এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

মুহাদ্দিসগণ হাদীসের শুধু বিষয়বস্তু ও মর্মের প্রতিই লক্ষ্য রাখেন না, বরং বাক্য, রচনা, শব্দ, বিন্যাস এবং আকার-আকৃতির প্রতিও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন। একটি বিষয়বস্তু একরূপ শব্দ, বাক্যাবলী ও রচনায় সকলের নিকট পরিচিত ও প্রমাণিত সাব্যস্ত; ঐ বিষয়বস্তুটিকেই যদি কেহ ভিন্ন শব্দ, বাক্য ও রচনায় বর্ণনা করে এবং তাহা নিয়মিত সনদে প্রমাণিত না থাকে তবে ঐ বর্ণনাকে মুহাদ্দিসগণ অপ্রমাণিত বলিয়া দিবেন– উহার অর্থ এই হইবে না যে, মূল বিষয়বস্তুটি অপ্রমাণিত, বরং উদ্দেশ্য এই হইবে যে, এই শব্দ এই বাক্য এই রচনা এই আকার-আকৃতি অপ্রমাণিত।

www.eelm.weebly.com

আমাদের আলোচ্য হাদীসে হাদীস-শাস্ত্রের উক্ত চুল-চেরা সূক্ষ্ম বিধানই অনুসারিত হইয়াছে। নামাযের মধ্যে প্রথম তকবীর ভিন্ন কোন স্থানে হাত না উঠানো রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত হওয়াকে প্রসিদ্ধ সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) প্রকাশ করিয়াছেন। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.)-এর এই প্রকাশন মৌখিক আকারে হয় নাই, বরং কার্য প্রদর্শনের মাধ্যমে হইয়াছে– ইহার বর্ণনা বিশুদ্ধ সনদের সাথে প্রমাণিত ও সাব্যস্ত রহিয়াছে, এমনকি উহা স্বয়ং আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহ.)ও বর্ণনা করিয়াছেন। কোন কোন বর্ণনাকারী আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের উক্ত প্রকাশনকে তাঁহার মৌখিক উক্তিরূপে বর্ণনা করিয়াছেন– এই মৌখিক উক্তির বর্ণনাকে আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহ.) অপ্রমাণিত বলিয়াছেন।

৬১৬ (আঃ)। হাদীস– বরা ইবনে আযেব (রাযি.) বর্ণনা করেন–

اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا افْتَتَحَ الصَّلٰوةَ رَفَعَ يَدَيْهِ اِلٰى قَرِيْبٍ مِّنْ اُذُنَيْهِ ثُمَّ لَا يَعُوْدُ

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধুমাত্র নামায আরম্ভ করাকালে উভয় হাত কর্ণদ্বয়ের নিকটবর্তী পর্যন্ত উঠাইয়া থাকিতেন, তারপর আর ঐরূপ করিতেন না।"

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ "ইমামের পেছনে মুক্তাদী কোন কিরাত পড়িবে না।" এই পরিচ্ছেদের বিশেষ দ্রষ্টব্যে দেখানো হইয়াছিল যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদ্যমান থাকাবস্থায় ওহীর গমনাগমন চলাকালে শরীয়তের অনেক আদেশ-নিষেধের মধ্যে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন পরিবর্তন হইতে থাকিত। নামাযের মধ্যে হাত উঠানোর বিষয়টিও ঐ তথ্যের আওতাভুক্ত। উহাতে পর্যায়ক্রমে পরিবর্তন ঘটিয়াছে।

● ১. সাহাবীগণ উভয় দিকে সালাম ফেরার সময়ও হাত উঠাইতেন। যেরূপে নামায ছাড়া সালামের সাথে সাধারণভাবে হাত উঠানোর প্রচলন রহিয়াছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাদিগকে উহা হইতে বারণ করিয়াছেন। এই সম্পর্কে হাদীস–

www.eelm.weebly.com

৬১৭ (মোসঃ)। হাদীস– জাবের ইবনে ছামুরা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নামায পড়া অবস্থায় আচ্ছালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ, আচ্ছালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ (হাতের ইশারার সহিত) বলিয়া থাকিতাম। জাবের (রাযি.) (এই বর্ণনার সময়) উভয় দিকে হাতের ইশারা করিলেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাজের প্রতি লক্ষ্য করিলেন, সেমতে তিনি বলিলেন–

عَلَامَ تُوْمُوْنَ بِاَيْدِيْكُمْ كَاَنَّهَا اَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ اِنَّمَا يَكْفِىْ اَحَدَكُمْ اَنْ يَّضَعَ يَدَهٗ عَلٰى فَخِذِهٖ ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلٰى اَخِيْهِ مَنْ عَلٰى يَمِيْنِهٖ وَشِمَالِهٖ

"তোমরা কি উদ্দেশ্যে হাতের দ্বারা ইশারা করিয়া থাক? (অবাঞ্ছিত ইশারায় তোমাদের হাত পর পর উঠিয়া থাকে–) উহা যেন অবাধ্য ভোজী ঘোড়ার লেজ (যাহা বার বার উঠিয়া থাকে)। তোমাদের প্রত্যেকের জন্য ইহাই যথেষ্ট যে, হাতকে উরুর উপর রাখিবে এবং (শুধু মৌখিক) সালাম করিবে স্বীয় (ঈমানী) ভাই (ফেরেশতা ও মুসলমান)কে উদ্দেশ্য করিয়া– যে বা যাঁহারা ডানে আছেন অথবা বামে আছেন!"

● ২. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক তকবীরে হস্তদ্বয় উঠাইতেন। যথা–

৬১৮ (ইঃ)। হাদীস– ওমায়ের ইবনে হাবীব (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيْرَةٍ فِى الصَّلٰوةِ الْمَكْتُوْبَةِ

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরজ নামাযের মধ্যে প্রত্যেক তকবীরের সাথে উভয় হাত উঠাইয়া থাকিতেন।"

৬১৯ (ইঃ)। হাদীস– আব্বাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে–

اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ كُلِّ تَكْبِيْرَةٍ

"নিশ্চয় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক তকবীরের সমস্ত হস্তদ্বয় উঠাইয়া থাকিতেন।"

www.eelm.weebly.com

● সিজদার সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হস্তদ্বয় উঠাইয়া থাকিতেন। যথা–

৬২০ (নাঃ)। হাদীস– মালেক ইবনুল হুয়াইরিছ (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে–

أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ يَدَيْهِ فِيْ صَلَاتِهِ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ وَإِذَا سَجَدَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُوْدِ حَتّٰى يُحَاذِيَ بِهِمَا فُرُوْعَ أُذُنَيْهِ

"তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখিয়াছেন, উভয় হাত উত্তোলন করেন নামায আরম্ভ করায় এবং রুকুতে যাওয়ার সময়। রুকু হইতে মাথা উঠাইয়া এবং সিজদার সময় ও সিজদা হইতে মাথা উঠাইয়া– হস্তদ্বয় এই পরিমাণ উঠাইতেন যে, হস্তদ্বয় (উহার আঙ্গুল সমূহের উপর ভাগ) উভয় কানের উপরের অংশের বরাবর হইত।"

৬২১ (ইঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حِيْنَ يَفْتَتِحُ الصَّلٰوةَ وَحِيْنَ يَرْكَعُ وَحِيْنَ يَسْجُدُ

"আমি দেখিয়াছি, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উভয় হাত উঠাইয়া থাকেন– যখন নামায আরম্ভ করেন, যখন রুকু করেন এবং যখন সিজদা করেন।"

● দুই রাকাতের উপর– প্রথম বৈঠক হইতে উঠিয়াও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হস্তদ্বয় উঠাইতেন। যথা–

৬২২ (আঃ)। হাদীস– আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন দুই রাকাতের বৈঠক হইতে দাঁড়াইতেন তখন তকবীর বলিতেন এবং উভয় হাত উঠাইতেন।"

www.eelm.weebly.com

৬২৩ (আঃ)। হাদীস– আলী (রাযি.)। হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ফরজ নামাযে দাঁড়াইতেন তখন তকবীর বলিতেন এবং উভয় হাত (তথা উহার কব্জি) কাঁধ পর্যন্ত উঠাইতেন। কিরাত শেষ করিয়া রুকুতে যাওয়ার ইচ্ছা করিলেও উহা করিতেন এবং যখন রুকু হইতে উঠিতেন তখনও। নামাযে বসা অবস্থায় হস্তদ্বয় উঠাইতেন না। আর দুই রাকাত পূর্ণ করিয়া যখন দাঁড়াইতেন তখনও ঐরূপে উভয় হাত উঠাইতেন এবং তকবীর বলিতেন।

৬২৪ (নাঃ)। হাদীস– আবু হুমায়দ (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ كَمَا صَنَعَ حِيْنَ افْتَتَحَ الصَّلٰوةَ

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন দুই রাকাত পড়িয়া দাঁড়াইতেন তকবীর বলিতেন এবং উভয় হাত উঠাইতেন, উহার কব্জি কাঁধ বরাবর হইত– যেরূপে নামায আরম্ভে করিয়া থাকিতেন।"

এতদ্ভিন্ন বুখারী শরীফেও হাদীস আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই রাকাত হইতে দাঁড়াইয়া উভয় হাত উঠাইতেন।

● ৩. প্রত্যেক তকবীরের সাথে হাত উঠানো নির্দ্বিধায় সংকুচিত হইয়াছে– বিশেষত সিজদার সময় ও সিজদা হইতে উঠিয়া হাত উঠানো যাহা ৬১৯/৬২০/৬২১ নং হাদীসে সুস্পষ্টরূপে উল্লেখ হইয়াছে উহা অবশ্যই সঙ্কুচিত হইয়াছে। ৬২৩ নং হাদীসে পরিষ্কার ব্যক্ত হইয়াছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের মধ্যে বসা অবস্থায় কোন স্থানেই হাত উঠাইতেন না; সিজদা তো অবশ্যই বসা অবস্থায় হইয়া থাকে।

এতদ্ভিন্ন বুখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ এবং প্রত্যেক কিতাবেই এক হাদীসে সুস্পষ্টরূপে সিজদার সময় হাত উত্তোলন না করা উল্লেখ পূর্বক নামায আরম্ভের পর শুধু রুকুতে যাওয়ার সময় এবং রুকু হইতে উঠার পর হাত উত্তোলন উল্লেখ করা হইয়াছে। যথা– আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) বলিয়াছেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখিয়াছি–

www.eelm.weebly.com

إِذَا افْتَتَحَ الصَّلٰوةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى يُحَاذِيَ مَنْكِبَيْهِ وَقَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوْعِ وَلَا يَرْفَعُهُمَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

"যখন নামায আরম্ভ করিতেন তখন উভয় হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠাইতেন এবং রুকুর পূর্বে এবং রুকু হইতে উঠিয়া। আর হস্তদ্বয় উঠাইতেন না দুই সিজদার মধ্য ভাগে।"

● ৪. বলাবাহুল্য আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.)-এর উক্ত হাদীস দ্বারা ৬১৮, ৬১৯, ৬২২, ৬২৩ ও ৬২৪ নং হাদীসে বর্ণিত নিয়ম; বিশেষত ৬২০, ৬২১ নং হাদীসে বর্ণিত সিজদার সময় হাত উত্তোলনের নিয়ম যেভাবে সংকুচিত হইয়াছে তদ্রূপই আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.)-এর হাদীস এবং এই শ্রেণীর অন্যান্য হাদীসে বর্ণিত নিয়ম যে, রুকুতে যাইতে ও রুকু হইতে উঠিয়া হাত উঠাইতেন– এই নিয়মও আলোচ্য পরিচ্ছেদের প্রথমে বর্ণিত ৬১৫, ৬১৬ নং হাদীস অনুসারে সঙ্কুচিত হইয়াছে। একমাত্র নামায আরম্ভে হাত উঠানো ব্যতীত নামাযের অন্য কোন স্থানে তাহা সুন্নত থাকে নাই। এমনকি রুকু সিজদা ও উঠা-বসার বিধানগত নড়াচড়া ব্যতীত নামাযের মধ্যে সর্বতোভাবে অঙ্গসমূহকে নাড়াচাড়া বিহীন রাখার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে।

৬২৫ (মোসঃ)। হাদীস– জাবের ইবনে ছামুরা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট আসিলেন এবং (উপদেশ দানে) বলিলেন–

مَا لِيْ أَرَاكُمْ رَافِعِيْ أَيْدِيْكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ اُسْكُنُوْا فِي الصَّلٰوةِ

"তোমাদেরে (অবাঞ্ছিতরূপে) হাত উঠাইতে কেন দেখি? হাতগুলি যেন অবাধ্য তেজী ঘোড়ার লেজ (যাহা অযথা বার বার উঠিয়া থাকে)। নামাযের মধ্যে (অযথা কোন অঙ্গ নাড়াচাড়া না করিয়া) স্থির থাকিবা।"

আর এক দিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট আসিলেন এবং আমাদেরে বিশৃঙ্খল অবস্থায় দেখিয়া বলিলেন–

ما لي اراكم عزين

www.eelm.weebly.com

"তোমাদেরে বিশৃঙ্খল দেখি কেন? আরও এক দিন আমাদের নিকট আসিলেন এবং (অনিয়মভাবে কাতার বাঁধায় দেখিয়া) বলিলেন–

أَلَا تَصُفُّونَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلٰئِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا قَالَ يُتِمُّونَ الصُّفُوفَ الْأُوَلَ وَيَتَرَاصُّونَ فِي الصَّفِّ

"ফেরেশতাগণ তাঁহাদের পরওয়ারদেগারের দরবারে যেভাবে কাতার বাঁধিয়া থাকেন তোমরা ঐরূপে কাতার বাঁধ না কেন? হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, ফেরেশতাগণ আগের কাতারসমূহ পূর্ণ করিয়া থাকেন এবং কাতারে লাগালাগি হইয়া দাঁড়ান।"

নামাযের প্রতিটি উঠা-বসায় তকবীর বলিবে

৬২৬ (মোসঃ)। হাদীস– আবু সালামা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, আবু হুরায়রা (রাযি.) তাঁহাদের নামায পড়াইতেন– তিনি প্রত্যেক উঠা-বসায় তকবীর বলিতেন। (একদা) নামায সমাপ্তে তিনি বলিলেন, আল্লাহর শপথ করিয়া বলি, তোমাদের সকলের মধ্যে আমার নামায রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাযের সহিত সর্বাধিক সাদৃশ্যপূর্ণ।

৬২৭ (তিঃ)। হাদীস– আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি উঁচু-নিচু হওয়ায় এবং প্রতি উঠা-বসায় তকবীর বলিয়া থাকিতেন। আবু বকর (রাযি.) এবং ওমর (রাযি.)ও তাহা করিতেন।

নামাযে দাঁড়াইয়া হাত বাঁধা এবং উহার নিয়ম

৬২৮ (মোসঃ)। হাদীস– ওয়ায়েল ইবনে হুজর (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি দেখিয়াছেন– নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–

رَفَعَ يَدَيْهِ حِيْنَ دَخَلَ فِي الصَّلٰوةِ كَبَّرَ حِيَالَ أُذُنَيْهِ ثُمَّ الْتَحَفَ بِثَوْبِهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنٰى عَلَى الْيُسْرٰى فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَّرْكَعَ أَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنَ الثَّوْبِ ثُمَّ رَفَعَهُمَا ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ فَلَمَّا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ فَلَمَّا سَجَدَ سَجَدَ بَيْنَ كَفَّيْهِ

www.eelm.weebly.com

"উভয় হাত উঠাইয়াছেন কানদ্বয় পর্যন্ত যখন তকবীর বলিয়া নামায আরম্ভ করিয়াছেন। তারপর হাত কাপড়ের ভিতরে নিয়াছেন এবং দক্ষিণ হস্তকে বাম হস্তের উপর রাখিয়াছেন (অর্থাৎ হাত ছাড়িয়া রাখেন নাই)। যখন রুকু করায় উদ্যত হইয়াছেন তখন উভয় হাত কাপড় হইতে বাহির করিয়াছেন, তারপর উঠাইয়াছেন এবং তকবীর বলিয়াছেন এবং রুকু করিয়াছেন। তারপর যখন 'সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলিয়াছেন তখন উভয় হাত উঠাইয়াছেন। তারপর যখন সিজদা করিয়াছেন উভয় হাতের মধ্যে সিজদা করিয়াছেন।"

৬২৯ (তিঃ)। হাদীস– হুলব (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَؤُمُّنَا فَيَأْخُذُ شِمَالَهُ بِيَمِيْنِهِ

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের ইমামতি করিতেন; তিনি তাঁহার বাম হাতকে ডান হাত দ্বারা ধরিয়া রাখিতেন।"

৬৩০ (আঃ)। হাদীস– আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাযি.) বলিতেন, (নামাযে দাঁড়াইয়া) উভয় পা সোজা রাখা এবং এক হাতের উপর অপর হাত রাখা– ইহাই সুন্নত।

৬৩১ (আঃ)। হাদীস– আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) একদা নামায পড়িতেছিলেন– তিনি ডান হাতের উপর বাম হাত রাখিয়াছিলেন; নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাকে (ঐ অবস্থায়) দেখিয়া তাঁহার ডান হাত বাম হাতের উপর রাখিয়া দিলেন।

● আবু দাউদ শরীফের এক অনুলিপিতে এস্থানে একটি হাদীস উল্লেখ আছে– আলী (রাযি.) বলিয়াছেন, সুন্নত তরীকা হইল– এক হাতের কব্জি অপর হাতের কব্জির উপর রাখা নাভির নিচে।

৬৩২ (নাঃ)। হাদীস– ওয়ায়েল (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ قَائِمًا فِى الصَّلٰوةِ

قَبَضَ بِيَمِيْنِهِ عَلٰى شِمَالِهِ

www.eelm.weebly.com

"আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখিয়াছি– তিনি যখন নামাযে দাঁড়ানো থাকিতেন তখন তিনি বাম হাত ডান হাত দ্বারা মুষ্টিবদ্ধ করিয়া রাখিতেন।"

● এই হাদীসের মর্ম ইহাই যে, বাম হাতকে ডান হাত দ্বারা মুষ্টিবদ্ধ আকারে ধরিয়া রাখিবে।

নামাযের তাশাহহুদ তথা আত্তাহিয়্যাতু এবং দরূদ ও দোয়া এবং দরূদের ফযীলত

৬৩৩ (মোসঃ)। হাদীস– আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) বলিয়াছেন–

عَلَّمَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّشَهُّدَ كَفِّىْ بَيْنَ كَفَّيْهِ كَمَا يُعَلِّمُنِى السُّوْرَةَ مِنَ الْقُرْاٰنِ

"আমাকে স্বয়ং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশাহহুদ শিক্ষা দিয়াছেন (অত্যন্ত গুরুত্বের সহিত– যে, দীক্ষা গ্রহণের ন্যায়) আমার হাত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উভয় হাতের মধ্যে (মুসাফাহা করারূপে) ছিল। (অত্যন্ত তীক্ষ্ণ লক্ষ্যের সহিত শিক্ষা দিয়াছেন–) যেভাবে আমাকে কুরআনের সূরা শিক্ষা দিয়া থাকিতেন।"

● আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) উল্লিখিত ভূমিকা বর্ণনার পর সেই তাশাহহুদ বর্ণনা করিয়াছেন; আমাদের প্রচলিত তাশাহহুদ উহারই অনুরূপ। বুখারী শরীফে তাহা বর্ণিত আছে।

৬৩৪ (মোসঃ)। হাদীস– ইবনে আব্বাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, তিনিও বলিয়াছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরে তাশাহহুদ শিক্ষা দিতেন (ঐরূপ গুরুত্বের সাথে) যেরূপ আমাদেরে কুরআনের সূরা শিক্ষা দিতেন। তিনি এইরূপ বলিয়া থাকিতেন–

اَلتَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلّٰهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ

www.eelm.weebly.com

৬৩৫ (মোসঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে–

إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَاحِدَةً صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ عَشْرًا

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আমার প্রতি একবার দরূদ পাঠ করিবে আল্লাহ তাআলা তাহার প্রতি দশবার রহমত বর্ষণ করিবেন।"

৬৩৬ (তিঃ)। হাদীস– আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) বলিয়াছেন, তাশাহহুদ নিঃশব্দে পড়া– ইহাই সুন্নত।

৬৩৭ (তিঃ)। হাদীস– আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

أَوْلَى النَّاسِ بِيْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ أَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلٰوةً

"কিয়ামত দিবসে লোকদের মধ্যে আমার প্রতি অধিক দরূদ পাঠকারী আমার অধিক নৈকট্য লাভ করিবে।"

৬৩৮ (তিঃ)। হাদীস– ওমর (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে–

إِنَّ الدُّعَاءَ مَوْقُوْفٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا يَصْعَدُ مِنْهُ شَيْءٌ حَتّٰى تُصَلِّيَ عَلٰى نَبِيِّكَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"নিশ্চয় দোয়া আসমান ও যমীনের মধ্যস্থলে আবদ্ধ থাকে– উহার কোন অংশই (আল্লাহর দরবারে) পৌঁছে না, যাবৎ না তুমি তোমার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দরূদ পাঠ কর।"

৬৩৯ (তিঃ)। হাদীস– আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি নামায পড়িতেছিলাম। (তথায়) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমন হইল এবং আবু বকর, ওমর (রাযি.) তাঁহারসাথে ছিলেন। আমি যখন (নামায শেষে) বসিলাম তখন প্রথমে আল্লাহ তাআলার গুণগান করিলাম, তারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দরূদ পড়িলাম, তারপর নিজের জন্য দোয়া করিতে লাগিলাম। নবী

www.eelm.weebly.com

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলিতে লাগিলেন, (আল্লাহ তাআলার নিকট) চাও তোমাকে দেওয়া হইবে– চাও দেওয়া হইবে।

অর্থাৎ তুমি অতি সুন্দর নিয়মে দোয়া করিতেছ; তুমি যত দোয়া করিবে সব কবুল হইবে। দোয়া করার সুন্দর নিয়ম ইহাই যে, প্রথমে আল্লাহ তাআলার গুণগান এবং দরূদ পাঠ করিয়া দোয়া আরম্ভ করিবে।

এই হাদীসখানা– নামায অধ্যায়ের শেষের দিকে বর্ণিত আছে।

৬৪০ (তিঃ)। হাদীস– ফাজালা ইবনে ওবায়দ (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (মসজিদে) বসিয়া ছিলেন– ঐ সময় এক ব্যক্তি আসিল এবং নামায পড়িল। অতঃপর সে এই বলিয়া দোয়া করিল–

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ وَارْحَمْنِيْ

"আয় আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করুন এবং আমার প্রতি দয়া করুন।"

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, হে নামাযী! তাড়াহুড়া করিয়াছ। (দোয়া করার উত্তম নিয়ম এই–)

إِذَا صَلَّيْتَ فَقَعَدْتَّ فَاحْمَدِ اللّٰهَ بِمَا هُوَ اَهْلُهٗ وَصَلِّ عَلَيَّ ثُمَّ ادْعُهٗ

"নামায শেষে যখন বসিবে তখন প্রথমে আল্লাহ তাআলার জন্য তাঁহার যোগ্য গুণগান ও প্রশংসা করিবে এবং আমার প্রতি দরূদ পড়িবে, তারপর আল্লাহর নিকট দোয়া করিবে।"

ফাজালা (রাযি.) বর্ণনা করেন, তারপর অন্য এক ব্যক্তি নামায পড়িল। সে আল্লাহ তাআলার গুণগান ও প্রশংসা করিল এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দরূদ পড়িল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে বলিলেন, হে নামাযী! (যত ইচ্ছা) দোয়া কর; কবুল করা হইবে।

৬৪১ (তিঃ)। হাদীস– ফাজালা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে নামাযে দোয়া করিতে শুনিলেন– ঐ ব্যক্তি (দোয়ার পূর্বে) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দরূদ পাঠ করে নাই। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন,

www.eelm.weebly.com

এই ব্যক্তি তাড়াহুড়া করিয়াছে; অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ ব্যক্তিকে ডাকিলেন এবং বলিলেন–

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِتَحْمِيدِ اللّٰهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ ثُمَّ لِيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ لِيَدْعُ بَعْدُ بِمَا شَاءَ.

"তোমাদের কেহ নামায পড়িলে (নামাযের শেষ বৈঠকে অথবা নামায সমাপনান্তে দোয়া করাকালে) প্রথমে আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করিবে, তারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দরূদ পড়িবে। অতঃপর যাহা ইচ্ছা হয় দোয়া করিবে।"

● উক্ত হাদীসদ্বয় দোয়া অধ্যায়ে জামেউদ-দোয়া পরিচ্ছেদে আছে।

৬৪২ (তিঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ ثُمَّ انْسَلَخَ قَبْلَ أَنْ يُغْفَرَ لَهُ وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ أَدْرَكَ عِنْدَهُ أَبَوَاهُ أَوْ أَحَدُهُمَا الْكِبَرَ فَلَمْ يُدْخِلَاهُ الْجَنَّةَ

"লাঞ্ছিত হউক ঐ ব্যক্তি যাহার সম্মুখে আমার উল্লেখ হয় এবং সে আমার প্রতি দরূদ পাঠ করে নাই। লাঞ্ছিত হউক ঐ ব্যক্তি যাহার উপর রমযান মাস আসে এবং তাহার মাগফেরাত হওয়া ব্যতিরেকে ঐ মাস অতিবাহিত হইয়া যায়। লাঞ্ছিত হউক ঐ ব্যক্তি যাহার বর্তমানে মাতা-পিতা অথবা তাঁহাদের একজন বার্ধক্যে উপনীত হয় এবং তাঁহারা উহাকে বেহেশতে পৌঁছায় না।"

● রমযান মাস গোনাহ মাফ করাইবার বিশেষ সুযোগ; সেই সুযোগের যে সদ্ব্যবহার করে না তাহার প্রতি এই বদদোয়া। অদ্রূপ বৃদ্ধ মাতা-পিতার খেদমত দ্বারা মানুষ অতি সহজে বেহেশত লাভে ধন্য হইতে পারে; সেই সুযোগ পাইয়াও যে উহার সদ্ব্যবহার করে না তাহার প্রতিও এই বদদোয়া।

● অত্র হাদীসের বিষয়বস্তু অন্য এক হাদীসে অধিক ভয়াবহ আকারে বর্ণিত আছে যে– একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বারে

www.eelm.weebly.com

আরোহনকালে তিনবার 'আমীন' বলিলেন। অতঃপর উহার ব্যাখ্যা দানে বলিলেন, জিবরাঈল (আ.) তিনটি বদদোয়া করিলেন; আমি তাঁহার প্রত্যেকটি বদদোয়ার উপর 'আমীন' বলিলাম। বদদোয়া তিনটি আলোচ্য হাদীসে উল্লিখিত তিনটি বদদোয়াই।

৬৪৩ (তিঃ)। হাদীস– আলী (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

اَلْبَخِيْلُ الَّذِىْ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّى عَلَىَّ

"অতি বড় বখিল-কৃপণ (যাহার কৃপণতা প্রকাশের ভাষা নাই–) ঐ ব্যক্তি যাহার সম্মুখে আমার উল্লেখ হয়, অথচ সে আমার প্রতি দরূদ পাঠ করে না।"

● উক্ত হাদীসদ্বয় পূর্ববর্তী হাদীসদ্বয়ের ছয় পৃষ্ঠা পরে বর্ণিত আছে।

৬৪৪ (তিঃ)। হাদীস– উবাই ইবনে কাআব (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, রাত্রের দুই তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হওয়ার পর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়াইতেন এবং লোকদেরে এই বলিয়া আহ্বান করিতেন–

يَاَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا اللّٰهَ اذْكُرُوا اللّٰهَ جَاءَتِ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ جَاءَ الْمَوْتُ بِمَا فِيْهِ جَاءَ الْمَوْتُ بِمَا فِيْهِ

"হে লোক সকল! আল্লাহকে স্মরণ কর, আল্লাহকে স্মরণ কর। অচিরেই আসিয়া যাইতেছে মৃত্যু তাহার সংশ্লিষ্ট (কবর ও উহার অবস্থা, হাশর ও উহার অবস্থা, পুলসিরাত ও উহার অবস্থা ইত্যাদি) সব সহ, অচিরেই আসিয়া যাইতেছে মৃত্যু উহার সংশ্লিষ্ট সব সহ।

উবাই (রাযি.) বলেন, একদা আমি (ঐরূপ সতর্কবাণীর প্রেক্ষিতে) আরজ করিলাম–

يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ اُكْثِرُ الصَّلٰوةَ عَلَيْكَ فَكَمْ اَجْعَلُ لَكَ مِنْ صَلَاتِىْ قَالَ مَا شِئْتَ قُلْتُ الرُّبُعَ قَالَ مَا شِئْتَ قَالَ فَاِنْ زِدْتَّ فَهُوَ خَيْرٌ قُلْتُ فَالنِّصْفَ قَالَ مَا شِئْتَ وَاِنْ زِدْتَّ فَهُوَ خَيْرٌ قُلْتُ فَالثُّلُثَيْنِ قَالَ مَا

www.eelm.weebly.com

شِئْتَ فَإِنْ زِدْتَّ فَهُوَ خَيْرٌ قُلْتُ أَجْعَلُ لَكَ صَلَاتِي كُلَّهَا قَالَ إِذًا تُكْفَى هَمُّكَ وَيُغْفَرُ ذَنْبُكَ

"ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি বেশী পরিমাণে আপনার প্রতি দরূদ পাঠ করিতে ইচ্ছুক। আমার নিজের জন্য দোয়ার সময়ে কত সময় আপনার (দরূদের) জন্য ব্যয় করিব? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যতটুকু তোমার ইচ্ছা। আমি বলিলাম, চার ভাগের এক ভাগ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যাহা তোমার ইচ্ছা, তবে আরও বেশি করিলে তাহাতে তোমারই বেশী লাভ হইবে। আমি আরজ করিলাম, অর্ধেক? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমার ইচ্ছা, তবে আরও বেশি করিলে তোমারই বেশি লাভ হইবে। আমি আরজ করিলাম, দুই তৃতীয়াংশ? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমার ইচ্ছা, তবে আরও বেশি করিলে তোমারই বেশি লাভ হইবে। আমি আরজ করিলাম, আমার নিজের জন্য দোয়া করার পূর্ণ সময়ই আপনার (দরূদের) জন্য ব্যয় করিব। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তাহা করিলে তোমার সব রকম ভাবনা-চিন্তার এবং আশা-আকাঙ্ক্ষার পূর্ণ ব্যবস্থা করা হইবে, আর তোমার গোনাহ মাফ করা হইবে।"

● হাজার, বরং লক্ষ বার আমি নিজের অভিজ্ঞতায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই বক্তব্যকে বাস্তবরূপে প্রত্যক্ষ করিয়াছি এবং দরূদ শরীফের এই স্বর্ণফল লাভে ধন্য হইয়াছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যে কেহ এই হাদীসকে আমলে গ্রহণ করিবে প্রত্যেকেই আমার ন্যায় সুফল লাভে ধন্য হইতে পারিবে।

● এই হাদীসখানা "কিয়ামতের বিবরণ" পরিচ্ছেদসমূহের একটি পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে।

৬৪৫ (আঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন– যে ব্যক্তি খাহেশ রাখে আমার এবং আমার পরিবার-পরিজনের প্রতি দরূদ পড়িয়া পরিপূর্ণ মাপে সওয়াব লাভ করায়, সে যেন এইরূপে দরূদ পাঠ করে–

www.eelm.weebly.com

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ وَاَزْوَاجِهٖ اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَذُرِّيَّتِهٖ وَاَهْلِ بَيْتِهٖ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

"আয় আল্লাহ! রহমত নাযিল করুন নবী মুহাম্মাদের প্রতি এবং তাঁহার বিবিগণের প্রতি যাঁহারা সমস্ত মুমিনগণের মা এবং তাঁহার পরিজন ও গৃহবাসীদের প্রতি– যেরূপ রহমত নাযিল করিয়াছেন ইবরাহীমের প্রতি। আপনার জন্যই সমস্ত প্রশংসা এবং শ্রদ্ধা ও সম্মান।"

৬৪৬ (আঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

مَا مِنْ اَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ اِلَّا رَدَّ اللّٰهُ عَلَيَّ رُوْحِيْ حَتّٰى اَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ

"যে কোন ব্যক্তি আমার (মৃত্যুর পর) আমার প্রতি সালাম করিবে (আমার হইতে তাহার সালামের উত্তর পাওয়া অসম্ভব হইবে না। সালাম দাতা আমার অবস্থা ইহাই পাইবে যে, মৃত্যুর প্রথম হইতেই) আল্লাহ তাআলা আমার আত্মাকে আমার প্রতি ফিরাইয়া দিবেন; সেমতে আমি ঐ সালাম দাতার সালামের উত্তর দিব।"

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ কোন মৃত ব্যক্তিরই আত্মার মৃত্যু হয় না; মৃত্যুর অর্থ– ভৌতিক দেহ হইতে আত্মার বিচ্ছিন্ন হওয়া মাত্র, আত্মা বরযখী জগতে জীবিতই থাকে। ভৌতিক দেহের সহিত আত্মার সম্পর্কও থাকে; সেই সম্পর্ক বিভিন্ন পর্যায়ের ও বিভিন্ন শ্রেণীর হইয়া থাকে। সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে ঐ সম্পর্ক নিতান্তই সীমিত; এমনকি সেই সম্পর্কের দ্বারা দেহটা তাজা এবং সতেজ থাকার কাজও হয় না, ফলে উহা পঁচিয়া-গলিয়া যায়। শহীদগণের ক্ষেত্রে ঐ সম্পর্ক অপেক্ষাকৃত অধিক ও বিস্তীর্ণ হয় যে, উহা দ্বারা দেহ তাজা ও অবিকৃত থাকে– যাহার অনেক অনেক ঘটনা ইতিহাসে প্রমাণিত রহিয়াছে। নবীগণের ক্ষেত্রে সেই সম্পর্ক আরও অনেক অধিক বিস্তীর্ণ, ব্যাপক এবং সুদৃঢ় হইয়া থাকে। এমনকি নবীগণের মৃত্যুকে শুধু স্থানান্তরিত গণ্য করা পূর্বক তাঁহাদিগকে মৃত্যুর পরও জীবিত বলা হইয়াছে। আলোচ্য হাদীসে এই সত্যের ভিত্তিতেই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

www.eelm.weebly.com

ওয়াসাল্লাম তাঁহার মৃত্যুর পরও অনায়াসে সালামের উত্তর দিতে পারিবেন এবং দিবেন বলিয়া উক্তি করিয়াছেন।

৬৪৭ (আঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

لَا تَجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ قُبُوْرًا وَلَا تَجْعَلُوْا قَبْرِىْ عِيْدًا وَصَلُّوْا عَلَىَّ فَاِنَّ صَلٰوتَكُمْ تَبْلُغُنِىْ حَيْثُ كُنْتُمْ

"তোমাদের গৃহকে কবরস্থান বানাইও না। আর আমার কবরকে উৎসবের স্থল বানাইও না। আমার প্রতি দরূদ পাঠ করিও; নিশ্চয় তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌছাইয়া দেওয়া হইবে– তোমরা যথায়ই থাক না কেন!"

● ঘরকে কবরস্থানে পরিণত না করার ব্যবস্থা এই যে, ঘরে আল্লাহর যিকির এবং দোয়া-কালাম পড়া চাই, নফল নামায পড়া চাই। যেমন বুখারী শরীফে হাদীস আছে– "তোমাদের ঘরে তোমরা কিছু (নফল) নামায পড়িও; উহাকে কবরস্থান বানাইও না।" অর্থাৎ যে ঘরে নামায-কালাম হয় না সেই ঘর কবরস্থান তুল্য এবং উহাতে বসবাসকারীগণ মৃত তুল্য।

আলোচ্য হাদীসদ্বয় আবু দাউদ শরীফ হজ্জ অধ্যায়ের শেষে মদীনার বিবরণে উল্লেখ রহিয়াছে। প্রথম হাদীসখানার হাশিয়া বা নোটের মধ্যে আল্লামা সুয়ুতী (রহ.) হইতে যে ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহারই অনুবাদ করা হইয়াছে।

৬৪৮ (নাঃ)। হাদীস– আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

اِنَّ لِلّٰهِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِيْنَ فِى الْاَرْضِ يُبَلِّغُوْنِىْ مِنْ اُمَّتِىْ السَّلَامَ

"ইহা নিশ্চিত যে, আল্লাহ তাআলা কর্তৃক নির্ধারিত অনেক ফেরেশতা রহিয়াছেন যাঁহারা ভূপৃষ্ঠব্যাপী বিচরণ করিয়া বেড়াইতে থাকেন; এই জন্য যে, তাঁহারা আমার উম্মতের তরফ হইতে পঠিত সালাম আমার নিকট পৌছাইবেন।"

৬৪৯ (নাঃ)। হাদীস– আবু তালহা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমতাবস্থায় আসিলেন যে, তাঁহার

www.eelm.weebly.com

চেহারায় আনন্দের উচ্ছাস ছিল। আমরা বলিলাম আপনার চেহারায় আনন্দের উচ্ছাস দেখিতেছি! তিনি বলিলেন–

إِنَّهُ أَتَانِيْ الْمَلَكُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ رَبَّكَ يَقُوْلُ أَمَا يُرْضِيْكَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّيْ عَلَيْكَ أَحَدٌ إِلَّا صَلَّيْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا وَلَا يُسَلِّمُ عَلَيْكَ أَحَدٌ إِلَّا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا

"আমার নিকট এক বিশিষ্ট ফেরেশতা আসিয়াছিলেন এবং বলিয়াছেন, হে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনার পরওয়ারদেগার বলিয়াছেন– এই সংবাদ নিশ্চয় আপনাকে আনন্দিত করিবে যে, যে কোন ব্যক্তি আপনার প্রতি একবার দরূদ শরীফ পাঠ করিবে আমি তাহার প্রতি দশ বার রহমত নাযিল করিব এবং যে কোন ব্যক্তি একবার আপনার প্রতি সালাম তথা শান্তির দোয়া করিবে আমি তাহার প্রতি দশবার শান্তি নাযিল করিব।"

৬৫০ (নাঃ)। হাদীস– যায়েদ ইবনে খারেজা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে (দোয়া করার নিয়ম) জিজ্ঞাসা করিয়াছি। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

صَلُّوْا عَلَيَّ وَاجْتَهِدُوْا فِي الدُّعَاءِ

"প্রথমে আমার প্রতি দরূদ পাঠ করিবে তারপর অতি আগ্রহ ও যত্নের সহিত দোয়া করিবে।"

৬৫১ (নাঃ)। হাদীস– আনাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلٰوةً وَاحِدَةً صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ عَشْرًا صَلَوَاتٍ وَحُطَّتْ عَنْهُ عَشْرُ خَطِيْئَاتٍ وَرُفِعَتْ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ

"যে ব্যক্তি আমার প্রতি একবার দরূদ পাঠ করিবে আল্লাহ তাআলা তাহার প্রতি দশবার রহমত নাযিল করিবেন এবং তাহার দশটি গোনাহ মাফ করিয়া দেওয়া হইবে, আর দশ ধাপ বাড়াইয়া দেওয়া হইবে তাহার মান-মর্যাদা।"

www.eelm.weebly.com

৬৫২ (ইঃ)। হাদীস– আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) লোকদিগকে বলিতেন, তোমরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দরূদ পড়িতে চাহিলে অতি উত্তমরূপে দরূদ পড়িও। কারণ (দরূদ কবুল হওয়া নিশ্চিত)। তোমরা জানো না (বটে, কিন্তু) আশা নিশ্চয় আছে, উহা (কবুল হইয়া) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমীপে পেশ হইবে। লোকেরা আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.)কে অনুরোধ করিল, আপনি আমাদেরে (উত্তম দরূদ) শিক্ষা দিন। তিনি বলিলেন, তোমরা এরূপ বলিও–

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ صَلٰوتَكَ وَرَحْمَتَكَ وَبَرَكَاتِكَ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَاِمَامِ الْمُتَّقِيْنَ وَخَاتِمِ النَّبِيِّيْنَ مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ اِمَامِ الْخَيْرِ وَقَائِدِ الْخَيْرِ وَرَسُوْلِ الرَّحْمَةِ اَللّٰهُمَّ ابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا يَّغْبِطُ بِهِ الْاَوَّلُوْنَ وَالْاٰخِرُوْنَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَاٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

৬৫৩ (ইঃ)। হাদীস– আমের ইবনে রবীয়া (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصَلِّىْ عَلَىَّ اِلَّا صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلٰئِكَةُ مَا صَلّٰى عَلَىَّ فَلْيُقِلَّ الْعَبْدُ مِنْ ذٰلِكَ اَوْ لِيُكْثِرْ

"যে কোন মুসলমান আমার প্রতি দরূদ পড়িলে তাহার জন্য ফেরেশতাগণ দোয়া করিতে থাকেন যাবৎ সে আমার প্রতি দরূদ পড়িতে থাকে। সেমতে প্রত্যেক আল্লাহর বন্দা দরূদ পড়ায় কম করিবে অথবা বেশি করিবে– তাহা সে নিজেই সাব্যস্ত করুক।"

৬৫৪ (ইঃ)। হাদীস– ইবনে আব্বাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

www.eelm.weebly.com

مَنْ نَسِيَ الصَّلٰوةَ عَلَيَّ خَطِئَ طَرِيْقَ الْجَنَّةِ

"যে ব্যক্তি আমার প্রতি দরূদ পড়া ভুলিয়া যায় সে বেহেশতের পথহারা হইয়া যায়।"

৬৫৫ (ইঃ)। হাদীস– আউস ইবনে আউস (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

اِنَّ مِنْ اَفْضَلِ اَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيْهِ خُلِقَ اٰدَمُ وَفِيْهِ النَّفْخَةُ وَفِيْهِ الصَّعْقَةُ فَاَكْثِرُوْا عَلَيَّ مِنَ الصَّلٰوةِ فِيْهِ فَاِنَّ صَلٰوتَكُمْ مَعْرُوْضَةٌ عَلَيَّ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ تُعْرَضُ صَلٰوتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ اَرِمْتَ يَعْنِيْ بِلِيْتَ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلَى الْاَرْضِ اَنْ تَاْكُلَ اَجْسَادَ الْاَنْبِيَاءِ

"তোমাদের দিনসমূহের মধ্যে জুমার দিনটি সর্বোত্তম; এই দিনই আদমকে সৃষ্টি করা হইয়াছে, এই দিনই (সকল মানুষকে পুনঃজীবিত করার জন্য ইসরাফিল ফেরেশতার) শিঙ্গায় দ্বিতীয় ফুঁৎকার দেওয়া হইবে। এই দিনই (দুনিয়ার মহাপ্রলয়ের জন্য ঐ) শিঙ্গার প্রথম ফুঁৎকার হইবে। এই দিনই আমার প্রতি বেশি বেশি দরূদ পাঠ করিও; তোমাদের দরূদ চিরকালই আমার নিকট পেশ করা হইবে। এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রসূলাল্লাহ! (মৃত্যুর পর) আপনি বিলুপ্ত হইয়া গেলে কিরূপে আপনার নিকট দরূদ পেশ করা হইবে? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা নবীগণের দেহ খাইয়া ফেলা মাটির জন্য হারাম করিয়া দিয়াছেন।" (সেমতে বস্তুত নবীগণ সশরীরে জীবিত থাকেন।)

৬৫৬ (ইঃ)। হাদীস– আবু দারদা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

اَكْثِرُوا الصَّلٰوةَ عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَاِنَّهُ مَشْهُوْدٌ تَشْهَدُهُ الْمَلٰئِكَةُ وَاِنَّ اَحَدًا لَنْ يُّصَلِّيَ عَلَيَّ اِلَّا عُرِضَتْ عَلَيَّ صَلٰوتُهُ حَتّٰى يَفْرُغَ مِنْهَا قَالَ قُلْتُ وَبَعْدَ الْمَوْتِ قَالَ وَبَعْدَ الْمَوْتِ اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلَى الْاَرْضِ اَنْ تَاْكُلَ اَجْسَادَ الْاَنْبِيَاءِ فَنَبِيُّ اللّٰهِ حَيٌّ يُّرْزَقُ

www.eelm.weebly.com

"জুমার দিন আমার প্রতি তোমরা বেশি বেশি দরূদ পড়িও; জুমার দিন দুনিয়ার বুকে (অতিরিক্ত) ফেরেশতাগণ উপস্থিত হইয়া থাকেন। আর কোন ব্যক্তি আমার প্রতি দরূদ পড়িলেই তাহা আমার নিকট পেশ করা হইয়া থাকে। আবু দারদা (রাযি.) সাহাবী বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, (আপনার) মৃত্যুর পরেও কি (পেশ করা হইবে)? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, মৃত্যুর পরেও পেশ হইবে; নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা হারাম করিয়া দিয়াছেন মাটির জন্য নবীগণের দেহকে ভক্ষণ করা। সুতরাং আল্লাহর নবী (মৃত্যুর পরও জীবিত থাকেন, এমনকি আল্লাহ তাআলার তরফ হইতে) তাঁহার জন্য আহারও জোগানো হয়।"

● শেষের হাদীসদ্বয় জানাযার অধ্যায় শেষে বর্ণিত হইয়াছে।

৬৫৭ (মেঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

مَنْ صَلَّى عَلَيَّ عِنْدَ قَبْرِيْ سَمِعْتُهُ وَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ نَائِيًا أُبْلِغْتُهُ

"(আমার মৃত্যুর পরও) যে ব্যক্তি আমার কবরের নিকটবর্তী আসিয়া আমার প্রতি দরূদ পাঠ করিবে সেই দরূদ আমি শ্রবণ করিব। আর যে দূরে থাকিয়া আমার প্রতি দরূদ পাঠ করিবে তাহা আমার নিকট পৌছানো হইবে।"

৬৫৮ (মেঃ)। হাদীস– (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী) আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাযি.) বলিয়াছেন–

مَنْ صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحِدَةً صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَمَلٰئِكَتُهُ سَبْعِيْنَ صَلٰوةً

"যে ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি একবার দরূদ পাঠ করিবে তাহার জন্য সত্তর বার আল্লাহ তাআলা রহমত নাযিল করেন এবং তাঁহার ফেরেশতাগণ দোয়া করেন।"

● প্রত্যেক নেক কাজেই সাধারণভাবে দশগুণ প্রতিদান লাভ হয় এবং অবস্থা ভেদে সত্তর গুণ, বরং আরও অতিরিক্ত লাভ হয়। দরূদ শরীফের বেলায়ও সেই নিয়মই। সাধারণভাবে এক বার দরূদের প্রতিদানে দশটি

www.eelm.weebly.com

রহমত লাভ হইবে– যাহা পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে। অবস্থা ভেদে যথা– শুক্রবার দরূদ পাঠ করিলে অথবা অযুর সহিত আবেগপূর্ণ অন্তরে দরূদ পাঠ করিলে সত্তরটি রহমত লাভ হইবে, অধিকন্তু ফেরেশতাগণের দোয়াও লাভ হইবে। তাঁহারা রহমত, মাগফেরাত এবং কল্যাণ ও মঙ্গলের দোয়া করিবেন।

৬৫৯ (মেঃ)। হাদীস– রুয়াইফে (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

مَنْ صَلَّى عَلٰى مُحَمَّدٍ وَقَالَ اَللّٰهُمَّ اَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِىْ

"যে ব্যক্তি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দরূদ পড়িবে এবং বলিবে, (আল্লাহুম্মা আনযেলহুম মাকআ'দাল মোকাররাবা ইন্দাকা ইয়াওমাল কিয়ামাহ– হে আল্লাহ! কিয়ামতের দিন তাঁহাকে তোমার নিকট অতি নিকটতম স্থান দান করিও) ঐ ব্যক্তির জন্য আমার শাফাআত অবধারিত হইয়া যাইবে!"

৬৬০ (মেঃ)। হাদীস– আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাড়ী হইতে বাহির হইয়া একটি খেজুর বাগানে প্রবেশ করিলেন। তথায় তিনি সিজদা রত হইলেন এবং দীর্ঘ সময় সিজদায় পড়িয়া থাকিলেন, যাহাতে আমার ভয় হইল যে, আল্লাহ তাঁহাকে মৃত্যু দিয়া দিলেন না-কি! অতএব আমি প্রকৃত অবস্থা তলাইয়া দেখার জন্য আসিলাম, তখন তিনি মাথা উঠাইলেন এবং বলিলেন–

اِنَّ جِبْرَئِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لِىْ اَلَا اُبَشِّرُكَ اَنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُوْلُ لَكَ مَنْ صَلّٰى عَلَيْكَ صَلٰوةً صَلَّيْتُ عَلَيْهِ وَمَنْ سَلَّمَ عَلَيْكَ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ

"জিবরাঈল আলাইহিস সালাম আমাকে বিশেষভাবে বলিয়া গেলেন, আপনাকে সুসংবাদ দিতেছি– আল্লাহ তাআলা বলিতেছেন, যে ব্যক্তি আপনার প্রতি দরূদ পড়িবে আমি স্বয়ং তাহার প্রতি বিশেষ রহমত পাঠাইব এবং যে ব্যক্তি আপনার বরাবর সালাম করিবে আমি স্বয়ং তাহাকে সালাম (তথা শান্তি দান) করিব।"

www.eelm.weebly.com

নামাযের বিভিন্ন মাসআলা

মাসআলা ঃ মুক্তাদী কোন কাজে ইমামের অগ্রগামী হইবে না।

৬৬১ (মোসঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে অতি গুরুত্বের সহিত শিক্ষা দানে বলিতেন–

لَا تُبَادِرُوا الْاِمَامَ اِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَاِذَا قَالَ وَلَا الضَّالِّيْنَ فَقُوْلُوْا اٰمِيْنَ وَاِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوْا وَاِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ فَقُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ

"ইমামের অগ্রগামী হইও না– যখন ইমাম তকবীর বলিবেন তোমরাও তকবীর বলিও, যখন 'ওয়ালাজ্জাল্লীন' বলিবেন তখন 'আমীন' বলিও, যখন রুকু করিবেন তখন রুকু করিও, যখন 'সামিয়াল্লা হুলিমান হামিদাহ' বলিবেন তখন তোমরা 'আল্লাহুম্মা রাব্বানা ওয়া লাকাল হামদু' বলিও।"

৬৬২ (মোসঃ)। হাদীস– আনাস (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নামায পড়াইলেন। নামায শেষে আমাদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন–

اَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىْ اِمَامُكُمْ فَلَا تَسْبِقُوْنِىْ بِالرُّكُوْعِ وَلَا بِالسُّجُوْدِ وَلَا بِالْقِيَامِ وَلَا بِالْاِنْصِرَافِ فَاِنِّىْ اَرَاكُمْ اَمَامِىْ وَمِنْ خَلْفِىْ ثُمَّ قَالَ وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهٖ لَوْ رَاَيْتُمْ مَا رَاَيْتُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيْلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيْرًا قَالُوْا مَا رَاَيْتَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ رَاَيْتُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ

"হে লোক সকল! আমি তোমাদের ইমাম হইয়া থাকি; তোমরা আমার অগ্রগামী হইও না– রুকু করায়, সিজদা করায়, (রুকু-সিজদা হইতে) দাঁড়াইতে এবং নামায সমাপ্ত করিতে। আমি তোমাদেরে সম্মুখে থাকাবস্থায় যেরূপ দেখিয়া থাকি (নামায অবস্থায়) পেছনে থাকাকালেও তদ্রূপ দেখিয়া থাকি।

www.eelm.weebly.com

তারপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যেই মহামহিমের হাতে মুহাম্মদের জান তাঁহার কসম করিয়া বলিতেছি– যদি তোমরা দেখিতে পাইতে ঐ বস্তু যাহা আমি দেখিয়াছি তবে তোমরা হাসিতে কম কাঁদিতে বেশি। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! কী দেখিয়াছেন? হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, বেহেশত ও দোযখ।"

● দোযখের ভয়াবহ আযাব দৃষ্টে কাঁদা আসিত এবং বেহেশত দেখিলে উহা হইতে বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কায় কাঁদা আসিত।

৬৬৩ (আঃ)। হাদীস– মুআবিয়া (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

لَا تُبَادِرُوْنِيْ بِرُكُوْعٍ وَلَا بِسُجُوْدٍ فَإِنَّهُ مَهْمَا أَسْبِقْكُمْ بِهِ إِذَا رَكَعْتُ تُدْرِكُوْنِيْ بِهِ إِذَا رَفَعْتُ إِنِّيْ قَدْ بَدُنْتُ

"তোমরা রুকু এবং সিজদায় আমার অগ্রগামী হইও না। আমার দেহ (বয়ঃবৃদ্ধির দরুন) ভারী হইয়া গিয়াছে; সেমতে রুকুতে (এবং সিজদায়) যাওয়াকালে আমি তোমাদের অপেক্ষা একটু অগ্রগামী হইলে রুকু (এবং সিজদা) হইতে উঠাকালেও ঐ পরিমাণ অগ্রগামী হইব, অতএব (রুকু-সিজদার পরিমাণে) তোমরা আমার সমানই হইবে।"

● ভারী দেহের ইমাম রুকু-সিজদায় যাওয়া এবং উঠা ধীর গতিতে করিবে, সুতরাং দ্রুতগতির মুক্তাদী তাঁহার সাথে সাথে রুকু-সিজদা করিতে গেলে অগ্রগামী হওয়ার আশঙ্কা, অতএব এইরূপ ক্ষেত্রে সামান্য আগ-পাছ করিতে হয়। সাধারণভাবে মুক্তাদী ইমামের সাথে সাথেই রুকু-সিজদা ইত্যাদি সম্পাদন করিবে!

৬৬৪ (আঃ)। হাদীস– আনাস (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদিগকে নামাযের প্রতি যত্নবান থাকার আদেশ করিয়াছেন এবং তাঁহার (তথা ইমামের) পূর্বে তাহাদের নামায সমাপ্ত করা নিষেধ করিয়াছেন।

৬৬৫ (ইঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরে শিক্ষা দিতেন– আমরা যেন রুকু

www.eelm.weebly.com

করায় ইমামের অগ্রগামী না হই। (আমাদেরে) আদেশ করিতেন, ইমাম যখন রুকুতে যাইবে তোমরাও রুকুতে যাইবে, যখন সিজদায় যাইবে তোমরাও সিজদায় যাইবে।

৬৬৬ (ইঃ)। হাদীস– আবু মুসা আশআরী (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

إِنِّىْ قَدْ بَدَّنْتُ فَإِذَا رَكَعْتُ فَارْكَعُوْا وَإِذَا رَفَعْتُ فَارْفَعُوْا وَإِذَا سَجَدْتُ فَاسْجُدُوْ وَلَا أُلْفِيَنَّ رَجُلًا يَسْبِقُنِىْ إِلَى الرُّكُوْعِ وَلَا إِلَى السُّجُوْدِ

"(বয়ঃবৃদ্ধির দরুন) আমার শরীর ভারী হইয়া গিয়াছে; আমার রুকু করার সঙ্গে তোমরা রুকু করিবে, উঠিবার সঙ্গে উঠিবে, সিজদা করার সঙ্গে সিজদা করিবে। কিন্তু কোন ব্যক্তিকে যেন এইরূপ না পাই যে, রুকুতে আমার অগ্রগামী হয় এবং সিজদায় আমার অগ্রগামী হয়।"

৬৬৭ (মেঃ)। হাদীস– (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী) আবু হুরায়রা (রাযি.) বলিয়াছেন–

اَلَّذِىْ يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيَخْفِضُهُ قَبْلَ الْإِمَامِ فَإِنَّمَا نَاصِيَتُهُ بِيَدِ الشَّيْطَانِ

"যেই ব্যক্তি ইমামের আগে মাথা উঠায় বা নত করে তাহার মাথা নিশ্চয় শয়তানের হাতে থাকে।"

মাসআলা ঃ নামাযের ওয়াক্তের প্রতি অধিক যত্নবান থাকিবে, এমনকি সর্বোত্তম ইমাম লাভ অনিশ্চিত হইলে উপস্থিত লোকদের মধ্য হইতে উত্তম ইমাম দ্বারা নামায আদায় করিবে।

৬৬৮ (মোসঃ)। হাদীস– মুগীরা ইবনে শোবা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি তাবুকের জিহাদে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলেন। একদা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজর নামাযের পূর্বে মল ত্যাগে গেলেন, আমি তাঁহার পেছনে পেছনে (অযুর) পানির পাত্র লইয়া গেলাম। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মল ত্যাগ হইতে ফিরিয়া আসিলে আমি তাঁহার হাতে পানি ঢালিয়া দিতে লাগিলাম; তিনি হস্তদ্বয় তিনবার ধুইলেন, মুখমণ্ডল ধুইলেন, হস্তদ্বয় কনুই পর্যন্ত ধোয়ার জন্য জুব্বার হাতা উপরে উঠাইয়া চাহিলেন,

www.eelm.weebly.com

কিন্তু উহা সঙ্কীর্ণ ছিল– উপরে উঠিল না; তাই জুব্বার ভিতর দিক হইতে হস্তদ্বয় বাহির করিয়া কনুই পর্যন্ত ধুইলেন এবং চামড়ার মোজা পায়ে রাখিয়াই (উহার উপর মাসেহ করা পূর্বক) অযু সমাপ্ত করিলেন। তারপর (নামাযের প্রতি) অগ্রসর হইলেন; আমিও আসিলাম। তিনি লোকদিগকে পাইলেন– তাহারা আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাযি.)কে ইমাম বানাইয়া নামায আরম্ভ করিয়াছে, আমি আবদুর রহমান ইবনে আউফকে পেছনে আনিবার ইচ্ছা করিলাম, কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তাহাকে থাকিতে দাও। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক রাকাত পাইলেন; তিনি লোকদের সহিত সেই শেষের রাকাত আদায় করিলেন। আবদুর রহমান ইবনে আউফ সালাম ফিরিলে পর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পূর্ণ করার জন্য দাঁড়াইলেন; ইহাতে মুসলমানগণ ভীষণ আতঙ্কিত হইল এবং বার বার সুবহানাল্লাহ বলিতে লাগিল।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায সমাপনান্তে লোকদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, তোমরা ভাল করিয়াছ। তাহারা যে, (হযরতের আগমন অনিশ্চিত ভাবিয়া) সঠিক ওয়াক্তে নামায আদায়ে সচেষ্ট হইয়াছে উহার প্রতি তিনি তাহাদেরে উৎসাহিত করিলেন।

নামায উত্তমরূপে আদায় করিবে

৬৬৯ (মোসঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়িলেন, নামায সমাপনান্তে তিনি এক ব্যক্তিকে ডাকিয়া বলিলেন–

اَلَا تُحْسِنُ صَلٰوتَكَ اَلَا يَنْظُرُ الْمُصَلِّىْ اِذَا صَلّٰى كَيْفَ يُصَلِّىْ فَاِنَّمَا يُصَلِّىْ لِنَفْسِهٖ اِنِّىْ وَاللّٰهِ لَاُبْصِرُ مِنْ وَّرَاءِىْ كَمَا اُبْصِرُ مِنْ بَيْنِ يَدَىَّ

"তুমি নামাযকে উত্তম কর না কেন? নামাযী নামায আদায় করাকালে তাহার কর্তব্য নয় কি যে, সে লক্ষ্য রাখে– কিরূপে নামায পড়িতেছে। সে তো নামায নিজের জন্যই পড়িতেছে। খোদার কসম! আমি (নামায অবস্থায়) পেছনেও ঐরূপ দেখিয়া থাকি যেরূপ সম্মুখে দেখি।"

www.eelm.weebly.com

নামাযে উপরের দিকে দৃষ্টি করা নিষিদ্ধ

৬৭০ (মোসঃ)। হাদীস– জাবের ইবনে ছামুরা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

لَيَنْتَهِيَنَّ اَقْوَامٌ يَرْفَعُوْنَ اَبْصَارَهُمْ اِلَى السَّمَاءِ فِى الصَّلٰوةِ اَوْلَا تَرْجِعُ اِلَيْهِمْ

"যাহারা নামাযে উপর দিকে দৃষ্টি উঠায় তাহারা উহা হইতে অবশ্যই বিরত থাকিবে, অন্যথায় তাহাদের দৃষ্টি ফিরিয়া আসিবে না।"

● নামাযে কেবলামুখী থাকা আবশ্যক; দৃষ্টি উপরের দিকে উঠাইলে তাহা ব্যাহত হইবে। নামাযে দাঁড়াইয়া উত্তম অবস্থা হইল, নত শিরে দৃষ্টিকে সিজদাস্থলে রাখা।

৬৭১ (মোসঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

لَيَنْتَهِيَنَّ اَقْوَامٌ عَنْ رَفْعِهِمْ اَبْصَارَهُمْ عِنْدَ الدُّعَاءِ فِى الصَّلٰوةِ اِلَى السَّمَاءِ اَوْلَتُخْطَفَنَّ اَبْصَارُهُمْ

"যাহারা নামাযের মধ্যে দোয়ার সময় দৃষ্টি উপরের দিকে উঠায় তাহাদের এই অভ্যাস হইতে অবশ্যই বিরত থাকা চাই, অন্যথায় (আশঙ্কা আছে–) তাহাদের দৃষ্টিশক্তি ছিনাইয়া নেওয়া হইবে।"

● নামায ভিন্ন সাধারণ দোয়ার সময় দৃষ্টি উপর দিকে উঠানো কাহারও মতে জায়েয, কাহারও মতে মাকরূহ। কিন্তু নামাযের মধ্যে দোয়ার সময়ও উপর দিকে দৃষ্টি উঠানো কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

জামাতে নামায পড়ায় কাতার সোজা করিতে হইবে

৬৭২ (মোসঃ)। হাদীস– আবু মাসউদ (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (আমাদের কাতার সোজা করার জন্য পেছন হইতে) আমাদের কাঁধের উপর হাত চালাইয়া যাইতেন এবং বলিতেন–

www.eelm.weebly.com

اِسْتَوُوْا وَلَا تَخْتَلِفُوْا فَتَخْتَلِفَ قُلُوْبُكُمْ وَلِيَلِنِيْ مِنْكُمْ اُولُوا الْاَحْلَامِ وَالنُّهٰى ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ قَالَ اَبُوْ مَسْعُوْدٍ فَاَنْتُمُ الْيَوْمَ اَشَدُّ اخْتِلَافًا

"সকলে কাতার সোজা করিয়া দাঁড়াও, পরস্পর (আগ-পাছের) গড়মিল রাখিও না; তাহাতে তোমাদের পরস্পর মনের গড়মিল সৃষ্টি হইবে। আর অধিক জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরা আমার সংলগ্নে (প্রথম কাতারে আমার পেছনেই) দাঁড়াইবে, অতঃপর যাহারা (জ্ঞান-বুদ্ধিতে) তাহাদের নিকটতম হয় তাহারা দাঁড়াইবে, অতঃপর যাহারা তাহাদের নিকটতম হয় তাহারা দাঁড়াইবে।"

আবু মাসউদ (রাযি.) সাহাবী (হাদীসটির প্রথম বাক্যের বাস্তবতা প্রকাশে সঙ্গী-সাথীগণকে) বলিলেন, বর্তমানে তোমাদের মধ্যে মনের গড়মিল গুরুতর।

● বস্তুর যেরূপ ক্রিয়া ও ফলাফল হয় তদ্রূপ কার্যেরও ক্রিয়া এবং ফলাফল সৃষ্টি হয়। সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআলার প্রতিনিধি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিজ্ঞপ্তি দিয়েছেন যে, নামাযের কাতারে গড়মিল থাকার ক্রিয়ায় মনের গড়মিল সৃষ্টি হইবে।

● অধিক জ্ঞান-বুদ্ধি সম্পন্ন লোক হযরতের নিকটবর্তী থাকিলে নামাযের নিয়ম-পদ্ধতি তাঁহার হইতে অধিক আহরণ করিতে পারিবে এবং ইমামের ভুল-ভ্রান্তির সংশোধনে অধিক সহায়ক হইবে।

৬৭৩ (মোসঃ)। হাদীস– আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

لِيَلِنِيْ مِنْكُمْ اُولُوا الْاَحْلَامِ وَالنُّهٰى ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثَلَاثًا وَاِيَّاكُمْ وَهَيْشَاتِ الْاَسْوَاقِ

"(কাতার বাঁধিতে) অধিক জ্ঞান-বুদ্ধি সম্পন্ন লোকগণ আমার সংলগ্নে দাঁড়াইবে, তারপর যাহারা তাহাদের নিকটতম, (তারপরে, তারপরে– এইরূপ) তিনবার বলিলেন। (সাধারণভাবে বিশেষত মসজিদে, এমনকি

www.eelm.weebly.com

কাতার বাঁধায় লোকদেরে সোজা ও আগ-পাছ করায়) বাজারের ন্যায় হট্টগোল করা হইতে অবশ্যই বিরত থাকিও।"

৬৭৪ (মোসঃ)। হাদীস– আনাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

سَوُّوا صُفُوفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ تَمَامِ الصَّلٰوةِ

"কাতার খুব সোজা করিও; কাতার সোজা-সঠিক করা নামায সম্পূর্ণ করার মধ্যে শামিল– উহা না করিলে নামায অসম্পূর্ণ থাকিবে।"

৬৭৫ (মোসঃ)। হাদীস– নুমান ইবনে বশীর (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ তত্ত্বাবধানে আমাদের কাতারসমূহ এরূপ নিখুঁতভাবে সোজা করিতেন যেন উহার বরাবরে তীর সোজা করা চলে। স্বয়ং হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই তৎপরতা চালাইয়াছেন– যাবৎ তিনি দেখিতে পাইয়াছেন যে, আমরা ঐ বিষয়টি তাঁহার হইতে ভালরূপে উপলব্ধি করিয়া নিয়াছি। তারপর এক দিন তিনি নিজ গৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিয়া নামায-স্থানে দাঁড়াইয়াছেন, নামায আরম্ভের তকবীর বলিবেন– এমতাবস্থায় দেখিতে পাইলেন, এক ব্যক্তির বক্ষ কাতার হইতে বাহির হইয়া রহিয়াছে। তখন তিনি বলিলেন–

عِبَادَ اللّٰهِ لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْلَيُخَالِفَنَّ اللّٰهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ

"হে আল্লাহর বন্দাগণ! তোমরা অবশ্যই কাতারসমূহ সোজা করায় তৎপর হইবে, অন্যথায় আল্লাহ তাআলা তোমাদের চেহারায় গড়মিল সৃষ্টি করিয়া দিবেন।"

● "চেহারায় গড়মিল সৃষ্টি করিয়া দিবেন" এই বাক্যের অর্থ দুই প্রকার হইতে পারে। এক অর্থ– তোমাদের পরস্পরের মধ্যে এমন গড়মিল সৃষ্টি হইবে যে, পরস্পর একজন অপরজন হইতে মুখ ফিরাইয়া রাখিবে– ৬৭২ নং হাদীসেও এই তথ্য বর্ণিত হইয়াছে। অপর অর্থ– যাহারা কাতার বক্র করিবে আল্লাহ তাআলা তাহাদের চেহারার আকৃতি বদলাইয়া দিবেন।

৬৭৬ (আঃ)। হাদীস– নুমান ইবনে বশীর (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা যখন নামাযে দাঁড়াইতাম তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

www.eelm.weebly.com

ওয়াসাল্লাম আমাদের কাতারসমূহ সোজা করায় তৎপর হইতেন। আমরা কাতার সোজা করিয়া নেওয়ার পর (নামায আরম্ভের) তকবীর বলিতেন।

৬৭৭ (আঃ)। হাদীস– মুহাম্মদ ইবনে মুসলিম (রহ.) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা (নবীজীর মসজিদে) আমি আনাস (রাযি.)-এর পার্শ্বে নামায পড়িলাম। তিনি আমাকে (লাঠি আকৃতির) একটি কাষ্ঠ খণ্ড দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, জান! ইহা কেন তৈরি করা হইয়াছিল? আমি বলিলাম, না। আনাস (রাযি.) বলিলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামায পড়াইবার জন্য দাঁড়াইতেন তখন ইহাকে ডান হাতে লইতেন, তারপর (ডান দিকে) তাকাইতেন এবং (উহার দ্বারা ইশারা করার সঙ্গে মুখেও) বলিতেন–

اِعْتَدِلُوْا صَوُّوْا صُفُوْفَكُمْ

"তোমরা সোজা হইয়া দাঁড়াও এবং তোমাদের কাতাসমূহ সোজা কর।" অতঃপর উহা বাম হাতে লইতেন এবং (ঐরূপেই এই দিকেও) বলিতেন–

اِعْتَدِلُوْا سَوُّوْا صُفُوْفَكُمْ

"তোমরা সোজা হইয়া দাঁড়াও এবং তোমাদের কাতারসমূহ সোজা কর।"

৬৭৮ (নাঃ)। হাদীস– আনাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (মুক্তাদীগণকে) বলিতেন–

اِسْتَوُوْا اِسْتَوُوْا اِسْتَوُوْا فَوَ الَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ اِنِّىْ لَاَرَاكُمْ مِنْ خَلْفِىْ كَمَا اَرَاكُمْ مِنْ بَيْنِ يَدَىَّ

"সকলে সোজা এক বরাবর হইয়া দাঁড়াও, সকলে সোজা এক বরাবর হইয়া দাঁড়াও, সকলে সোজা এক বরাবর হইয়া দাঁড়াও। যেই মহানের হাতে আমার জান তাঁহার কসম করিয়া বলিতেছি, আমি তোমাদেরে আমার পেছন দিকেও দেখিয়া থাকি যেরূপভাবে তোমাদেরে আমার সম্মুখ দিকে দেখি।"

সম্মুখের কাতারে শামিল হওয়ায় সচেষ্ট হইবে, পেছনে থাকিতে তৎপর হইবে না

৬৭৯ (মোসঃ)। হাদীস– আবু সাঈদ খুদরী (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু সংখ্যক লোককে মসজিদের

www.eelm.weebly.com

প্রান্তে দেখিলেন– তাহারা পেছনে দাঁড়াইবার অপেক্ষায় আছে। তখন তাহাদেরে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিলেন–

تَقَدَّمُوا فَأْتَمُّوا بِيْ وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ لَا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُوْنَ حَتّٰى يُؤَخِّرَهُمُ اللّٰهُ

"তোমরা অগ্রগামী হও এবং আমার অনুসরণ (এবং নিয়ম নীতির শিক্ষা লাভ) কর; পরবর্তীগণ তোমাদের অনুসরণ করিবে। এক শ্রেণীর লোক (সম্মুখের কাতারে না আসিয়া) পেছনে থাকায় অভ্যস্ত হইবে, ফলে আল্লাহ তাআলা তাহাদেরে (রহমত হইতে) পেছনে রাখিয়া দিবেন।"

নামাযের কাতারে ভালরূপে লাগালাগি দাঁড়াইবে– ফাঁক রাখিবে না

মাসআলা ঃ নামাযে দাঁড়াইতে পরস্পর কাঁধ সোজা করিবে এবং ফাঁক মোটেই রাখিবে না। আর কাতার সোজা করায় বিনম্ররূপে একে অন্যের সহযোগিতা করিবে– কঠিন হইবে না।

৬৮০ (আঃ)। হাদীস– আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

اَقِيْمُوا الصُّفُوْفَ وَحَاذُوْا بَيْنَ الْمَنَاكِبِ وَسُدُّوا الْخَلَلَ وَلِيْنُوْا بِاَيْدِيْ اِخْوَانِكُمْ وَلَا تَذَرُوْا فُرُجَاتٍ لِلشَّيْطَانِ وَمَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللّٰهُ وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللّٰهُ

"কাতার সোজা করিবে, সকলের কাঁধ বরাবর রাখিবে, ফাঁক বন্ধ করিবে, (কাতার সোজা করার জন্য তোমার গায়ে) কোন ভাই হাত দিলে নরম ও মোলায়েম হইবে। কাতারের মধ্যে শয়তানের সুযোগ পাওয়ার ফাঁক রাখিবে না। কাতার মিলাইয়া রাখিতে যে যত্নবান হইবে তাহাকে আল্লাহ তাআলা (স্বীয় রহমতের সহিত) মিলাইয়া রাখিবেন, পক্ষান্তরে যে কাতার বিচ্ছিন্ন রাখিবে তাহাকে আল্লাহ তাআলা (নিজ রহমত হইতে) বিচ্ছিন্ন রাখিবেন।

www.eelm.weebly.com

৬৮১ (আঃ)। হাদীস– আনাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

رُصُّوا صُفُوفَكُمْ وَقَارِبُوا بَيْنَهَا وَحَاذُوا بِالْأَعْنَاقِ فَوَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَرَى الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ مِنْ خَلَلِ الصَّفِّ كَأَنَّهَا الْخَذَفُ

"নামাযের কাতারে ঘন ও ঠাসাঠাসি হইয়া দাঁড়াইও, কাতার সমূহকে পরস্পর নিকটবর্তী রাখিও, সকলের কাঁধ এক বরাবর করিও। যাঁহার হাতে আমার জান সেই মহানের শপথ করিয়া বলিও, আমি দেখিয়া থাকি, কাতারের মধ্যে সামান্য ফাঁক পাইলেও তথায় শয়তান মেষ-শাবকের ন্যায় প্রবেশ করে (এবং নামাযীর মনে নানা খেয়াল-কল্পনা আনয়নের সহজ সুযোগ পায়)।

৬৮২ (আঃ)। হাদীস– ইবনে আব্বাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

خِيَارُكُمْ أَلْيَنُكُمْ مَنَاكِبَ فِي الصَّلٰوةِ

"তোমাদের মধ্যে তাহারাই উত্তম যাহারা নামাযের মধ্যে স্বীয় কাঁধ মোলায়েম রাখে।"

অর্থাৎ কাতার সোজা করার জন্য তাহাকে আগ-পাছ করার উদ্দেশ্যে কেহ তাহার কাঁধে হাত রাখিলে সে সহজেই তাহার হাতের সহিত সহযোগিতা করে– কঠিন হইয়া থাকে না।

প্রথম কাতারের ফযীলত এবং পেছনে থাকায় তৎপর হওয়ার পরিণতি

প্রথম কাতারের ফযীলত বেশি; সম্মুখের কাতারে জায়গা খালি রাখিয়া পেছনে দাঁড়াইবে না। পেছনে থাকার চেষ্টা করিবে না।

৬৮৩ (মোসঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

لَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ لَكَانَتْ قُرْعَةً

www.eelm.weebly.com

"সম্মুখ কাতারের সওয়াব সম্পর্কে লোকদের লক্ষ্য থাকিলে উহার ব্যাপারে লটারী করার প্রয়োজন হইত।"

৬৮৪ (মোসঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا

"পুরুষদের পক্ষে সর্বোত্তম কাতার প্রথমটি এবং সর্বনিকৃষ্ট সর্বশেষটি। আর মহিলাদের পক্ষে সর্বোত্তম কাতার সর্বশেষটি এবং সর্বনিকৃষ্ট সর্বপ্রথমটি।"

৬৮৫ (আঃ)। হাদীস– জাবের ইবনে ছামুরা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

أَلَا تَصُفُّونَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهِمْ قُلْنَا وَكَيْفَ تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهِمْ قَالَ يُتِمُّونَ الصُّفُوفَ الْمُقَدَّمَةَ وَيَتَرَاصُّونَ فِي الصَّفِّ

"ফেরেশতাগণ তাঁহাদের পরওয়ারদেগারের সম্মুখে যেভাবে কাতার বাঁধে তোমরা ঐরূপে কাতার বাঁধ না কেন? আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, ফেরেশতাগণ তাঁহাদের পরওয়ারদেগারের সম্মুখে কিরূপে কাতার বাঁধে? হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, অগ্রবর্তী কাতারসমূহ পূর্ণ করিতে থাকেন এবং কাতারে পরস্পর মিলিয়া দাঁড়ান।"

৬৮৬ (আঃ)। হাদীস– আনাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

أَتِمُّوا الصَّفَّ الْمُقَدَّمَ ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ فَمَا كَانَ مِنْ نَقْصٍ فَلْيَكُنْ فِي الصَّفِّ الْمُؤَخَّرِ

"সর্বাগ্রের কাতারকে প্রথম পূর্ণ কর, তারপর পরবর্তী কাতারকে। অসম্পূর্ণতা থাকিলে তাহা সর্বশেষ কাতারে থাকিবে।"

www.eelm.weebly.com

৬৮৭ (আঃ)। হাদীস– আয়েশা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

لَا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ عَنِ الصَّفِّ الْأَوَّلِ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمُ اللّٰهُ فِي النَّارِ

"এক শ্রেণীর লোক সদা প্রথম কাতার হইতে পেছনে থাকিবে; ফলে আল্লাহ তাআলা তাহাদেরে (বেহেশত হইতে) পেছনে রাখিয়া দোযখে ফেলিবেন।"

৬৮৮ (নাঃ)। হাদীস– ইরবাজ ইবনে ছারিয়া (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম কাতার ওয়ালাদের জন্য তিনবার দোয়া করিয়া থাকিতেন। আর পরবর্তী কাতার ওয়ালাদের জন্য একবার দোয়া করিতেন।

৬৮৯ (নাঃ)। হাদীস– আয়েশা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

إِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الَّذِينَ يَصِلُونَ الصُّفُوفَ وَمَنْ سَدَّ فُرْجَةً رَفَعَهُ اللّٰهُ بِهَا دَرَجَةً

"নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা রহমত পাঠাইয়া থাকেন এবং তাঁহার ফেরেশতাগণ রহমতের দোয়া করিয়া থাকেন ঐ লোকদের প্রতি যাহারা সম্মুখের কাতারসমূহে যোগদান করে– বিচ্ছিন্নতা দূরীভূত করে। যে ব্যক্তি সম্মুখ কাতারের শূন্যস্থান পূর্ণ করে আল্লাহ তাআলা উহার বিনিময়ে তাহার মর্তবা ও মর্যাদা বাড়াইয়া দেন।"

৬৯০ (মেঃ)। হাদীস– বরা ইবনে আযেব (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়া থাকেন–

إِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الَّذِينَ يَلُونَ الصُّفُوفَ الْأُولٰى وَمَا مِنْ خَطْوَةٍ أَحَبَّ إِلَى اللّٰهِ مِنْ خَطْوَةٍ يَمْشِيهَا يَصِلُ بِهَا صَفًّا

"নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা রহমত পাঠাইয়া থাকেন এবং তাঁহার ফেরেশতাগণ রহমতের দোয়া করিয়া থাকেন ঐ লোকদের প্রতি যাহারা

www.eelm.weebly.com

(পরপর) প্রথম কাতারসমূহে শামিল হয়। সম্মুখের কাতার পূর্ণ করার জন্য পদচারণ অপেক্ষা আল্লাহ তাআলার নিকট অধিক প্রিয় আর কোন পদচারণ নাই।" (আবু দাউদ শরীফ)

● হাদীসখানার প্রথম অংশ আবু দাউদ শরীফে আছে।

মাসআলা ঃ প্রত্যেক কাতার ডানে ও বামে উভয় দিকে পূর্ণ করিতে হইবে; ঐরূপ পূর্ণ করাকালে ডান দিকে থাকায় তৎপর হওয়া উত্তম। অবশ্য ডান দিকে দাঁড়াইবার স্থান নাই বাম দিকে আছে– এমতাবস্থায় ভিন্ন কাতার আরম্ভ না করিয়া বাম দিকের শূন্য স্থানই পূর্ণ করিতে হইবে।

প্রত্যেক সারিতেই ডান দিক উত্তম

৬৯১ (আঃ)। হাদীস– আয়েশা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

إِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلٰى مَيَامِنِ الصُّفُوْفِ

"নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা রহমত পাঠাইয়া থাকেন এবং তাঁহার ফেরেশতাগণ রহমতের দোয়া করিয়া থাকেন কাতার সমূহের ডান দিক অবলম্বনকারীদের প্রতি।"

৬৯২ (ইঃ)। হাদীস– বরা ইবনে আযেব (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেছনে নামায পড়াকালে তাঁহার ডান দিকে দাঁড়াইতে ভালবাসিতাম।

৬৯৩ (ইঃ)। হাদীস– আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অভিযোগ করা হইল যে, মসজিদের বাম পার্শ্ব খালি থাকিয়া যায় (কাতারের বাম পার্শ্বে লোক দাঁড়ায় না)। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন–

مَنْ عَمَّرَ مَيْسَرَةَ الْمَسْجِدِ كُتِبَ لَهٗ كِفْلَانِ مِنَ الْاَجْرِ

"যে ব্যক্তি মসজিদের বাম পার্শ্ব (খালি দেখিয়া উহা) পূরণ করিবে তাহার জন্য দ্বিগুণ সওয়াব লেখা হইবে।

www.eelm.weebly.com

মাসআলা ঃ বালকদের কাতার পুরুষদের পেছনে এবং মহিলাদের সম্মুখে হইবে।

ইমাম ও মুক্তাদী কিরূপে দাঁড়াইবে?

৬৯৪ (আঃ)। হাদীস– একদা আবু মুসা আশআরী (রাযি.) বলিলেন, আমি তোমাদেরে নামায পড়াইব রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিয়মে। এই বলিয়া তিনি নামায দাঁড় করাইলেন– প্রথমে পুরুষদের কাতার করাইলেন, তারপর তাহাদের পেছনে ছোটদের কাতার করাইলেন। অতঃপর নামায পড়াইয়া বলিলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (এইভাবে নামায পড়াইয়া) বলিয়াছেন, আমার উম্মতের নামায এইরূপই হওয়া চাই।

মাসআলা ঃ একাধিক মুক্তাদী থাকিলে যথাসাধ্য ইমাম সম্মুখে দাঁড়াইবে এবং মুক্তাদী পেছনে দাঁড়াইবে; তাহা সম্ভব না হইলে ইমাম মধ্যস্থলে দাঁড়াইবে।

৬৯৬ (তিঃ)। হাদীস– ছামুরা ইবনে জুনদুব (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদেশ করিয়াছেন–

إِذَا كُنَّا ثَلٰثَةً أَنْ يَتَقَدَّمَنَا أَحَدُنَا

"আমরা তিনজন (নামাযের জন্য প্রস্তুত) হইলে আমাদের একজন ইমাম হইয়া সম্মুখে দাঁড়াইবে।"

৬৯৬ (মেঃ)। হাদীস– জাবের (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে দাঁড়াইলেন, আমিও তাঁহার সাথে তাঁহার বাম পার্শ্বে দাঁড়াইলাম। তিনি আমার হাত ধরিয়া আমাকে সরাইয়া আনিলেন এবং তাঁহার ডান পার্শ্বে দাঁড় করাইলেন। অতঃপর জাব্বার ইবনে ছখর (রাযি.) আসিলেন এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাম পার্শ্বে দাঁড়াইলেন। তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের উভয়ের হাত ধরিয়া ঠেলা দিলেন এবং পেছনে দাঁড় করাইলেন।

www.eelm.weebly.com

● হাদীসখানা মেশকাত শরীফ 'বাবুল মাওকেফে' মুসলিম শরীফের নামে বর্ণিত রহিয়াছে।

৬৯৭ (নাঃ)। হাদীস– মাসউদ (রাযি.) (ক্রীতদাস সাহাবী) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং আবু বকর (রাযি.) আমার নিকটবর্তী চলার সময় আমাকে বলিলেন, তোমার মনিব আবু তামীমকে যাইয়া বল, সে যেন আমাদের জন্য একটি বাহন উট এবং কিছু পাথেয় ও একজন পথ প্রদর্শক পাঠাইয়া দেয় (তাঁহারা গোপনে কোথাও যাইবেন)। সেমতে আমার মনিব আমার মাধ্যমেই একটি উট এবং দুগ্ধভরা চামড়ার থলিয়া পাঠাইয়া দিলেন। আমি তাঁহাদের উভয়কে সঙ্গে লইয়া গোপন রাস্তায় নিয়া যাইতে লাগিলাম। পথিমধ্যে নামাযের ওয়াক্ত হইল। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে দাঁড়াইলেন, আবু বকর (রাযি.) তাঁহার ডান পার্শ্বে দাঁড়াইলেন। আমি তখন মুসলমান তাঁহাদের সঙ্গেই আছি; আমিও নামাযে দাঁড়াইলাম তাঁহাদের পেছনে। তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বকরের বক্ষে ধাক্কা দিয়া পেছনের দিকে হটাইয়া দিলেন। আমরা উভয়ে হযরতের পেছনে নামায আদায় করিলাম।

● ইমামের সঙ্গে শুধু একজন মুক্তাদী হইতে ডান পার্শ্বে দাঁড়াইতে হয়। একাধিক মুক্তাদী হইলে ইমামের পেছনে দাঁড়াইতে হয়, এমনকি নামায আরম্ভে একজন মুক্তাদী সে পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছে, অতঃপর অপর মুক্তাদীও আসিয়াছে তখন প্রথম মুক্তাদীকে পেছনে টানিয়া আনিয়া উভয়ে ইমামের পেছনে দাঁড়াইবে। মুক্তাদী এই নিয়ম পালন না করিলে অথবা পেছনে যাওয়ার সুযোগ না থাকিলে ইমাম অগ্রসর হইয়া সম্মুখে চলিয়া যাইবে– ইহা নামাযের প্রকৃত নিয়ম। অবশ্য এইরূপ করার সুযোগ না থাকিলে অথবা ইহা পালন না করিলে নামায বাতিল হইবে না।

৬৯৮ (নাঃ)। হাদীস– আসওয়াদ (রহ.) ও আলকামা (রহ.) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা দুইজন দুপুর বেলা আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.)-এর নিকট গেলাম। তিনি বলিলেন, অচিরেই এমন শাসক হইবে যে, তাহারা সঠিক সময়ে নামায আদায় করা হইতে অন্য কাজে লিপ্ত থাকিবে। সেরূপ ক্ষেত্রে তোমরা সঠিক সময়ে নামায আদায় করিয়া নিবে। এই কথার পর তিনি আমাদের উভয়ের মাঝখানে দাঁড়াইয়া নামায পড়িলেন।

www.eelm.weebly.com

মাসআলা ঃ একজন ছোট ছেলে মুক্তাদী হইলে সে ইমামের পার্শ্বে দাঁড়াইবে, ঐ সঙ্গে একজন বা একাধিক মহিলা হইলে মহিলা পেছনে দাঁড়াইবে।

মহিলা নামায পড়ায় পুরুষের সঙ্গে বা সংলগ্নে দাঁড়াইবে না। এমনকি পুরুষ যদি অপ্রাপ্ত বালকও হয় অথবা নিজের স্বামী বা মাহরাম হয় তবুও মহিলা পেছনে দাঁড়াইবে।

৬৯৯ (মোসঃ)। হাদীস– আনাস (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

صَلَّيْتُ اَنَا وَيَتِيْمٌ فِىْ بَيْتِنَا خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا

"আমি এবং এক ইয়াতীম বা 'ইয়াতীম' নামক বালক আমাদের গৃহে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেছনে নামায পড়িয়াছি। (আমার মাতা) উম্মে সোলায়েম আমাদের পেছনে দাঁড়াইয়া (ঐ নামাযে শরীক) ছিলেন।"

৭০০ (মোসঃ)। হাদীস– আনাস (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهٖ وَبِاُمِّهٖ اَوْ خَالَتِهٖ قَالَ فَاَقَامَنِىْ عَنْ يَمِيْنِهٖ وَاَقَامَ الْمَرْئَةَ خَلْفَنَا

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনাসকে এবং তাঁহার মাতা অথবা খালাকে সঙ্গে লইয়া জামাতে নামায পড়িয়াছেন।

আনাস (রাযি.) বলেন– রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে তাঁহার ডান পার্শ্বে দাঁড় করাইয়াছেন এবং (আমার মাতা বা খালা) মহিলাকে পেছনে দাঁড় করাইয়াছেন।"

৭০১ (নাঃ)। হাদীস– ইবনে আব্বাস (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে নামায পড়িতে তাঁহার ডান পার্শ্বে দাঁড়াইলাম এবং আয়েশা (রাযি.) আমাদের পেছনে দাঁড়াইলেন।

www.eelm.weebly.com

মাসআলা ঃ মুক্তাদীগণ এইরূপে সারি বাঁধিবে যাহাতে ইমাম তাহাদের সারির মধ্য বরাবর হয়। অপর দিক খালি রাখিয়া শুধু এক দিকে অথবা এক দিক অপেক্ষা অপর দিককে অতি বেশি দীর্ঘ করিয়া সারি বাঁধিবে না।

৭০২ (আঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণনা আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

وَسِّطُوا الْإِمَامَ وَسُدُّوا الْخَلَلَ

"ইমামকে মধ্য বরাবর রাখিবে এবং কাতারের মধ্যবর্তী ফাঁক অবশ্যই বন্ধ করিবে।"

কাতারের অতিরিক্ত একজন থাকিলে কি করিবে?

মাসআলা ঃ কাতারের পেছনে একা একজন মুক্তাদী দাঁড়ানো কঠোরভাবে নিষিদ্ধ; অবশ্যই নামায বাতিল হইবে না। এমনকি যদি একজন মুক্তাদী জামাতে উপস্থিত হইয়া দেখিতে পায় যে, কাতারে শামিল হওয়ার স্থান মোটেই নাই, এমতাবস্থায়ও নিয়ম হইল– কাতার হইতে একজনকে টানিয়া পেছনে আনিবে; এইভাবে দুইজন দাঁড়াইবে, একা দাঁড়াইবে না এবং কাতারের মুক্তাদীগণ সামান্য সামান্য বিস্তৃত হইয়া ঐ একজনের ফাঁক পূর্ণ করিয়া নিবে। অবশ্য আজকাল অধিকাংশ লোকই অজ্ঞ, অতএব কাহাকেও টানিয়া আনিতে গেলে নামাযের মধ্যে নানা গোলমাল সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা রহিয়াছে। সুতরাং ক্ষেত্র বিশেষ ছাড়া কাহাকেও টানিয়া না আনিয়া প্রয়োজনরূপে একাই দাঁড়াইবে।

৭০৩ (আঃ)। হাদীস– ওয়াবেছা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

إِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الصَّلٰوةَ

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে কাতারের পেছনে একা নামায পড়িতে দেখিলেন; (তাহার প্রতি রাগ প্রদর্শনে) হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে নামায পুনরায় পড়ার নির্দেশ দিলেন।"

www.eelm.weebly.com

৭০৪ (ইঃ)। **হাদীস–** আলী ইবনে শায়বান (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা আমাদের দেশ হইতে যাত্রা করিয়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমীপে পৌছিলাম এবং তাঁহার হাতে ইসলাম গ্রহণ করিলাম এবং তাঁহার পেছনে নামায পড়িলাম। তারপর অপর ওয়াক্ত নামাযও তাঁহার পেছনে পড়িলাম। নামায শেষ করিয়া তিনি দেখিতে পাইলেন, এক ব্যক্তি কাতারের পেছনে একা (দাঁড়াইয়াছে– সে জামাত পূর্ণ পাইয়াছিল না, তাই অবশিষ্ট) নামায পড়িতেছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ ব্যক্তির নিকটে দাঁড়াইলেন এবং তাহার নামায শেষে (রাগ করিয়া) বলিলেন–

اِسْتَقْبِلْ صَلٰوتَكَ لَا صَلٰوةَ لِلَّذِىْ خَلْفَ الصَّفِّ

"তোমার নামায পুনরায় পড়; যে ব্যক্তি কাতারের পেছনে একা (জামাতের) নামায পড়ে তাহার নামায হয় না।"

মাসআলা ঃ জায়গার অভাব হেতু বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া মসজিদের থামসমূহের মধ্যবর্তী সারি বাঁধা মাকরূহ। কারণ কাতারের মধ্যবর্তী থামসমূহের দ্বারা কাতার বিচ্ছিন্ন হইবে।

৭০৫ (তিঃ)। **হাদীস–** আবদুল হামীদ ইবনে মাহমুদ (রহ.) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমরা এক প্রশাসকের পেছনে নামাযের জন্য দাঁড়াইলাম। জনতার ভিড় আমাদেরে বাধ্য করিল– আমরা দুই থামের মধ্যবর্তী নামায পড়িলাম। নামায শেষে (তথায় উপস্থিত সাহাবী) আনাস (রাযি.) বলিলেন–

كُنَّا نَتَّقِىْ هٰذَا عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমলে আমরা এইরূপ (থামের মধ্যবর্তী কাতার বাঁধা) হইতে বিরত থাকিতাম।"

৭০৬ (ইঃ)। **হাদীস–** কুররাহ (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

كُنَّا نُنْهٰى اَنْ نَصُفَّ بَيْنَ السَّوَارِىْ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنُطْرَدُ عَنْهَا طَرْدًا

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমলে থামসমূহের মধ্যবর্তী কাতার বাঁধা হইতে আমাদেরে নিষেধ করা হইত এবং থামসমূহের মধ্যবর্তী স্থান হইতে আমাদেরে হাঁকাইয়া দেওয়া হইত।"

www.eelm.weebly.com

মসজিদে মহিলাদের যাওয়া

৭০৭ (মোসঃ)। হাদীস– আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.)-এর বর্ণনা–

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِئْذَنُوْا لِلنِّسَاءِ بِاللَّيْلِ اِلَى الْمَسَاجِدِ فَقَالَ اِبْنٌ لَهُ يُقَالُ لَهُ وَاقِدٌ اِذًا يَتَّخِذْنَهُ دَغَلًا فَضَرَبَ فِىْ صَدْرِهِ وَقَالَ اُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ وَتَقُوْلُ لَا

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, মহিলাদের রাত্রি বেলায় মসজিদে যাইতে অনুমতি দিও। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.)-এর এক পুত্র যাহার নাম ছিল 'ওয়াকেদ' সে বলিল, তাহা হইলে মহিলারা ইহাকে (বাহিরে যাওয়ার) কূট-কৌশলরূপে ব্যবহার করিবে (অতএব আমরা তাহাদেরে মসজিদে যাওয়ার অনুমতি দিব না)। এতদশ্রবণে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) তাহাকে (ভর্ৎসনা করিলেন এবং ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার) বক্ষে আঘাত মারিলেন এবং বলিলেন, আমি তোমাকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে হাদীস শুনাইলাম আর তুমি উহার প্রতিবাদে বল, (অনুমতি দিবে) না?"

● আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) তাঁহার পুত্রের উক্তিতে এতই ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন যে, তিনি মৃত্যু পর্যন্ত তাহার সঙ্গে কথা বলেন নাই।

(মেশকাত শরীফ)

প্রকৃত প্রস্তাবে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.)-এর পুত্র মাসআলা ঠিকই বলিয়াছিলেন। কারণ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বর্তমানে তাঁহার হইতে দ্বীন শিক্ষার জন্য সকলেরই মসজিদে যাওয়ার এবং তাঁহার সমাবেশস্থলে উপস্থিত হওয়ার প্রয়োজন ছিল; যদ্দরুন ঋতুবতী মহিলার প্রতিও ঈদের নামায স্থলে উপস্থিত থাকার নির্দেশ ছিল। আর মহিলাদের মধ্যেও সাজ-সজ্জার প্রবণতা মোটেই ছিল না।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে উল্লিখিত প্রয়োজন থাকে নাই এবং মহিলাদের অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়াছে। তাই সাহাবীগণের যুগেই মসজিদে, ঈদগাহে মহিলাদের না যাওয়ার পক্ষে ঐক্যমত সাব্যস্ত হইয়াছিল। আয়েশা (রাযি.), ওমর (রাযি.) প্রমুখ সাহাবীগণ হইতে এই

www.eelm.weebly.com

মতামত বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত রহিয়াছে। উক্ত বিশেষ কারণাধীনে সাহাবীগণ কর্তৃক প্রবর্তিত মাসআলা নিজ স্তরে সঠিক হইলেও হাদীসের প্রতিবাদ আকারে উহাকে উল্লেখ করায় আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) ঐরূপ ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। হাদীসের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে সকলকেই এই নীতি গ্রহণ করা চাই।

৭০৮ (মোসঃ)। হাদীস– আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.)-এর স্ত্রী যয়নব (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নারী সমাজকে বলিয়াছেন–

إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْمَسْجِدَ فَلَا تَمَسَّ طِيبًا

"তোমাদের কেহ মসজিদে যাইতে চাহিলে সে সুগন্ধি ছুইবেও না।"

৭০৯ (মোসঃ)। হাদীস– যয়নব ছকফিয়া (রাযি.) বর্ণনা করিতেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْعِشَاءَ فَلَا تَطَيَّبْ تِلْكَ اللَّيْلَةَ

"কোন মহিলা ইশার নামাযের জামাতে উপস্থিত হওয়ার ইচ্ছা রাখিলে ঐ রাত্রে সুগন্ধি মোটেই ব্যবহার করিবে না।"

৭১০ (মোসঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بُخُورًا فَلَا تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ

"যে মহিলাই সুগন্ধি লাগাইয়াছে সে (অন্ধকারে) ইশার নামাযেও আমাদের জামাতে উপস্থিত হইতে পারিবে না।"

৭১১ (আঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ وَلْكِنْ لِيَخْرُجْنَ وَهُنَّ تَفِلَاتٍ

"তোমরা আল্লাহর বান্দীদেরকে আল্লাহর মসজিদে যাইতে নিষেধ করিও না। অবশ্য তাহারা গৃহ হইতে বাহির হইবে পরিপাট্য বিবর্জিত অবস্থায়।"

www.eelm.weebly.com

৭১২ (আঃ)। হাদীস– আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

لَا تَمْنَعُوا نِسَائَكُمُ الْمَسَاجِدَ وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ

"তোমাদের মহিলাদেরকে মসজিদে যাইতে বাধা দিও না। অবশ্য তাহাদের গৃহই তাহাদের নামাযের জন্য উত্তম।"

৭১৩ (আঃ)। হাদীস– আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

صَلٰوةُ الْمَرْأَةِ فِيْ بَيْتِهَا اَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِيْ حُجْرَتِهَا وَصَلَاتُهَا فِيْ مُخْدَعِهَا اَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِيْ بَيْتِهَا

"মহিলার নামায তাহার ঘরের ভিতরে উত্তম তাহার বারান্দার নামায অপেক্ষা এবং ভিতরের কক্ষ বা অন্দর-মহলের নামায উত্তম ঘরের (সাধারণ স্থানের) নামায অপেক্ষা।"

৭১৪ (আঃ)। হাদীস– নাফে (রহ.) আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার মসজিদের একটি দরওয়াজা সম্পর্কে বলিলেন, পুরুষগণ এই দরওয়াজাটি মহিলাদের জন্য ছাড়িয়া দিলে ভাল হয়।

নাফে (রহ.) বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) মৃত্যু পর্যন্ত ঐ দরওয়াজা দিয়ে আর প্রবেশ করেন নাই।

● নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ে আল্লাহর রসূল হইতে দ্বীন শিক্ষার জন্য মহিলাদের মসজিদে যাওয়ার অনুমতি ছিল, কিন্তু কত রকম সংযত ও সতর্কমূলক ব্যবস্থার মধ্যে তাহা ছিল– উল্লিখিত হাদীসসমূহের দ্বারা উহা সহজেই অনুমেয়।

বিভিন্ন নামাযে কিরাতের পরিমাণ

সাধারণভাবে জামাতের নামায সংক্ষেপ করার আদেশ অনেক হাদীসেই উল্লেখ আছে, সেমতে কিরাতও সংক্ষিপ্ত করিতে হইবে। কিন্তু বর্তমান সময়ে সব নামাযেই সদা-সর্বদা কিরাত যে পরিমাণে সংক্ষেপ ও ছোট করা হয়

www.eelm.weebly.com

তাহা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কদাচিৎ আমলের সামঞ্জস্যে হইলেও তাঁহার সর্বদার আমলের অসামঞ্জস্যেই বটে। নিম্নের হাদীসসমূহে লক্ষ্য করিলে এই সত্য সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইবে।

৭১৫ (মোসঃ)। হাদীস– আবু সাঈদ খুদরী (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, জোহর ও আসর নামাযে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাঁড়ানোর সময়টির অনুমান আমরা করিয়া থাকিতাম। জোহরের প্রথম দুই রাকাতে "আলিফ-লাম-মীম-তানযীল-সিজদা" (নামক ৩০ আয়াতের সূরা) পরিমাণ অনুমিত হইত। শেষের দুই রাকাতে উহার অর্ধেক অনুমিত হইত।

আসর নামাযের প্রথম দুই রাকাতে জোহর নামাযের প্রথম দুই রাকাতের অর্ধেক হইত এবং আসরের শেষ দুই রাকাতে উহার অর্ধেক হইত।

● জোহরের প্রথম দুই রাকাতে ৩০ আয়াত পরিমাণ হইত, আর শেষের দুই রাকাতে উহার অর্ধেক তথা ১৫ আয়াত পরিমাণ হইত, অথচ সূরা ফাতেহা ৭ আয়াত। বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে, জোহর ও আসরের শেষের দুই রাকাতে শুধু সূরা ফাতেহা পড়িবে। সুতরাং ১৫ আয়াতের অনুমান নিছক অনুমানকারীর অনুমানই বটে অথবা সূরা ফাতেহা পড়ার মধ্যে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘতা হইত। অবশ্য আসরের শেষ রাকাতদ্বয়ে সেই দীর্ঘতা হইত না।

৭১৬ (মোসঃ)। হাদীস– আবু সাঈদ খুদরী (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

لَقَدْ كَانَتْ صَلٰوةُ الظُّهْرِ تُقَامُ فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ اِلَى الْبَقِيْعِ فَيَقْضِىْ حَاجَتَهٗ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَأْتِىْ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الرَّكْعَةِ الْاُوْلٰى مِمَّا يُطَوِّلُهَا

"(নবীজীর মসজিদে) জোহরের নামায আরম্ভ করা হইত; অতঃপর কেহ (মলমূত্র ত্যাগের সাধারণ স্থান) 'বকী' এলাকায় যাইয়া মলমূত্র ত্যাগের কাজ সারিয়া (নিজ বাড়ি হইতে) অযু করত (মসজিদে) আসিত; তখনও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম রাকাতেই থাকিতেন– জোহর নামাযের রাকাত দীর্ঘ করার কারণেই ইহা সম্ভব হইত।"

৭১৭ (মোসঃ)। হাদীস– আবদুল্লাহ ইবনে ছায়েব (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, মক্কা শরীফে একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

www.eelm.weebly.com

আমাদেরে ফজর নামায পড়াইতে ছিলেন। তিনি সূরা মুমিনুন আরম্ভ করিলেন। যখন মুসা ও হারুন আলাইহিস সালামের আলোচনার আয়াত আসিল (যাহা উক্ত সূরার ৪৬ নং আয়াত) অথবা ঈসা আলাইহিস সালামের আলোচনার আয়াত (যাহা ৫০ নং আয়াত) আসিল তখন হযরতের হাঁচি আসিল; যদ্দরুন তিনি রুকুতে চলিয়া গেলেন।

অর্থাৎ ফজরের নামাযের রাকাত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতই দীর্ঘ করিতেন যে ৪৬ বা ৫০ আয়াত পড়িয়াও বাধাগ্রস্ত না হইলে আরও পড়িতেন।

৭১৮ (মোসঃ)। হাদীস– ছেমাক (রহ.) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি জাবের ইবনে ছামুরা (রাযি.)কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংক্ষিপ্ত নামায পড়াইতেন, কিন্তু বর্তমান আমির-উমারাদের ন্যায় সংক্ষিপ্ত করিতেন না।

জাবের ইবনে ছামুরা (রাযি.) ইহাও বলিলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজর নামাযে সূরা কাফ এবং ঐ পরিমাণের সূরা পাঠ করিতেন।

৭১৯ (মোসঃ)। হাদীস– জাবের ইবনে ছামুরা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে–

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَفِي الصُّبْحِ بِأَطْوَلَ مِنْ ذٰلِكَ

"নিশ্চয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জোহরের নামাযে সূরা ছাব্বিহিছমা রাব্বিকাল আলা পড়িতেন এবং ফজরের নামাযে উহা অপেক্ষা অনেক দীর্ঘ সূরা পড়িতেন।"

৭২০ (মোসঃ)। হাদীস– বরা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ইশার নামায পড়িয়াছি। সেই নামাযে তাঁহাকে সূরা ওয়াত্তীন পড়িতে শুনিয়াছি; (তিনি এত সুন্দর আওয়াজে পড়িতেছিলেন যে,) ঐরূপ সুন্দর আওয়াজ অন্য কাহারও শুনি নাই।

www.eelm.weebly.com

৭২১ (মোসঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.)-এর বর্ণনা–

إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ فِيْ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ وَقُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (হয়ত সফর অবস্থায়) ফজরের (সুন্নাত) রাকাতদ্বয়ে সূরা কুলইয়া আয়্যুহাল কাফেরূন এবং সূরা কুলহু আল্লাহু আহাদ পড়িলেন।"

৭২২ (মোসঃ)। হাদীস– ইবনে আব্বাস (রাযি.) বর্ণনা করেন–

إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِيْ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ فِي الْأُوْلٰى مِنْهُمَا قُوْلُوْا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا الْاٰيَةَ الَّتِيْ فِي الْبَقَرَةِ وَفِي الْاٰخِرَةِ مِنْهُمَا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَاشْهَدْ بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের (সুন্নাত) রাকাতদ্বয়ের প্রথম রাকাতে সূরা বাকারার ১৩৬ নং আয়াত পড়িতেন এবং দ্বিতীয় রাকাতে সূরা আলে-ইমরানের ৫২ নং আয়াত পড়িতেন।"

৭২৩ (মোসঃ)। হাদীস– ইবনে আব্বাস (রাযি.) বর্ণনা করেন–

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِيْ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ قُوْلُوْا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَالَّتِيْ فِيْ اٰلِ عِمْرَانَ تَعَالَوْا إِلٰى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (কোন সময়ে) ফজরের (সুন্নাত) রাকাতদ্বয়ে সূরা বাকারার ১৩৬ নং আয়াত এবং সূরা আলে-ইমরানের ৬৪ নং আয়াত পড়িতেন।"

● উল্লিখিত তিনটি হাদীস ফজরের সুন্নাত পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে। ফজরের সুন্নাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উল্লিখিত তিন প্রকার কিরাত বিভিন্ন সময়ে পড়িয়া থাকিতেন।

৭২৪ (তিঃ)। হাদীস– জাবের ইবনে ছামুরা (রাযি.) বলিয়াছেন–

www.eelm.weebly.com

إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِى الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوْجِ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَشِبْهِهِمَا

"নিশ্চয় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জোহর ও আসর নামাযে সূরা বুরূজ, সূরা তারেক এবং ঐ পরিমাণের সূরা পড়িয়া থাকিতেন।"

৭২৫ (তিঃ)। হাদীস– বুরায়দা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِى الْعِشَاءِ الْاٰخِرَةِ بِالشَّمْسِ وَضُحٰهَا وَنَحْوِهَا مِنَ السُّوَرِ

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইশার নামাযে সূরা শামছ এবং উহার ন্যায় সূরা পড়িয়া থাকিতেন।"

৭২৬ (তিঃ)। হাদীস– আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) বলেন–

مَا اُحْصِىْ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِى الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَفِى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ بِقُلْ يٰاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ وَقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ

"আমি অগণিত বার শুনিয়াছি– রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাগরিবের ফরজ নামাযের পর (সুন্নাত) দুই রাকাতে এবং ফজর নামাযের পূর্বের (সুন্নাত) দুই রাকাতে কুলইয়া আয়্যুহাল কাফিরূন এবং কুলহু আল্লাহু আহাদ সূরাদ্বয় পড়িয়াছেন।"

● সুন্নাত নামাযে এবং নিঃশব্দে কিরাতের নামাযে হযরতের পঠিত সূরা নির্ধারণ প্রথমত সাহাবীগণের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা দ্বিতীয়ত হযরতের পক্ষ হইতে শিক্ষা দান উদ্দেশ্যে কোন সুযোগ প্রদান দ্বারা সম্ভব হইত। যথা নিঃশব্দের কিরাতও এইরূপে পড়া যাহাতে অতি নিকট হইতে আঁচ করা সম্ভব হয়।

৭২৭ (আঃ)। হাদীস– জাবের ইবনে ছামুরা (রাযি.)-এর বর্ণনা–

www.eelm.weebly.com

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا دَحَضَتِ الشَّمْسُ صَلَّى الظُّهْرَ وَقَرَأَ بِنَحْوٍ مِّنْ وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى وَالْعَصْرَ كَذٰلِكَ وَالصَّلَوَاتِ اِلَّا الصُّبْحَ فَاِنَّهُ كَانَ يُطِيْلُهَا

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জোহরের নামায পড়িতেন সূর্য মধ্য আকাশ অতিক্রম করার পর এবং ঐ নামাযে সূরা লাইল পরিমাণের সূরা পড়িতেন। আসরের নামাযেও ঐরূপ সূরাই পড়িতেন এবং অন্যান্য নামাযেও ঐরূপই পড়িতেন। একমাত্র ফজর ব্যতিরেকে; নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামায দীর্ঘ করিতেন।"

৭২৮ (আঃ)। হাদীস– আবু উসমান (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) সাহাবীর পেছনে মাগরিবের নামায পড়িয়াছেন। তিনি ঐ নামাযে সূরা কুলহু আল্লাহু আহাদ পড়িয়াছেন।

৭২৯ (আঃ)। হাদীস– জোহায়না গোত্রীয় একজন সাহাবী বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একদিন ফজরের নামাযের উভয় রাকাতেই সূরা 'ইজাজুল জিলাত' সূরা পড়িতে শুনিয়াছেন। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভুলে ঐরূপ করিয়াছেন অথবা ইচ্ছাকৃত করিয়াছেন তাহা আমি জানি না।

৭৩০ (আঃ)। হাদীস– আমর ইবনে হুরায়ছা (রাযি.) বলেন– আমি যেন এখনও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আওয়াজ শুনিতেছি– তিনি ফজরের নামাযে (সূরা তাকবীরের আয়াত) "ফালা উকছিমু বিল খুন্নাছিল জওয়ারিল কুন্নাছে" পাঠ করিতেছেন।

৭৩১ (আঃ)। হাদীস– উকবা ইবনে আমের (রাযি.)-এর বর্ণনা–

كُنْتُ اَقُوْدُ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَقَتَهُ فِى السَّفَرِ فَقَالَ لِىْ يَا عُقْبَةُ اَلَا اُعَلِّمُكَ خَيْرَ سُوْرَتَيْنِ قُرِئَتَا فَعَلَّمَنِىْ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ فَلَمْ يَرَنِىْ سُرِرْتُ بِهِمَا جِدًّا فَلَمَّا نَزَلَ لِصَلٰوةِ الصُّبْحِ صَلّٰى بِهِمَا صَلٰوةَ الصُّبْحِ لِلنَّاسِ فَلَمَّا فَرَغَ رَسُوْلُ

www.eelm.weebly.com

اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الصَّلٰوةِ الْتَفَتَ اِلَيَّ فَقَالَ يَا عُقْبَةُ كَيْفَ رَأَيْتَ

"আমি এক ভ্রমণে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাহন উটকে টানিয়া নিতেছিলাম। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলিলেন, হে ওকবা! আমি তোমাকে উত্তম দুইটি সূরা শিখাইব- যাহা সাধারণরূপে পঠিত হইয়া থাকে। অতপর হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে কুল আউজু বিরাব্বিল ফালাক ও কুল আউজু বিরাব্বিন নাস সূরাদ্বয় শিখাইলেন। তিনি আমার মধ্যে উক্ত সূরাদ্বয়ের দরুন বিশেষ আনন্দ দেখিতে পাইলেন না। তারপর যখন তিনি ফজর নামাযের জন্য বাহন হইতে অবতরণ করিলেন তখন উক্ত সূরাদ্বয় দ্বারা লোকদের ফজরের জামাত পড়াইলেন। নামাযান্তে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার প্রতি তাকাইয়া বলিলেন, কেমন দেখিলে ওহে ওকবা?"

● ফজরের নামাযে বিশেষ দীর্ঘ সূরা পড়াই নিয়ম। ভ্রমণ অবস্থায় তাড়াতাড়ির জন্য উহার ব্যতিক্রম করা যায়; সেই ক্ষেত্রে সূরা ফালাক ও সূরা নাস পাঠ করা উত্তম। এই সূরাদ্বয় স্বীয় বৈশিষ্ট্যের দরুন সংক্ষিপ্ত হইয়াও দীর্ঘ সূরার স্থলাভিষিক্ত হয়- ইহার প্রতিই হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওকবা (রাযি.)কে ইঙ্গিত করিয়াছেন।

৭৩২ (নাঃ)। হাদীস- সোলায়মান ইবনে ইয়াছার (রহ.) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আবু হুরায়রা (রাযি.) বলিলেন-

مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ اَحَدٍ اَشْبَهَ صَلٰوةً بِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فُلَانٍ فَصَلَّيْنَا وَرَاءَ ذٰلِكَ الْاِنْسَانِ وَكَانَ يُطِيْلُ الْاُوْلَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَيُخَفِّفُ فِي الْاُخْرَيَيْنِ وَيُخَفِّفُ فِي الْعَصْرِ وَيَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ وَيَقْرَأُ فِي الْعِشَاءِ بِالشَّمْسِ وَضُحٰهَا وَاَشْبَاهِهَا وَيَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ بِسُوْرَتَيْنِ طَوِيْلَتَيْنِ

"অমুক ব্যক্তি (তথা খলীফা ওমর ইবনে আবদুল আজীজ) অপেক্ষা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাযের অধিক সদৃশ্য নামায

www.eelm.weebly.com

আমি কাহারও পেছনে পড়ি নাই। সোলায়মান (রহ.) বলেন, এতদশ্রবণে আমরা ঐ লোকটির পেছনে নামায পড়িয়াছি। তিনি জোহরের প্রথম দুই রাকাত দীর্ঘ করিতেন এবং শেষ দুই রাকাত সংক্ষিপ্ত করিতেন। আসর নামাযও সংক্ষিপ্ত করিতেন। আর মাগরিবের নামাযে কেছারে মোফাচ্ছল (অর্থাৎ সূরা ইজাজুল জিলাত হইতে সূরা নাস পর্যন্ত) সূরাসমূহের কোন সূরা পড়িতেন। ইশার নামাযে সূরা শামছ ও উহার ন্যায় সূরা পড়িতেন। ফজরের দুই রাকাত নামাযে দীর্ঘ দুইটি সূরা পড়িতেন।"

৭৩৩ (নাঃ)। হাদীস– আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) বলিয়াছেন–

رَمَقْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِشْرِيْنَ مَرَّةً يَقْرَأُ فِى الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَفِى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ قُلْ يٰاَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ

"আমি বিশবার লক্ষ্য করিয়াছি– রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাগরিবের পর (সুন্নাত) রাকাতদ্বয়ে এবং ফজরের পূর্বে (সুন্নাত) রাকাতদ্বয়ে কুলইয়া সূরা এবং কুলহু আল্লাহ সূরা পড়িয়াছেন।"

৭৩৪ (নাঃ)। হাদীস– (সফর অবস্থায় এক রাত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়িতেছিলেন) হুযায়ফা (রাযি.) উহাতে শরীক ছিলেন। তিনি বর্ণনা করিয়াছেন–

اِنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ وَاٰلَ عِمْرَانَ وَالنِّسَاءَ فِىْ رَكْعَةٍ لَايَمُرُّ بِاٰيَةِ رَحْمَةٍ اِلَّا سَئَلَ وَلَا يَمُرُّ بِاٰيَةِ عَذَابٍ اِلَّا اسْتَجَارَ

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু এক রাকাতেই সূরা বাকারা, সূরা আলে-ইমরান ও সূরা নিসা পড়িলেন। তদুপরি প্রতিটি রহমতের (অর্থ বাহক) আয়াতের ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার নিকট ঐ রহমত চাহিয়া দোয়া করিয়াছেন এবং প্রতিটি আযাবের (অর্থ বাহক) আয়াতের ক্ষেত্রে আযাব হইতে আল্লাহ তাআলার নিকট পানাহ চাহিয়াছেন।"

৭৩৫ (নাঃ)। হাদীস– আবু যর (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

www.eelm.weebly.com

قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى اَصْبَحَ بِاٰيَةٍ وَالْاٰيَةُ اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

"(এক রাত্রে তাহাজ্জুদ পড়ায়) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়াইলেন এবং শুধু একটি আয়াতই বারংবার পড়িতে পড়িতে প্রভাত করিয়া ফেলিলেন। আয়াতটি এই (অর্থে) ছিল– আপনি লোকদেরকে আযাব দিলে (বাধা দানকারী কেউ নাই;) তাহারা আপনারই সৃষ্ট বন্দা। আর তাহাদেরে ক্ষমা করিয়া দিলে (আপনার নিকট কৈফিয়ত চাওয়ার কেউ নাই;) আপনি সর্বশক্তিমান প্রজ্ঞাশীল।"

৭৩৬ (ইঃ)। হাদীস– ইবনে ওমর (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِى الْمَغْرِبِ قُلْ يٰاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ وَقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (কোন কোন সময়) মাগরিবের নামাযে কুলইয়া আয়্যুহাল কাফিরূন ও কুলহু আল্লাহু আহাদ পড়িতেন।"

৭৩৭ (মেঃ)। হাদীস– ওরওয়া (রহ.) বর্ণনা করিয়াছেন–

اِنَّ اَبَا بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ صَلَّى الصُّبْحَ فَقَرَأَ فِيْهِمَا بِسُوْرَةِ الْبَقَرَةِ فِى الرَّكْعَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا

"আবু বকর (রাযি.) একদা ফজর নামায পড়িলেন– উহার উভয় রাকাতে সূরা বাকারা পড়িলেন।"

৭৩৮ (মেঃ)। হাদীস– ফারাফেছাহ (রহ.) বলিয়াছেন–

مَا اَخَذْتُ سُوْرَةَ يُوْسُفَ اِلَّا مِنْ قِرَائَةِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ اَيَّهَا فِى الصُّبْحِ مِنْ كَثْرَةِ مَا كَانَ يُرَدِّدُهَا

"আমি সূরা ইউসুফ কণ্ঠস্থ করিয়াছি একমাত্র খলীফা উসমানের উহা পাঠ করা হইতে ফজর নামাযে। কারণ তিনি উহা পুনঃ পুনঃ অনেক বার পড়িয়াছেন।"

www.eelm.weebly.com

৭৩৯ (মেঃ)। হাদীস– আমের ইবনে রবিয়া (রহ.)-এর বর্ণনা–

صَلَّيْنَا وَرَاءَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ الصُّبْحَ فَقَرَأَ فِيهِمَا بِسُورَةِ يُوسُفَ وَسُورَةِ الْحَجِّ قِرَاءَةً بَطِيئَةً قِيلَ لَهُ إِذًا لَقَدْ كَانَ يَقُومُ حِينَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ قَالَ أَجَلْ

"একদা আমরা খলীফা উমর (রাযি.)-এর পেছনে ফজরের নামায পড়িলাম। তিনি উহার রাকাতদ্বয়ে সূরা ইউসুফ এবং সূরা হজ্জ পড়িলেন– খুবই ধীরে ধীরে পড়িলেন। আমের (রাযি.)কে কেহ বলিল, এমতাবস্থায় তিনি নিশ্চয় সুবহে সাদিক হওয়ার সাথে সাথে নামায আরম্ভ করিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, হাঁ– তাহাই।"

● কিরাত এবং রুকু-সিজদা তসবীহ ও আত্তাহিয়্যাতু ইত্যাদি নামাযের দোয়া-কালাম পড়ায় পঠন-পদ্ধতি অতিমাত্রায় দীর্ঘ করিবে না। এমনকি রুকু-সিজদার তাসবীহের সংখ্যা জামাতের মধ্যে সাধারণত তিনই রাখিবে। অবশ্য মুক্তাদীগণ তাসবীহ শুদ্ধরূপে তিনবার পড়িতে পারে ইহার প্রতি লক্ষ্য রাখিতেই হইবে, এমনকি তারাবীর নামাযেও এই লক্ষ্য রাখিতে হইবে। দোয়া-কালামও সহীহ শুদ্ধরূপে পড়ার সুযোগ দিতে হইবে এবং কিরাতের মধ্যেও অন্তত ফিকাহশাস্ত্রে নির্ধারিত সুন্নাত পরিমাণের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

পড়ার পদ্ধতিতে দীর্ঘতা অবলম্বন করা অথবা পরিমাণে সুন্নাতের সীমা ছাড়াইয়া যাওয়া, কিংবা মুক্তাদীগণের বিশেষ অনুরাগ ব্যতিরেকে সাধারণভাবে সুন্নতী পরিমাণের উর্ধ্ব স্তর অবলম্বন করা। যথা রুকু, সিজদায় তাসবীহ ৭/৫ বার পড়া, কিরাত পড়ায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন কোন সময়ে পঠিত দীর্ঘ অতি দীর্ঘ সূরা পড়া– এইসব দীর্ঘতা অবলম্বন না করারই নির্দেশ ইমামগণকে দেওয়া হইয়াছে। বরং এই শ্রেণীর দীর্ঘতার প্রতি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভীষণ ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছেন। ঐরূপ দীর্ঘকারী ইমামকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাত্তান– দ্বীনের পথে লোকদের জন্য বাধা-বিঘ্ন সৃষ্টিকারী বলিয়াছেন। বাংলা বুখারী শরীফ প্রথম খণ্ডের ৭৬ ও ৪১৭ নং হাদীসদ্বয় দ্রষ্টব্য।

www.eelm.weebly.com

৭৪০ (মোসঃ)। হাদীস– উসমান ইবনে আবুল আস (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাকে বলিলেন, তুমি তোমার গোত্রের ইমাম নিযুক্ত হও। তিনি বলেন, আমি আরজ করিলাম- ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি তো আমার অন্তরে একটি জিনিস অনুভব করি। (অর্থাৎ ইমাম হওয়ার সাহস হয় না– শয়তানের অছওয়াসায় ভুল-ভ্রান্তি হওয়ার আশঙ্কা ও ভয় মনে আসে, তাই মনে দুর্বলতা।)

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলিলেন, নিকটে আস এবং তিনি আমাকে তাঁহার সম্মুখে বসাইলেন। অতপর তিনি আমার বক্ষে দুই স্তনের মধ্যস্থলে হাত রাখিলেন, তৎপর বলিলেন, ফিরিয়া বস এবং আমার পিঠে দুই বাহুমূলের মধ্যস্থলে হাত রাখিলেন। এইরূপ করার পর আবার বলিলেন–

أُمَّ قَوْمَكَ فَمَنْ أَمَّ قَوْمًا فَلْيُخَفِّفْ فَإِنَّ فِيهِمُ الْكَبِيرَ وَإِنَّ فِيهِمُ الْمَرِيضَ وَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ وَإِنَّ فِيهِمْ ذَا الْحَاجَةِ فَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ وَحْدَهُ فَلْيُصَلِّ كَيْفَ شَاءَ

"তুমি তোমার গোত্রের ইমাম হও। আর যে ব্যক্তি লোকদের ইমামত করিবে তাহার কর্তব্য হইবে নামায সংক্ষেপ করা। কেননা তাহাদের মধ্যে বৃদ্ধ রহিয়াছে, তাহাদের মধ্যে রুগ্ন রহিয়াছে, তাহাদের মধ্যে দুর্বল রহিয়াছে এবং তাহাদের মধ্যে ব্যতিব্যস্ত মানুষও রহিয়াছে। হাঁ– যখন কেহ একা নামায পড়িবে তখন যেরূপ (লম্বা দীর্ঘ নামায) ইচ্ছা হয় পড়িতে পারিবে।"

৭৪১ (মোসঃ)। হাদীস– আনাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে–

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوجِزُ فِي الصَّلٰوةِ وَيُتِمُّ

"নিশ্চয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায সংক্ষেপ করিতেন, কিন্তু নামাযকে পরিপূর্ণ করিতেন।"

৭৪২ (মোসঃ)। হাদীস– আনাস (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ مَعَ أُمِّهِ فَيَقْرَأُ بِالسُّورَةِ الْقَصِيرَةِ

www.eelm.weebly.com

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নীতি ছিল– তিনি মাতার সঙ্গে (মসজিদে) আগত শিশুর ক্রন্দন শুনিলে (শিশুর মাতাকে অস্থিরতা হইতে রক্ষায় নামাযে) ছোট সূরা পড়িতেন।"

মাসআলা ঃ কিরাত পড়ার শেষে নিঃশ্বাস পূর্ণ করত নতুন নিঃশ্বাস ব্যতিরেকে রুকুতে যাইবে না। রুকুর তাকবীর যেন কিরাতের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া না যায়।

৭৪৩ (তিঃ)। হাদীস– ছামুরা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

سَكْتَتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... ...

إِذَا دَخَلَ فِيْ صَلٰوتِهٖ وَإِذَا قَرَأَ وَلَا الضَّالِّيْنَ قَالَ وَكَانَ يُعْجِبُهٗ إِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَائَةِ أَنْ يَّسْكُتَ حَتّٰى يَتَرَادَّ إِلَيْهِ نَفَسُهٗ

"(নামাযে সশব্দে কিরাত পড়ার ক্ষেত্রে) দুই স্থানে বিরতি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে স্মরণ রাখিয়াছি।

১. তাকবীর বলিয়া যখন নামায আরম্ভ করিয়াছেন।

২. যখন (আলহামদু সূরার শেষ) 'ওলাজ্জাল্লীন' পড়িয়াছেন।

ছামুরা (রাযি.) বলেন– এতদ্ভিন্ন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পূর্ণ কিরাত শেষ করার পর (–রুকুর তাকবীরের পূর্বে) একটু চুপ হওয়া পছন্দ করিতেন; যাহাতে কিরাতের নিঃশ্বাস শেষ হওয়ার পর নুতন নিঃশ্বাস আসে (এবং রুকুর তাকবীর কিরাত হইতে ভিন্ন ও বিচ্ছিন্ন থাকে)।

● প্রথম বিরতি ছানা পড়ার জন্য, দ্বিতীয় বিরতি 'আমীন' বলার জন্য– এই বিরতিদ্বয় সুস্পষ্ট বিরতি হইত, তাই বিরতি নামে এই দুইটিই উল্লেখ হইয়াছে। তৃতীয় বিরতি অতি সামান্য, তাই উহা ঐ দুইটি হইতে ভিন্ন বর্ণিত হইয়াছে।

রুকু-সিজদা সম্পর্কে বিভিন্ন বয়ান

৭৪৪ (মোসঃ)। হাদীস– ছাবেত (রহ.)-এর বর্ণনা আনাস (রাযি.) দৃঢ়তার সাথে বলিয়াছেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে

www.eelm.weebly.com

যেইরূপে নামায পড়াইতে দেখিয়াছি তোমাদেরে সেইরূপে নামায পড়াইতে মোটেও ত্রুটি করি না। ছাবেত (রহ.) বলেন–

فَكَانَ اَنَسٌ يَصْنَعُ شَيْئًا لَا اَرَاكُمْ تَصْنَعُوْنَهُ كَانَ اِذَا رَفَعَ رَاْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ اِنْتَصَبَ قَائِمًا حَتّٰى يَقُوْلَ الْقَائِلُ نَسِيَ وَاِذَا رَفَعَ رَاْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ مَكَثَ حَتّٰى يَقُوْلَ الْقَائِلُ قَدْ نَسِيَ

"(রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাযের আকৃতিতে নামায আদায়কারী) আনাস (রাযি.) নামাযে এমন একটি কাজ করিতেন যাহা তোমাদেরকে করিতে দেখি না। তিনি রুকু হইতে মাথা উঠাইয়া দাঁড়াইতে এমনভাবে পূর্ণ ও শান্তরূপে সোজা হইতেন যে, কেহ এই ধারণা করিতে পারিত– তিনি সিজদায় যাওয়া ভুলিয়া গিয়াছেন। আবার সিজদা হইতে মাথা উঠাইয়া বসায় এমনভাবে স্থির হইতেন যে, কেহ এই ধারণার প্রয়াস পাইত যে, তিনি দ্বিতীয় সিজদায় যাওয়া ভুলিয়া গিয়াছেন।"

৭৪৫ (মোসঃ)। হাদীস– আবদুল্লাহ ইবনে আবু আউফা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (কোন কোন সময়) রুকু হইতে পিঠ সোজা করিয়া এইরূপ বলিতেন–

سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْاَ السَّمٰوَاتِ وَمِلْاَ الْاَرْضِ وَمِلْاَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ اَللّٰهُمَّ طَهِّرْنِيْ بِالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَالْمَاءِ الْبَارِدِ اَللّٰهُمَّ طَهِّرْنِيْ مِنَ الذُّنُوْبِ وَالْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْاَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ

"(রুকুর মধ্যে ও রুকুর পূর্বে এবং পরবর্তীকালে) যে-ই আল্লাহর প্রশংসা করে আল্লাহ তাহা শুনেন ও কবুল করেন। আয় আল্লাহ! আপনার জন্য প্রশংসা– আসমানসমূহকে ভরিয়া দেওয়ার পরিমাণ, পৃথিবীকে ভরিয়া দেওয়ার পরিমাণ, ইহা ব্যতীত (আরশ-কুরসি ইত্যাদি) যাহা আপনার ইচ্ছা হয় (যেসব উল্লেখ করার সামর্থ আমার নাই) ঐরূপ সব ভরিয়া দেওয়ার পরিমাণ। আয় আল্লাহ! আমাকে পাক-সাফ করিয়া দিন বরফ ও শিলের দ্বারা

www.eelm.weebly.com

এবং ঠাণ্ডা পানির দ্বারা– আয় আল্লাহ! ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত সকল প্রকার গোনাহ হইতে আমাকে পাক-সাফ করিয়া দিন যেভাবে সাদা কাপড় ময়লা হইতে সযত্নে পরিষ্কার করা হয়।

● এই ক্ষেত্রে গোনাহ হইতে পাক-সাফ করা উদ্দেশ্য এবং গোনাহের পরিণাম-আকৃতি হইতে দোযখের আগুন। আগুন দূর করার জন্য অতি ঠাণ্ডাই শ্রেয়; অতএব এ স্থানে বরফ, শিল ও ঠাণ্ডা পানির উল্লেখ সামঞ্জস্যপূর্ণই বটে।

উল্লিখিত সুদীর্ঘ দোয়া একাকী নামাযে তো পড়া উত্তমই বটে, আর আগ্রহী মুক্তাদীগণের জামাত হইল এবং মুক্তাদীগণও উহা পড়ায় সক্ষম হইলে ফরজেও পড়ায় দোষ নাই।

৭৪৬ (মোসঃ)। হাদীস– আবু সাঈদ খুদরী (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (কোন কোন সময়) রুকু হইতে মাথা উঠাইয়া এইরূপ বলিতেন–

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْأَ السَّمٰوَاتِ وَمِلْأَ الْأَرْضِ (وَمِلْأَ مَا بَيْنَهُمَا) وَمِلْأَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ اَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ اَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ اَللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ

"হে আল্লাহ! হে আমাদের প্রভু-পরওয়ারদেগার! আপনার জন্যই সব প্রশংসা– আসমানসমূহকে ভরিয়া দেওয়া পরিমাণ, পৃথিবীকে ভরিয়া দেওয়ার পরিমাণ, আসমান-যমীনের মধ্যবর্তী সম্পূর্ণ শূন্য এলাকা ভরিয়া দেওয়ার পরিমাণ এবং এইসব ব্যতীত যাহা আপনার ইচ্ছা হয় (আমি উহা উল্লেখের সামর্থ্য রাখি না–) ঐরূপ সব ভরিয়া দেওয়ার পরিমাণ। আপনি সকল প্রশংসা ও মান-মর্যাদার পাত্র, বন্দা (আপনার প্রশংসার) যত কিছু বলে আপনি তদপেক্ষা বেশির অধিকারী; আমরা সকলই আপনার বন্দা ও দাস। হে আল্লাহ! আপনার দানে বাধা দেওয়ার কেহ নাই এবং যাহা আপনি না দিবেন উহা দিবার কেহ নাই। সম্পদ বা সৌভাগ্যশালীকে তাহার সম্পদ বা সৌভাগ্য আপনাকে এড়াইয়া তাহার কোন উপকার করিতে পারে না।"

www.eelm.weebly.com

৭৪৭ (মোসঃ)। হাদীস– ইবনে আব্বাস (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার অন্তিম শয্যায় (জীবনের সর্বশেষ দিন– সোমবার মৃত্যুর মাত্র কয়েক ঘণ্টা পূর্বে তাঁহার মসজিদে) আবু বকর (রাযি.) কর্তৃক ফজর নামায পড়াইবার সময় নিজ গৃহদ্বারের পর্দা উন্মুক্ত করিলেন; তাঁহার মাথায় (ব্যথার দরুন) পট্টি বাঁধা ছিল। ঐ অবস্থায় তিনি বলিলেন–

اَللّٰهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النُّبُوَّةِ اِلَّا الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ اَوْتُرٰى لَهُ اَلَا وَاِنِّىْ نُهِيْتُ اَنْ اَقْرَأَ الْقُرْاٰنَ رَاكِعًا اَوْ سَاجِدًا فَاَمَّا الرُّكُوْعُ فَعَظِّمُوْا فِيْهِ الرَّبَّ وَاَمَّا السُّجُوْدُ فَاجْتَهِدُوْا فِى الدُّعَاءِ فَقَمِنٌ اَنْ يُّسْتَجَابَ لَكُمْ

"আয় আল্লাহ! (সাক্ষী থাকিও আমি দ্বীন) পৌঁছাইয়া দিয়াছি– তিনবার এই উক্তি করিলেন। হে লোক সকল! (নবুয়ত আর বাকি থাকিল না। কারণ সর্বশেষ নবী কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ইহজগত হইতে প্রস্থান করিতেছেন। নবুয়তের একটি অধ্যায় বা পর্ব হইল সুসংবাদ দান; যেই কারণে নবীকে 'বশীর'–সুসংবাদের বাহক বলা হয়।) নবুয়তের সুসংবাদ দান-পর্ব হইতেও একমাত্র শুভ স্বপ্ন বাকি থাকিল– যাহা কোন খাঁটি মুসলমান নিজের জন্য দেখিবে অথবা তাহার জন্য অন্যে দেখিবে।

তোমরা স্মরণ রাখিও– রুকু বা সিজদা অবস্থায় আমাকে কুরআন পড়িতে নিষেধ করা হইয়াছে। রুকুর মধ্যে (শুধু) পরওয়ারদেগারের বড়ত্ব ও মহত্ত্বের জপনা করিবে। আর সিজদার মধ্যে কায়মনোবাক্যে দোয়াও করিতে পার; সেই দোয়া কবুল হওয়ারই আশা।"

৭৪৮ (মোসঃ)। হাদীস– ইবনে আব্বাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, আলী (রাযি.) বলিয়াছেন–

نَهَانِىْ جِبِّىْ اَنْ اَقْرَأَ رَاكِعًا اَوْ سَاجِدًا

"আমার প্রাণপ্রিয়– নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে রুকু বা সিজদা অবস্থায় কুরআন পাঠে নিষেধ করিয়াছেন।"

www.eelm.weebly.com

দাঁড়াইল। কসম খোদার! (ক্রোধে আমি এরূপ বেশামাল হইয়া পড়িলাম যে) নামাযের ধ্যান-খেয়ালও আমার বিনষ্ট হইল। নামাযান্তে দেখিলাম, ঐ ব্যক্তি হইলেন সাহাবী উবাই ইবনে কাআব (রাযি.)। তিনি আমাকে বলিলেন–

يَا فَتٰى لَا يَسُوْءَنَّكَ اللّٰهُ اِنَّ هٰذَا عَهْدٌ مِّنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ نَلِيَهُ

"হে যুবক! আল্লাহ তাআলা যেন তোমাকে মনোক্ষুণ্ন হইতে না দেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশ আমাদের প্রতি ইহাই ছিল যে, আমরা তাঁহার (তথা ইমামের) নিকটতম হইয়া নামাযে দাঁড়াই।"

অতঃপর তিনি (এই শ্রেণীর মাসআলা লোকদেরে শিক্ষা দানের ব্যবস্থা না করার জন্য প্রশাসকদের প্রতি ক্রুদ্ধ হন এবং তাহাদেরকে বদদোয়া করিয়া) বলেন, ক্ষমতাসীনদের উপর ধ্বংস নামিয়া আসুক!

❖ অত্র হাদীসের ঘটনা ও আদেশ উপরোল্লিখিত মাসআলা মতেই ছিল। কোন আলেম ইমামের সন্নিকটে না থাকিলে অনেক ক্ষেত্রে অসুবিধা হয়।

৭৮২ (মেঃ)। হাদীস– আবু কাতাদা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

اَسْوَأُ النَّاسِ سَرِقَةً الَّذِيْ يَسْرِقُ مِنْ صَلَاتِهِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَكَيْفَ يَسْرِقُ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ لَا يُتِمُّ رُكُوْعَهَا وَلَا سُجُوْدَهَا

"লোকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা জঘন্য চোর যে তাহার নামাযের অংশ চুরি করে। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহর রসূল! নামাযের অংশ কিরূপে চুরি করিবে? হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, নামাযের রুকু এবং নামাযের সিজদা পরিপূর্ণরূপে আদায় করে না।"

৭৮৩ (মেঃ)। হাদীস– তালক ইবনে আলী (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

لَا يَنْظُرُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اِلٰى صَلَاةِ عَبْدٍ لَا يُقِيْمُ فِيْهَا صُلْبَهُ بَيْنَ خُشُوْعِهَا وَسُجُوْدِهَا

www.eelm.weebly.com

"মহামহিম আল্লাহ দৃষ্টিপাত করেন না ঐ ব্যক্তির নামাযের প্রতি যে ব্যক্তি নামাযের রুকু এবং সিজদার মধ্যস্থলে (পূর্ণরূপে দাঁড়াইয়া) তাহার পিঠ সোজা করে না।"

মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি ইমামের সঙ্গে নামাযে শামিল হওয়ার জন্য উপস্থিত হইল, তখন ইমাম রুকু হইতে উঠিয়া গিয়াছেন; এই ক্ষেত্রে সে নামায আরম্ভ করিয়া ইমামের সঙ্গে সিজদায়ই শামিল হইবে কিন্তু সে ঐ রাকাত ইমামের সাথে পাইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে না। এমনকি যদি সে নিজে একা রুকু করিয়া সিজদায় ইমামের সঙ্গে শরীক হইয়া থাকে তবুও সেই রাকাত ইমামের সাথে পাইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে না। ইমামের সাথে রাকাত প্রাপ্তি গণ্য হওয়ার জন্য তাকবীরে তাহরীমার সহিত নিজ নামায আরম্ভ করার পর ইমামকে রুকুতে এই পরিমাণ সময় পাইতে হইবে যে, অন্তত একবার 'সুবহানাল্লাহ' বলা যায়। অন্যথায় ঐ রাকাত ইমামের সাথে পাইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে না, বরং ইমামের পরে তাহার ঐ রাকাত আদায় করিতে হইবে।

৭৮৪ (আঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

إِذَا جِئْتُمْ إِلَى الصَّلٰوةِ وَنَحْنُ سُجُودٌ فَاسْجُدُوا وَلَا تَعُدُّوهَا شَيْئًا وَمَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلٰوةَ

"(জামাতের নামাযে) আমরা সিজদারত থাকা অবস্থায় তোমরা উপস্থিত হইলে তোমরা (নামাযের তাহরীমা বাঁধিয়া) সিজদায় শামিল হও কিন্তু উহাকে (রাকাত পাওয়া) মোটেই গণ্য করিও না। যেই ব্যক্তি (ইমামের সাথে) রুকু পাইবে একমাত্র সেই নামাযের ঐ রাকাত পাইয়াছে বলিয়া সাব্যস্ত হইবে।"

৭৮৫ (আঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَفْتَرِشْ يَدَيْهِ افْتِرَاشَ الْكَلْبِ وَلْيَضُمَّ فَخِذَيْهِ

www.eelm.weebly.com

"তোমাদের কেহ সিজদায় গেলে সে কুকুরের ন্যায় হস্তদ্বয় বিছাইয়া দিবে না এবং উরুদ্বয় মিলাইয়া রাখিবে।"

❖ সাধারণ নিয়ম ইহাই যে, সিজদাবস্থায় উরুদ্বয় পরস্পর নিকটবর্তী রাখিবে। অবশ্য শারীরিক গঠনের অসুবিধায় উরুদ্বয়কে ফাঁক করিয়া রাখিতে বাধ্য হইলে তাহা ভিন্ন কথা।

মাসআলা ঃ প্রথম রাকাতে ও তৃতীয় রাকাতে দুই সিজদা আদায় করিয়া সরাসরি সোজা দাঁড়াইয়া যাইবে। উভয় সিজদা আদায়ের পর বসিয়া তারপর দাঁড়াইবে– ইহা নিয়ম নহে। হাঁ– বার্ধক্য অথবা রোগজনিত দুর্বলতা বা অসুবিধার কারণে বসিয়া তারপর দাঁড়াইলে তাহা নিয়মের তথা সুন্নাতের পরিপন্থী গণ্য হইবে না। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেশি বয়সে ঐরূপ করিয়াছেন।

৭৮৬ (তিঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَضُ فِي الصَّلٰوةِ عَلٰى صُدُوْرِ قَدَمَيْهِ

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের মধ্যে (সিজদা হইতে সরাসরি) দাঁড়াইয়া যাইতেন– উভয় পায়ের অগ্রভাগের উপর ভর করিয়া। অর্থাৎ সিজদা হইতে উঠা এবং দাঁড়ানো– ইহার মধ্যে বসিতেন না।"

❖ উল্লেখিত হাদীসে বর্ণিত নিয়মের সমর্থনে বুখারী শরীফেও হাদীস বিদ্যমান রহিয়াছে। বাংলা বুখারী শরীফে ১ম খণ্ডে ৪৭২ নং হাদীসের আলোচনা দ্রষ্টব্য। আলোচ্য হাদীসের বিপরীতও হাদীসে আছে, উহা নবীজীর বয়ঃবৃদ্ধ কালের অবস্থা।

নামাযীর সম্মুখে আড়ালের ব্যবস্থা রাখা

চলাচলের সম্ভাবনাময় স্থানে নামায পড়িতে সম্মুখে আড়াল রাখা কর্তব্য। উহা ১২ ইঞ্চি পরিমাণ উচু (হাশিয়া আবু দাউদ) এবং আঙ্গুল পরিমাণ মোটা হইলেই চলে। কোন বস্তুর স্তুপও যদি ঐ পরিমাণ উচু হয় উহা যথেষ্ট।

৭৮৭ (মোসঃ)। হাদীস– তালহা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

www.eelm.weebly.com

إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ فَلْيُصَلِّ وَلَا يُبَالِ مَنْ مَرَّ وَرَاءَ ذٰلِكَ

"তোমাদের কেহ নিজ সম্মুখে উটের পিঠে বসিবার গদির পেছনে যে এক হাত উঁচু কাষ্ঠখণ্ড থাকে উহা পরিমাণ উঁচু কোন বস্তু রাখিয়া নিলে নামায পড়িতে পারে। উক্ত বস্তুর বাহির দিয়া যাহা কিছু চলাচল করিবে উহার জন্য উৎকণ্ঠিত হইবে না।"

৭৮৮ (মোসঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

يَقْطَعُ الصَّلٰوةَ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ وَيَقِيْ ذٰلِكَ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ

"নামায ক্ষতিগ্রস্ত করে– নারী, গাধা এবং কুকুর (নামাযীর সম্মুখে দিয়া গমন করিলে)। অবশ্য উটের পিঠে গদির কাষ্ঠ খণ্ডের পরিমাণ উঁচু বস্তু সেই ক্ষতি হইতে রক্ষা করে।"

❖ নামাযের সম্মুখ দিয়া গমন করা গোনাহ; সেমতে চলাচলের জায়গায় আড়াল ব্যতিরেকে নামায পড়িলে গমনকারী ব্যক্তি বাধাগ্রস্ত হইয়া বিব্রত হইবে অথবা নামাযের সম্মুখে গমন করিয়া গোনাহগার হইবে; উভয় ক্ষেত্রে নামাযী ব্যক্তি ক্ষতির সম্মুখীন হইবে। কারণ অপরকে কষ্ট দেওয়ায় বা গোনাহে পতিত করায় নিজের গোনাহ হয়। আর যদি উল্লেখিত বস্তুত্রয়ের গমন হয় তবে নামাযের সওয়াব কমিয়া যাওয়ার কারণ দেখা দেয়- তাহাতেও নামাযী ব্যক্তির ক্ষতি হয়। নামাযী ব্যক্তির সম্মুখে উল্লেখিত শ্রেণীর আড়াল থাকিলে এই ক্ষতি হইতে বাঁচিতে পারিবে। কারণ গমনকারী আড়ালের বাহির দিয়া গমন করিতে পারিবে– গোনাহ হইবে না এবং উক্ত আড়ালের বাহির দিয়া নারী, গাধা, কুকুর গেলেও নামাযের সওয়াব কম হওয়ার হেতু সৃষ্টি হইবে না।

❖ দৃষ্টির সম্মুখে নারীর যাতায়াতে মনের একাগ্রতা স্বাভাবিকরূপেই ব্যাহত হয়; উহাতে নামাযের সওয়াব কমিয়া যায়। কুকুর ও গাধার সাথে শয়তানের সংশ্রব বেশি, অতএব উহার নৈকট্যও শয়তানের দ্বারা ওয়াসওয়াসার উদ্রেক হইবে; তাহাতে নামাযের সওয়াব কমিয়া যাইবে।

www.eelm.weebly.com

অবশ্য আড়ালের বাহিরে গমনাগমন দৃষ্টিপাতে আসিবে না– যদি নামাযের নিয়ম অনুযায়ী দৃষ্টিকে সংযত এবং সিজদার স্থানে দৃষ্টিকে নিবদ্ধ রাখা হয়।

❖ উন্মুক্ত জায়গায় অথবা গৃহে নামায পড়িতে আড়ালের ব্যবস্থা রাখিবেই, মসজিদে নামায পড়িতেও উহার ব্যবস্থা রাখিবে; যথা সাধ্য অনুযায়ী থাম বা খুঁটি বরাবর দাঁড়াইবে কিংবা চলাচলের সম্ভাবনাবিহীন জায়গায় নামায পড়িবে।

৭৮৯ (আঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَنْصِبْ عَصًا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ عَصًا فَلْيَخُطَّ خَطًّا ثُمَّ لَا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ أَمَامَهُ

"তোমাদের কেহ (চলাচলের জায়গায়) নামায পড়িলে সম্মুখ স্থলে অবশ্যই বস্তুবিশেষ রাখিয়া নিবে। উহা না থাকিলে লাঠি খাড়া করিয়া লইবে। সঙ্গে লাঠি না থাকিলে (দৃষ্টিকে সামলাইয়া রাখার নিমিত্ত চিহ্ন স্বরূপ যমীনে) রেখা আঁকিয়া নিবে। অতঃপর (উহার বাহিরে) নামাযীর সম্মুখ দিয়া যাহাই গমন করিবে তাহাতে তাহার ক্ষতি হইবে না।"

❖ রেখা লম্বায় অথবা চওড়ার দিকে সোজা বা চাঁদের আকারে আঁকিতে পারে।

৭৯০ (আঃ)। হাদীস– হযরত মেকদাদ ইবনুল আসওয়াদ (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي إِلَى عُودٍ وَلَا عَمُودٍ وَلَا شَجَرَةٍ إِلَّا جَعَلَهُ عَلَى حَاجِبِهِ الْأَيْمَنِ أَوِ الْأَيْسَرِ وَلَا يَصْمُدُ لَهُ صَمْدًا

"আমি দেখিয়াছি, যখনই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন কাষ্ঠ খণ্ড বা থাম অথবা বৃক্ষকে আড়ালরূপে সম্মুখে রাখিয়া নামায পড়িয়াছেন– উহাকে ডান বা বাম ভ্রুর বরাবরে রাখিয়াছেন। উহাকে সোজা বরাবরে রাখিয়া দাঁড়ান নাই।"

www.eelm.weebly.com

৭৯১ (আঃ)। হাদীস– সাহল ইবনে আবু হাসমা (রাযি.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন–

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى سُتْرَةٍ فَلْيَدْنُ مِنْهَا لَا يَقْطَعِ الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ

"তোমাদের কেহ সুতরা বা আড়াল সম্মুখে রাখিয়া নামায পড়িলে অবশ্যই উহার সম্ভাব্য নিকটবর্তী দাঁড়াইবে; তাহা হইলে শয়তান তাহার নামাযে ক্ষতি সাধনের প্রয়াস পাইবে না।"

❖ আড়াল হইতে দূরে দাঁড়াইলে দৃষ্টি অসংযত হইয়া উহার পরিসর অধিক হইবে; তাহাতে মনের একাগ্রতা নষ্ট করায় শয়তানের জন্য সুযোগ হইবে।

নামাযের সম্মুখ দিয়া গমনের পরিণতি

৭৯২ (মোসঃ)। হাদীস– আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينُ

"তোমাদের কেহ নামায পড়ায় থাকিলে তাহার সম্মুখ দিয়া যাওয়ার সুযোগ কাহাকেও দিবে না। যদি সে বাধা মানিতে না চায় তবে তাহার সহিত লড়াই করিবে। (অর্থাৎ নামায ভঙ্গ না হয় সেই লক্ষ্য রাখিয়া কঠোরভাবে প্রতিরোধ করিবে। বুঝিতে হইবে) তাহার সঙ্গী শয়তান তাহার সাথে (সক্রিয়) রহিয়াছে। (অন্যথায় সে এই গোনাহের কাজ করিত না।)"

৭৯৩ (আঃ)। হাদীস– গাযওয়ান (রহ.) বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি হজ্জের সফরে তাবুক এলাকায় অবতরণ করিলেন। তথায় তিনি এক পঙ্গু-চলায় অক্ষম ব্যক্তিকে দেখিলেন। তিনি তাঁহাকে তাঁহার পঙ্গু হওয়ার বিষয়টি জিজ্ঞাসা করিলেন। ঐ ব্যক্তি বলিলেন, আমি আপনাকে একটি বৃত্তান্ত শুনাইব– যাবৎ আপনি শুনিবেন, আমি জীবিত আছি তাবৎ উহা কাহারও নিকট ব্যক্তি করিবেন না। (বৃত্তান্তটি এই–)

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাবুক এলাকায় অবতরণ পূর্বক একটি খেজুর গাছ সম্মুখে রাখিয়া বলিলেন, এই দিকেই আমাদের

www.eelm.weebly.com

কেবলা– এই বলিয়া উক্ত গাছটির প্রতি (উটকে সুতরা বা আড়াল বানাইয়া) নামায আরম্ভ করিলেন। আমি ছিলাম তরুণ; আমি ঐ দিকে (অসংযতভাবে আড়ালের ভিতর দিয়া) ছুটিয়া আসিলাম এবং হযরতের (নামাযের) সম্মুখ দিয়া গমন করিলাম। (হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি নামাযে বিব্রত করিলাম, তাহাতে তিনি ভীষণ ক্ষুব্ধ হইলেন এবং) তিনি (বদদোয়া করিয়া) বলিলেন– সে আমার নামাযকে কাটিয়াছে। আল্লাহ তাহার চলন শক্তিকে কাটিয়া ফেলুক। তখন হইতে আজ পর্যন্ত আমি আমার পায়ের উপর দাঁড়াইতে সক্ষম হইলাম না।

৭৯৪ (আঃ)। হাদীস– আবু সাঈদ খুদরী (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

لَا يَقْطَعُ الصَّلٰوةَ شَيْءٌ وَادْرَءُوْا مَا اسْتَطَعْتُمْ فَاِنَّهُ شَيْطَانٌ

"কোন জিনিস (নামাযের সম্মুখ দিয়া গমন করা) নামাযকে ফাসেদ বা বিনষ্ট করে না। অবশ্য শক্তি পরিমাণ উহাতে বাধা দিতে হইবে; সে নিশ্চয় শয়তান (দ্বারা সক্রিয় রহিয়াছে)।"

৭৯৫ (ইঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

لَوْ يَعْلَمُ اَحَدُكُمْ مَالَهُ فِىْ اَنْ يَّمُرَّ بَيْنَ يَدَىْ اَخِيْهِ مُعْتَرِضًا فِى الصَّلٰوةِ كَانَ لَاَنْ يَّقِيْمَ مِائَةَ عَامٍ خَيْرٌ لَهُ مِنَ الْخُطْوَةِ الَّتِىْ خَطَاهَا

"যে ব্যক্তি স্বীয় মুসলমান ভ্রাতার সম্মুখ দিয়া তাহার নামায কাটিয়া গমন করে সে যদি ঐ কার্যের গোনাহের পরিমাণ অবগত থাকিত তবে সে একশত বৎসর দাঁড়াইয়া থাকা উত্তম গণ্য করিত ঐ পদক্ষেপ অপেক্ষা যাহা সে করিয়াছে।"

৭৯৬ (মেঃ)। হাদীস– (তাওরাত কিতাবের বিশেষজ্ঞ বিশিষ্ট তাবেয়ী) কাব আবার (রহ.) বয়ান করিয়াছেন, নামায রত ব্যক্তির সম্মুখ দিয়া গমনকারী যদি বুঝিত ইহাতে তাহার কত ক্ষতি হয় তাহা হইলে সে নামাযীর সম্মুখ দিয়া যাওয়া অপেক্ষা তাহার যমীনে ধ্বসিয়া যাওয়া উত্তম মনে করিত।

www.eelm.weebly.com

মসজিদ সম্পর্কে বিভিন্ন বয়ান

মাসআলা ঃ যে কাহারও ব্যক্তিত্বের বরা তাঁহার কবরের সম্মান উদ্দেশ্যে কোন কবরকে কেন্দ্র করিয়া মসজিদ তৈরি করা এবং ঐরূপ উদ্দেশ্যে সেই মসজিদে নামায পড়া হারাম। এমনকি নামাযে ঐ কবর বা ঐ কবরবাসীর সম্মান উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য থাকিলে শেরেকী গোনাহ হইবে। আর সম্মান উদ্দেশ্য না করিয়া নামাযে ঐ কবর বা কবরবাসীর বরকত ও ফয়েয লাভ উদ্দেশ্যে ঐরূপ করা হইলে তাহাও অনেক আলেমের মতে নিষিদ্ধ। (ফাতহুল মুলহিম)

৭৯৭ (মোসঃ)। হাদীস– জুন্দুব (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ اَنْ يَّمُوْتَ بِخَمْسٍ وَهُوَ يَقُوْلُ اِنِّيْ اَبْرَأُ اِلَى اللّٰهِ اَنْ يَّكُوْنَ لِيْ مِنْكُمْ خَلِيْلٌ فَاِنَّ اللّٰهَ قَدِ اتَّخَذَنِيْ خَلِيْلًا كَمَا اتَّخَذَ اِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلًا وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِّنْ اُمَّتِيْ خَلِيْلًا لَاتَّخَذْتُ اَبَا بَكْرٍ خَلِيْلًا اَلَا وَاِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوْا يَتَّخِذُوْنَ قُبُوْرَ اَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيْهِمْ مَسَاجِدَ اَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُوْرَ مَسَاجِدَ اِنِّيْ اَنْهَاكُمْ عَنْ ذٰلِكَ

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর মাত্র পাঁচ দিন পূর্বে তাঁহার বিশেষ উক্তি আমি শুনিয়াছি। তিনি বলিয়াছেন, তোমাদের মধ্য হইতে কেহ আমার বন্ধু– ইহার অস্বীকৃতি আমি আল্লাহর দরবারে পেশ করিতেছি। কারণ আল্লাহ তাআলা (তাহার জন্য) আমার বন্ধুত্বকে গ্রহণ করিয়াছেন; যেরূপ (তোমরা জান–) তিনি ইবরাহীম (আ.)-এর বন্ধুত্বকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। আমার উম্মতের কাহাকেও আমি আমার বন্ধু বানাইলে নিশ্চয় আমি আবু বকরকে আমার বন্ধু বানাইতাম। (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বন্ধুত্বের মধ্যে কাহাকেও আল্লাহর শরীক করিতে স্বীয় অস্বীকৃতির প্রতিজ্ঞা ঘোষণা পূর্বক উম্মতকে সতর্ক করিয়াছেন, তাঁহারা যেন অন্তত ইবাদতের মধ্যে সব রকম– এমনকি গোপন শিরকী হইতেও বিরত থাকে। সেমতেই তিনি সতর্কবাণী উচ্চারণে বলিলেন–

www.eelm.weebly.com

সাবধান! তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতগণ তাহাদের নবীগণের এবং নেককারগণের কবরকে মসজিদ বানাইত। খবরদার! তোমরা কোন কবরকে (এমনকি আমার কবরকেও) মসজিদ বানাইও না– আমি তোমাদিগকে ঐরূপ করা হইতে নিষেধ করিতেছি।"

❖ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের সর্বশেষ মুহূর্তেও এই সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন বলিয়া আয়েশা (রাযি.) এবং ইবনে আব্বাস (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন। (বুখারী ও মুসলিম শরীফ)

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং ইবরাহীম (আ.) উভয়ে আল্লাহ তাআলাকে বন্ধু বানাইয়াছিলেন এবং আল্লাহ তাআলা উভয়ের বন্ধুত্বকে গ্রহণ করিয়াছিলেন– আলোচ্য হাদীসের মর্ম এইটুকুই। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য আরও উর্ধ্বের বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে, যাহা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই ভাষায় এক হাদীসেস ব্যক্তি করিয়াছেন যে, ইবরাহীম 'খলীলুল্লাহ' অর্থাৎ তিনি আল্লাহকে বন্ধু বানাইয়াছেন, وان صاحبكم حبيب الله "পক্ষান্তরে তোমাদের নবীকে আল্লাহ বন্ধু বানাইয়াছেন।"

৭৯৮ (তিঃ)। হাদীস– ইবনে আব্বাস (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَائِرَاتِ الْقُبُوْرِ وَالْمُتَّخِذِيْنَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভিশাপ করিয়াছেন ঐ নারীদের প্রতি যাহারা কবর যিয়ারতে যায় এবং ঐ লোকদের প্রতি যাহারা কবরের উপর মসজিদ তৈরি করে এবং ঐ লোকদের প্রতি যাহারা কবরের উপর বাতি জ্বালায়।"

৭৯৯ (নাঃ)। হাদীস– আবু মারছাদ (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

لَا تُصَلُّوْا اِلَى الْقُبُوْرِ وَتَجْلِسُوْا عَلَيْهَا

"তোমরা কবরমুখী হইয়া নামায পড়িও না এবং কবরের উপর বসিও না।"

www.eelm.weebly.com

৮০০ (মেঃ)। হাদীস– আতা ইবনে ইয়াসার (রহ.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

اَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِىْ وَثَنًا يُّعْبَدُ اِشْتَدَّ غَضَبُ اللّٰهِ عَلٰى قَوْمٍ اتَّخَذُوْا قُبُوْرَ اَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ

"আয় আল্লাহ! আমার কবরকে পূজনীয় হইতে দিও না– যে উহার উপাসনা করা হয়। আল্লাহর ভীষণ গযব ঐ লোকদের প্রতি যাহারা তাহাদের নবীর কবরকে সিজদার স্থল বানায়।"

মাসআলা ঃ মসজিদের সম্মান লাঘবের সামান্যতম কাজ করা অথবা মসজিদকে নোংড়া করা গোনাহ।

৮০১ (মোসঃ)। হাদীস– আবু যর (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

عُرِضَتْ عَلَىَّ اَعْمَالُ اُمَّتِىْ حَسَنَهَا وَسَيِّئَهَا فَوَجَدْتُّ فِىْ مَحَاسِنِ اَعْمَالِهَا الْاَذٰى يُمَاطُ عَنِ الطَّرِيْقِ وَوَجَدْتُّ فِىْ مَسَاوِىْ اَعْمَالِهَا النُّخَاعَةُ تَكُوْنُ فِى الْمَسْجِدِ لَا تُدْفَنُ

"আমার উম্মতের পক্ষে নেক বা বদ পরিগণিত কার্যাবলীর বিবরণ আমাকে অবগত করা হইয়াছে। নেক আমলের বিবরণে (এই ক্ষুদ্র কাজটিও) পাইয়াছি– কষ্টদায়ক বস্তু পথ হইতে অপসারিত করা হয়। আর বদ কাজের বিবরণে (এই কাজটিও) পাইয়াছি– থুথু মসজিদে ফেলা হয় এবং (অতি প্রয়োজনে হইয়া থাকিলে তাহা অপসারণের ব্যবস্থা করা না হয় যথা বালু-জমির মসজিদ হইলে অন্তত) ঐ থুথু বালুতে পুতিয়া দেওয়া না হয়।"

মাসআলা ঃ মসজিদে কবিতা পাঠ করা অথবা জাগতিক খান্দার কোন কাজ করা কিংবা মুসল্লীদের অসুবিধা সৃষ্টির কোন কাজ করা নিষিদ্ধ।

৮০২ (তিঃ)। হাদীস– আমর ইবনুল আস (রাযি.)-এর বর্ণনা–

عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ نَهٰى عَنْ تَنَاشُدِ الْاَشْعَارِ فِى الْمَسْجِدِ وَعَنِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ فِيْهِ وَاَنْ يَتَحَلَّقَ النَّاسُ فِيْهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلٰوةِ

www.eelm.weebly.com

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করিয়াছেন, মসজিদে কবিতা পাঠ করা হইতে এবং মসজিদে ক্রয়-বিক্রয় (ইত্যাদি জাগতিক ধান্ধার কাজকর্ম) করা হইতে। আর জুমার দিন মসজিদে নামাযের পূর্বে লোকদের (সারিবদ্ধ না হইয়া) গোলাকারে বসা হইতেও নিষেধ করিয়াছেন।"

❖ কবিতার বিষয়বস্তু সাধারণত বাহুল্য ও অবাঞ্ছিত হয়– ঐরূপ কবিতা মসজিদে বিশেষভাবে নিষিদ্ধ। শরীয়তের দৃষ্টিতে উত্তম বিষয়বস্তু। কবিতা মসজিদে পাঠ করা জায়েয বলিয়া প্রমাণিত আছে।

❖ জুমার দিন মসজিদে অধিক লোকের সমাগম হয় এবং নামাযের বেশি পূর্বে লোকের আগমন হয় ঐ দিন সুশৃঙ্খলরূপে সারিবদ্ধ হইয়া না বসিলে আগন্তুক মুসল্লীদের জন্য কষ্টের কারণ হইবে।

মাসআলা ঃ নিছক জাগতিক বিষয়াবলীর প্রচার ও তৎপরতা মসজিদে চালানো জায়েয নহে। যেমন নিজের হারানো বস্তু পাইবার জন্য মসজিদে উহার প্রচার করা নিষিদ্ধ। প্রয়োজন হইলে মসজিদের বাহিরে মসজিদের গেইটে করিবে।

৮০৩ (মোসঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يَنْشُدُ ضَالَّةً فِى الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلْ لَا رَدَّهَا اللّٰهُ عَلَيْكَ فَاِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهٰذَا

"কোন ব্যক্তিকে মসজিদে তাহার হারানো বস্তু পাওয়ার জন্য প্রচার করিতে শুনিলে– শ্রোতার কর্তব্য হইবে তাহার প্রতি এইরূপ বদদোয়া (প্রয়োগ পূর্বক তাহাকে বিরত) করা– আল্লাহ তোমার হারানো বস্তু ফিরাইয়া না দিন। কারণ মসজিদসমূহ এইরূপ কাজের জন্য তৈরি করা হয় না।"

৮০৪ (মোসঃ)। হাদীস– বুরায়দা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

اِنَّ رَجُلًا نَشَدَ فِى الْمَسْجِدِ فَقَالَ مَنْ دَعَا اِلَى الْجَمَلِ الْاَحْمَرِ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا وَجَدْتَّ اِنَّمَا بُنِىَ الْمَسَاجِدُ لِمَا بُنِيَتْ لَهٗ

"এক ব্যক্তি তাহার হারানো উট পাওয়ার জন্য মসজিদের মধ্যে উহার প্রচারে বলিল, লাল রঙ্গের একটি (হারানো) উটের সংবাদদাতা কেহ আছেন

www.eelm.weebly.com

কি? তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, (খোদা যেন এরূপ করেন যে,) তুমি উহা না পাও। মসজিদসমূহ তো একমাত্র ঐ কাজের জন্য বানানো হইয়াছে যাহা সকলেই অবগত আছে।"

মাসআলা ঃ মসজিদকে অতিশয় সাজসজ্জায় অলঙ্কৃত করা নিতান্ত অবাঞ্ছিত ও নিষিদ্ধ। বিস্তারিত বিবরণ বাংলা বুখারী শরীফ ১ম খণ্ড দ্রষ্টব্য।

৮০৫ (আঃ)। হাদীস– ইবনে আব্বাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

مَا أُمِرْتُ بِتَشْيِيدِ الْمَسَاجِدِ

"মসজিদকে অতিশয় জাঁকজমকপূর্ণ ও অতিরিক্ত উচ্চ করার আদেশ আমাকে করা হয় নাই।"

৮০৬ (আঃ)। হাদীস– আনাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتّٰى يَتَبَاهَى النَّاسُ فِى الْمَسَاجِدِ

"কিয়ামতের পূর্বে অবশ্যই (এইরূপ কুসংস্কারের প্রাদুর্ভাব হইবে যে,) লোকেরা মসজিদের (জাঁকজমক ও চাকচিক্যের) ব্যাপার লইয়াও পরস্পর গর্ব দেখাইবে।"

৮০৭ (ইঃ)। হাদীস– ইবনে আব্বাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

أُرَاكُمْ سَتُشْرِفُونَ مَسَاجِدَكُمْ كَمَا أَشْرَفَتِ الْيَهُودُ كَنَائِسَهَا وَكَمَا أَشْرَفَتِ النَّصَارٰى بِيَعَهَا

"আমার ধারণা– অচিরেই তোমরা (অতিরিক্ত বাগাড়ম্বারে লিপ্ত হইবে। যথা) তোমাদের মসজিদসমূহকে (উহার মূল উদ্দেশ্য ইবাদত-বন্দেগী শূন্য রাখিয়া শুধু উহাকে বাহ্যিক আকৃতিতে) অতি উচ্চ অট্টালিকা বানাইবে যেরূপে ইহুদীরা তাহাদের উপাসনালয়গুলোকে অতি উচ্চ অট্টালিকা বানাইয়া থাকে এবং খ্রিস্টানগণ তাহাদের গীর্জাঘরগুলোকে অতি উচ্চ বানাইয়া থাকে।"

www.eelm.weebly.com

৮০৮ (ইঃ)। হাদীস– ওমর (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

مَا سَاءَ عَمَلُ قَوْمٍ قَطُّ إِلَّا زَخْرَفُوا مَسَاجِدَهُمْ

"কোন জাতির যখনই আমল খারাপ হইয়াছে (ইবাদত-বন্দেগী তাহাদের ছুটিয়া গিয়া শুধু বাগাড়ম্বর ও আনুষ্ঠানিকতা তাহাদেরে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে) তখনই তাহারা তাহাদের মসজিদসমূহকে জাঁকজমকপূর্ণ ও চাকচিক্যময় করায় লিপ্ত হইয়াছে।"

মাসআলা ঃ মসজিদ তৈরি করায় শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনই উদ্দেশ্য হওয়া চাই। সুনাম-সুখ্যাতি, গর্ব ইত্যাদি অন্য কোন ধ্যান-খেয়াল থাকা চাই না, তবেই উহার প্রতিদান লাভ হইবে। অন্যথায় আল্লাহ তাআলার নিকট হইতে কোন প্রতিদানই লাভ হইবে না। আল্লাহর উদ্দেশ্যে হইলে উহার প্রতিদান অনেক বড়।

৮০৯ (ইঃ)। হাদীস– জাবের (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

مَنْ بَنَى مَسْجِدًا لِلّٰهِ كَمَفْحَصِ قَطَاةٍ أَوْ أَصْغَرَ بَنَى اللّٰهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ

"যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন উদ্দেশ্যে মসজিদ তৈরি করিবে যদিও উহা 'কাতাত' পাখির বাসার ন্যায় বা আরও ছোট হয়– আল্লাহ তাআলা তাহার জন্য বেহেশতে বিশেষ গৃহ তৈরি করিবেন।"

❖ পাখীর বাসার ন্যায় অর্থাৎ যত ছোটই হউক অথবা ইহার অর্থ এই যে, মসজিদ তৈরির ব্যয়ে ঐ পরিমাণ সামান্য অংশের শরীক হইয়া থাকে– যথা একখানা ইটের মূল্য দান করিয়াছে।

মাসআলা ঃ পাড়ায় পাড়ায় মসজিদ তৈরি করিবে।

৮১০ (আঃ)। হাদীস– আয়েশা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে–

أَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبِنَاءِ الْمَسَاجِدِ فِي الدُّوْرِ وَأَنْ تُنَظَّفَ وَتُطَيَّبَ

www.eelm.weebly.com

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাড়ায় পাড়ায় মসজিদ তৈরির আদেশ করিয়াছেন। মসজিদসমূহকে পাক-পবিত্র এবং সুগন্ধময় রাখারও আদেশ করিয়াছেন।"

৮১১ (আঃ)। হাদীস– হযরত ছামুরা (রাযি.) স্বীয় পুত্রগণের নিকট পত্রে লিখিয়াছিলেন–

إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا بِالْمَسَاجِدِ أَنْ نَصْنَعَهَا فِيْ دُوْرِنَا وَنُصْلِحُ صَنْعَتَهَا وَنُطَهِّرَهَا

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে মসজিদ তৈরির আদেশ করিতেন– আমরা যেন পাড়ায় পাড়ায় মসজিদ তৈরি করি, মসজিদ-সমূহকে ভালভাবে তথা মজবুতরূপে তৈরি করি এবং উহাকে পাক-পবিত্র রাখি।"

মাসআলা ঃ প্রয়োজন ক্ষেত্রে মসজিদে বাতি বা উহার তৈল দেওয়া বিশেষ সওয়াবের কাজ। কিন্তু যেই মসজিদে ঐরূপ বাতির কোনই প্রয়োজন হয় না সেই ক্ষেত্রে শুধু রেওয়াজ হিসেবে মোমবাতি বা তৈল দিবে না; উহাকে সওয়াব হওয়ার কথা নয়।

৮১২ (আঃ)। হাদীস– নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতগার (নাম তাহার) মায়মুনা (রাযি.) একদা বলিলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! বায়তুল মোকাদ্দাস সম্পর্কে আমাদের করণীয় কাজ বলিয়া দিন। সেমতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

اِئْتُوْهُ فَصَلُّوْا فِيْهِ وَكَانَتِ الْبِلَادُ اِذْ ذَاكَ حَرْبًا فَاِنْ لَمْ تَأْتُوْهُ وَتُصَلُّوْا فِيْهِ فَابْعَثُوْا بِزَيْتٍ يُسْرَجُ فِيْ قَنَادِيْلِهِ

"(সুযোগ হইলে) তোমরা বায়তুল মোকাদ্দাস মসজিদে যাও এবং তথায় নামায পড়। ঐ সময় উক্ত মসজিদের এলাকা কাফের কবলিত ছিল। (তাই হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন,) যদি ঐ মসজিদে যাইতে এবং নামায পড়িতে না পার তবে উহার জন্য তৈল পাঠাইয়া দাও, যাহা দ্বারা উহার বাতি জ্বালানো হইবে।"

www.eelm.weebly.com

মাসআলা ঃ মসজিদে ব্যবহৃত আছে এইরূপ কোন বস্তু যথাসম্ভব মসজিদ হইতে অপসারিত করা চাই না।

৮১৩ (আঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন–

إِنَّ الْحَصَاةَ لَتُنَاشِدُ الَّذِىْ يُخْرِجُهَا مِنَ الْمَسْجِدِ

"(মসজিদে বিছানো কাঁকর হইতে) কোন একটি কাঁকরকে কেহ মসজিদ হইতে বাহির করিতে চাহিলে কাঁকরটি আল্লাহর দোহাই দিয়া তাহাকে অনুরোধ করে উহা বাহির না করার জন্য।"

❖ মসজিদ এতই বরকতপূর্ণ স্থান যে, জড়বস্তু পর্যন্ত তথায় অবস্থানকে ভালবাসিয়া থাকে।

মাসআলা ঃ মসজিদকে ঝাড়ু দেওয়া তথা অবাঞ্ছিত বস্তু মসজিদ হইতে অপসারণ করা চাই।

৮১৪ (আঃ)। হাদীস– আনাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

عُرِضَتْ عَلَىَّ أُجُوْرُ أُمَّتِىْ حَتَّى الْقَذَاةِ يُخْرِجُهَا الرَّجُلُ مِنَ الْمَسْجِدِ وَعُرِضَتْ عَلَىَّ ذُنُوْبُ أُمَّتِىْ فَلَمْ أَرَ ذَنْبًا أَعْظَمَ مِنْ سُوْرَةٍ الْقُرْاٰنِ أَوْ اٰيَةٍ أُوْتِيَهَا رَجُلٌ ثُمَّ نَسِيَهَا

"আমার উম্মতের সওয়াবের কাজসমূহের ফিরিস্তি আমার সম্মুখে উপস্থিত করা হইয়াছে। (উহাতে বড়-ছোট সব রকম সওয়াবের কার্যাবলীরই উল্লেখ ছিল) এমনকি মসজিদ হইতে কোন ব্যক্তি একটি খড়কুটা অপসারণ করে তাহাও উহাতে উল্লেখ ছিল। গোনাহের কাজসমূহের ফিরিস্তিও উপস্থিত করা হইয়াছে। উহাতে ইহা অপেক্ষা বড় গোনাহ দেখি নাই যে, এক ব্যক্তিকে কুরআন শরীফের কোন সূরা বা আয়াত (শিক্ষা করার নেয়ামত) প্রদান করা হইয়াছে, অতঃপর সে (উহার প্রতি অবহেলা এবং অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া) উহা ভুলিয়া গিয়াছে– হৃদয়পট হইতে উহাকে মুছিয়া ফেলিয়াছে। (এমনকি দেখিয়া-শুনিয়াও পড়িতে সক্ষম হয় না।)

www.eelm.weebly.com

৮১৫ (ইঃ)। হাদীস– আবু সাঈদ খুদরী (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

مَنْ اَخْرَجَ اَذًى مِّنَ الْمَسْجِدِ بَنَى اللّٰهُ لَهٗ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ

"যে ব্যক্তি মসজিদ হইতে কোন একটি অবাঞ্ছিত বস্তু অপসারিত করিবে আল্লাহ তাআলা তাহার জন্য বেহেশতে একটি ঘর তৈরি করিবেন।"

❖ মসজিদের খেদমত করায় মসজিদ তৈরির সওয়াব লাভ হয়।

মাসআলা ঃ মসজিদে প্রবেশ করিতে এবং মসজিদ হইতে বাহির হওয়ায় দোয়া পড়িতে হয়– যাহার বিবরণ নিম্নে বর্ণিত হাদীসে রহিয়াছে।

৮১৬ (তিঃ)। হাদীস– ফাতেমা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ صَلّٰى عَلٰى مُحَمَّدٍ وَسَلَّمَ وَقَالَ رَبِّ اغْفِرْلِىْ ذُنُوْبِىْ وَافْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَاِذَا خَرَجَ صَلّٰى عَلٰى مُحَمَّدٍ وَسَلَّمَ وَقَالَ رَبِّ اغْفِرْلِىْ ذُنُوْبِىْ وَافْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ فَضْلِكَ

অর্থাৎ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে প্রবেশ করিতে দরূদ ও সালাম পড়িয়া বিশেষ দোয়া পড়িতেন এবং মসজিদ হইতে বাহির হওয়ায়ও দরূদ ও সালাম পড়িয়া বিশেষ দোয়া পড়িতেন।

৮১৭ (ইঃ)। হাদীস– ফাতেমা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَقُوْلُ بِسْمِ اللّٰهِ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ ... ... وَاِذَا خَرَجَ قَالَ بِسْمِ اللّٰهِ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ ... ...

অর্থাৎ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মসজিদে প্রবেশ করায় এবং বাহির হওয়ায় দোয়া পড়িতে বিসমিল্লাহও পড়িতেন।

৮১৮ (ইঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

www.eelm.weebly.com

إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ وَلْيَقُلْ اَللّٰهُمَّ ...

... وَإِذَا خَرَجَ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ وَلْيَقُلْ اَللّٰهُمَّ اعْصِمْنِيْ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

❖ উল্লেখিত হাদীসত্রয়ের সমষ্টিতে মসজিদে প্রবেশ করার সময় এইরূপে দোয়া পড়া প্রমাণিত হয়।

بِسْمِ اللّٰهِ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ ذُنُوْبِيْ وَافْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

বিসমিল্লাহি ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা রাসূলিল্লাহি আল্লাহুম্মাগ ফিরলী জুনুবী ওয়াফ তাহলী আবওয়াবা রাহমাতিকা।

অর্থ– আল্লাহর নাম লইয়া প্রবেশ করিতেছি, দরূদ ও সালাম আল্লাহর রসূলের প্রতি। আয় আল্লাহ! আমার সমস্ত গোনাহ মাফ করিয়া দিন এবং আমার জন্য রহমতের দ্বার খুলিয়া দিন।

মসজিদ হইতে বাহির হওয়ার সময় এই দোয়া প্রমাণিত হয়।

بِسْمِ اللّٰهِ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ ذُنُوْبِيْ وَافْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ فَضْلِكَ اَللّٰهُمَّ اعْصِمْنِيْ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

বিসমিল্লাহি ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা রাসূলিল্লাহি আল্লাহুম্মাগ ফিরলী জুনুবী ওয়াফ তাহলী আবওয়াবা ফাদলিকা আল্লাহুম্মা আছিমনী মিনাশ শায়তানির রাজীম।

অর্থ– আল্লাহর নাম লইয়া বাহির হইতেছি, দরূদ এবং সালাম আল্লাহর রসূলের প্রতি। আয় আল্লাহ! আমার সমস্ত গোনাহ মাফ করিয়া দিন এবং আমার জন্য আপনার দানের দ্বারসমূহ খুলিয়া দিন। আয় আল্লাহ! আমাকে বিতাড়িত শয়তান হইতে বাঁচাইয়া রাখিবেন।

৮১৯ (আঃ)। হাদীস– আমর ইবনুল আস (রাযি.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন–

www.eelm.weebly.com

كَانَ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ قَالَ أَعُوْذُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - قَالَ فَإِذَا قَالَ ذٰلِكَ قَالَ الشَّيْطَانُ حُفِظَ مِنِّيْ سَائِرَ الْيَوْمِ

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে প্রবেশ করিয়া এই দোয়া পড়িতেন– আউজু বিল্লাহিল আযীম, ওয়া বিওয়াজহিহিল কারীম, ওয়া সুলতানিহিল কাদীম, মিনাশ শায়তানির রাজীম।

অর্থ– আমি আশ্রয় গ্রহণ করি মহান আল্লাহর ও তাঁহার দয়ালু সত্ত্বার এবং তাঁহার অনাদি ক্ষমতার– বিতাড়িত শয়তান হইতে।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, কোন ব্যক্তি এই দোয়া পাঠ করিলে শয়তান বলিয়া থাকে, এই ব্যক্তি আমার (অনিষ্ট) হইতে সারা দিনের জন্য সুরক্ষিত হইয়া গেল।

মাসআলা ঃ ঘর হইতে বাহির হইয়া মসজিদের দিকে চলিবার সময় নিম্নবর্ণিত হাদীসের দোয়াটি পাঠ করা উত্তম।

৮২০ (ইঃ)। হাদীস– আবু সাঈদ খুদরী (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যে কোন ব্যক্তি নামাযের জন্য ঘর হইতে বাহির হইয়া চলিবার সময় এই (নিম্নবর্ণিত) দোয়াটি পাঠ করিবে আল্লাহ তাআলা তাহার প্রতি (বিশেষ রহমতের) দৃষ্টি দান করিবেন এবং সত্তর হাজার ফেরেশতা তাহার মাগফিরাতের দোয়া করিবেন।

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْئَلُكَ بِحَقِّ السَّائِلِيْنَ عَلَيْكَ وَأَسْئَلُكَ بِحَقِّ مَمْشَايَ هٰذَا فَإِنِّيْ لَمْ أَخْرُجْ أَشَرًا وَّلَا بَطَرًا وَّلَا رِيَاءً وَّلَا سُمْعَةً وَخَرَجْتُ اتِّقَاءَ سَخَطِكَ وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِكَ فَأَسْئَلُكَ أَنْ تُعِيْذَنِيْ مِنَ النَّارِ وَأَنْ تَغْفِرَلِيْ ذُنُوْبِيْ إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ

অর্থ– আয় আল্লাহ! আমি আপনার নিকট ভিক্ষা চাই ঐ দাবির উসিলা বা সূত্র ধরিয়া যেই দাবির সুযোগ আপনি নিজের উপর ভিক্ষুকের জন্য রাখিয়াছেন এবং আমি ভিক্ষা চাই আমার এই চলার (বিনিময়ের) দাবির

www.eelm.weebly.com

উসিলা ধরিয়া– কারণ আমি গর্ব দেখাইবার জন্য বাহির হই নাই, অহঙ্কার দেখাইবার জন্য বাহির হই নাই, লোক দেখানো বা সুনাম লাভ উদ্দেশ্যে বাহির হই নাই। আমি বাহির হইয়াছি আপনার অসন্তুষ্টি হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য এবং আপনার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য।

আপনার নিকট আমি এই ভিক্ষা চাই যে, আপনি আমাকে দোযখ হইতে পানাহ ও আশ্রয় দান করিবেন এবং আমার সমস্ত গোনাহ মাফ করিয়া দিবেন। ইহা ধ্রুব সত্য যে, আপনি ভিন্ন কেহ গোনাহ মাফ করিতে পারে না।

মসজিদে নিষিদ্ধ কার্যাবলীর বয়ান

৮২১ (ইঃ)। হাদীস– ইবনে ওমর (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

خِصَالٌ لَا تَنْبَغِىْ فِى الْمَسْجِدِ لَا يُتَّخَذُ طَرِيْقًا وَلَا يُشْهَرُ فِيْهِ سِلَاحٌ وَلَا يُقْبَضُ فِيْهِ بِقَوْسٍ وَلَا يُنْتَثَرُ فِيْهِ نَبْلٌ وَلَا يُمَرُّ فِيْهِ بِلَحْمٍ نَيِّئٍ وَلَا يُضْرَبُ فِيْهِ حَدٌّ وَلَا يُقْتَصُّ فِيْهِ اَحَدٌ وَلَا يُتَّخَذُ سُوْقًا

"কতিপয় কাজ যাহা মসজিদে করা মোটেই সঙ্গত নহে। মসজিদকে চলাচলের পথ বানাইবে না, মসজিদে কোন অস্ত্র উন্মুক্ত বা প্রস্তুত অবস্থায় বহন করিবে না, মসজিদে তীর ফিট করা ধনুক হাতে উঠাইবে না, উন্মুক্ত তীর লইয়া চলিবে না, মসজিদে (রক্ত ঝরে এরূপ) কাঁচা গোশত লইয়া চলিবে না, মসজিদে কাহারও উপর দণ্ড প্রয়োগ করিবে না (পেশাব-পায়খানা হওয়ার আশঙ্কা আছে)। মসজিদে কাহারও প্রাণদণ্ড কার্যকরী করিবে না, মসজিদকে বাজার (কোন বস্তু ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্র) বানাইবে না।"

৮২২ (ইঃ)। হাদীস– ওয়াসিলা ইবনুল আসকা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

جَنِّبُوْا مَسَاجِدَكُمْ صِبْيَانَكُمْ وَمَجَانِيْنَكُمْ وَشِرَائَكُمْ وَبَيْعَكُمْ وَخُصُوْمَاتِكُمْ وَاِقَامَةَ حُدُوْدِكُمْ وَسَلَّ سُيُوْفِكُمْ وَاتَّخِذُوْا عَلٰى اَبْوَابِهَا الْمَطَاهِرَ وَجَمِّرُوْهَا فِى الْجُمَعِ

www.eelm.weebly.com

"শিশুদেরকে এবং পাগলদেরকে মসজিদসমূহ হইতে দূরে রাখিও। ক্রয়-বিক্রয়, ঝগড়া-বিবাদ, দণ্ড প্রয়োগ এবং উন্মুক্ত তরবারীও মসজিদসমূহ হইতে দূরে রাখিও। মসজিদের দরওয়াজায় পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা হাসিলের সুব্যবস্থা রাখিও এবং জুমার দিনসমূহে (বিশেষভাবে) সুগন্ধির ধুনী দেওয়ার ব্যবস্থা রাখিও।"

❖ পেশাব-পায়খানার দ্বারা মসজিদ অপবিত্র করার আশঙ্কা না থাকে এবং শিশুর শরীর ও কাপড় ইত্যাদি পাক-পবিত্র থাকে এইরূপ ক্ষেত্রে শিশুকে মসজিদে নেওয়ার অনুমতি আছে।

মাসআলা ঃ মসজিদে বসিয়া দুনিয়াদারীর কথাবার্তা বলা নিষেধ।

৮২৩ (মোসঃ)। হাদীস– হাসান (রহ.) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

يَأْتِىْ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَكُوْنُ حَدِيْثُهُمْ فِىْ مَسَاجِدِهِمْ فِىْ اَمْرِ دُنْيَاهُمْ فَلَا تُجَالِسُوْهُمْ فَلَيْسَ لِلّٰهِ فِيْهِمْ حَاجَةٌ

"লোকদের সম্মুখে এমন যুগ আসিবে যে, তাহাদের দুনিয়ার কথাবার্তা মসজিদে হইয়া থাকিবে। ঐ শ্রেণীর লোকের সাথে বসিবে না; তাহাদের সঙ্গে আল্লাহ তাআলার কোন সম্পর্ক নাই।"

৮২৪ (মেঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

مَنْ جَاءَ مَسْجِدِىْ هٰذَا لَمْ يَأْتِ اِلَّا لِخَيْرٍ يَتَعَلَّمُهُ اَوْ يُعَلِّمُهُ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُجَاهِدِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَمَنْ جَاءَ لِغَيْرِ ذٰلِكَ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ يَنْظُرُ اِلٰى مَتَاعِ غَيْرِهٖ

"যে ব্যক্তি আমার মসজিদে আসিবে কেবলমাত্র ভাল কাজের উদ্দেশ্যে– যাহা সে শিক্ষা করিবে বা শিক্ষা দিবে। সে আল্লাহর দ্বীনের জন্য জিহাদকারী তুল্য পরিগণিত হইবে। আর যে অন্য রকম কাজের জন্য আসিবে সে ঐ ব্যক্তি তুল্য যে (নিজে কিছু লাভের চেষ্টা না করিয়া শুধু) পরের জিনিসের প্রতি তাকাইতে থাকে।"

www.eelm.weebly.com

মাসআলা ঃ মসজিদের নিকট দিয়া যাইতে তথায় নামায পড়িয়া যাওয়া উত্তম।

৮২৫ (নাঃ)। হাদীস– আবু সাঈদ ইবনুল মুয়াল্লা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ে (আমাদের অভ্যাস ছিল) আমরা সকাল বেলায় বাজারে যাইতাম; তখন মসজিদের নিকট দিয়া যাইতে আমরা তথায় নামায পড়িতাম।

মাসআলা ঃ মসজিদের নিকট দিয়া যাইতে বা কোন প্রয়োজনে মসজিদে গেলে বিশেষ যিকিরের বাক্য পাঠ করা চাই।

৮২৬ (মেঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

إِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوْا قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا رِيَاضُ الْجَنَّةِ قَالَ الْمَسَاجِدُ قِيْلَ وَمَا الرَّتْعُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ

"তোমরা যখন বেহেশতের বাগানের নিকট দিয়া যাইবে তখন উহার ফল খাইও। জিজ্ঞাসা করা হইল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! (ইহজগতে) বেহেশতের বাগান কি? হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, মসজিদসমূহ (বেহেশতের বাগান)। আরও জিজ্ঞাসা করা হইল, উহার ফল খাওয়া (অর্থ) কি? ইয়া রাসূলাল্লাহ! হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন– "সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদু লিল্লাহি ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" পাঠ করা।"

মাসআলা ঃ নামাযের অধিক পূর্বে মসজিদে আসিয়া নামাযের অপেক্ষা রত বসিয়া থাকা অনেক সওয়াবের কাজ।

৮২৭ (তিঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

لَا يَزَالُ اَحَدُكُمْ فِىْ صَلَاةٍ مَادَامَ يَنْتَظِرُهَا

"তোমাদের প্রত্যেক ব্যক্তি নামায রত গণ্য হয় যাবৎ সে নামাযের অপেক্ষায় থাকে।"

www.eelm.weebly.com

৮২৮ (আঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

لَا يَزَالُ اَحَدُكُمْ فِىْ صَلٰوةٍ مَا كَانَتِ الصَّلٰوةُ تَحْبِسُهُ لَا يَمْنَعُهُ اَنْ يَنْقَلِبَ اِلٰى اَهْلِهِ اِلَّا الصَّلٰوةُ

'তোমাদের প্রত্যেকে নামাযরত গণ্য হয় যাবৎ নামায তাহাকে আটকাইয়া রাখে। বাড়িতে চলিয়া আসায় একমাত্র নামাযই তাহাকে বাধা দেয়।'

মাসআলা ঃ নামাযান্তে মসজিদে বিলম্ব করায় অনেক গোনাহ মাফ হয়।

৮২৯ (মেঃ)। হাদীস– উসমান ইবনে মাজউন (রাযি.) বলিলেন–

يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ائْذَنْ لَنَا فِى الْاِخْتِصَاءِ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَصٰى وَلَا اخْتَصٰى اِنَّ خِصَاءَ اُمَّتِىْ الصِّيَامُ فَقَالَ ائْذَنْ لَنَا فِى السِّيَاحَةِ فَقَالَ اِنَّ سِيَاحَةَ اُمَّتِىْ الْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَقَالَ ائْذَنْ لَنَا فِى التَّرَهُّبِ فَقَالَ اِنَّ تَرَهُّبَ اُمَّتِىْ الْجُلُوْسُ فِى الْمَسَاجِدِ انْتِظَارَ الصَّلٰوةِ

ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদেরে (কামরিপু দমনার্থে) খাসি হইয়া যাওয়ার অনুমতি দান করুন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি মানুষকে খাসি বানায় অথবা নিজে খাসি হয় সে আমার উম্মত হইতে খারিজ। আমার উম্মতের জন্য খাসি হওয়ার (বিকল্প) পন্থা রোযা রাখা। (কামরিপু দমনের প্রয়োজন দেখা দিলে রোযা রাখিতে থাকিবে।)

উসমান (রাযি.) অতঃপর বলিলেন, আমাদেরে দুনিয়ার লিপ্ততা ত্যাগে ভবঘোরা হওয়ার অনুমতি দিন। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমার উম্মতের জন্য ভবঘোরা হওয়ার (বিকল্প) পন্থা হইল– আল্লাহর দ্বীনের জন্য জিহাদে আত্মনিয়োগ করা।

আবার বলিলেন, আমাদেরে সংসার ত্যাগে বৈরাগ্য অবলম্বনের অনুমতি দিন। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমার উম্মতের জন্য

www.eelm.weebly.com

সংসার ত্যাগ অবলম্বনের (কাল্পনিক পুণ্য অপেক্ষা অধিক এবং বাস্তব পুণ্য লাভ করার বিকল্প) পন্থা হইল, নামাযের অপেক্ষায় মসজিদে বসিয়া থাকা।

৮৩০ (মেঃ)। হাদীস– ইবনে আব্বাস (রাযি.) ও মুয়াজ ইবনে জাবাল (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বয়ান করিয়াছেন, একদা আমার (স্বপ্নে) আল্লাহ তাআলার দর্শন লাভ হইল; মহামহিম আল্লাহ আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন–

يَا مُحَمَّدُ هَلْ تَدْرِىْ فِيْمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْاَعْلٰى قُلْتُ نَعَمْ فِى الْكَفَّارَاتِ وَالْكَفَّارَاتُ الْمَكْثُ فِى الْمَسَاجِدِ بَعْدَ الصَّلَوَاتِ وَالْمَشْىُ عَلَى الْاَقْدَامِ اِلَى الْجَمَاعَاتِ وَاِبْلَاغُ الْوُضُوْءِ فِى الْمَكَارِهِ وَمَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ عَاشَ بِخَيْرٍ وَمَاتَ بِخَيْرٍ وَكَانَ مِنْ خَطِيْئَتِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ اُمُّهُ - وَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اِذَا صَلَّيْتَ فَقُلْ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ وَحُبَّ الْمَسَاكِيْنِ فَاِذَا اَرَدْتَّ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِىْ اِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُوْنٍ قَالَ وَالدَّرَجَاتِ اِفْشَاءُ السَّلَامِ وَاِطْعَامُ الطَّعَامِ وَالصَّلٰوةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسِ نِيَامٌ

"হে মুহাম্মদ (সা.)! কোন আমল (এত অধিক মর্তবা ও মর্যাদার যে, উহা লিখিবার প্রতিযোগিতা) সম্পর্কে শীর্ষস্থানীয় ফেরেশতাগণের মধ্যে বিবাদ (রূপী অবস্থা) সংঘটিত হইয়া থাকে? আমি (আল্লাহ তাআলারই তাৎক্ষণিক প্রদত্ত জ্ঞান লাভে) বলিলাম, হাঁ– (শীর্ষস্থানীয় ফেরেশতাগণের মধ্যেও ঐসব নেক আমল লেখার ব্যাপারে বিবাদ আকারের প্রতিযোগিতা হইয়া থাকে) যেসব নেক আমলকে আল্লাহ তাআলা বান্দার গোনাহ বিলুপ্ত করার জন্য নির্ধারিত করিয়া রাখিয়াছেন। গোনাহ বিলুপ্তকারী আমলসমূহ হইল– মসজিদের মধ্যে নামাযসমূহের পর বিলম্ব করা, নামাযের জামাতে শরীক হওয়ার জন্য পায়ে হাটিয়া যাওয়া এবং কষ্ট ও কঠিন হওয়ার ক্ষেত্রেও (যথা শীতকালেও) অযুর (অঙ্গসমূহে) পানি পূর্ণ ও যথেষ্টরূপে পৌছানো। এইসব আমল যে করিবে (তাহার গোনাহ তো বিলুপ্ত হইবেই, এতদ্ভিন্ন) সে (অন্তত

www.eelm.weebly.com

পরকালের দিক দিয়া এবং মানসিকভাবে) মঙ্গলময় জীবন যাপন করিবে, মঙ্গলের সহিত মরিবে এবং গোনাহ (বিলুপ্ত হওয়ায় উহা) হইতে সে পাক-পবিত্র হইয়া মাতৃগর্ভ হইতে জন্ম লাভ করার দিনের ন্যায় হইয়া যাইবে।

আল্লাহ তাআলা আরও বলিলেন, হে মুহাম্মদ (সা.)! নামায শেষ করিয়া আপনি এই দোয়া করিবেন– (যাহার অর্থ) আয় আল্লাহ! আমি আপনার নিকট শক্তি-সামর্থ চাই ভাল কাজ করার, মন্দ কাজ পরিহার করার এবং মিসকীনদেরকে ভালবাসার। আর আপনার বান্দাদের (দ্বীন-ঈমানের) বিপর্যয় যখন (এই পর্যায়ে পৌছিয়া যায় যে, তাহাদের উহা হইতে উদ্ধারের ইচ্ছা না করিয়া উহাতে ফেলিয়া রাখাই) আপনি চাহেন ও ইচ্ছা করেন তখন আপনি আমাকে বিপর্যয়মুক্ত অবস্থায় আপনার দিকে উঠাইয়া নিবেন।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, উচ্চ মর্যাদা লাভ হয় এই শ্রেণীর কতিপয় আমল লেখার ব্যাপারেও শীর্ষস্থানীয় ফেরেশতাগণের বিবাদ (আকারের প্রতিযোগিতা) হয়। তাহা হইল– সালামের আদান-প্রদান বেশি করা, (আল্লাহর সন্তুষ্টির স্থলে) খাদ্য খাওয়ানো এবং রাত্রি বেলায় যখন (সাধারণত) লোকেরা শুইয়া থাকে তখন উঠিয়া নামায পড়া।"

❖ নেক আমল লেখার কাজে নিয়োজিত বহু সংখ্যক ফেরেশতা রহিয়াছেন। উত্তম ও বড় নেক কাজ লেখায় তাঁহাদের প্রত্যেকেই উৎসাহিত হন, তাই উহা লেখায় তাঁহাদের প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হইয়া পড়ে, এমনকি সেই প্রতিযোগিতা ক্ষেত্রবিশেষে বিবাদের আকার ধারণ করে। অর্থাৎ বিবাদ তো মোটেই নয়, অবশ্য প্রতিযোগিতা হয় অতি প্রবল। যেরূপ বাসে বা গাড়িতে অধিক যাত্রী উঠিবার ক্ষেত্রে উহার দরওয়াজায় ভীষণ ভিড় হয়– দূর হইতে দেখা যায়, তাহারা বিবাদ ও মারামারিতে লিপ্ত অথচ সেখানে বিবাদ ও মারামারি মোটেই নয়, বরং একে অপরের আগে আসন সংগ্রহের প্রবল প্রতিযোগিতা মাত্র।

❖ বেঈমান-নাফরমানীর চরম পর্যায় এই যে, সৎপথে চলার খোদা-প্রদত্ত ইচ্ছাশক্তিকেও মানুষ খর্ব করিয়া দেয়– ঐ পর্যায়ের লোককে কুপথ হইতে উদ্ধারের ইচ্ছা না করা আল্লাহ তাআলার সাধারণ নিয়ম। যেরূপ রোগী যদি কুপথ্য খাইতে খাইতে সুস্থ হওয়ার যোগ্যতাই খর্ব করিয়া ফেলে তবে প্রকৃত চিকিৎসক ঐ রোগীর চিকিৎসা করিতে মোটেই ইচ্ছা করেন না।

www.eelm.weebly.com

মাসআলা ঃ মসজিদে নামাযের জন্য যাতায়াত রাখা এবং মসজিদের তত্ত্বাবধান করা উত্তম ঈমানদার হওয়ার পরিচয়।

৮৩১ (মেঃ)। হাদীস– আবু সাঈদ খুদরী (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَتَعَاهَدُ الْمَسْجِدَ فَاشْهَدُوا لَهُ بِالْإِيمَانِ فَإِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَقُولُ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّٰهِ مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

"তোমরা যদি কোন ব্যক্তিকে দেখ সে নিয়মিত মসজিদে যাতায়াত ও উহার তত্ত্বাবধান করে তবে তোমরা সাক্ষ্য দিও তাহার ঈমান আছে বলিয়া। কারণ আল্লাহ তাআলা বলিয়াছেন– মসজিদসমূহকে আবাদ করে একমাত্র ঐ লোকই যে, আল্লাহর প্রতি এবং পরকালের প্রতি ঈমান রাখে।"

❖ নফল নামায গৃহে অথবা নিরালা ও মুক্ত এলাকায় পড়িলে তাহা উত্তমই বটে। এ সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীস বর্ণিত হইবে।

মাসআলা ঃ সারা জগতের মধ্যে সর্বোত্তম জায়গা হইল মসজিদ।

৮৩২ (মেঃ)। হাদীস– আবু উমামা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা এক ইহুদী আলেম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করিল সর্বোত্তম জায়গা কোনটি? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দানে চুপ থাকিলেন এবং ঐ ইহুদীকে বলিলেন, জিবরাঈল (আ.) আসা পর্যন্ত চুপ করিয়া থাক। সেমতে সে চুপ থাকিল এবং ইতিমধ্যেই জিবরাঈল (আ.) আসিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাকে ঐ বিষয়টি জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিলেন, (এই বিষয়টি) জিজ্ঞাসাকারী অপেক্ষা জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি অধিক জানে না। অর্থাৎ এই বিষয়টি আপনি অপেক্ষা আমি বেশি জ্ঞাত নহি– আপনি যেমন জানেন না তেমনই আমিও জানি না। তবে আমি আমার মহান প্রভু-পরওয়ারদেগারের নিকট বিষয়টি জিজ্ঞাসা করিব।

পরবর্তী (আগমনে) জিবরাঈল (আ.) বলিলেন, হে মুহাম্মদ (সা.)! (উক্ত বিষয়টি জিজ্ঞাসার জন্য) আমি আল্লাহ তাআলার অতি নিকটবর্তী হইয়াছিলাম– এইরূপ নিকটবর্তী আর কখনও হই নাই। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, হে জিবরাঈল! এই নৈকট্য কিরূপের

www.eelm.weebly.com

ছিল? তিনি বলিলেন, আমি আল্লাহ তাআলা হইতে সত্তর হাজার নুরের পর্দার ব্যবধানে ছিলাম। আল্লাহ তাআলা বলিলেন–

شَرُّ الْبِقَاعِ اَسْوَاقُهَا وَخَيْرُ الْبِقَاعِ مَسَاجِدُهَا

"ভূপৃষ্ঠের নিকৃষ্টতম স্থান উহার বাজারসমূহ এবং উৎকৃষ্ট স্থান উহার মসজিদসমূহ।"

মাসআলা ঃ কোন বস্তির অমুসলিমগণ মুসলমান হইয়া গেলে তাহাদের উপাসনালয় ভাঙ্গিয়া ফেলার পর ঐ স্থানে মসজিদ তৈরি করিবে।

৮৩৩ (নাঃ)। হাদীস– তালক ইবনে আলী (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা কতিপয় লোক গোত্রীয় প্রতিনিধি দলরূপে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমীপে আসিলাম। আমরা তাঁহার নিকট (ইসলামের) দীক্ষা গ্রহণ করিলাম এবং তাঁহার সঙ্গে নামায আদায় করিলাম। আমরা তাঁহাকে এই সংবাদও জ্ঞাত করিলাম যে, আমাদের বস্তিতে আমাদের একটি গীর্জা ঘর আছে, (পূর্বে তাঁহারা খ্রিস্টান ছিলেন)। আমরা তাঁহার অযুর ব্যবহৃত পানি লাভের আবদার জানাইলাম। সেমতে তিনি পানি আনাইয়া অযু করিলেন এবং অযুর ব্যবহৃত পানি একটি পাত্রে জমা রাখিলেন, এমনকি কুল্লিও ঐ পাত্রেই ফেলিলেন। আর আমাদেরে তিনি বলিলেন, তোমরা দেশে রওয়ানা হইয়া যাও; দেশে পৌছিয়া গীর্জা ঘরটিকে ভাঙ্গিয়া ফেলিবে এবং উহার জায়গায় আমার অযুর এই পানি ছিটাইয়া দিবে, আর ঐ স্থানে একটি মসজিদ তৈরি করিবে।

আমরা আরজ করিলাম, আমাদের দেশ অনেক দূরে, বর্তমানে গরমও অনেক বেশি; এই পানি শুকাইয়া যাইবে। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, পানি মিশাইয়া ইহাকে বেশি করিয়া নিবে; এই পানি অপর পানিকে অধিক পবিত্র করিয়া দিবে।

আমরা হযরতের নিকট হইতে যাত্রা করিয়া আসিলাম। দেশে পৌছিয়া গীর্জা ঘরটি ভাঙ্গিয়া ফেলিলাম, তারপর উহার স্থানে ঐ পানি ছিটাইয়া দিয়া তথায় মসজিদ বানাইলাম এবং মসজিদে আযান দিলাম। তথায় যে পাদ্রী ছিল সে আযান শুনিয়া বলিল, বাস্তবিকই ইহা সত্যের ডাক। অতঃপর সে চলিয়া গেল, আমাদের সহিত আর তাহার সাক্ষাত হয় নাই।

www.eelm.weebly.com

বিভিন্ন মসজিদে সওয়াবের তারতম্য

৮৩৪ (মেঃ)। হাদীস– আনাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

صَلَاةُ الرَّجُلِ فِىْ بَيْتِهِ بِصَلَاةٍ وَصَلَاتُهُ فِىْ مَسْجِدِ الْقَبَائِلِ بِخَمْسٍ وَّعِشْرِيْنَ صَلَاةً وَصَلَاتُهُ فِى الْمَسْجِدِ الَّذِىْ يُجَمَّعُ فِيْهِ بِخَمْسِ مِائَةِ صَلَاةٍ وَصَلَاتُهُ فِى الْمَسْجِدِ الْاَقْصٰى بِخَمْسِيْنَ اَلْفِ صَلَاةٍ وَصَلَاتُهُ فِىْ مَسْجِدِىْ بِخَمْسِيْنَ اَلْفِ صَلَاةٍ وَصَلَاتُهُ فِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بِمِائَةِ اَلْفِ صَلَاةٍ

"পুরুষ ব্যক্তি (মসজিদ ভিন্ন) ঘরে নামায পড়িলে তাহার নামায একটি নামাযই পরিগণিত। আর বস্তির (পাঞ্জেগানা ছোট) মসজিদে তাহার নামায পঁচিশ নামায তুল্য। যেই মসজিদে জুমার জামাত হয় সেই মসজিদে তাহার নামায পাঁচশত নামায তুল্য। বাইতুল মুকাদ্দাস মসজিদে তাহার নামায পঞ্চাশ হাজার নামায তুল্য। আমার (মদীনার) মসজিদে তাহার নামাযও পঞ্চাশ হাজার নামায তুল্য। আর (মক্কার) হরম শরীফের মসজিদে তাহার নামায এক লক্ষ নামায তুল্য।" (ইবনে মাজা)

৮৩৫ (নাঃ)। হাদীস– সাহল ইবনে হুনায়ফ (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

مَنْ خَرَجَ حَتّٰى يَاْتِىْ هٰذَا الْمَسْجِدِ مَسْجِدَ قُبَاءَ فَصَلّٰى فِيْهِ كَانَ لَهُ عِدْلُ عُمْرَةٍ

"যে ব্যক্তি বাড়ি হইতে বাহির হইয়া কুবা মসজিদে আসিবে এবং তথায় নামায পড়িবে সে একটি ওমরা হজ্জ করার সওয়াব লাভ করিবে।"

৮৩৬ (নাঃ)। হাদীস– আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাযি.) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম বাইতুল মুকাদ্দাস বানাইয়া আল্লাহ তাআলার নিকট তিনটি বিষয় চাহিলেন। মহান আল্লাহর নিকট চাহিলেন, তিনি যেন আল্লাহর (পছন্দনীয়) বিচারের অনুরূপ বিচার করিতে পারেন। আল্লাহ তাআলা তাঁহাকে

www.eelm.weebly.com

উহা দান করিয়াছিলেন। মহান আল্লাহর নিকট আরও চাহিয়াছিলেন, এইরূপ ক্ষমতার রাজত্ব যাহা অন্য কাহারও নিকট না থাকে (যেন আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠায় অন্য কোন শক্তি তাঁহার মোকাবেলায় দাঁড়াইতে না পারে)। আল্লাহ তাআলা তাহাও দান করিয়াছিলেন। বাইতুল মুকাদ্দাস মসজিদ তৈরির পরে তিনি এই দোয়াও করিয়াছিলেন যে, একমাত্র এই মসজিদে নামায পড়ার উদ্দেশ্যে যেই ব্যক্তি আসিবে আল্লাহ তাআলা যেন তাহাকে (সব গোনাহ হইতে পাক-সাফ করিয়া) মাতৃগর্ভ হইতে জন্মের দিনের ন্যায় করিয়া দেন।

বাড়ি দূরে হইলেও মসজিদে উপস্থিত হইবে

৮৩৭ (মেঃ)। হাদীস– জাবের (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মসজিদের পার্শ্বে কিছু জমি খালি হইল। এই সুযোগে বনু সালেমা গোত্রের লোকেরা নিজেদের বসত এলাকা ছাড়িয়া (মসজিদের নিকট আসার জন্য) ঐ জমিতে বাড়ি-ঘর করার ইচ্ছা করিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদেরে বলিলেন, সংবাদ পাইলাম- তোমরা মসজিদের নিকটবর্তী বসতি স্থাপন করিতে চাও? তাহারা বলিল, হাঁ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমরা ঐ ইচ্ছা করিয়াছি।

(তাহাদের বসতি মদীনার শহরতলিতে ছিল; তাহারা তথা হইতে চলিয়া আসিলে শহরতলি জনশূন্য হইয়া যায়; ইহাতে শহরে শত্রু ও দুষ্কৃতিদের প্রবেশে নিরাপত্তার অভাব সৃষ্টি হইবে। তাই) হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদেরে বলিলেন–

يَا بَنِىْ سَلِمَةَ دِيَارَكُمْ تُكْتَبْ اٰثَارُكُمْ دِيَارَكُمْ تُكْتَبْ اٰثَارُكُمْ

"হে বনী সালেমা! তোমরা নিজ বসতিতেই বহাল থাক। দূর হইতে মসজিদে আসায় তোমাদের অধিক পদক্ষেপসমূহ নেকের আমলনামায় লেখা হইবে– তোমাদের অধিক পদক্ষেপসমূহ নেকের আমলনামায় লেখা হইবে।"

(মুসলিম শরীফ)

অন্ধকার ইত্যাদির অসুবিধায়ও মসজিদে আসিবে

৮৩৮ (তিঃ)। হাদীস– বুরায়দা আসলামী (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

www.eelm.weebly.com

بَشِّرِ الْمَشَّائِيْنَ فِى الظُّلَمِ اِلَى الْمَسَاجِدِ بِالنُّوْرِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"যাহারা অন্ধকারেও মসজিদে আসে তাহাদেরে সুসংবাদ দান কর- কিয়ামত দিবসে পূর্ণ নূর ও আলো লাভের।"

মসজিদে যাওয়ার অভ্যাসে আল্লাহর হেফাযত লাভ হয়

৮৩৯ (মেঃ)। হাদীস- আবু উমামা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন-

ثَلٰثَةٌ كُلُّهُمْ ضَامِنٌ عَلَى اللّٰهِ رَجُلٌ خَرَجَ غَازِيًا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللّٰهِ حَتّٰى يَتَوَفَّاهُ فَيُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ اَوْ يَرُدَّهُ بِمَا نَالَ مِنْ اَجْرٍ اَوْ غَنِيْمَةٍ وَرَجُلٌ رَاحَ اِلَى الْمَسْجِدِ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللّٰهِ وَرَجُلٌ دَخَلَ بَيْتَهُ بِسَلَامٍ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللّٰهِ

"তিন প্রকার লোক তাহারা প্রত্যেকেই আল্লাহ তাআলার দায়িত্বে থাকার নিশ্চয়তা লাভ করে-

১. যে ব্যক্তি আল্লাহর দ্বীনের জিহাদে বাহির হইয়াছে, সে আল্লাহর দায়িত্বে থাকিবে- এই পথে তাহার মৃত্যু হইলে তাহাকে বেহেশতে প্রবেশাধিকার দিয়া দিবেন অথবা জীবিত ফেরত আনিয়া অতি বড় সওয়াব বা যুদ্ধলব্ধ ধন-দৌলতও দান করিবেন।

২. যে ব্যক্তি মসজিদের দিকে যায়- সেই ব্যক্তি আল্লাহর দায়িত্বে থাকিবে। (আল্লাহ তাআলা তাহার ঈমানের ও স্বার্থের হেফাযত ও রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন।)

৩. যেই ব্যক্তি নিজের ঘরেও সালাম দেওয়ার (সুন্নাত আদায়ের) সহিত প্রবেশ করে। সেই ব্যক্তি আল্লাহর দায়িত্বে থাকে। (আল্লাহ তাআলা তাহার গৃহে ঈমান ও শান্তি বহাল থাকার ব্যবস্থা করেন।)" (আবু দাউদ শরীফ)

যেসব স্থানে নামায পড়া নিষিদ্ধ

৮৪০ (তিঃ)। হাদীস- আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন-

www.eelm.weebly.com

نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يُصَلّٰى فِىْ سَبْعِ مَوَاطِنَ فِى الْمَزْبَلَةِ وَالْمَجْزَرَةِ وَالْمَقْبَرَةِ وَقَارِعَةِ الطَّرِيْقِ وَالْحَمَّامِ وَمَعَاطِنِ الْاِبِلِ وَفَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ اللّٰهِ

"সাত রকম স্থানে নামায পড়া হইতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করিয়াছেন। পঁচা-গান্ধা নাপাক ইত্যাদি ময়লা-আবর্জনা ফেলিবার স্থান, গরু-ছাগল যবাই করার কসাইখানা, কবরস্থান, পথের মধ্য ভাগ, গোসলখানা, উটের অবস্থানস্থল এবং কাবা শরীফের ছাদ।"

কাযা নামায আদায়ের নিয়ম

মাসআলা ঃ একাধিক কাযা নামায আদায় করিতে আগ-পাছের নিয়ম পালন করিতে হইবে। অবশ্য কাযা নামাযের সংখ্যা পাঁচের অধিক হইলে এই বাধ্যবাধকতা থাকে না।

৮৪১ (তিঃ)। হাদীস– আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

اِنَّ الْمُشْرِكِيْنَ شَغَلُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اَرْبَعِ صَلَوَاتٍ يَوْمَ الْخَنْدَقِ حَتّٰى ذَهَبَ مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللّٰهُ فَاَمَرَ بِلَالًا فَاَذَّنَ ثُمَّ اَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ اَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ اَقَامَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ اَقَامَ فَصَلَّى الْعِشَاءَ

'খন্দক'– পরিখা-যুদ্ধের ঘটনায় একদা বিপক্ষ পৌত্তলিকরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে চার ওয়াক্ত নামায আদায় করা হইতে গভীর রাত পর্যন্ত আবদ্ধ রাখিল। (গভীর রাতে সুযোগ প্রাপ্তে) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেলাল (রাযি.)কে আদেশ করিলেন– সেমতে তিনি আযান দিলেন, অতঃপর ইকামত বলিলেন এবং জোহরের নামায আদায় করিলেন। তারপর ইকামত বলিলেন এবং আসরের নামায আদায় করিলেন। তারপর ইকামত বলিলেন এবং মাগরিবের নামায আদায় করিলেন। তারপর ইকামত বলিলেন এবং ইশার নামায আদায় করিলেন।

www.eelm.weebly.com

❖ এ স্থানে ইহাও প্রমাণিত হইল যে, পাঁচ ওয়াক্ত পর্যন্ত কাযা নামায ওয়াক্তের নামাযের পূর্বে আদায় করিয়া নিতে হইবে। উল্লেখিত ঘটনায় ইশার নামাযের পূর্বে কাযা নামাযসমূহ আদায় করা হইয়াছিল। বিস্তারিত বিবরণ ফিকাহ শাস্ত্রে রহিয়াছে।

নামাযাভ্যন্তরের বিভিন্ন আহকাম

মাসআলা ঃ নামাযের দোয়া-কালাম শ্রেণী ভিন্ন অন্য রকম বাক্য ও কথা বলা হইলে নামায বাতিল হইয়া যায়। এমনকি উহা উত্তম বাক্য হইলেও। যেমন হাঁচিদাতা 'আলহামদু লিল্লাহ' বলিলে তাহার জন্য 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বলা উত্তম কাজ, শরীয়তে উহার আদেশ রহিয়াছে। কিন্তু এই বাক্য নামাযে বলা হইলে নামায বাতিল হইয়া যাইবে। কারণ উহার অর্থ 'আল্লাহ তোমাকে রহমত দান করুন' এই বাক্যে 'তোমাকে' শব্দ দ্বারা নির্দিষ্ট ব্যক্তি বিশেষ মানুষকে সম্বোধন করা হইয়াছে। এইরূপ পরস্পর সম্বোধন সূচক বাক্য নামাযের দোয়া-কালাম শ্রেণীর নহে, তাই উহা দ্বারা নামায বাতিল হইবে।

৮৪২ (মোসঃ)। হাদীস– মুআবিয়া ইবনুল হাকাম (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন। (আমি আমার আবাস এলাকা হইতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পৌছিলাম এবং ইসলামের কিছু কিছু বিধান অবগত হইলাম। উহার মধ্যে আমাকে এই শিক্ষাও দেওয়া হইল যে, তুমি হাঁচি দিলে (আলহামদু লিল্লাহ বলিয়া) আল্লাহর প্রশংসা করিবে এবং কেহ হাঁচি দিয়া আল্লাহর প্রশংসা করিলে তুমি (তাহাকে দোয়া দানে) ইয়ারহামুকাল্লাহ বলিবে। (আবু দাউদ শরীফ)

একদা আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নামায পড়িতেছিলাম; হঠাৎ এক ব্যক্তি হাঁচি দিল এবং আলহামদুলিল্লাহ বলিল। আমি ইয়ারহামুকাল্লাহ– আল্লাহ তোমাকে রহমত দান করুন বলিলাম। এই বাক্য উচ্চারণের কারণে লোকেরা আমার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি করিল। আমি (তাহাদের প্রতি কটাক্ষরূপে অনুতপ্ত হইয়া) বলিলাম, আমার মা ছেলে হারা হোক অর্থাৎ আমি ছাই-ভস্ম হইয়া যাই; তোমরা আমার প্রতি এইরূপ বক্র দৃষ্টি কেন করিতেছ? এইরূপ বলার কারণে তাহারা (আমাকে চুপ করাইবার জন্য মুখে কিছু বলার পরিবর্তে) নিজের উরুর উপর হাত চাপড়াইতে লাগিল।

www.eelm.weebly.com

আমাকে চুপ করাইতে চায়– ইহা দেখিয়া (আমার অসন্তুষ্টি আসিল) কিন্তু আমি চুপ থাকিলাম।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায শেষ করিলেন– আমার মাতা-পিতা তাঁহার চরণে উৎসর্গ; তাঁহার পূর্বে বা পরে তাঁহার তুল্য (কোমল প্রকৃতির) শিক্ষাদাতা ও তাঁহার শিক্ষার ন্যায় সুন্দর শিক্ষা আর কখনও দেখি নাই। কসম খোদার! (আমার অজ্ঞতা ও বোকামী কার্যকলাপে) তিনি আমার প্রতি কঠোরতা করিলেন না, আমাকে মন্দ বলিলেন না, আমাকে তিরস্কারও করিলেন না। (তিনি আমাকে ডাকিলেন) তারপর (মোলায়েমভাবে) বলিলেন, এই যে নামায– ইহাতে পারস্পারিক কথার কোনই অবকাশ নাই অর্থাৎ তাহাকে নামায বাতিল হইয়া যায়। নামায তাসবীহ, তাকবীর এবং কুরআন তেলাওয়াত ইত্যাদির সমবায়। রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে লক্ষ্য করিয়া এই শ্রেণীর কথাবার্তাই বলিলেন।

আমি আরজ করিলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি অতি নিকটবর্তী সময়ে অজ্ঞতার (তথা কুফরীর) জীবন হইতে বাহির হইয়াছি– আল্লাহ তাআলা ইসলাম দান করিয়াছেন। (অর্থাৎ আমি সদ্য ইসলাম গ্রহণকারী) ইসলামের নিয়ম-কানুন আমার জানা নাই, তাই আমার দ্বারা নিয়ম বিরোধী কাজ অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

অতঃপর নবীজীর কোমলতায় ঐ ব্যক্তি উৎসাহী হইয়া তাহার সম্মুখে উপস্থিত কতিপয় মাসআলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিল। সে বলিল–

إِنَّ مِنَّا رِجَالًا يَأْتُونَ الْكُهَّانَ قَالَ فَلَا تَأْتِهِمْ قَالَ وَمِنَّا رِجَالٌ يَتَطَيَّرُونَ قَالَ ذَاكَ شَيْءٌ يَجِدُونَهُمْ فِي صُدُورِهِمْ فَلَا يَصُدَّنَّهُمْ وَمِنَّا رِجَالٌ يَخُطُّونَ قَالَ كَانَ نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ يَخُطُّ فَمَنْ وَافَقَ خَطَّهُ فَذَاكَ قَالَ وَكَانَتْ لِي جَارِيَةٌ تَرْعَى غَنَمًا لِي قِبَلَ أُحُدٍ وَالْجَوَانِيَّةِ فَاطَّلَعْتُ ذَاتَ يَوْمٍ فَإِذَا الذِّئْبُ قَدْ ذَهَبَ بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِهَا وَأَنَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي آدَمَ آسَفُ كَمَا يَأْسَفُونَ لَكِنِّي صَكَكْتُهَا صَكَّةً فَعَظُمَ ذَلِكَ عَلَيَّ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ

www.eelm.weebly.com

أَفَلَا أُعْتِقُهَا قَالَ ائْتِنِيْ بِهَا فَأَتَيْتُهُ بِهَا فَقَالَ لَهَا أَيْنَ اللّٰهُ قَالَتْ فِي السَّمَاءِ قَالَ مَنْ أَنَا قَالَتْ أَنْتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ قَالَ أَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ

"আমাদের কোন কোন লোক গণক-ঠাকুরের নিকট যায়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমরা– মুসলমান গণক-ঠাকুরের নিকট যাইও না। আমাদের অনেকে বিভিন্ন নিদর্শনকে অশুভ লক্ষণ গণ্য করিয়া থাকে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, ইহা শুধু তাহাদের মনের ধারণা ও কল্পনা মাত্র– বাস্তবে ইহার কোন মূল বা ভিত্তি নাই। সুতরাং ইহাকে বাধারূপে গ্রহণ করিবে না। আরও আমাদের মধ্যে কিছু লোক বিশেষভাবে রেখা আঁকিয়া ভবিষ্যত জানিবার চেষ্টা করে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, পূর্ববর্তী একজন নবী (আল্লাহ তাআলার তরফ হইতে এই শ্রেণীর মোজেযা লাভ করিয়া) ইহা করিতেন। যে তাঁহার তুল্য (আল্লাহ তাআলার তরফ হইতে মোজেযা প্রাপ্ত) হইবে একমাত্র সেই স্বতন্ত্র। (অর্থাৎ মোজেযা প্রাপ্ত নবী ভিন্ন অন্যের জন্য উহা করা হারাম। যেরূপ মুসা [আ.] মোজেযা প্রাপ্ত হইয়া লাঠিকে অজগররূপে দেখাইতেন। অন্য কেহ যাদুর দ্বারা ঐরূপ দেখাইলে তাহা হারাম কাজ গণ্য হইবে।)

ঐ ব্যক্তি নবীজীর নিকট ইহাও বলিল যে, আমার একটি ক্রীতদাসী আছে অর্থাৎ ওহুদ পর্বত এবং জাওয়ানিয়্যা এলাকায় সে আমার মেষপাল চরাইয়া থাকে। একদা একটি মেষ বাঘে নিয়া গেল। আমি একজন আদম সন্তান; সকলের ন্যায় আমারও ক্রোধ আসে। (উক্ত ঘটনায় আমার ক্রোধ আসিল; অবশ্য অতিরিক্ত কিছু করি নাই) কিন্তু আমি ঐ দাসীকে একটি ভীষণ চপেটাঘাত করিয়াছি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চপেটাঘাতকে বড় অন্যায় সাব্যস্ত করিলেন। আমি বলিলাম, উহাকে মুক্ত করিয়া দিব কি? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তাহাকে আমার নিকট উপস্থিত কর। তাহাকে উপস্থিত করা হইল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আল্লাহ কোথায়? সে বলিল, আল্লাহ উর্ধ্বে উর্ধ্বে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি কে? সে বলিল, আপনি আল্লাহর রাসূল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তাহাকে মুক্ত করিয়া দাও; সে ঈমানদার মুসলমান।

www.eelm.weebly.com

❖ আল্লাহকে উর্ধ্বে বলিয়া সে এই বিশ্বাসই প্রকাশ করিয়াছে যে, নিম্ন জগতের কোন কিছুকে সে উপাস্য মনে করে না। ইহাই একত্ববাদ বা তাওহীদের আকীদা, আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সে আল্লাহর রসূল বিশ্বাস করে– এই বিশ্বাসদ্বয়ই কালেমা শাহাদতের মর্ম।

নামায অবস্থায় সালাম করিলে?

মাসআলা ঃ নামায অবস্থায় উপস্থিত ব্যক্তিকে সম্বোধন পূর্বক সালাম করিলে বা তাহার সালামের উত্তর দিলে তাহাতেও নামায বাতিল হইয়া যাইবে।

৮৪৩ (আঃ)। হাদীস– আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, (ইসলামের অতি প্রথম যুগে) আবিসিনিয়ায় আমাদের হিজরত করিয়া যাওয়ারও পূর্বে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁহার নামাযে থাকাবস্থায়ও আমরা সালাম করিয়া থাকিতাম এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে থাকিয়াই আমাদের সালামের উত্তর দিতেন। আবিসিনিয়া হইতে প্রত্যাবর্তনের পর একদা আমি হযরতের নিকট আসিলাম, তাঁহাকে নামাযে পাইলাম এবং আমি তাঁহাকে সালাম করিলাম। তিনি আমার সালামের উত্তর দিলেন না। নামায সমাপ্তে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলিলেন–

إِنَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ مِنْ أَمْرِهِ مَا يَشَاءُ وَإِنَّ مِمَّا أَحْدَثَ أَنْ لَا تَتَكَلَّمُوا فِي الصَّلٰوةِ فَرَدَّ عَلَيَّ السَّلَامَ وَقَالَ إِنَّمَا الصَّلٰوةُ لِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَذِكْرِ اللّٰهِ فَإِذَا كُنْتَ فِيهَا فَلْيَكُنْ ذٰلِكَ شَأْنُكَ

"আল্লাহ তাআলা স্বীয় বিধানে যেরূপ চাহেন নতুন হুকুম প্রবর্তন করেন; ইতিমধ্যে যে নতুন হুকুম প্রবর্তন করিয়াছেন তাহা এই যে, তোমরা নামাযের মধ্যে কথা বলিবে না।

অতঃপর হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার সালামের উত্তর দিলেন এবং বলিলেন, নামায শুধুমাত্র কুরআন তেলাওয়াত ও আল্লাহর যিকিরের জন্য নির্ধারিত। সুতরাং যত সময় তুমি নামাযে থাকিবে একমাত্র উহা তোমার কাজ হওয়া চাই।"

www.eelm.weebly.com

নামাযে কথা বা অন্য কিছু বলা

৮৪৪ (তিঃ)। হাদীস– যায়েদ ইবনে আকরাম (রাযি.)-এর বর্ণনা–

كُنَّا نَتَكَلَّمُ خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الصَّلٰوةِ يُكَلِّمُ الرَّجُلُ مِنَّا صَاحِبَهُ اِلٰى جَنْبِهِ حَتّٰى نَزَلَتْ وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ

"আমরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেছনে নামায পড়া অবস্থায় কথাবার্তা বলিয়া থাকিতাম। আমাদের মধ্য হইতে কেহ কেহ স্বীয় পার্শ্ববর্তী লোকের সহিত কথা বলিত। (কুরআনের আয়াত যাহার অর্থ–) 'নামাযের মধ্যে তোমরা পারস্পরিক শ্রেণীর কথাবার্তা হইতে বিরত থাকিও' অবতীর্ণ হইলে পর উহা নিষিদ্ধ হইয়া গেল।"

মাসআলা ঃ পারস্পরিক কথাবার্তা শ্রেণীর না হইয়া যদি আল্লাহর যিকির, আল্লাহর প্রশংসা অথবা কোন প্রকার দোয়া-দরূদ বা আল্লাহর আশ্রয় চাওয়া শ্রেণীর কিছু বলা হয় তবে উহাতে নামাযের কোন ক্ষতি হইবে না, যদিও উহা নামাযের নির্ধারিত দোয়া-কালামের অতিরিক্ত হয়।

৮৪৫ (মোসঃ)। হাদীস– আবু দারদা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে দাঁড়ালেন। আমরা শুনিতে পাইলাম, তিনি বলিতেছেন– اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْكَ 'তোর হইতে আমি আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি।' তারপর বলিলেন– اَلْعَنُكَ بِلَعْنَةِ اللّٰهِ 'তোর প্রতি আল্লাহর অভিশাপ কামনা করি'– এইরূপ তিনবার বলিলেন। তারপর তিনি হাত দ্বারা কোন বস্তু ধরিবার আকারে হাত বাড়াইলেন। নামায শেষে আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ! ইতিপূর্বে আমরা আপনাকে যাহা বলিতে শুনি নাই তাহা আপনাকে বলিতে শুনিয়াছি এবং আপনি হাত বাড়াইয়াছেন!

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আল্লাহর দুশমন ইবলিস আগুনে হলকা নিয়া আসিয়াছিল; তাহার উদ্দেশ্য ছিল– উহা আমার চেহারায় মারিবে। তাই আমি তিনবার বলিয়াছি, আমি তোর হইতে আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি এবং আমি তোর প্রতি আল্লাহর পূর্ণ অভিশাপ কামনা করি। এইরূপে তিনবার বলাতেও সে পিছে হটে নাই। অতঃপর আমি (হাত বাড়াইয়া) তাহাকে ধরিবার ইচ্ছা করিয়াছিলাম। ভাই সুলাইমান আলাইহিস

www.eelm.weebly.com

সালামের দোয়ার প্রতি লক্ষ্য না থাকিলে তাহাকে আমি (ধরিতাম এবং) বাঁধিয়া ফেলিতাম; মদীনার কিশোররা তাহাকে নিয়া খেলা করিত।

❖ হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালামের দোয়া ছিল– 'পরওয়ারদেগার! আমাকে এমন ক্ষমতার রাজত্ব দান করুন যাহা অন্য কাহারও নিকট না হয়!' দুনিয়ার বুকে আল্লাহর দ্বীন অপ্রতিহতরূপে প্রতিষ্ঠিত করার সুযোগ লাভ উদ্দেশ্যে তিনি এই দোয়া করিয়াছিলেন। তাঁহার ইখলাস ও নিষ্ঠতাপূর্ণ এই দোয়া আল্লাহ তাআলা কবুল করিয়া বাতাসকে তাঁহার অধীনস্থ করিয়া দিলেন, পশু-পক্ষীকে অধীনস্থ করিয়া দিলেন, এমনকি জীন বা দানব জাতিকেও তাঁহার অধীনস্থ করিয়া দিলেন– এইসব সত্যের আলোচনা পবিত্র কুরআনেই রহিয়াছে। শয়তান-ইবলিসও দানব জাতীয়; অতএব উহাকে বাঁধিয়া আবদ্ধ করিলে দানব শ্রেণীর উপর ক্ষমতা প্রয়োগ দেখায়– যাহা হযরত সুলাইমান (আ.) একচ্ছত্ররূপে নিজের জন্য কামনা করিয়াছিলেন এবং আল্লাহ তাআলা তাঁহাকে উহা দান করিয়াছিলেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত সুলাইমানের উক্ত অভিলাসকে ক্ষুণ্ন করা হইতে বিরত রহিয়াছেন।

৮৪৬ (তিঃ)। হাদীস– রেফাআ (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَطَسْتُ فَقُلْتُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ مُبَارَكًا عَلَيْهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضٰى فَلَمَّا صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنْصَرَفَ فَقَالَ مَنِ الْمُتَكَلِّمُ فِى الصَّلٰوةِ فَلَمْ يَتَكَلَّمْ اَحَدٌ ثُمَّ قَالَهَا الثَّانِيَةَ مَنِ الْمُتَكَلِّمُ فِى الصَّلٰوةِ فَلَمْ يَتَكَلَّمْ اَحَدٌ ثُمَّ قَالَهَا الثَّالِثَةَ مَنِ الْمُتَكَلِّمُ فِى الصَّلٰوةِ فَقَالَ رِفَاعَةُ بْنُ رَافِعِ بْنِ عَفْرَاءَ اَنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ كَيْفَ قُلْتَ قُلْتُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ مُبَارَكًا عَلَيْهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضٰى فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَقَدِ ابْتَدَرَهَا بِضْعَةٌ وَثَلٰثُوْنَ مَلَكًا اَيُّهُمْ يَصْعَدُ بِهَا

www.eelm.weebly.com

"একদা আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেছনে নামায পড়িলাম। নামাযের মধ্যে হঠাৎ আমার হাঁচি আসিল। আমি বললাম– 'আলহামদু লিল্লাহি হামদান কাছিরান তাইয়্যেবান মোবারাকান ফীহি মোবারাকান আলাইহি। কামা ইউহিব্বু রাব্বুনা ওয়া য়্যারজা।' (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য; আমি তাঁহার প্রশংসা করি– পাক-পবিত্র প্রশংসা, অফুরন্ত প্রশংসা, যে প্রশংসার প্রতিদানও হয় অফুরন্ত, যেরূপ বা যে পরিমাণ প্রশংসা আমাদের পরওয়ারদেগার ভালবাসেন এবং পছন্দ করেন।)

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামায শেষ করিলেন তখন তিনি ফিরিয়া বসিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, নামাযের মধ্যে বিশেষ বাক্যগুলি কে বলিল? উত্তরে কেহই কিছু বলিলেন না। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বিতীয়বার জিজ্ঞাসা করিলেন, কেহই কিছু বলিলেন না। তৃতীয়বার জিজ্ঞাসা করিলে রেফাআ (রাযি.) বলিলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি বলিয়াছি। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, কিরূপে বলিয়াছ– পুনঃ বলত? আমি বলিলাম–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ مُبَارَكًا عَلَيْهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضٰى

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, ঐ মহানের কসম করিয়া বলিতেছি যাঁহার হাতে আমার জান– ত্রিশ সংখ্যার অধিক ফেরেশতা এই বাক্যগুলির প্রতি ছুটিয়া আসিয়াছেন; তাঁহাদের মধ্যে কে উহা লইয়া উপরে যাইতে পারেন! অর্থাৎ আল্লাহর দরবারে এই বাক্যগুলি পৌঁছাইতে পারেন! (এই বাক্যগুলিকে আল্লাহ তাআলা অত্যন্ত পছন্দ করিয়াছেন, তাই উহাকে আল্লাহর দরবারে পৌঁছাইয়া তাঁহার সন্তুষ্টিভাজন হওয়ার জন্য ত্রিশের অধিক ফেরেশতা প্রতিযোগিতার সহিত দৌড়িয়া আসিয়াছেন।)"

❖ নামায ভিন্ন সাধারণ অবস্থায় হাঁচি দানে আলোচ্য দোয়া পড়ায় অনেক সওয়াব এবং উহা পড়া অতি উত্তম। নামায অবস্থায় পড়া সম্পর্কে হাদীস সংকলনকারী ইমাম তিরমিযী (রহ.) বলিয়াছেন– শুধুমাত্র সুন্নাত নফল নামাযে পড়িতে পারে, বিশিষ্ট তাবেয়ীগণ হইতে তিনি উদ্ধৃতি দিয়াছেন যে,

www.eelm.weebly.com

ফরয নামাযে হাঁচি দিলে শুধুমাত্র মনে মনে আল্লাহর প্রশংসা করিবে, ইহার অতিরিক্ত করার অবকাশ নাই।

আলোচ্য ঘটনায় রেফাআ (রাযি.) ভাবাবেগে অভিভূত হইয়া ফরয নামাযেই উহা পড়িয়াছিলেন– ইহা সাধারণ বিধান বহির্ভূত। সাধারণ বিধান উহাই যাহা ইমাম তিরমিযী (রহ.) বলিয়াছেন। অবশ্য ইহার দ্বারা ফরয নামাযও বিনষ্ট হয় না।

মাসআলা ঃ নামাযে কিরাতের মাঝে কিরাতের বিষয় বস্তুর সামঞ্জস্যে দোয়া করা যায়। রুকু-সিজদা অবস্থায়ও দোয়া করা যায়। অবশ্য ইহা নফল নামাযে হইবে, ফরয নামাযে এইরূপ করিলে তাহাতে নামাযের কোন ক্ষতি হইবে না। কিন্তু মুক্তাদীদের প্রতি লক্ষ্য রাখা ইমামের বিশেষ কর্তব্য এবং ঐরূপ দোয়ায় লিপ্ততার দ্বারা অবশ্যই নামায দীর্ঘায়িত হইবে; উহাতে মুক্তাদীদের মধ্যে উৎকণ্ঠার সৃষ্টি না হয় সেই লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

৮৪৭ (তিঃ)। হাদীস– হুযায়ফা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেছনে নামায পড়িয়াছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকুর মধ্যে সুবহানা রাব্বিয়াল আজীম এবং সিজদার মধ্যে সুবহানা রাব্বিয়াল আলা পড়িতেন। আর রহমতের আলোচনার কোন আয়াত পাঠ করিলে তখন কিরাত পড়ায় বিরতি অবলম্বন পূর্বক উক্ত রহমত লাভের দোয়া করিতেন এবং আযাবের বর্ণনার আয়াত পাঠ করিলে তথায়ও বিরতি অবলম্বন পূর্বক আযাব হইতে পানাহ বা আশ্রয় চাহিতেন।

❖ এই বিষয়ের আরও একখানা হাদীস বিভিন্ন নামাযে কিরাতের বয়ান পরিচ্ছেদে নাসায়ী শরীফ হইতে বর্ণিত হইয়াছে।

৮৪৮ (নাঃ)। হাদীস– ইবনে আব্বাস (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার মৃত্যুশয্যায় একদা ঘরের দরওয়াজার পর্দা উন্মুক্ত করিলেন এবং বলিলেন–

اَللّٰهُمَّ قَدْ بَلَغَتْ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ اَنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النُّبُوَّةِ اِلَّا الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْعَبْدُ اَوْ تُرٰى لَهُ اَلَا وَاِنِّىْ قَدْ نُهِيْتُ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِى الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ فَاَمَّا الرُّكُوْعُ فَعَظِّمُوْا رَبَّكُمْ وَاَمَّا السُّجُوْدُ فَاجْتَهِدُوْا فِى الدُّعَاءِ فَاِنَّهُ قَمِنٌ اَنْ يُّسْتَجَابَ لَكُمْ

www.eelm.weebly.com

"আয় আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাকিও– আমার দায়িত্বের সকল বিষয়বস্তু আমি উম্মতকে পৌছাইয়া দিয়াছি– এই কথা তিনি তিনবার বলিলেন। আরও বলিলেন, নবীর মাধ্যমে সুসংবাদ প্রাপ্তির পথ চিরতরে শেষ হইয়া গেল। (কারণ সর্বশেষ নবী দুনিয়া হইতে বিদায়ের মুখে, তাঁহার পর কোন নবীর আগমন নাই। হাঁ– শুভ ইঙ্গিত লাভের একটি মাধ্যম) শুভ স্বপ্ন অবশিষ্ট থাকিল; কোন বান্দা নিজের সম্পর্কে নিজেই উহা দেখিবে অথবা অন্য কেহ তাহার জন্য দেখিবে।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহাও বলিলেন যে, রুকু-সিজদায় কুরআন তেলাওয়াত করা হইতে আমাকে নিষেধ করা হইয়াছে। তোমরা রুকু অবস্থায় নিজ পরওয়ারদেগারের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিও। আর সিজদা অবস্থায় সযত্নে দোয়া করিও; ঐ দোয়া বিশেষভাবে কবুল হওয়ার যোগ্য।"

মাসআলা ঃ নামায অবস্থায় 'হাই' আসিলে যথাসাধ্য উহাকে রোধ করিবে। (বুখারী-মুসলিম)

রোধ করিতে না পারিলে মুখের উপর হাত রাখিবে, খোলা মুখে 'হাই' দিবে না।

৮৪৯ (ইঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

إِذَا تَثَاوَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى فِيهِ وَلَا يَعْوِي فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَضْحَكُ مِنْهُ

"কাহারও হাই আসিলে মুখের উপর হাত রাখিবে, মুখ খুলিয়া আওয়াজ করিবে না; তাহাতে শয়তান হাসে এবং আনন্দ পায়।"

৮৫০ (তিঃ)। হাদীস– আদী ইবনে সাবেতের দাদা-সাহাবী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন–

اَلْعُطَاسُ وَالنُّعَاسُ وَالتَّثَاؤُبُ فِي الصَّلَاةِ وَالْحَيْضُ وَالْقَيْءُ وَالرُّعَافُ مِنَ الشَّيْطَانِ

"হাঁচি, তন্দ্রা ও হাই নামাযের মধ্যে এবং নারীদের ঋতু, আর বমি ও নাক হইতে রক্ত ক্ষরণ শয়তানের পক্ষের ও সন্তুষ্টির বস্তু।"

www.eelm.weebly.com

৮৫১ (ইঃ)। হাদীস– ঐ সাহাবী হইতেই বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

اَلْبُزَاقُ وَالْمُخَاطُ وَالْحَيْضُ وَالنُّعَاسُ فِي الصَّلٰوةِ مِنَ الشَّيْطَانِ

"নামাযের মধ্যে ছেপ, শ্লেষ্মা, ঋতু এবং তন্দ্রা শয়তানের পক্ষের ও শয়তানের সন্তুষ্টির বস্তু।"

❖ 'হাঁচি' সাধারণ অবস্থায় এবং রোগজনিত না হইলে উত্তম বটে, কিন্তু নামাযের মধ্যে উত্তম নয়। কারণ উহা দ্বারা সূরা-কিরাত ও দোয়া-কালাম পাঠে এবং একাগ্রতায় কর্তন সৃষ্টি হয়, তাই শয়তান উহা আনয়নে চেষ্টা করে এবং উহাতে আনন্দ পায়। অতএব উহা রোধ করায় সচেষ্ট থাকিবে।

তন্দ্রা তো নামাযের বিপরীত বস্তুই, আর হাই আলস্যে সৃষ্টি হয়; নামাযের মধ্যে তন্দ্রা বা অলসতা সৃষ্টি করায় শয়তান তৎপর থাকে এবং সে উহাতে আনন্দ পায়, তাই উহা রোধ করায় সচেষ্ট থাকিবে।

হায়েজ বা ঋতু নাপাকী ও ঘৃণাজনিত অবস্থা, এই অবস্থায় নামায এবং কুরআন পাঠও বন্ধ থাকে; সুতরাং ঋতু অবস্থায় শয়তানের আনাগোনা ও তাছীর করার সুযোগ হয় বেশি। অতএব এই অবস্থায় মহিলাদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং অযুর সহিত থাকা চাই; হাদীসে আছে– অযু মুমিনের জন্য (শয়তানের বিরুদ্ধে) অস্ত্র। তদুপরি আল্লাহর যিকির ও দোয়া-দরূদ পাঠে লিপ্ত থাকিয়া শয়তানকে প্রতিহত করা চাই।

বমি এবং নাক হইতে রক্ত ক্ষরণের অবস্থাও ঋতুর ন্যায়ই; উহা দ্বারা অযু নষ্ট হইয়া যায়, দুর্বলতা আসিয়া আলস্য সৃষ্টি হয়; অলসতার সুযোগকে শয়তান কাজে লাগাইতে তৎপর হয়। অতএব এইরূপ ক্ষেত্রে সতর্ক থাকা চাই যেন শয়তান কোন নেক কাজে বাধার সৃষ্টি না করিতে পারে।

ছেপ বা থুতুর আধিক্য দ্বারাও নামাযে অতিশয় অসুবিধার সৃষ্টি হয়; শয়তান সেই সুযোগ লাভেও তৎপর থাকে। কফ বা নাকের শিকনির দ্বারাও নামাযে বিঘ্নের সৃষ্টি হয়; শয়তান সেই সুযোগের জন্যও সচেষ্ট থাকে। নামাযকে সুন্দর এবং ত্রুটিমুক্ত রাখিতে এইসব খুঁটিনাটি বিষয়েও সতর্ক থাকায় যত্নবান হইবে।

www.eelm.weebly.com

শয়তানের প্রতিটি সুযোগের ক্ষেত্রে উম্মতকে সতর্ক রাখার জন্য স্নেহবান দয়াল নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এইসব সুদূর ও সূক্ষ্ম তথ্যাবলী বাতাইয়া গিয়াছেন।

৮৫২ (ইঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

اِنَّ مِنَ الْجَفَاءِ اَنْ يُكْثِرَ الرَّجُلُ مَسْحَ جَبْهَتِهِ قَبْلَ الْفَرَاغِ مِنْ صَلٰوتِهِ

"নামায পূর্ণ করত অবসর হওয়ার পূর্বে কাহারও স্বীয় ললাটের ধুলাবালু বার বার মোছা নিতান্তই অবাঞ্ছিত কাজ।"

৮৫৩ (ইঃ)। হাদীস– আলী (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

لَا تُفَقِّعْ اَصَابِعَكَ وَاَنْتَ فِى الصَّلٰوةِ

"কখনও তুমি নামায অবস্থায় আঙ্গুল ফুটাইবে না।"

৮৫৪ (ইঃ)। হাদীস– কাআব ইবনে ওজরা (রাযি.)-এর বর্ণনা–

اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاٰى رَجُلًا قَدْ شَبَّكَ بَيْنَ اَصَابِعِهِ فِى الصَّلٰوةِ فَفَرَّجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ اَصَابِعِهِ

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে দেখিলেন, সে নামাযের মধ্যে এক হাতের আঙ্গুলসমূহ অপর হাতের আঙ্গুলসমূহের ফাঁকে প্রবেশ করাইয়া রাখিয়াছে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার হস্তদ্বয়কে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলেন।"

৮৫৫ (তিঃ)। হাদীস– কাআব ইবনে ওজরা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

اِذَا تَوَضَّاَ اَحَدُكُمْ فَاَحْسَنَ وُضُوْئَهُ ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا اِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يُشَبِّكَنَّ بَيْنَ اَصَابِعِهِ فَاِنَّهُ فِى الصَّلٰوةِ

"তোমাদের কেহ উত্তমরূপে অযু করিয়া মসজিদের উদ্দেশ্যে বাহির হইলে সে হস্তদ্বয়ের আঙ্গুলসমূহকে পরস্পর ফাঁকে প্রবেশ করাইবে না। কারণ সে ঐ সময় হইতেই নামাযের মধ্যে পরিগণিত।"

www.eelm.weebly.com

❖ নামাযের প্রস্তুতি গ্রহণ করিয়া রওয়ানা হইলেই সে আল্লাহর দরবারে নামায রত গণ্য হইয়া যায়; তাহার জন্য নামাযের সওয়াব লেখা হইতে থাকে। সুতরাং ঐ সময় হইতেই নামাযের অবাঞ্ছনীয় কার্যাবলী পরিহার করিয়া চলা কর্তব্য।

অনেকে নামাযের জন্য যাওয়া কালে বেহুদা গল্প-গুজব, হাসি-ঠাট্টা বা ধুমপানে লিপ্ত হয়– এইরূপ কখনও করা চাই না।

৮৫৬ (ইঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে–

نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَّغْطِّىَ الرَّجُلُ فَاهُ فِى الصَّلٰوةِ

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করিয়াছেন, নামাযের মধ্যে কেহ স্বীয় মুখ কাপড়ে ঢাকিয়া রাখে।"

❖ মুখ কাপড়ের ভিতরে চাপিয়া রাখিলে সূরা-কিরাত ও দোয়া-কালাম স্পষ্টরূপে আদায় হইবে না।

মাসআলা ঃ পরনের কাপড় এত লম্বা হওয়া যে, উহা পায়ের গিঠের নিচে চলিয়া যায়– ইহা পুরুষের জন্য হারাম। নামাযের মধ্যে ইহা করিলে নামাযের অত্যাধিক ক্ষতি হয়।

৮৫৭ (আঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা এক ব্যক্তি স্বীয় লুঙ্গি পায়ের গিঠের নিচে ঝুলাইয়া দিয়া নামায পড়িতেছিল। তাহাকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখামাত্র বলিলেন–

اِذْهَبْ فَتَوَضَّأْ فَذَهَبَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ جَاءَ ثُمَّ قَالَ اِذْهَبْ فَتَوَضَّأْ فَذَهَبَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَالَكَ اَمَرْتَهُ اَنْ يَتَوَضَّأَ قَالَ اِنَّهُ كَانَ يُصَلِّىْ وَهُوَ مُسْبِلٌ اِزَارَهُ وَاِنَّ اللّٰهَ جَلَّ ذِكْرُهُ لَا يَقْبَلُ صَلٰوةَ رَجُلٍ مُسْبِلٍ اِزَارَهُ

"(নামায পুনরায় পড়িবার জন্য) যাও অযু করিয়া আস; সে যাইয়া অযু করিয়া আসিল। পুনরায় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যাও অযু করিয়া আস; সে যাইয়া অযু করিয়া আসিল। এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রসূলাল্লাহ! তাহাকে অযু করার আদেশ কেন করিলেন? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, সে পায়ের গিঠের নিচে লুঙ্গি

www.eelm.weebly.com

ঝুলাইয়া দিয়া নামায পড়িয়াছে। মহান আল্লাহ পায়ের গিঠের নিচে লুঙ্গি পরিধানকারীর নামায কবুল করেন না।"

মাসআলা ঃ মহিলাগণ নামাযের মধ্যে পরিধেয় কাপড় দ্বারা পা ঢাকিবার প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিবে।

৮৫৮ (আঃ)। হাদীস– উম্মে সালামা (রাযি.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, মহিলা শুধু ঘাগরা এবং ওড়না দ্বারা (অপর চাদর ব্যতিরেকে) নামায পড়িতে পারে কি? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন–

إِذَا كَانَ الدِّرْعُ سَابِغًا يُغَطِّي ظُهُورَ قَدَمَيْهَا

'হাঁ, যদি ঘাগরা এইরূপ প্রশস্ত হয় যে, তাহার পাদ্বয়ের পিঠকে ঢাকিয়া দেয়।'

❖ মহিলাদের নামায অবস্থায় পায়ের পিঠ ঢাকিয়া রাখায় তৎপর হওয়া চাই। কারণ কোন কোন আলেমের মতে পায়ের পিঠ খোলা থাকিলে নামায বাতিল হয়। অবশ্য অনেক আলেমের মতে উহাতে নামায বাতিল হয় না।

মাসআলা ঃ মহিলাদের মাথা অবশ্য আবৃত রাখিতে হইবে, চার ভাগের এক ভাগ অপেক্ষা সামান্য বেশি মাথা খোলা থাকিলে নামায বাতিল গণ্য হইবে।

৮৫৯ (তিঃ)। হাদীস– আয়েশা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

لَا تُقْبَلُ صَلٰوةُ الْحَائِضِ إِلَّا بِخِمَارٍ

"ওড়না ব্যতীত বয়স্কা মেয়ের নামায মোটেই কবুল হয় না– ঐ নামায শুদ্ধই হয় না।"

মাসআলা ঃ চাদর, মাফলার বা গামছা ইত্যাদি রীতিমত গায়ে জড়াইয়া ও মুড়িয়া না দিয়া পিঠের উপর বা ঘাড়ের উপর এমনভাবে রাখা যে, উহা উভয় কাঁধের উপর দিয়া সম্মুখ দিকে ঝুলন্ত থাকে– ইহাকে আরবী ভাষায় 'হুদল' বলা হয়। নামাযের মধ্যে এই আকার ধারণ করা মাকরূহ।

৮৬০ (আঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত–

www.eelm.weebly.com

إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنِ السَّدْلِ فِى الصَّلٰوةِ وَاَنْ يُّغَطِّىَ الرَّجُلُ فَاهُ

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের মধ্যে ছদলের আকার অবলম্বন করিতে নিষেধ করিয়াছেন এবং মুখ কাপড়ে জড়াইয়া আবৃত রাখা হইতেও নিষেধ করিয়াছেন।"

মাসআলা ঃ বিনা প্রয়োজনে নিদ্রিত বা কথাবার্তায় লিপ্ত ব্যক্তিকে সম্মুখে রাখিয়া নামায পড়া নিষিদ্ধ।

৮৬১ (আঃ)। হাদীস– আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

لَا تُصَلُّوْا خَلْفَ النَّائِمِ وَلَا الْمُتَحَدِّثِ

"ঘুমন্ত ব্যক্তিকে অথবা কথাবার্তায় লিপ্ত ব্যক্তিকে সম্মুখে রাখিয়া নামায পড়িবে না।"

মাসআলা ঃ সিজদাস্থলে ধুলাবালু থাকিলে কপালকে উহা হইতে বাঁচাইবার উদ্দেশ্যে অস্পৃশ্যরূপে সিজদা করিবে না এবং উহা পরিষ্কার করার জন্য নামায অবস্থায় ফুঁকও মারিবে না। কপালে ধুলা লাগার ভয়ে মোটেই বিচলিত হইবে না। তদ্রূপ সিজদার সময় ধুলাবালুর ভয়ে হস্তদ্বয়কে অস্পৃশ্যরূপে রাখিবে না; ধুলাবালু থাকিলেও হস্তদ্বয় উত্তমরূপে স্থাপন করিবে। হাঁ, নামায আরম্ভের পূর্বে ধুলাবালু পরিষ্কার করিয়া নেওয়ায় দোষ নাই।

৮৬২ (তিঃ)। হাদীস– উম্মে সালামা (রাযি.) হইতে বর্ণিত–

رَاٰى النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُلَامًا لَنَا يُقَالُ لَهٗ اَفْلَحُ اِذَا سَجَدَ نَفَخَ فَقَالَ يَا اَفْلَحُ تَرِّبْ وَجْهَكَ

"আমাদের এক যুবক– তাঁহার নাম ছিল 'আফলাহ'। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে দেখিলেন, সিজদা দেওয়াকালে সে ফুঁক মারিয়া নেয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে বলিলেন, হে আফলাহ! চেহারায় মাটি বা ধুলাবালু লাগিতে দাও, (তবুও নামায পড়া অবস্থায় ফুঁক মারায় লিপ্ত হইও না)।"

www.eelm.weebly.com

৮৬৩ (মেঃ)। হাদীস– আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) বলিতেন–

مَنْ وَضَعَ جَبْهَتَهُ بِالْأَرْضِ فَلْيَضَعْ كَفَّيْهِ عَلَى الَّذِي وَضَعَ عَلَيْهِ جَبْهَتَهُ ثُمَّ إِذَا رَفَعَ فَلْيَرْفَعْهُمَا فَإِنَّ الْيَدَيْنِ تَسْجُدَانِ كَمَا يَسْجُدُ الْوَجْهُ

"যে ব্যক্তি সিজদা করায় মাটিতে কপাল রাখিবে তাহার কর্তব্য হস্তদ্বয়ও মাটির উপর রাখা– যাহার উপর কপাল রাখিয়াছে। অতপর যখন কপাল উঠাইবে তখন হস্তদ্বয়ও উঠাইবে। কপালের ন্যায় হস্তদ্বয়ও সিজদা করিবে।"

(মালেক)

মাসআলা ঃ নামায স্থানে কাঁকর ইত্যাদি থাকিলে অতি প্রয়োজন ব্যতিরেকে উহা অপসারণ অথবা সমতল করায় নামাযের মধ্যে লিপ্ত হইবে না। যাহা করিতে হয় নামাযের পূর্বে করিবে।

৮৬৪ (তিঃ)। হাদীস– আবু যর (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلٰوةِ فَلَا يَمْسَحِ الْحَصٰى فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ

"তোমাদের কেহ নামাযে দাঁড়াইলে কাঁকরে (অথবা অন্য কোন বস্তুতে লিপ্ততায় উহাকে) হাতও লাগাইবে না। কারণ আল্লাহ তাআলার রহমত তাহার প্রতি সমাগত।"

অর্থাৎ নামাযী ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ তআলার রহমত ধাবমান হয়, এমতাবস্থায় যদি তাহার লক্ষ্য ও লিপ্ততা অন্যত্র হয় তবে সে রহমতের যোগ্য থাকিবে না।

মাসআলা ঃ নামাযে মনকে যেরূপ কিরাত বা দোয়া-কালামের প্রতি অথবা আল্লাহ তাআলার ধ্যানে আবদ্ধ রাখিতে হয় তদপেক্ষা বেশি আবদ্ধ ও সংযত রাখিতে হয় দৃষ্টিকে। চোখ খোলাই রাখিতে হইবে কিন্তু দৃষ্টিকে আবদ্ধ ও নিবদ্ধ রাখিতে হইবে। দাঁড়ানো অবস্থায় দৃষ্টিকে সিজদা স্থান অতিক্রম করিতে দিবে না, রুকু অবস্থায় পাদ্বয়ের পিঠ হইতে এবং বসা অবস্থায় উরুদ্বয় হইতে অতিক্রম করিতে দিবে না। ফরয নামাযে ইহা অত্যন্ত কঠোরভাবে পালন করিবে, নফল নামাযে প্রয়োজনে শুধু আড়চোখে দৃষ্টিকে অন্য দিকে নিতে পারিবে– ইহার অধিক নহে।

www.eelm.weebly.com

৮৬৫ (তিঃ)। হাদীস– আনাস (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

يَا بُنَيَّ اِيَّاكَ وَالْاِلْتِفَاتَ فِى الصَّلٰوةِ فَاِنَّ الْاِلْتِفَاتَ فِى الصَّلٰوةِ هَلَكَةٌ فَاِنْ كَانَ لَابُدَّ التَّطَوُّعِ لَا فِىْ فَرِيْضَةٍ

"হে বৎস! নামায অবস্থায় এদিক-সেদিক দৃষ্টিপাত হইতে অবশ্যই বিরত থাকিবে। নামাযের মধ্যে এদিক-সেদিক দৃষ্টি নেওয়া ধ্বংসের কারণ। অগত্যা যদি (বিশেষ কারণ বশত) দৃষ্টি অন্য দিকে নিতেই হয় তবে (শুধু আড়চোখে– তাহাও) কেবল নফল নামাযে; ফরয নামাযে মোটেই নয়।"

৮৬৬ (তিঃ)। হাদীস– ইবনে আব্বাস (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَلْحَظُ فِى الصَّلٰوةِ يَمِيْنًا وَشِمَالًا وَلَا يَلْوِى عُنُقَهُ خَلْفَ ظَهْرِهٖ

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (প্রয়োজন বশত নফল নামাযে) ডান বা বাম দিকে আড়চোখে দৃষ্টিপাত করিতেন, কিন্তু গর্দান পেছন দিকে মোটেই ফিরাইতেন না।"

৮৬৭। হাদীস– আবু যর (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

لَا يَزَالُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ مُقْبِلًا عَلَى الْعَبْدِ وَهُوَ فِى صَلَاتِهٖ مَالَمْ يَلْتَفِتْ فَاِذَا الْتَفَتَ اِنْصَرَفَ عَنْهُ

"বান্দা নামায পড়া অবস্থায় তাহার প্রতি মহান আল্লাহর লক্ষ্য ও দৃষ্টি লাগিয়া থাকে যাবৎ না বান্দার দৃষ্টি অন্য দিকে যায়। তাহার দৃষ্টি অন্য দিকে গেলে মহান আল্লাহর দৃষ্টিও তাহার দিক হইতে ফিরিয়া যায়।"

৮৬৮ (মেঃ)। হাদীস– আনাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাকে বলিয়াছেন–

يَا اَنَسُ اجْعَلْ بَصَرَكَ حَيْثُ تَسْجُدُ

"হে আনাস! (নামাযে দাঁড়াইয়া) স্বীয় দৃষ্টি সিজদার স্থানের প্রতি রাখিও।"

www.eelm.weebly.com

৮৬৯ (তিঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.)-এর বর্ণনা–

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا

"কোন মানুষ কোমরে হাত রাখিয়া নামায পড়িবে ইহা হইতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিতান্তভাবে নিষেধ করিয়াছেন।"

৮৭০ (আঃ)। হাদীস– যিয়াদ ইবনে ছোবায়হ (রহ.) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.)-এর পার্শ্বে নামায পড়িতে ছিলাম। আমি উভয় হাত দুই দিকে কোমরের উপর রাখিয়া ছিলাম। নামাযান্তে তিনি বলিলেন–

هٰذَا الصَّلْبُ فِي الصَّلٰوةِ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهٰى عَنْهُ

"কোমরের দুই পার্শ্বে দুই হাত রাখিয়া দাঁড়াইলে তাহা ক্রুশের আকৃতি হয়– যাহা তুমি নামাযে করিয়াছ। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহা নিষেধ করিয়াছেন।"

৮৭১ (মেঃ)। হাদীস– আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

اَلْاِخْتِصَارُ فِي الصَّلٰوةِ رَاحَةُ أَهْلِ النَّارِ

"নামাযের মধ্যে কোমরে হাত রাখিয়া দাঁড়ানো (নিষেধ; কারণ উহা) দোযখীদের বিশ্রাম নেওয়ার দৃশ্য।"

❖ দোযখীদের জন্য বিশ্রাম লাভের অবকাশ থাকিবে না অবশ্য তাহারা উহার চেষ্টা করিবে এবং তখন তাহারা কোমরে হাত রাখিয়া দাঁড়াইবে; সেমতে ইহা অভিশপ্তদের দৃশ্য। আর নামায অবস্থায় ইহা কখনও অবলম্বন করিবেব না। এমনকি নামাযের প্রস্তুতি অবস্থায়– যথা মসজিদে যাইতে বা নামায আরম্ভের অপেক্ষার সময় দাঁড়াইয়াও ঐ দৃশ্য অবলম্বন করিবে না।

কোমরের দুই পার্শ্বে দুই হাত রাখিয়া দাঁড়াইবার আরও একটি দোষ পূর্ববর্তী আবু দাউদ শরীফের হাদীসে উল্লেখ ছিল যে, ঐরূপে দাঁড়াইলে ক্রুশের আকৃতি সৃষ্টি হয়।

ইমাম তিরমিযী (রহ.) লিখিয়াছেন–

www.eelm.weebly.com

كَرِهَ بَعْضُهُمْ اَنْ يَمْشِىَ الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا وَيُرْوَى اَنَّ اِبْلِيْسَ اِذَا مَشٰى يَمْشِىْ مُخْتَصِرًا

"কোন কোন আলেম চলাফেরায়ও কোমরে হাত রাখা মাকরূহ বলিয়াছেন। ইহাও বর্ণিত আছে যে, ইবলিস চলাফেরায় কোমরে হাত রাখিয়া থাকে।"

মাসআলা ঃ আবদ্ধ দরওয়াজা-গৃহে নামায পড়িতেছে, কাহারও বিশেষ প্রয়োজনে দরওয়াজা খুলিয়া দেওয়ার আবশ্যক হইয়াছে, দরওয়াজা সম্মুখে অথবা পার্শ্বেই রহিয়াছে; উহা খুলিতে কেবলামুখী থাকায় বিঘ্ন সৃষ্টি হইবে না। এই অবস্থায় নফল নামাযে দরওয়াজা খুলিয়া দেওয়া যাইবে; তাহাতে নামায নষ্ট হইবে না, দুই চার কদম চলিতে হইলে থামিয়া থামিয়া পা বাড়াইবে।

৮৭২ (তিঃ)। হাদীস– আয়েশা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

جِئْتُ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّىْ فِى الْبَيْتِ وَالْبَابُ عَلَيْهِ مُغْلَقٌ فَمَشٰى حَتّٰى فَتَحَ لِىْ ثُمَّ رَجَعَ اِلٰى مَكَانِهِ وَوَصَفْتُ الْبَابَ فِى الْقِبْلَةِ

"একদা আমি বাহির হইতে ঘরে প্রবেশ করার জন্য আসিলাম– তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে নামায পড়িতে ছিলেন এবং ঘরের দরওয়াজা বন্ধ করা ছিল। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অগ্রসর হইয়া আমার জন্য দরওয়াজা খুলিয়া দিলেন, অতঃপর নামায স্থানে ফিরিয়া গেলেন; দরওয়াজা কেবলা দিকেই ছিল।"

❖ তিরমিযী শরীফে এই হাদীসের পরিচ্ছেদ-শিরোনাম দেওয়া হইয়াছে– "নফল নামাযে সামান্য হাটা-চলা ও সামান্য কোন কাজ করা"। অর্থাৎ প্রয়োজনে তাহা করা যায়।

মাসআলা ঃ নামাযের মধ্যে কোন সামান্য কাজ যাহার জন্য দুই হাত ব্যবহার করিতে না হয় এবং অতি দীর্ঘ না হয় করা যায়। যথা নামাযে বসা আছে, নিকটেই ইট বা পাথর খণ্ড আছে; সাপ-বিচ্ছুকে লক্ষ্য করিয়া উহা তাহার উপর এক হাতে নিক্ষেপ করিয়া দিল– ইহা জায়েয।

www.eelm.weebly.com

৮৭৩ (তিঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

أَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلٰوةِ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের মধ্যেও সাপ-বিচ্ছু মারার আদেশ করিয়াছেন।"

❖ সাপ-বিচ্ছু মারায় নামাযের মধ্যেও তৎপর হইবে। উপরে বর্ণিত কায়দায় সামান্য ক্রিয়ায় মারার সুযোগ হইলে নামায নষ্ট হইবে না। নতুবা নামায ত্যাগ করিয়া হইলেও উহাকে মারিবে এবং পুনরায় নামায পড়িবে।

মাসআলা ঃ নামাযের মধ্যে অযু ভঙ্গ হইলে পুনরায় অযু করিয়া নামায পড়িতে হইবে।

৮৭৪ (আঃ)। হাদীস– আলী ইবনে তালক (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فِي الصَّلٰوةِ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيُعِدِ الصَّلٰوةَ

"তোমাদের কেহ নামাযের মধ্যে বায়ু ছাড়িলে তাহার কর্তব্য হইবে নামায ছাড়িয়া যাইয়া অযু করা এবং পুনরায় নামায পড়া।"

মাসআলা ঃ নামাযের মধ্যে রোগ-শোকের যাতনা ইত্যাদি জাগতিক কারণে কাঁদা যদি শুধু অশ্রু প্রবাহনের পর্যায়ে হয় তবে নামায বাতিল হইবে না। কিন্তু ঐরূপ কাঁদা যদি সজোরে হয় ও অক্ষর বিশিষ্ট শব্দজনিত হয় তবে নামায বাতিল হইয়া যাইবে। অবশ্য যাতনার কারণে যদি এরূপ বেশামাল হইয়া পড়ে যে, সশব্দে কাঁদা বারণ করিতে অক্ষম তবে ক্ষমার্হ হইবে।

পক্ষান্তরে যদি বেহেশত-দোযখ ইত্যাদি আখেরাতের স্মরণে অথবা আল্লাহ তাআলার মহব্বত বা ভয়-ভক্তির কারণে ক্রন্দন হয় উহা সজোরে সশব্দে হইলেও নামাযের কোন ক্ষতি হইবে না।

৮৭৫ (আঃ)। হাদীস– মুতাররিফ (রহ.)-এর পিতা আবদুল্লাহ ইবনে শিখখীর (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْ وَفِيْ صَدْرِهِ أَزِيْزٌ كَأَزِيْزِ الرَّحٰى مِنَ الْبُكَاءِ

www.eelm.weebly.com

"আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখিয়াছি– তিনি নামায পড়িতে ছিলেন; চাপা ক্রন্দন বা গুমরানোর কারণে তাঁহার বুকের ভিতর হইতে শব্দ বাহির হইতে ছিল– আটা পেষণের জাঁতা চলার ন্যায়।"

মাসআলা ঃ ইমাম কিরাতে আটকা পড়লে তাহার জন্য তিনটি ব্যবস্থা থাকে। **১.** এক দুই বা তিনবার ঘুরাইয়া ফিরাইয়া পড়ার দ্বারা সম্মুখে চলিবার চেষ্টা করিবে– অধিক নহে। **২.** ঐরূপ চেষ্টা করিয়া বা না করিয়া রুকুতে চলিয়া যাইবে। **৩.** অথবা অন্য সূরা কিংবা আয়াত পড়ায় চলিয়া যাইবে।

ইমামকে এইসব সুযোগ না দিয়া আটকিবার সঙ্গে সঙ্গে মুক্তাদী কর্তৃক ইমামকে বাতলাইয়া দেওয়া নিষিদ্ধ। নিম্নবর্ণিত প্রথম হাদীসটির মর্ম ইহাই।

ইমাম অজ্ঞতাবশত অথবা অর্থের গড়মিল বা অন্য কোন কারণে যদি বার বার ঘুরাইতে ফিরাইতেই থাকে– রুকুতে বা অন্য সূরায় না যায় অথবা ইমাম ভুল বা অসম্পূর্ণ পড়িয়া বেমালুম চলিয়া যাইতেছে; ভুলের লক্ষ্যই তাহার হয় নাই– এইরূপ ক্ষেত্রে মুক্তাদী ইমামকে বাতলাইয়া দিবে। নিম্নবর্ণিত দ্বিতীয় ও তৃতীয় হাদীসেদ্বয়ের মর্ম ইহাই। এইরূপ ক্ষেত্রে ভুল বা অসম্পূর্ণতার দরুন যদি আয়াতের অর্থে বিকৃতি সৃষ্টি হয় তবে সঙ্গে সঙ্গে অবশ্যই তাহা সংশোধন করিবে; তাহা না করিলে অনেক ক্ষেত্রে নামায বাতিল হইয়া যাইবে। আর যদি অর্থের বিকৃতি না আসে তবে সংশোধন করা উত্তম বটে, কিন্তু অবশ্য কর্তব্য নহে। অর্থের বিকৃতি না ঘটিলে সংশোধন উত্তম বটে, কিন্তু যদি আশঙ্কা হয় যে, সংশোধনের দ্বারা ইমাম অধিক পেঁচে পড়িয়া যাইবে তবে বাতলাইবে না, নামাযের পরে আগামীর জন্য জ্ঞাত করিয়া দিবে এবং খতমে তারাবীর মধ্যে হইলে ঐ আয়াতকে শুদ্ধ করিয়া পূর্ণরূপে সম্মুখ রাকাতে অথবা পরে তারাবীর কোন দিন পুনরায় পড়িবে।

৮৭৬ (আঃ)। হাদীস– আলী (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

يَا عَلِيُّ لَا تَفْتَحْ عَلَى الْإِمَامِ فِي الصَّلٰوةِ

"হে আলী! নামাযের মধ্যে ইমামের কিরাতে সংশোধনী দিও না।"

৮৭৭ (আঃ)। হাদীস– হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

www.eelm.weebly.com

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلٰوةً فَقَرَأَ فِيْهَا فَلُبِسَ عَلَيْهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لِأُبَيٍّ أَصَلَّيْتَ مَعَنَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَمَا مَنَعَكَ

"একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়িলেন, ঐ নামাযে যে কিরাত পড়িলেন তাহাতে তিনি সন্দেহে পতিত হইয়া ঘুঁরপ্যাচে পড়িলেন। নামায সমাপ্তে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উবাই ইবনে কাআব (কুরআনে অভিজ্ঞ) সাহাবী (রাযি.)কে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি আমাদের সঙ্গে নামাযে ছিলে কি? তিনি বলিলেন, হাঁ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমার জন্য বাধা কি ছিল (যে, তুমি আমাকে বাতলাইয়া দিলে না)?"

৮৭৮ (আঃ)। হাদীস– হযরত মিসওয়ার ইবনে ইয়াযীদ (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

شَهِدْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الصَّلٰوةِ فَتَرَكَ شَيْئًا لَمْ يَقْرَأْهُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ تَرَكْتَ اٰيَةَ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلَّا اَذْكَرْتَنِيْهَا قَالَ كُنْتُ اَرَاهَا نُسِخَتْ

"একদা আমি উপস্থিত ছিলাম– রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে কিরাত পড়ায় কিছু অংশ ছাড়িয়া গেলেন, যাহা তাঁহার পড়ায় আসিল না। (নামায শেষে) এক ব্যক্তি আরজ করিল, ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনি তো অমুক আয়াত ছাড়িয়া গিয়াছেন! রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমাকে স্মরণ করাইয়া দিলে না কেন? ঐ ব্যক্তি বলিল, আমি ভাবিয়া ছিলাম, উক্ত আয়াতের পঠন আল্লাহ তাআলার তরফ হইতে রহিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে।"

নামাযে বসিয়া হস্তদ্বয় রাখার নিয়ম

৮৭৯ (মোসঃ)। হাদীস– হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَعَدَ يَدْعُوْا وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنٰى عَلٰى فَخِذِهِ الْيُمْنٰى وَيَدَهُ الْيُسْرٰى عَلٰى فَخِذِهِ الْيُسْرٰى وَأَشَارَ

www.eelm.weebly.com

بِاِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ وَوَضَعَ اِبْهَامَهُ عَلٰى اِصْبَعِهِ الْوُسْطٰى وَيُلْقِمُ كَفَّهُ الْيُسْرٰى رُكْبَتَهُ

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামাযে আত্তাহিয়্যাতু পড়ায় বসিতেন তখন ডান হাত ডান উরুর উপর ও বাম হাত বাম উরুর উপর রাখিতেন। আর ('লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বাক্যের সময়ে ডান হাতের) বৃদ্ধাঙ্গুলি মধ্যাঙ্গুলির উপর জড়াইয়া দিয়া তর্জনী আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করিতেন এবং বাম হাতের পাঞ্জা বা করতল দ্বারা হাটুকে কামড় দেওয়ারূপে রাখিতেন।"

৮৮০ (মোসঃ)। হাদীস– হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا جَلَسَ فِى الصَّلٰوةِ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلٰى رُكْبَتَيْهِ وَرَفَعَ اِصْبَعَهُ الْيُمْنَى الَّتِىْ تَلِى الْاِبْهَامَ فَدَعَا بِهَا وَيَدُهُ الْيُسْرٰى عَلٰى رُكْبَتِهِ بَاسِطَهَا عَلَيْهَا

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে বসাকালে হস্তদ্বয় উরুদ্বয়ের উপর রাখিতেন। আর ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলির পার্শ্বস্থ আঙ্গুল দ্বারা তাওহীদ বা একত্ববাদের ইশারা করিতেন এবং বাম হাতকে উরুর উপর সোজারূপে রাখিতেন।"

৮৮১ (মোসঃ)। হাদীস– আলী ইবনে আবদুর রহমান (রহ.) বর্ণনা করিয়াছেন, আমাকে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) দেখিলেন– আমি নামাযে (বসাবস্থায়) কাঁকর নড়াচড়া করিতেছি। নামায শেষ করিয়া তিনি আমাকে ঐরূপ করা হইতে নিষেধ করিলেন এবং বলিলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (এই অবস্থায়) যেইরূপ করিতেন তুমিও সেইরূপ করিও। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিরূপ করিতেন? তিনি বলিলেন–

كَانَ اِذَا جَلَسَ فِى الصَّلٰوةِ وَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنٰى عَلٰى فَخِذِهِ الْيُمْنٰى وَقَبَضَ اَصَابِعَهُ كُلَّهَا وَاَشَارَ بِاِصْبَعِهِ الَّتِىْ تَلِى الْاِبْهَامَ وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرٰى عَلٰى فَخِذِهِ الْيُسْرٰى

www.eelm.weebly.com

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে যখন বসিতেন তখন ডান হাত ডান উরুর উপর রাখিতেন। আর (একত্ববাদের বাক্যের সময়ে) ঐ হাতের আঙ্গুলসমূহ মুষ্ঠিবদ্ধ করা পূর্বক বৃদ্ধাঙ্গুলির পার্শ্বস্থ আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করিতেন এবং বাম হাত বাম উরুর উপর রাখিতেন।"

৮৮২ (ইঃ)। হাদীস– ওয়ায়েল ইবনে হজর (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ خَلَّقَ الْإِبْهَامَ وَالْوُسْطٰى وَرَفَعَ الَّتِيْ تَلِيْهَا يَدْعُوْا بِهَا فِي التَّشَهُّدِ

"আমি দেখিয়াছি, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (নামাযের আত্তাহিয়্যাতুর মধ্যে কালেমা) শাহাদত উচ্চারণকালে বৃদ্ধাঙ্গুল ও মধ্যাঙ্গুল দ্বারা গোলাকৃতি বানাইয়া তর্জনী আঙ্গুল উত্তোলন পূর্বক তাওহীদ বা একত্ববাদের ইশারা করিয়াছেন।"

❖ আত্তাহিয়্যাতু পড়াকালে 'লা-ইলাহা' বলার সঙ্গে শাহাদত আঙ্গুলকে উপরের দিকে উঠাইবে এবং 'ইল্লাল্লাহ' বলার সঙ্গে উক্ত আঙ্গুলকে নিচ করিয়া ফেলিবে। অন্য আঙ্গুলগুলির অবস্থার আকার সম্পর্কে সামান্য ব্যবধানে উপরোল্লিখিত দুই হাদীসে দুইটি অবস্থার বর্ণনা রহিয়াছে– উভয়টিই জায়েয।

৮৮৩ (তিঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, একজন সাহাবী (দুই হাতের) দুই আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করিল।

فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَحِّدْ اَحِّدْ

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ সাহাবীকে বলিলেন, এক আঙ্গুলে ইশারা কর-এক আঙ্গুলে ইশারা কর।"

৮৮৪ (আঃ)। হাদীস– হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشِيْرُ بِاِصْبَعِهٖ وَلَا يُحَرِّكُهَا وَلَا يُجَاوِزُ بَصَرُهٗ اِشَارَتَهٗ

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আত্তাহিয়্যাতু পড়ার মধ্যে (শাহাদতের) আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করিতেন কিন্তু উহাকে নাড়িতে থাকিতেন

www.eelm.weebly.com

না ' "ইশারা করাকালে তাঁহার দৃষ্টি ইশারা করার (দিকেই নিবদ্ধ থাকিত ঐ) দিক ছাড়িয়া (উপরের দিক বা অন্য দিকে) যাইত না।"

৮৮৫ (মেঃ)। হাদীস– নাফে (রহ.) বর্ণনা করিয়াছেন, আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) নামাযে বসাকালে হস্তদ্বয় উরুদ্বয়ের উপর রাখিতেন এবং (শাহাদত) আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করিতেন, তখন স্বীয় দৃষ্টিকে ঐ আঙ্গুলের দিকে নিবদ্ধ রাখিতেন। আর বলিতেন–

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهِيَ اَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنَ الْحَدِيْدِ يَعْنِىْ اَلسَّبَّابَةَ

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, নিশ্চয় (তাওহীদ বা একত্ববাদের ইশারায়) শাহাদতের আঙ্গুলটি শয়তানের উপর (তরবারী ইত্যাদি) লৌহ-অস্ত্র অপেক্ষা অধিক কঠিন (আঘাতকারী)।"

৮৮৬ (তিঃ)। হাদীস– আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) বলিতেন–

مِنَ السُّنَّةِ اِخْفَاءُ التَّشَهُّدِ

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত হইল আত্তাহিয়্যাতু চুপে চুপে পড়া।"

৮৮৭ (নাঃ)। হাদীস– হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে–

اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا جَلَسَ فِى الصَّلٰوةِ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلٰى رُكْبَتَيْهِ وَرَفَعَ اِصْبَعَهُ الَّتِىْ تَلِىْ الْاِبْهَامَ فَدَعَا بِهَا وَيَدُهُ الْيُسْرٰى عَلٰى رُكْبَتِهِ بَاسِطَهَا عَلَيْهِ

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের মধ্যে বসাকালে উভয় হাত উরুর উপর রাখিতেন এবং (ডান হাতের) শাহাদত আঙ্গুল উঁচু করিতেন– উহা দ্বারা তাওহীদ বা একত্ববাদের ইশারা করিতেন। আর বাম হাতকে সোজারূপে উরুর উপর রাখিতেন।"

❖ বাম হাত উরুর উপর রাখা সম্পর্কে ৮৭৯ নং হাদীসে উল্লেখ আছে যে, আঙ্গুলসমূহকে হাটুর উপর কামড় দিয়া ধরার ন্যায় জড়াইয়া রাখিতেন।

www.eelm.weebly.com

এই হাদীসও ৮৮০ নং হাদীসে আছে, আঙ্গুলসমূহ সোজারূপে লম্বাভাবে রাখিতেন। উভয় নিয়মই জায়েয।

সালাম সম্পর্কে বয়ান

৮৮৮ (মোসঃ)। হাদীস– সাআদ (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

كُنْتُ أَرَى رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ حَتّٰى أَرَى بَيَاضَ خَدِّهِ

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি ডান দিকে সালাম ফিরাইতে দেখিয়া থাকিতাম এবং বাম দিকেও সালাম ফিরাইতে দেখিয়া থাকিতাম। (সালাম করায় তাঁহার চেহারা ডান ও বাম দিকে পূর্ণ ফিরিত;) এমনকি আমি (পেছন হইতে) তাঁহার গণ্ডদেশের শুভ্রতা বা নূর দেখিয়া থাকিতাম।"

৮৮৯ (তিঃ)। হাদীস– আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন–

أَنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ডান দিকে এবং বাম দিকে উভয় দিকে সালাম ফিরাইতেন– আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।"

৮৯০ (তিঃ)। হাদীস– আয়েশা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسَلِّمُ فِي الصَّلٰوةِ تَسْلِيْمَةً وَاحِدَةً تِلْقَاءَ وَجْهِهِ ثُمَّ يَمِيْلُ إِلَى الشِّقِّ الْأَيْمَنِ شَيْئًا

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের মধ্যে একটি সালাম (উচ্চস্বরে) করিতেন– (সালাম উচ্চারণের আরম্ভ করিতেন) চেহারার সম্মুখস্থ দিক হইতে, তারপর চেহারা ডান দিকে ধীরে ধীরে মোড়িয়া নিতেন (এবং সাথে সাথে সালাম শেষ করিতেন)।"

www.eelm.weebly.com

৮৯১ (তিঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

خَذْفُ السَّلَامِ سُنَّةٌ

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত হইল, সালাম বাক্যের শেষ অক্ষরকে দীর্ঘায়িত না করিয়া উহাকে জযমযুক্তরূপে উচ্চারণ করা।" অর্থাৎ 'রাহমাতুল্লাহ' বলিবে। 'রাহমাতুল্লাহি' বলিবে না।

৮৯২ (আঃ)। হাদীস– জাবের ইবনে ছামুরা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

اَمَا يَكْفِىْ اَحَدَكُمْ اَنْ يَّضَعَ يَدَهٗ عَلٰى فَخِذِهٖ ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلٰى اَخِيْهِ مَنْ عَنْ يَمِيْنِهٖ وَمَنْ عَنْ شِمَالِهٖ

"তোমাদের প্রত্যেকের জন্য কি ইহা যথেষ্ট নয় যে, (নামাযে বসিয়া) হাত উরুর উপর রাখিবে এবং স্বীয় (মুসলমান) ভ্রাতাকে সালাম করিবে– যাহারা ডানে আছে এবং যাহারা বামে আছে।"

৮৯৩ (আঃ)। হাদীস– ছামুরা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

اَمَرَنَا النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ نَرُدَّ عَلَى الْاِمَامِ وَاَنْ نَتَحَابَّ وَاَنْ يُّسَلِّمَ بَعْضُنَا عَلٰى بَعْضٍ

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের আদেশ করিয়াছেন, ইমামের সালামের উত্তর দান করার এবং এই আদেশ করিয়াছেন যে, আমরা যেন পরস্পর ভালবাসা সৃষ্টি করি এবং আমাদের একজন যেন অপরজনকে সালাম করে।"

❖ সালামের মধ্যে 'আলাইকুম' শব্দের অর্থ– 'আপনাদের প্রতি' এই সম্বোধনের উদ্দেশ্য হইবে উভয় দিকের মুসল্লী মুসলমান ভাইগণ, সঙ্গে উভয় কাঁধের ফেরেশতাকেও শামিল করা যায়। এতদ্ভিন্ন ইমামকেও উদ্দেশ্য করিবে; ইমাম যেই দিকে থাকিবেন সেই দিকের সালামে তাঁহাকে উদ্দেশ্য করিবে, আর বরাবরে থাকিলে উভয় সালামে তাঁহাকে উদ্দেশ্য করিবে।

www.eelm.weebly.com

সালামের পূর্বে তাশাহহুদের পরে দোয়া

৮৯৪ (মোসঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنْ أَرْبَعٍ يَقُولُ اللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ

"তোমাদের কেহ যখন তাশাহহুদ পড়া শেষ করে তখন চারটি বস্তু হইতে আল্লাহ তাআলার আশ্রয় চাহিবে এই বলিয়া– 'আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজুবিকা মিন আযাবী জাহান্নামা, ওয়া মিন আযাবিল কবরে, ওয়ামিন ফিতনাতিল মাহইয়ায়া ওয়াল মামাতি, ওয়া মিন শাররি ফিতনাতিল মাছিহিদ দাজ্জাল'।"

অর্থ– আয় আল্লাহ! আমি আপনার আশ্রয় চাই জাহান্নামের আযাব হইতে ও কবরের আযাব হইতে এবং জীবিতাবস্থায় ও মৃত্যুর সময় ভ্রষ্টতায় পতিত হওয়া হইতে এবং কানা দাজ্জালের সৃষ্ট ফেতনা-ফাসাদ– বিপর্যয়ের ক্ষয়ক্ষতি হইতে।

৮৯৫ (আঃ)। হাদীস– আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (তাশাহহুদের পরে পড়িবার জন্য) কতিপয় বাক্য আমাদেরে শিক্ষা দিতেন, অবশ্য তাশাহহুদের ন্যায় জরুরি হিসাবে নয়।

اَللّٰهُمَّ أَلِّفْ بَيْنَ قُلُوبِنَا وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا وَاهْدِنَا سُبُلَ السَّلَامِ وَنَجِّنَا مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَجَنِّبْنَا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَبَارِكْ لَنَا فِي أَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُلُوبِنَا وَأَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَاجْعَلْنَا شَاكِرِينَ لِنِعْمَتِكَ مُثْنِينَ بِهَا قَابِلِيهَا وَأَتِمَّهَا عَلَيْنَا

"আয় আল্লাহ! আমাদের মধ্যে আন্তরিক মিল-মহব্বত সৃষ্টি করিয়া দিন, আমাদের পরস্পর সম্পর্ক ভাল করিয়া দিন, আমাদের শান্তির পথ দেখাইয়া

www.eelm.weebly.com

দিন এবং (ভ্রষ্টতার) সর্ব রকম অন্ধকার মুক্ত করিয়া (হেদায়েতের) নুরের দিকে পৌছাইয়া দিন এবং প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সর্বপ্রকার নির্লজ্জ কাজ হইতে আমাদেরে বিরত রাখুন। আর বরকত দান করুন আমাদের কানে, চোখে, অন্তরে এবং স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিতে। অর্থাৎ এই সবকে আমাদের ইহ-পরকালের জন্য উপকারী বানাইয়া দিন। আমাদের তাওবা কবুল করুন; আপনি তাওবা কবুলকারী দয়ালু। আপনার নেয়ামতে শোকর আদায়কারী, উহার উপর আপনার প্রশংসাকারী আমাদেরে বানাইয়া দিন। আপনার নেয়ামতের যোগ্য আমাদেরে বানাইয়া দিন। আমাদের উপর আপনার নেয়ামতকে পরিপূর্ণ করিয়া দিন।"

৮৯৬ (নাঃ)। হাদীস– আনাস (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে (তাঁহার মসজিদে) বসিয়াছিলাম, এক ব্যক্তি তথায় দাঁড়াইয়া নামায পড়িতেছিল। ঐ ব্যক্তি রুকু-সিজদা, এমনকি তাশাহহুদ (তথা আত্তাহিয়্যাতু ও দরূদ) পড়া শেষ করিয়া এইরূপে দোয়া করিল–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ بِاَنَّ لَكَ الْحَمْدُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْمَنَّانُ بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَاذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ

"আয় আল্লাহ! আমি আপনার নিকটই ভিক্ষা চাই– এই দোহাই দিয়া যে, একমাত্র আপনিই সমস্ত প্রশংসার অধিকারী, একমাত্র আপনিই মাবুদ, আপনি দাতা, আপনি সপ্ত আকাশ ও যমীনকে অতুলনীয়রূপে সৃষ্টি করিয়াছেন। হে সকল প্রকার মহত্তের ও সর্বোচ্চ মান-মর্যাদার অধিকারী! হে চির জীবন্ত! হে সকলের রক্ষাকর্তা! আমি (আমার ইহ-পরকালের সমুদয় প্রয়োজন) আপনার নিকট ভিক্ষা চাই।"

আনাস (রাযি.) বলেন, ঐ ব্যক্তির দোয়াকে লক্ষ্য করিয়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা জান– ঐ ব্যক্তি আল্লাহর কিরূপ গুণগানের সহিত দোয়া করিয়াছে? সাহাবীগণ বলিলেন, আল্লাহ এবং আল্লাহর রসূল এই বিষয়ে ভাল জানেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন–

www.eelm.weebly.com

وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَقَدْ دَعَا اللّٰهَ بِاسْمِهِ الْاَعْظَمِ الَّذِىْ اِذَا دُعِىَ بِهٖ اَجَابَ وَاِذَا سُئِلَ بِهٖ اَعْطٰى

"আমার জান-প্রাণ যাঁহার হাতে সেই মহানের কসম খাইয়া বলিতেছি, এই ব্যক্তি আল্লাহর ঐ ইসমে আযম দ্বারা দোয়া করিয়াছে যাহা দ্বারা দোয়া করা হইলে আল্লাহ সেই দোয়া কবুল করেন এবং যাহা দ্বারা ভিক্ষা চাওয়া হইলে আল্লাহ ভিক্ষা দিয়া দেন।"

৮৯৭ (নাঃ)। হাদীস– মেহজান ইবনে আরদা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার মসজিদে আসিলেন– তখন তথায় এক ব্যক্তি স্বীয় নামায পূর্ণ করিয়া তাশাহহুদ পড়িতেছিল। সে এই বলিয়া দোয়া করিল–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ يَا اللّٰهُ بِاَنَّكَ الْوَاحِدُ الْاَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِىْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ اَنْ تَغْفِرَلِىْ ذُنُوْبِىْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

"আয় আল্লাহ! আপনার নিকট ভিক্ষা চাই– হে আল্লাহ! এই দোহাই দিয়া যে, আপনি এক, একক গুণাবলীর অধিকারী, আপনি প্রত্যাশা ও মুখাপেক্ষার উর্ধ্বে, এত বড় মহান– যিনি (সৃষ্টি করেন) জন্ম দেন না এবং জন্ম দেওয়া হয় নাই– যাঁহার তুল্য কেহ হইতে পারে না। আপনি আমার সমস্ত গোনাহ মাফ করিয়া দিবেন; নিশ্চয় আপনি ক্ষমাকারী দয়ালু।"

ঐ ব্যক্তির দোয়া লক্ষ্য করিয়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তাহাকে ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইয়াছে– তিনবার এই কথা বলিলেন।

৮৯৮ (নাঃ)। হাদীস– মুআয (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার হাত ধরিয়া বলিলেন, আমি তোমাকে ভালবাসি হে মুআয। আমি বলিলাম, আমিও আপনাকে ভালবাসি ইয়া রসূলাল্লাহ।

অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি যদি আমাকে ভালবাস তবে প্রত্যেক নামাযে এই বাক্য কয়টি পাঠ করা ছাড়িও না–

رَبِّ اَعِنِّىْ عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

www.eelm.weebly.com

"হে পরওয়ারদেগার! আমাকে সাহায্য করিবেন, আপনার যিকির করায়, আপনার শোকর করায় এবং উত্তমরূপে আপনার বন্দেগী করায়।"

৮৯৯ (নাঃ)। হাদীস– শাদ্দাদ ইবনে আউস (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় নামাযে এই দোয়া পড়িতেন–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ التَّثَبُّتَ فِى الْاَمْرِ وَالْعَزِيْمَةَ عَلَى الرُّشْدِ وَاَسْئَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ وَاَسْئَلُكَ قَلْبًا سَلِيْمًا وَلِسَانًا صَادِقًا وَاَسْئَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ وَاَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ

"আয় আল্লাহ! আমি আপনার নিকট ভিক্ষা চাই– আপনার আদেশ পালনে সুদৃঢ় থাকা, হেদায়েতের তথা সৎ পথের উপর সুদৃঢ়-একরোখা থাকা। আরও ভিক্ষা চাই, আপনার নেয়ামতের পূর্ণ শোকর আদায় করা, আপনার বন্দেগী উত্তমরূপে করা। আরও ভিক্ষা চাই– (শয়তান হইতে) সুরক্ষিত অন্তর, সত্যবাদী যবান। আপনার নিকট আরও আশ্রয় চাই আপনার জানা সব রকম মন্দ ও খারাবী হইতে। আর আপনার দরবারে ক্ষমা চাই (আমার অজানা) আপনার জানা সব রকম দোষ-ত্রুটি।"

৯০০ (নাঃ)। হাদীস– ছায়েব (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা সাহাবী আম্মার ইবনে ইয়াসার (রাযি.) আমাদের নামায পড়াইলেন– তিনি নামাযকে সংক্ষিপ্ত করিলেন। লোকেরা ইহা নাপছন্দ করিল; কোন কোন ব্যক্তি বলিয়াই ফেলিল, আপনি নামায খুবই সংক্ষিপ্ত করিলেন। আম্মার (রাযি.) বলিলেন, রুকু-সিজদা পরিপূর্ণ করি নাই কি? লোকেরা বলিল, তাহা নিশ্চয় করিয়াছেন (কিন্তু কিরাত ছোট করিয়াছেন)। আম্মার (রাযি.) বলিলেন, (কিরাত ছোট করা) উহার কোন ক্ষতি আমার উপর বর্তিবে না। কারণ এই নামাযে আমি একটি (দীর্ঘ) দোয়া পড়িয়াছি, যাহা আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে শুনিয়াছি–

اَللّٰهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبِ وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ اَحْيِنِىْ مَا عَلِمْتَ الْحَيٰوةَ خَيْرًا لِّىْ وَتَوَفَّنِىْ اِذَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَيْرًا لِّىْ اَللّٰهُمَّ وَاَسْئَلُكَ

www.eelm.weebly.com

خَشْيَتَكَ فِي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَكَلِمَةَ الْحَقِّ فِي الرِّضَا وَالْغَضَبِ وَأَسْأَلُكَ الْقَصْدَ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَى وَأَسْأَلُكَ نَعِيمًا لَا يَنْفَدُ وَقُرَّةَ عَيْنٍ لَا تَنْقَطِعُ وَأَسْأَلُكَ الرِّضَا بِالْقَضَاءِ وَبَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَلَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ وَفِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ اَللّٰهُمَّ زَيِّنَّا بِزِينَةِ الْإِيمَانِ وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِينَ

"আয় আল্লাহ! যেহেতু আপনি গায়েব জানেন এবং সমস্ত সৃষ্টির উপর আপনার ক্ষমতা রহিয়াছে; (যাহা ইচ্ছা তাহাই আপনি করিতে পারেন। অতএব আমার আরাধনা) যাবৎ আমার জীবিত থাকা ভাল বলিয়া আপনি জানিবেন তাবৎই আমাকে জীবিত রাখিবেন, যখন আমার মৃত্যু ভাল বলিয়া জানিবেন তখন আমাকে মৃত্যু দান করিবেন। আয় আল্লাহ! আমিও আপনার নিকট ভিক্ষা চাই, আপনার ভয়– অন্তরেও এবং বাহ্যতও। হক কথা বলা– সন্তুষ্টির অবস্থায়ও, রাগের অবস্থায়ও। আর আপনার নিকট ভিক্ষা চাই, (জীবন যাপনে) মধ্যপন্থী থাকা দারিদ্র ও ধনাঢ্যতা উভয় অবস্থায়। আরও ভিক্ষা চাই, অফুরন্ত নেয়ামতসামগ্রী এবং অব্যাহত শান্তি। আরও ভিক্ষা চাই– আপনার হুকুম ও নির্ধারণের উপর রাজি থাকা, মৃত্যুর পর সুখ-শান্তির জীবন লাভ করা, আপনার দীদার-দর্শন লাভের স্বাদ ভাগ্যে জোটা এবং আপনার সঙ্গে মিলনের অসীম আকাঙ্ক্ষা। আর আপনার আশ্রয় চাই ক্ষতিকারক দুঃখ-কষ্ট হইতে এবং ভ্রষ্টতায় পতিতকারী ফেতনা-ফাসাদ হইতে। আয় আল্লাহ! ঈমানের সৌন্দর্যে আমাদেরে সুন্দর করিয়া দেন, আর আমাদেরে সৎ পথের পথিক এবং সৎ পথের দিশারী বানাইয়া রাখেন।"

❖ দারিদ্র্যে ও ধনাঢ্যতায় মধ্যপন্থী থাকা– ব্যয়ের দিক দিয়াও যে, অভাব অপেক্ষা অধিক কৃপণ না হওয়া এবং ধনাঢ্যতার দরুন অপব্যয়ীও না হওয়া। আর মনের দিক দিয়াও যে, অভাবের দরুন মন ভাঙ্গিয়া না পড়া, ধনের গরমে ঔদ্ধত্য না হওয়া।

ক্ষতিকারক দুঃখ-কষ্ট অর্থ যেই দুঃখ-কষ্টের উপর সবর ও ধৈর্য না থাকে। কারণ দুঃখ-কষ্টে সবর ও ধৈর্য না থাকিলে সেই দুঃখ-কষ্ট ভোগের

www.eelm.weebly.com

সওয়াবও হারাইতে হয় এবং ধৈর্য না থাকায় মুখে গোনাহ হওয়ার কথা আসিয়া যায়, মনে নৈরাশ্য ইত্যাদি গোনাহের অবস্থা সৃষ্টি হইয়া পড়ে।

৯০১ (নাঃ)। হাদীস– আয়েশা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে এই দোয়া করিয়া থাকিতেন–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ اَعْمَلْ

"আয় আল্লাহ! আমি আপনার আশ্রয় চাই– যে খারাপ কাজ করিয়াছি উহার কুফল হইতে এবং যে খারাপ কাজ করি নাই উহারও কুফল হইতে।"

❖ কোন খারাপ কাজ হইতে বিরত থাকার বড় বড় কুফল হইতে পারে। যথা মনে গর্ব-অহঙ্কার সৃষ্টি হওয়া, কাহাকেও ঐ কাজ করিতে দেখিয়া ঐ ব্যক্তিকে হেয়, ঘৃণ্য গণ্য করা ইত্যাদি।

৯০২ (ইঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, নামাযে (বসিয়া) তুমি কি পড়িয়া থাক? ঐ ব্যক্তি বলিল, তাশাহহুদ পড়ি, তারপর আল্লাহ তাআলার নিকট বেহেশত চাই এবং দোযখ হইতে আশ্রয় কামনা করি। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমিও এই বিষয়েই দোয়া করিয়া থাকি।

❖ নামাযের মধ্যে বেহেশত চাওয়া দোযখ হইতে আশ্রয় কামনা অবশ্যই আরবী ভাষায় হইতে হইবে। যথা–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ الْجَنَّةَ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ النَّارِ

"আয় আল্লাহ! আপনার নিকট বেহেশত ভিক্ষা চাই এবং দোযখ হইতে আশ্রয় চাই।"

নামায সমাপ্তে সালামের পরে কি পড়িবে?

৯০৩ (মোসঃ)। হাদীস– সাওবান (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন– (তিনি শুনিয়াছেন) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার নামায সমাপ্ত করিয়া তিনবার ইস্তিগফার করিয়াছেন। অর্থাৎ আস্তাগফিরুল্লাহা, আস্তাগফিরুল্লাহা, আস্তাগফিরুল্লাহা বলিয়াছেন। অতঃপর বলিয়াছেন–

www.eelm.weebly.com

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَاذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ

"হে আল্লাহ! আপনিই শান্তির কেন্দ্র, আপনার নিকট হইতে শান্তি লাভ হইতে পারে। আপনি সকল গুণের আকর– হে সর্বশ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী, সকল সম্মানের অধিকারী।"

৯০৪ (মোসঃ)। হাদীস– আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাযি.) প্রত্যেক নামাযের পরে সালাম ফিরাইয়া ইহা পাঠ করিতেন–

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَلَا نَعْبُدُ اِلَّا اِيَّاهُ لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ

আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই বাক্যসমূহ প্রত্যেক নামাযের পর সময় সময় পড়িয়া থাকিতেন।

৯০৫ (মোসঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

مَنْ سَبَّحَ اللّٰهَ فِىْ دُبُرِ كُلِّ صَلٰوةٍ ثَلَاثًا وَّثَلٰثِيْنَ وَحَمِدَ اللّٰهَ ثَلَاثًا وَّثَلٰثِيْنَ وَكَبَّرَ اللّٰهَ ثَلَاثًا وَّثَلٰثِيْنَ فَتِلْكَ تِسْعَةٌ وَّتِسْعُوْنَ وَقَالَ تَمَامَ الْمِائَةِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَاِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ

"যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাযের পর ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ ৩৩ বার আলহামদুলিল্লাহ ৩৩ বার আল্লাহু আকবার পড়িবে– যাহা মোট ৯৯ হইবে এবং ১০০ পূর্ণ করিবে এই পড়িয়া– 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা-শারিকালাহু লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শায়ইন কাদীর' সেই ব্যক্তির সমস্ত গোনাহ মাফ হইয়া যাইবে; যদিও তাহা সমুদ্রের ফেনা পরিমাণের হয়।

www.eelm.weebly.com

৯০৬ (তিঃ)। হাদীস– সাআদ (রাযি.) স্বীয় পুত্রগণকে এই বাক্যগুলি অতি যত্নের সহিত শিক্ষা দিতেন যেরূপে মক্তবের শিক্ষক বালকদেরকে শিক্ষা দিয়া থাকেন। সাআদ (রাযি.) বলিতেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের পরে এই বাক্যসমূহ পড়িয়া আল্লাহ তাআলার আশ্রয় চাহিতেন–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ اَرْذَلِ الْعُمُرِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ

'আয় আল্লাহ! আমি আপনার আশ্রয় চাই– ভীরুতা হইতে, আপনার চাই– কার্পণ্য হইতে। আরও আশ্রয় চাই– হুঁশ-বোধহারা কদর্যময় বার্ধক্য হইতে এবং আপনার আশ্রয় চাই– ইহজগতের আকর্ষণ ও মোহে ভ্রষ্টতায় পতিত হওয়া অথবা ইহ-জীবনের ভ্রষ্টতা হইতে এবং কবরের আযাব হইতে।'

৯০৭ (তিঃ)। হাদীস– একজন সাহাবী হইতে বর্ণিত আছে, নামাযের সালামান্তে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিতেন–

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

"তোমাদের প্রভু-পরওয়ারদেগার পাক-পবিত্র ঐসব অবাঞ্ছিত উক্তি হইতে যাহা বিভিন্ন লোকেরা করিয়া থাকে– তিনি সর্বশক্তিমান। সালাম সকল রসূল-গণের প্রতি এবং সকল প্রশংসা সারা জাহানের প্রভু-পরওয়ারদেগারের জন্য।"

৯০৮ (আঃ)। হাদীস– মুআয ইবনে জাবাল (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَخَذَ بِيَدِهٖ وَقَالَ يَا مُعَاذُ وَاللّٰهِ اِنِّىْ لَاُحِبُّكَ فَقَالَ اُوْصِيْكَ يَا مُعَاذُ لَا تَدَعَنَّ فِىْ دُبُرِ كُلِّ صَلٰوةٍ تَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اَعِنِّىْ عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার হাত ধরিয়া বলিলেন, হে মুআয! কসম খোদার– আমি তোমাকে ভালবাসি। অতঃপর বলিলেন, হে মুআয! প্রত্যেক নামাযের পরে ইহা পাঠ করা ছাড়িও না– প্রত্যেক নামাযের পরে বলিও, 'আল্লাহুম্মা আইন্নী আলা যিকরিকা ওয়া শুকরিকা ওয়া হুসনি

www.eelm.weebly.com

ইবাদাতিকা'। আয় আল্লাহ! তোমার যিকির করায়, শোকর করায় এবং ভালভাবে ইবাদত করায় আমাকে সাহায্য কর।"

৯০৯ (আঃ)। হাদীস– যায়েদ ইবনে আকরাম (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নামায শেষ করার পর ইহা পাঠ করিতে শুনিয়াছি–

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، اَنَا شَهِيْدٌ اَنَّكَ اَنْتَ الرَّبُّ وَحْدَكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، اَنَا شَهِيْدٌ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، اَنَا شَهِيْدٌ اَنَّ الْعِبَادَ كُلَّهُمْ اِخْوَةٌ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، اِجْعَلْنِيْ مُخْلِصًا لَكَ وَاَهْلِيْ فِيْ كُلِّ سَاعَةٍ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ يَاذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ اِسْمَعْ وَاسْتَجِبْ اَللّٰهُ اَكْبَرُ الْاَكْبَرُ اَللّٰهُمَّ نُوْرَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ الْاَكْبَرُ حَسْبِيَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ الْاَكْبَرُ

"আয় আল্লাহ–আমাদের এবং সকল চিজ-বস্তুর প্রভু! আমি আমার আন্তরিক বিশ্বাস ঘোষণা করিতেছি যে, আপনি এককভাবে প্রভু–আপনার কোন শরীক-সাথী নাই। আয় আল্লাহ–আমাদের এবং সকল চিজ-বস্তুর প্রভু! আমি আমার আন্তরিক বিশ্বাস ঘোষণা করিতেছি যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনার সৃষ্ট বান্দা এবং আপনার প্রেরিত রাসূল। আয় আল্লাহ–আমাদের এবং সকল চিজ-বস্তুর প্রভু! আমি আমার আন্তরিক বিশ্বাস ঘোষণা দিতেছি যে, সমস্ত মানুষ পরস্পর ভাই-ভাই (এক আদম-হাওয়ার সন্তান; কেহই কাহারও প্রভু–উপাস্য নহে)। আয় আল্লাহ–আমাদের ও সকল চিজ-বস্তুর প্রভু! আমাকে এবং আমার পরিবার-পরিজনকে বর্তমান ও ভবিষ্যতের প্রতি মুহূর্তে আপনার নিজের জন্য একান্ত একনিষ্ঠ একরোখা বানাইয়া রাখিবেন। হে মাহাত্ম্যের ও সর্বোচ্চ সম্মানের অধিকারী! আমার আবেদন মঞ্জুর করেন এবং বাস্তবায়িত করেন। আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ মহানের মহান। আয় আল্লাহ–আসমান-যমীনের নুর! (আমার প্রাণে আবেগ ভরা, মুখে প্রকাশের সামর্থ্য নাই; আপনি অন্তর্যামী, আমার অন্তরের সকল আবেগ

www.eelm.weebly.com

পুরা করিয়া দেন)। আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ মহানের মহান। আল্লাহ আমার জন্য যথেষ্ট এবং আমার পক্ষে আমার সবকিছু উত্তমরূপে সম্পাদনকারী। আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ মহানের মহান।"

৯১০ (আঃ)। হাদীস– আলী (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের সালাম ফেরার পরেই ইহা পাঠ করিতেন–

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا اَخَّرْتُ وَمَا اَسْرَرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ وَمَا اَسْرَفْتُ وَمَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهٖ مِنِّىْ اَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَاَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ

"আয় আল্লাহ! আমায় ক্ষমা করিয়া দিন, যেসব গোনাহ আমি পূর্ব আমলে করিয়াছি এবং যেসব গোনাহ আমি পরবর্তী কালে তথা নিকটবর্তী সময়ে করিয়াছি। আর যেসব অপরাধ আমি গোপনে করিয়াছি এবং যাহা প্রকাশ্যে করিয়াছি এবং সীমালঙ্ঘনের যেসব অপরাধ আমি করিয়াছি এবং আমার যে সমস্ত গোনাহ আপনি আমার অপেক্ষা অধিক জানেন। আপনি আগেও ছিলেন, পরেও আছেন (অতএব আপনি আগের পাছের সবকিছুই জানেন)। আপনি ভিন্ন আর কোন মাবুদ নাই।"

৯১১ (নাঃ)। হাদীস– ওকবা ইবনে আমের (রাযি.)-এর বর্ণনা–

اَمَرَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ اَقْرَأَ الْمُعَوِّذَاتِ فِىْ دُبُرِ كُلِّ صَلٰوةٍ

"রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে প্রত্যেক নামাযের পরে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনার আয়াতসমূহ (যাহা সূরা নাস ও সূরা ফালাকের মধ্যে আছে বা আরও যাহা পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে আছে উহা) পড়িবার আদেশ করিয়াছেন।"

৯১২ (নাঃ)। হাদীস– আয়েশা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা এক ইহুদী মহিলা আমার নিকট আসিল এবং বলিল, পেশাব হইতে পূর্ণ পাক-পবিত্র না থাকার কারণে কবরের আযাব হইবে। আমি বলিলাম, তুমি মিথ্যা বলিতেছ। সে বলিল, ঐ কারণে নিশ্চয় কবরের আযাব হইবে; আমরা পেশাবের কারণে চামড়া এবং কাপড় কাটিয়া ফেলিয়া থাকি। ঐ সময়

www.eelm.weebly.com

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের জন্য চলিয়া গেলেন এবং আমাদের উভয়ের তর্কে উচ্চ স্বর সৃষ্টি হইল। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায হইতে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এই উচ্চ স্বর কেন? আমি ঐ ইহুদী মহিলার উক্তি (কবর আযাবের) উল্লেখ করিলাম। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, মহিলা ঠিকই বলিয়াছে।

আয়েশা (রাযি.) বলেন, এই দিনের পর হইতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কোন নামায পড়িয়াছেন, নামাযের পরে ইহা পাঠ করিয়াছেন–

رَبَّ جِبْرَئِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ وَاِسْرَافِيْلَ اَعِذْنِىْ مِنْ حَرِّ النَّارِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ

"হে জিবরাঈল, মীকাঈল ও ইসরাফিলের মহান প্রভু! আমাকে দোযখের তাপ হইতে এবং কবরের আযাব হইতে রক্ষা করিবেন।"

৯১৩ (নাঃ)। হাদীস– আবু মারওয়ান (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, (ইসলাম পূর্বের ইহুদী আমলে) কাআব (রাযি.) তাহার নিকট কসমের সহিত বলিয়াছেন যে, আল্লাহর নবী দাউদ (আ.) যখনই নামায শেষ করিতেন ইহা পাঠ করিতেন–

اَللّٰهُمَّ اَصْلِحْ لِىْ دِيْنِىَ الَّذِىْ جَعَلْتَهُ لِىْ عِصْمَةً وَاَصْلِحْ لِىْ دُنْيَاىَ الَّتِىْ جَعَلْتَ فِيْهَا مَعَاشِىْ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَاَعُوْذُ بِعَفْوِكَ مِنْ نِقْمَتِكَ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْكَ لَا مَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِىَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ

"আয় আল্লাহ! আমার জন্য আমার দ্বীনকে উত্তম বানাইয়া দেন; আপনিই দ্বীনকে আমার জন্য রক্ষাকবচ করিয়াছেন এবং দুনিয়াকেও আমার জন্য উত্তম বানিয়ে দেন, যেই দুনিয়াতে আমাকে যিন্দেগী দান করিয়াছেন। আয় আল্লাহ! আমি আপনার সন্তুষ্টির আশ্রয় চাই আপনার অসন্তুষ্টি হইতে এবং আপনার ক্ষমার আশ্রয় চাই আপনার আযাব হইতে এবং আপনারই আশ্রয় চাই আপনার (ক্রোধানল) হইতে। আপনার দানে কেহ বাধা দিতে পারে না এবং আপনি না দিলে কেহ দিতে পারে না। সৌভাগ্যশালীকে তাহার সৌভাগ্য বা ধনীকে তাহার ধনাঢ্যতা আপনাকে ছাড়া কোন উপকার করিতে পারে না।"

www.eelm.weebly.com

৯১৪ (নাঃ)। হাদীস– মুসলিম (রহ.) বর্ণনা করিয়াছেন, আমার পিতা আবু বকরা (রাযি.) নামাযের পরে ইহা পাঠ করিতেন–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ

ইহা শুনিয়া আমিও ইহা পাঠ করিতাম। আমার পিতা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে বৎস! ইহা তুমি কাহার নিকট হইতে শিক্ষা করিয়াছ? আমি বলিলাম, আপনার হইতে। তিনি বলিলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের পরে ইহা পাঠ করিতেন।

৯১৫ (নাঃ)। হাদীস– যায়েদ ইবনে সাবেত (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, মুসলমানগণকে আদেশ করা হইয়াছিল, প্রত্যেক নামাযের পর ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ, ৩৩ বার আলহামদুলিল্লাহ এবং ৩৪ বার আল্লাহু আকবার পড়ার জন্য। ইতিমধ্যে এক (মদীনাবাসী সাহাবী) আনসারীর নিকট স্বপ্নে এক আগন্তুক আসিয়া বলিলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদেরকে আদেশ করিয়াছেন প্রত্যেক নামাযের পরে ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ, ৩৩ বার আলহামদুলিল্লাহ এবং ৩৪ বার আল্লাহু আকবার পড়িবার জন্য? আনসারী ব্যক্তি বলিলেন, হাঁ। আগন্তুক বলিলেন, (৩৩, ৩৪-এর স্থলে) পঁচিশ বার হিসাবে পড়ুন এবং অবশেষে ২৫ বার লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ যোগ করুন।

ভোর বেলা ঐ আনসারী ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিয়া স্বপ্ন বয়ান করিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, স্বপ্নের মর্মে আমল কর।

৯১৬ (নাঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

مَنْ سَبَّحَ فِىْ دُبُرِ صَلٰوةِ الْغَدَاةِ مِائَةَ تَسْبِيْحَةٍ وَهَلَّلَ مِائَةَ تَهْلِيْلَةٍ غُفِرَ لَهٗ ذُنُوْبُهٗ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ

"যে ব্যক্তি ফজর নামাযের পর ১০০ বার সুবহানাল্লাহ এবং ১০০ বার লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়িবে তাহার সমস্ত গোনাহ মাফ করিয়া দেওয়া হইবে– যদিও তাহা সমুদ্রের ফেনা পরিমাণের হয়।"

www.eelm.weebly.com

৯১৭ (ইঃ)। হাদীস– উম্মে সালামা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজর নামাযের সালাম ফিরাইয়া এই দোয়া পড়িতেন–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ عِلْمًا نَّافِعًا وَرِزْقًا طَيِّبًا وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا

"আয় আল্লাহ! আমি আপনার নিকট ভিক্ষা চাই– উপকারী জ্ঞান-বিদ্যা ও হালাল রিযিক এবং আপনার কবুলযোগ্য আমল।"

৯১৮ (ইঃ)। হাদীস– আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

خَصْلَتَانِ لَا يُحْصِيْهِمَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ اِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَهُمَا يَسِيْرٌ وَمَنْ يَّعْمَلُ بِهِمَا قَلِيْلٌ يُسَبِّحُ اللّٰهَ فِىْ دُبُرِ كُلِّ صَلٰوةٍ عَشْرًا وَيُكَبِّرُ عَشْرًا وَيُحَمِّدُ عَشْرًا فَرَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْقِدُهَا بِيَدِهٖ فَذٰلِكَ خَمْسُوْنَ وَمِائَةٌ بِاللِّسَانِ وَاَلْفٌ وَّخَمْسُمِائَةٍ فِى الْمِيْزَانِ وَاِذَا اَوٰى اِلٰى فِرَاشِهٖ سَبَّحَ وَحَمَّدَ وَكَبَّرَ مِائَةً فَتِلْكَ مِائَةٌ بِاللِّسَانِ وَاَلْفٌ فِى الْمِيْزَانِ فَاَيُّكُمْ يَعْمَلُ فِى الْيَوْمِ اَلْفَيْنِ وَخَمْسَمِائَةٍ سَيِّئَةٍ قَالُوْا وَكَيْفَ لَا يُحْصِيْهَا قَالَ يَاْتِىْ اَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ وَهُوَ فِى الصَّلٰوةِ اذْكُرْ كَذَا حَتّٰى يَنْفَكَّ الْعَبْدُ لَا يَعْقِلُ وَيَاْتِيْهِ وَهُوَ فِىْ مَضْجَعِهٖ فَلَا يَزَالُ يُنَوِّمُهٗ حَتّٰى يَنَامَ

"দুই শ্রেণীর দুইটি আমল আছে– যে কোন মুসলমান উহার অভ্যস্ত হইবে সে বেহেশত লাভ করিবে। ঐ আমল দুইটি সহজই বটে কিন্তু উহার আমলকারীর সংখ্যা কম।

১. প্রত্যেক নামাযের পর ১০ বার সুবহানাল্লাহ, ১০ বার আল্লাহু আকবার, ১০ বার আলহামদুলিল্লাহ পড়িবে। বর্ণনাকারী বলেন, পরবর্তী সময়ে আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উহা হাতে গণনা করিতে দেখিয়াছি। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, (পাঁচ ওয়াক্ত

www.eelm.weebly.com

নামাযের) ঐ সবের মোট সংখ্যা মূলে পড়ায় ১৫০। কিন্তু হাশর মাঠে নেকের পাল্লায় উহা ১৫০০ পরিগণিত হইবে।

২. যখন বিছানায় শয়নের জন্য আসিবে তখন সুবহানাল্লাহ, আলহামদু-লিল্লাহ এবং আল্লাহু আকবার ১০০ বার পড়িবে। উহা মুখেখ পড়ায় ১০০ কিন্তু হাশর মাঠে নেকের পাল্লায় ১০০০ পরিগণিত হইবে। তোমাদের মধ্যে কে আছে যে প্রতিদিন ২৫০০ গোনাহ করিয়া থাকে?

অর্থাৎ উক্ত আমলদ্বয়ের দ্বারা প্রতিদিন ২৫০০ নেকী হইতেছে অথচ এত সংখ্যার গোনাহ সাধারণত প্রতিদিন কোন নামাযী ব্যক্তি করে না। সুতরাং উক্ত আমলদ্বয়ের দ্বারা নামাযী ব্যক্তির নেকের ওজন অবশ্যই প্রবল হইবে গোনাহের উপর।

সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, লোকেরা এই সহজ আমলের অভ্যস্ত কেন হইতে পারে না? উত্তরে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমাদের এক একজনের নিকটে নামায পড়া অবস্থায় শয়তান আসে এবং তাহাকে নানা প্রয়োজনের কথা স্মরণ করায়, ফলে তাহার খেয়াল থাকে না (নামাযের পরে উক্ত আমল করার)। তদ্রূপ বিছানায়ও শয়তান আসিয়া ঘুম পাড়াইতে থাকে, এমনকি তাহার ঘুম আসিয়া যায় (ঐ আমল করার সুযোগ পায় না)।

৯১৯ (মেঃ)। হাদীস– আলী (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি–

مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ فِيْ دُبُرِ كُلِّ صَلٰوةٍ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُوْلِ الْجَنَّةِ إِلَّا الْمَوْتُ وَمَنْ قَرَأَهَا حِيْنَ يَأْخُذُ مَضْجَعَهُ أَمَّنَهُ اللّٰهُ عَلٰى دَارِهِ وَدَارِ جَارِهِ وَأَهْلِ دُوَيْرَاتٍ حَوْلَهُ

"যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাযের পর আয়াতুল কুরসি পড়িবে তাহার বেহেশত লাভে মৃত্যু ব্যতীত আর কোন বাধা থাকিবে না। অর্থাৎ ইহজীবনে সরাসরি বেহেশতের নেয়ামত লাভ হয় না, একমাত্র মৃত্যুর পরেই উহা লাভ হওয়া সম্ভব। সেমতে ঐ ব্যক্তির জন্য বেহেশতের নেয়ামত শুধু মৃত্যুর অপেক্ষায়

www.eelm.weebly.com

থাকিবে। মৃত্যুর পর বেহেশতের নেয়ামত লাভে তাহার পক্ষে আর কোন বাধা থাকিবে না।

আর যে ব্যক্তি উহা পাঠ করিবে শয্যা গ্রহণকালে আল্লাহ তাআলা তাহাকে নিজ গৃহে নিরাপদে রাখিবেন এবং তাহার পড়শীর ঘর ও আশেপাশের ঘর কয়টিকেও নিরাপদে রাখিবেন।"

৯২০ (মেঃ)। হাদীস– আবদুর রহমান ইবনে গনম (রাযি.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, যে ব্যক্তি মাগরিব ও ফজর নামাযের পরে নামায স্থান হইতে চলিয়া আসার, এমনকি পাদ্বয়কে স্থানচ্যুত করার পূর্বে দশবার ইহা পাঠ করিবে–

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

তাহার জন্য প্রতিবারের বিনিময়ে দশটি করিয়া নেকী লেখা হইবে, দশটি করিয়া গোনাহ মুছিয়া ফেলা হইবে, মান-মর্যাদায় দশ ধাপ করিয়া উন্নতি দেওয়া হইবে। এতদ্ভিন্ন উহা তাহার জন্য রক্ষাকবচ হইবে সব রকম খারাপ কাজ হইতে এবং ভাগ্য বিতাড়িত শয়তান হইতে। অধিকন্তু শিরক ভিন্ন অন্য গোনাহ তাহার ক্ষতিসাধন করিবে না (ক্ষমা পাইয়া যাইবে)। আর সকল মানুষের মধ্যে সে সর্বোত্তম গণ্য হইবে– অবশ্য যদি কেহ ইহা অপেক্ষা অধিক উত্তম দোয়া-কালাম পাঠ করে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ হাফেয ইবনুল কাইউম নামীয় হাম্বলী মাযহাবের একজন আলেম লিখিয়াছেন, নামাযের সালাম ফেরার পর দোয়া করা ইমাম, মুক্তাদী– কোন প্রকার নামাযীর পক্ষেই সুন্নাত নহে।

কিন্তু বুখারী শরীফের সুপ্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাগ্রন্থ ফাতহুল বারীতে হাফেয ইবনে হাজার (রহ.) উক্ত অভিমতকে মরদুদ-বর্জনীয় ও পরিত্যক্ত ঘোষণা করিয়া নামাযের পরে দুইটি জিনিসের সুন্নাত হওয়া প্রমাণিত করিয়াছেন। **১.** তাসবীহ-তাহলীল ইত্যাদি যিকির এবং **২.** দোয়া (ফাতহুল মুলহিম : খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১৭৫)। এই সম্পর্কে হাফেয ইবনে হাজার (রহ.) যেসব হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়াছেন উহার অধিকাংশই আমাদের অনুবাদে উল্লেখ হইয়াছে।

www.eelm.weebly.com

নামাযের পরে মুনাজাত করা

যে কোন নামায সমাপ্ত করিয়াই দোয়া এবং মুনাজাত করা সুস্পষ্টরূপে হাদীসে উল্লেখ ও বর্ণিত রহিয়াছে। যথা–

৯২১ (তিঃ)। হাদীস– আবু উমামা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে–

قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ الدُّعَاءِ اَسْمَعُ قَالَ جَوْفَ اللَّيْلِ الْاٰخِرِ وَدُبُرَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوْبَاتِ

"কোন ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রসূলাল্লাহ! কোন দোয়া অধিক কবুল হয়? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, রাত্রের শেষ অংশে যে দোয়া করা হয় এবং ফরজ নামাযসমূহের পরে যে দোয়া করা হয়।"

৯২২ (তিঃ)। হাদীস– ফযল ইবনে আব্বাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

اَلصَّلٰوةُ مَثْنٰى مَثْنٰى تَشَهَّدُ فِىْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَتَخَشَّعُ وَتَضَرَّعُ وَتَمَسْكَنُ وَتُقْنِعُ يَدَيْكَ يَقُوْلُ تَرْفَعُهُمَا اِلٰى رَبِّكَ مُسْتَقْبِلًا بِبُطُوْنِهِمَا وَجْهَكَ وَتَقُوْلُ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ فَهُوَ خِدَاجٌ

"নামায দুই দুই রাকাত করিয়া পড়িতে হইবে– প্রত্যেক দুই রাকাতের উপরই বসিয়া আত্তাহিয়্যাতু পাঠ করিতে হইবে অর্থাৎ সরাসরি তিন বা চার রাকাত পড়া যাবে না। নিবেদিত হইয়া কাতরতার সহিত, বিনতভাবে নামায আদায় করিতে হইবে। আর (নামায শেষে) উভয় হস্তদ্বয় প্রভু পাণে উঠাইবে– হস্তদ্বয়ের পেটের দিক নিজ চেহারার দিকে রাখিবে; এই অবস্থায় হে পরওয়ারদেগার! হে পরওয়ারদেগার! বলিয়া ডাকিতে (এবং নিজের আবেদন-নিবেদন বলিতে) হইবে। যে ব্যক্তি এইসব করিবে না সে অঙ্গহীন নামাযী পরিগণিত হইবে অর্থাৎ তাহার নামায অঙ্গহীন অসম্পূর্ণ সাব্যস্ত হইবে।

❖ অত্র হাদীসে নামাযের নফল বা ফরয– প্রকার নির্ণয় ব্যতিরেকে নামাযের সাধারণ নিয়মরূপেই আকার-আকৃতি নির্ধারণের সহিত মুনাজাত নামাযের প্রয়োজনীয় বস্তুরূপে উল্লেখ হইয়াছে।

www.eelm.weebly.com

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ উল্লেখিত হাদীসখানা নফল-ফরয সব রকম নামাযের পরেই প্রচলিত আকার-আকৃতিতে হস্তদ্বয় উত্তোলন পূর্বক মুনাজাত করার পক্ষে সুস্পষ্ট প্রমাণ। অধিকন্তু মুনাজাত নামাযের অভ্যন্তরীণ অঙ্গ না হইলেও উহা যে, নামাযের বহিরাঙ্গরূপে নামাযের সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত তাহাও এই হাদীসে স্পষ্টাক্ষরে উল্লেখ রহিয়াছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুনাজাতবিহীন নামাযকে অঙ্গহীন বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন।

যাহারা মুনাজাত বিরোধী তাহারাও এই হাদীসের প্রমাণকে অস্বীকার করিতে পারেন না, মনগড়ারূপে হাদীসকে এড়াইবার চেষ্টা করেন এই বলিয়া যে, ইহা নফল নামায সম্পর্কে। অথচ অত্র হাদীসে আপনারাও দেখিতেছেন যে, নফল নামাযের উল্লেখ হাদীসটিতে মোটেই নাই। অধিকন্তু এই মনগড়া অর্থ হাদীসটির শব্দ ও বাক্যাবলীর সম্পূর্ণ বিপরীত– দুই কারণে।

১. এই হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যবহৃত শব্দ হইল– 'আস-সালাত' যাহার অর্থ– 'সব রকম নামায' অথবা 'নামায বলিতে যাহা বুঝায়'। পাঠক! চিন্তা করুন– সব রকম নামায বা নামায বলিতে যাহা বুঝায় তাহা কি নফল নামাযে সীমাবদ্ধ, না– ফরয নামাযকেও বুঝায়? বরং ফরয নামাযকেই অগ্রাধিকাররূপে বুঝায়। তাহারা উল্লেখিত হাদীসকে নফল নামাযে সীমাবদ্ধ রাখে তাহারা হাদীসের মূল শব্দকে বিকৃত করে এবং তাহাদের কোন প্রমাণ নাই।

২. উল্লেখিত হাদীসে মুনাজাতের আদেশ বর্ণনার সাথে আরও চারটি বিষয়ের আদেশ উল্লেখ রহিয়াছে– প্রতি দুই রাকাতের উপরই বসিয়া আত্তাহিয়্যাতু পাঠ করা, পূর্ণ নামাযে নিবেদিতপ্রাণ হওয়া, কাতর হইয়া থাকা এবং বিনত হইয়া থাকা। এই চারটি বিষয়কে কোন মানুষ নফল নামাযে সীমাবদ্ধ বলিতে পারে কি? বরং এই অবস্থাগুলি ফরয নামাযে প্রবর্তিত হওয়া নিশ্চয় অধিক প্রয়োজন। আলোচ্য হাদীসে উক্ত চারটি বিষয়ের সাথেই পঞ্চম বিষয়টি উল্লেখ আছে মুনাজাত করা– উহা কেন শুধু নফল নামাযে সীমাবদ্ধ থাকিবে, ফরয নামাযে প্রবর্তিত হইবে না?

সরাসরি হাদীসের বাক্যাবলী হইতে প্রমাণ গ্রহণ করা ছাড়িয়া হাদীস সংকলক ও ব্যাখ্যাকারগণের মতামত দেখানো হইলে আমরা ফরয নামাযে মুনাজাতের পক্ষে ঐরূপ অসংখ্য দলিল-প্রমাণ দেখাইতে ইনশাআল্লাহ

www.eelm.weebly.com

তাআলা সক্ষম হইব। বুখারী শরীফের প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাকার আনোয়ার শাহ (রহ.) বলিয়াছেন, নামাযের পর মুনাজাত করার পক্ষে ফিকাহশাস্ত্রজ্ঞগণ নফল নামায এবং ফরয নামায এক সঙ্গেই রাখিয়াছেন।

(ফয়যুল বারী : খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৪১৭)

প্রসিদ্ধ হাদীস সংকলক মাওলানা জাফর আহমদ উসমানী (রহ.) তাঁহার ১৬ খণ্ডের গ্রন্থ এলাউস সুনান-এ একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্ধৃতি উল্লেখ করিয়াছেন যে, ফরয নামাযান্তে মুনাজাত করা নফল নামায অপেক্ষা অধিক উত্তম, যেরূপ নফল নামায অপেক্ষা ফরয নামায নিশ্চয় অধিক উত্তম।

(এলাউস সুনান : খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ১৬৭)

এই সত্যটি নিতান্তই প্রামাণিক সত্য; এইমাত্র ৯২১ নং হাদীসে পাঠক দেখিয়াছেন, দোয়া কবুল হওয়ার বিশেষ স্থানরূপে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্ধারিত করিয়া বলিয়াছেন– 'ফরয নামাযের পরে যে দোয়া করা হয়'। মুনাজাত অর্থ দোয়া করাই বটে।

মুনাজাত বিরোধীগণ আলোচ্য হাদীসকে নফলে সীমাবদ্ধ রাখার পক্ষে একটি অলীক কথা বলেন যে, হাদীসটিতে নামায দুই দুই রাকাত বলা হইয়াছে, অতএব এস্থানে নফল নামাযই উদ্দেশ্য হইবে। কারণ ফরয নামায তো বেশির ভাগই চার চার রাকাত। তাহাদের এই কথায় এই সত্যই ফুটিয়া উঠে যে, একটি অমূলক কথা বলিয়া ফেলিলে উহাকে দাঁড় করাইতে আরও অমূলক কথা বলার ফাঁদে পড়িতে হয়। এস্থলে মুনাজাত বিরোধীদের অবস্থা তাহাই ঘটিয়াছে– তাহারা হাদীসটিকে নফল নামাযে সীমাবদ্ধ করার অমূলক কথা দাঁড় করাইবার জন্য হাদীসটির বাক্য 'নামায দুই দুই রাকাত'-এর অর্থ বলিতে চাহেন যে, প্রতি দুই রাকাতের উপর নামায সমাপ্তির সালাম ফিরিবে; সুতরাং এস্থলে ফরয নামায উদ্দেশ্য হইবে না, যেহেতু উহা চার ও তিন রাকাতের হয়।

ইহা মুনাজাত বিরোধীদের আর একটি অলীক কথা, বরং স্বয়ং নবীজীর দেওয়া ব্যাখ্যার বিপরীত ব্যাখ্যা। পাঠক নিজেই দেখিয়াছেন, 'নামায দুই দুই রাকাত' বলার সাথেই স্বয়ং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহার উদ্দেশ্য বলিয়া দিয়াছেন যে, 'প্রতি দুই রাকাতে বসিয়া আত্তাহিয়্যাতু পড়িবে'। চার রাকাত, তিন রাকাত নামাযের মধ্যেও দুই রাকাতের উপর অবশ্যই বসিয়া

www.eelm.weebly.com

আত্তাহিয়্যাতু পড়িতে হয়; ভুলিয়া গেলে সাহু-সিজদা না করার ক্ষেত্রে নামায দোহরাইতে হয়। অতএব সব রকম ফরয নামায আলোচ্য হাদীসেস শামিল থাকায় কোনই বাধা নাই। প্রতি দুই রাকাতের উপর সালাম ফেরার অর্থ করা– ইহা নবীজীর ব্যাখ্যার বিপরীত।

কেহ কেহ ইহাও বলিয়া থাকেন যে, এক হাদীসে রাত্রের নামাযকে দুই দুই রাকাত বলা হইয়াছে এবং রাত্রের নামায তো তাহাজ্জুদকে বলা হয়। অতএব আলোচ্য হাদীস তাহাজ্জুদ সম্পর্কে।

তাহাদের অলীক কথার পেছনে কত দৌড়িব? তাহাদের জানা উচিত যে, রাত্রের নামায তথা তাহাজ্জুদ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চার চার রাকাতও পড়িয়াছেন বলিয়া আয়েশা (রাযি.) হইতে বুখারী শরীফে হাদীস বর্ণিত রহিয়াছে। দুই দুই রাকাত পড়ারও বর্ণনা আছে– বিশেষত উহার উল্লেখ বেতের পড়ার কৌশলরূপে হইয়াছে। যাহারা তাহাজ্জুদ পড়ায় অভ্যস্ত তাহাদের জন্য বেতের নামায তাহাজ্জুদের পরে পড়ার নিয়ম। সেই সম্পর্কেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, রাত্রের নামায তথা তাহাজ্জুদ নামায তো দুই দুই রাকাত পড়া হয়; فاذا خشيت الصبح فاوتر بواحدة 'সেমতে যখন রাত্র শেষ হওয়ার আশঙ্কা কর তখন দুই রাকাতের সাথে এক রাকাত অধিক মিলাইয়া বেতের পড়িয়া নিও'। দুই দুই রাকাত বলিলেই উহা তাহাজ্জুদ নামাযের অর্থ হইবে এই দাবি অজ্ঞতারই প্রমাণ। কারণ এক হাদীসে স্পষ্ট বর্ণিত আছে– রাত্র এবং দিন উভয়েই নামাযই দুই দুই রাকাত। (আবু দাউদ শরীফ : পৃ. ১৮৩; হাদীসখানা শুদ্ধতার প্রমাণ এলাউস সুনান : খণ্ড ৭, পৃ. ৪৩)

দিনের নামায তো তাহাজ্জুদ হয় না, সুতরাং দুই দুই রাকাত বলিলেই তাহাজ্জুদ নামায হইবে এইরূপ উক্তি নিছক বাতুলতা। আবু দাউদ (রহ.) মুনাজাতের মূল আলোচ্য হাদীসটিকে দিনের নামায পরিচ্ছেদে বর্ণনা করিয়াছেন।

পাঠক! মূল আলোচ্য হাদীসটির সরল অনুবাদ এবং উহার বাক্যাবলী ও শব্দের সরাসরি আলোচনার দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়া দেখানো হইল যে, এই হাদীস দ্বারা নফল-ফরয সব রকম নামাযেই ইমাম-মুক্তাদী সকলের পক্ষেই মুনাজাত করার প্রয়োজনীয়তা প্রমাণিত হয়। কারণ হাদীসটির শব্দাবলী ও

www.eelm.weebly.com

বাক্যাবলী সবই ব্যাপক আকারের, কোন প্রকার সীমাবদ্ধতার বা নির্ধারণের লেশমাত্র হাদীসটিতে নাই। হাদীসটির ব্যাপকতা খর্ব করায় যদি কোন মুহাদ্দিস আলেম বিশিষ্ট ব্যাখ্যাকারের উক্তি বা বক্তব্য কাজে লাগানো হয় তবে তো আমরা অতি প্রশস্ত ময়দান পাইয়া যাইব– শত শত নয়, হাজার হাজার মুহাদ্দিস, আলেম, বুযুর্গের আমল উক্তি ও বক্তব্য ফরয নামাযে প্রচলিত আকারে মুনাজাতের পক্ষে দেখাইতে ইনশাআল্লাহ তাআলা সক্ষম হইব। শুধুমাত্র একটি নমুনা পেশ করিতেছি– বড় বড় ১৬ খণ্ডের হাদীস গ্রন্থ এলাউস সুনান কিতাবের সংকলক ফেকাহশাস্ত্রজ্ঞ বুযুর্গ মাওলানা জাফর আহমদ উসমানী (রহ.) মুনাজাতের পক্ষে আমাদের উত্থাপিত মূল আলোচ্য হাদীসখানার উপর দীর্ঘ পাঁচ পৃষ্ঠাব্যাপী আলোচনার পর হাদীসটির বিষয়বস্তুর উপর মন্তব্য প্রকাশে লিখিয়াছেন–

فثبت ان الدعاء مستحب بعد كل صلوة مكتوبة برفع اليدين كما هو شائع فى ديارنا

"ইহা সঠিকরূপে প্রমাণিত হইয়া গেল যে, দোয়া করা মুস্তাহাব প্রত্যেক ফরয নামাযের পরে, হস্তদ্বয় উত্তোলনের সহিত– যেরূপ আমাদের দেশে প্রচলিত রহিয়াছে।' তিনি এই হাদীসকে সকল প্রকার নামাযে মুনাজাত করা পরিচ্ছেদে উল্লেখ করিয়াছেন। (এলাউস সুনান : খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ১৬৭)

দুঃখের বিষয়– মুনাজাত বিরোধীগণ আমাদের হাত-পা বাঁধিয়া দেন যে, মুনাজাত প্রমাণ করায় কোন আলেম-বুযুর্গ যত বড়ই হউন তাঁহাদের আমল, কথা, উক্তি, বক্তব্য বা লেখা দেখাইবেন না– হাদীস দ্বারা প্রমাণ করিবেন। তাঁহারা তাঁহাদের এই দাবির উপর কঠোরতা আরোপ করায় অত্যন্ত জঘন্য ভাষাও প্রয়োগ করেন। কিন্তু এই নিয়ম নিতান্তই অনধিকার চর্চ, এই পন্থা সমাজের জন্য অতিশয় ক্ষতিকর। তবুও আমরা আলোচনায় হাদীসের প্রমাণ পেশ করার পথে চলিতেছি। মুনাজাতের পক্ষে বিশ্ব বরেণ্য হাজার হাজার আলেম-বুযুর্গগণের আমল, উক্তি এবং ফতওয়া ও বক্তব্য দেখাইতে বড় কলেবরের সুদীর্ঘ সংকলনের প্রয়োজন।

www.eelm.weebly.com

হস্তদ্বয় উত্তোলন পূর্বক মুনাজাত করা

মুনাজাত বিরোধীগণকে নামাযের পরে দোয়া করিতেও সাধারণত দেখা যায় না। তাহারা ফরয নামাযের সালাম ফেরার পরই দাঁড়াইয়া পড়ে– ইহা সুস্পষ্ট হাদীস বিরোধী কাজ। সম্মুখে ৯২৩ নং হাদীসে এই সত্যের প্রমাণ দেখিতে পাইবেন।

এতদ্ভিন্ন ৯০৩ নং হইতে ৯২০ নং পর্যন্ত ১৮টি হাদীসের মধ্যে নামাযের সালামান্তে বিভিন্ন রকমের দোয়া এবং আল্লাহ তাআলার গুণ ও প্রশংসা সূচক বাক্যাবলী এবং যিকির ও তাসবীহ পাঠ করা শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। মুনাজাত বিরোধীরা সাধারণত ঐসব দোয়া-কালামও পড়ে না। অবশ্য নীতিগত তাহারা ঐসব দোয়া-কালাম পড়ার বিরোধী নয়। তাহারা হস্তদ্বয় উত্তোলন পূর্বক মুনাজাত করার বিরোধী। আমরা তিরমিযী শরীফ হইতে যে মূল আলোচ্য হাদীস পেশ করিয়াছি উহা তাহাদের এই বিরোধিতাকে সুস্পষ্টরূপে খণ্ডন করিয়া দেয়। কারণ এই হাদীসে হস্তদ্বয় উত্তোলন পূর্বক আমাদের প্রচলিত আকার-আকৃতির মুনাজাতের স্পষ্ট বর্ণনা রহিয়াছে। হাত উত্তোলন পূর্বক দোয়া করার প্রমাণ আরও অনেক হাদীসে বিদ্যমান রহিয়াছে। যথা–

হাদীস– إِنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ الزُّبَيْرِ رَأَى رَجُلًا رَافِعًا يَدَيْهِ يَدْعُوْا قَبْلَ أَنْ يَّفْرُغَ مِنْ صَلٰوتِهٖ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهَا قَالَ لَهٗ إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتّٰى يَفْرُغَ مِنْ صَلٰوتِهٖ

"সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাযি.) এক ব্যক্তিকে দেখিলেন, নামায সমাপ্ত করার পূর্বে দোয়া করায় হস্তদ্বয় উত্তোলন করিয়াছে। ঐ ব্যক্তি নামায শেষ করিলে আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাযি.) তাহাকে বলিলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একমাত্র নামায শেষ করার পরে হস্তদ্বয় উত্তোলন করিতেন।"

হাদীস– আনাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (নিম্নে বর্ণিত দোয়াটি শিক্ষা দানে) ফরমাইয়াছেন–

www.eelm.weebly.com

مَا مِنْ عَبْدٍ بَسَطَ كَفَّيْهِ فِيْ دُبُرِ كُلِّ صَلٰوةٍ ..... اِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَى اللّٰهِ اَنْ لَا يَرُدَّ يَدَيْهِ خَائِبَتَيْنِ

"যে কোন বান্দা প্রত্যেক নামাযের পর দুই হাত পাতিয়া এই দোয়া করিবে আল্লাহ তাআলা নিজের উপর নির্ধারিত করিয়া নিবেন যে, তাহার হস্তদ্বয়কে বঞ্চিতরূপে ফেরত দিবেন না। দোয়াটি এই–

اَللّٰهُمَّ وَاِلٰهَ اِبْرَاهِيْمَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَاِلٰهَ جِبْرَئِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ وَاِسْرَافِيْلَ اَسْئَلُكَ اَنْ تَسْتَجِيْبَ دَعْوَتِيْ فَاِنِّيْ مُضْطَرٌّ وَيَعْصِمَنِيْ فِيْ دِيْنِيْ فَاِنِّيْ مُبْتَلًى وَتَنَالَنِيْ بِرَحْمَتِكَ فَاِنِّيْ مُذْنِبٌ وَتَنْفِيَ عَنِّيْ الْفَقْرَ فَاِنِّيْ مُتَمَسْكِنٌ

"হে আমার আল্লাহ– ইবরাহীম (আ.), ইসহাক (আ.), ইয়াকুব (আ.)-এর আল্লাহ এবং জিবরাঈল (আ.), মিকাঈল (আ.) ও ইসরাফিল (আ.)-এর আল্লাহ! আমি আপনার নিকট ভিক্ষা চাই– আপনি আমার দোয়া কবুল করিবেন; আমি অক্ষম হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছি, আপনি আমার দ্বীন-ঈমানের হেফাযত করিবেন; আমি শয়তানের আক্রমণের শিকার হইয়া আছি, আপনি আমাকে আপনার রহমতের আবেষ্টনে নিয়া নেন; আমি গোনাহগার, আপনি আমার দারিদ্র দূর করিয়া দিন; আমি খুব দুর্বল হইয়া পড়িয়াছি।"

❖ ইহার সঙ্গে উপস্থিত প্রয়োজনের আরও দোয়া করিতে পারে; ইনশাআল্লাহ তাআলা উহা হইতেও বঞ্চিত হইবে না। কারণ উল্লেখিত দোয়ার প্রথম আবদারই তো রহিয়াছে, "আপনি আমার দোয়া কবুল করিবেন"। অতএব উক্ত দোয়ার সাথে যত দোয়াই করা হইবে উহাই কবুল হওয়ার নিশ্চয়তায় শামিল থাকিবে। (এলাউস সুনান : খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ১৭১)

বুখারী শরীফ ৯৩৮ নং পৃষ্ঠায় একটি শিরোনামা রহিয়াছে– "দোয়া করায় হস্তদ্বয় উত্তোলন করিবে"; আর ফরয নামাযের পর দোয়া কবুল হওয়ার কথা স্বয়ং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন।

❖ দোয়ায় হস্তদ্বয় উত্তোলন করার মাহাত্ম্য প্রমাণে আরও একটি হৃদয়গ্রাহী হাদীস আছে। হাদীসটি আমাদের বক্ষমান গ্রন্থে যথাস্থানে অনূদিত হইবে। কারণ হাদীসটি তিরমিযী শরীফের। এস্থানেও হাদীসটি পেশ করিতেছি–

www.eelm.weebly.com

হাদীস– সালমান ফারসী (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন–

إِنَّ اللّٰهَ حَيِيٌّ كَرِيْمٌ يَسْتَحْيِىْ إِذَا رَفَعَ الرَّجُلُ يَدَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا خَائِبَتَيْنِ

"আল্লাহ তাআলা অতিশয় লজ্জাবান (অর্থাৎ নিন্দনীয় কাজের স্পর্শণও তাঁহার নাই), উচ্চ মর্যাদার অধিকারী (অর্থাৎ তাঁহার কাজ উচ্চ মর্যাদা মানেরই হয়)। সেমতে বান্দা যখন তাঁহার দরবারে দুই হাত পাতে তখন বান্দার হস্তদ্বয় শূন্য ও বঞ্চিতরূপে ফেরত দেওয়ায় আল্লাহ তাআলা লজ্জাবোধ করেন (অর্থাৎ তিনি কখনও বান্দার হস্তদ্বয় শূন্য ও বঞ্চিত অবস্থায় ফেরত দেন না)।" (এলাউস সুনান : খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১৯৫)

পাঠক! বহু চেষ্টা সত্ত্বেও হাদীসটির আরবী শব্দগুলির হৃদয়গ্রাহীরূপ ও ভাব বাংলা ভাষায় ফুটাইয়া তুলিতে সক্ষম হইলাম না। নতুবা ফরয নামায সংলগ্ন সময়ে দোয়া কবুল হওয়াকে স্বয়ং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্ণয় করিয়া দিয়াছেন; সেই শুভ সময়ে দুই হাত পাতিয়া দোয়া করা ব্যতিরেকে দাঁড়াইয়া পড়ার প্রতি সকলের মনেই ক্ষোভ সৃষ্টি হইত।

মুনাজাত বিরোধীদের আরও একটি আপত্তি হইল, সকলের একত্রে মুনাজাত করা। কিন্তু এই আপত্তি মোটেই সমর্থনীয় নয়।

সমবেত মুনাজাত শরীয়ত মতে অতি সুন্দরই বটে

ইমামের সাথে সকলে হস্তদ্বয় উত্তোলন পূর্বক দোয়ায় শরীক হইবে– ইহাকে আপত্তিজনক মনে করা নিতান্তই বাতুলতা। ইহার পক্ষে যথেষ্ট প্রমাণাদি রহিয়াছে। যথা 'আহসানুল ফাতাওয়া' এবং 'মাআরিফুস সুনান' কিতাবদ্বয়ে হাদীসটি উল্লেখ রহিয়াছে–

لَا يَجْتَمِعُ مَلَأٌ فَيَدْعُوْا بَعْضُهُمْ وَيُؤَمِّنُ بَعْضُهُمْ إِلَّا أَجَابَهُمْ

"সমবেত জামাতে কিছু লোক দোয়া করিল, কিছু লোক আমীন বলিল– আল্লাহ তাআলা অবশ্যই এই দোয়া কবুল করেন।"

প্রিয় পাঠক! নিজেই বিচার করুন– নফল, ফরয বা কোন সময়ের নির্ধারণ ছাড়া সমবেত দোয়া সম্পর্কে কবুল হওয়ার সুসংবাদ দেওয়া হইয়াছে।

www.eelm.weebly.com

এস্থলে খুঁটি ধরিয়া থাকা যে, ফরয নামাযের পরে দোয়ার কথা তো বলা হয় নাই– এইরূপ আপত্তি কি ঠিক? যখন নির্ধারণ ছাড়া শুধু সমবেত দোয়া বলা হইয়াছে তখন উহাতে ফরয নামাযের পরে সমবেত দোয়াও শামিল থাকিবে। ফরয নামায তো দোয়া কবুল হওয়ার বিশেষ সময় ও স্থান।

❖ সমবেত দোয়ায় সাধারণ লোকদের বিশেষ উপকারের সুযোগ থাকে। সকলের মধ্যে যদি আল্লাহ তাআলার একজন বিশিষ্ট বান্দা থাকেন– যাঁহার দোয়া আল্লাহ ফেরত দিবেন না, অবশ্যই কবুল করিবেন; সেই ক্ষেত্রে আল্লাহর ঐ প্রিয় বান্দার উসিলায়– তাঁহার দোয়ার সঙ্গে সকলের দোয়াই কবুল হইয়া যাওয়ার আশা করা যায়। এমনকি নিজেদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত ভাল লোককেই ইমাম বানানো হয়, তাঁহার দোয়ার সাথে সাধারণ মানুষ শুধু আমীন, আমীন বলিলেও তাহারা সকলেই ঐ দোয়ায় শামিল গণ্য হইবে। উল্লেখিত হাদীসে স্পষ্টরূপেই তাহা ব্যক্ত হইল। এতদ্ভিন্ন বুখারী শরীফ, ১০৭ পৃষ্ঠায় স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে, 'আমীন' দোয়াই বটে।

পবিত্র কুরআন ১১ পারা ১৪ রুকুতে ফেরাউনের ধ্বংসের জন্য হযরত মুসা ও হযরত হারুনের বদদোয়ার বর্ণনা রহিয়াছে। সেই বদদোয়ার মূল বাক্যসমূহকে আল্লাহ তাআলা হযরত মুসার বাক্যরূপে উল্লেখ করার পর হযরত মুসা ও হারুন উভয়কে সান্ত্বনা দানে বলিয়াছেন, 'তোমাদের উভয়ের বদদোয়া কবুল করা হইল। তফছীরকারগণ লিখিয়াছেন, মুসা (আ.) ও হারুন (আ.) উভয়ে সমবেতভাবে মুনাজাত করিয়াছিলেন– মুসা (আ.) মূল বদদোয়া পাঠ করিয়া যাইতেছিলেন, আর হারুন (আ.) আমীন, আমীন বলিতেছিলেন। শুধু আমীন বলার দ্বারাই আল্লাহ তাআলা ঐ বদদোয়া হযরত হারুনের পক্ষেও গণ্য করা পূর্বক উভয়কে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন–

قد اجيبت دعوتكما

আপনাদের উভয়ের বদদোয়া কবুল করা হইল। সুতরাং শুধু 'আমীন' বলিয়া পূর্ণ দোয়ার অধিকারী সাব্যস্ত হওয়া নিতান্তই সুস্পষ্ট বটে।

❖ বর্তমান যুগে সমবেত দোয়ার তো বিশেষ প্রয়োজন। কারণ ইসলামের শিক্ষা হইতে বঞ্চিত জনসাধারণ, বরং সাধারণ শিক্ষার শিক্ষিতগণও দোয়া-কালামে অজ্ঞ। বিশেষত স্বয়ং আল্লাহ এবং তাঁহার রসূল অনেক রকম সুন্দর

www.eelm.weebly.com

সুন্দর, বরং জরুরি জরুরি দোয়া শিক্ষা দিয়াছেন। ইলম-কালামবিহীন লোকগণ সেইসব দোয়া মোটেই জানে না, তাহাদের জন্য উহা শিক্ষা করিয়া নেওয়ার বাস্তবতা যে নাই তাহাও সকলেরই জানা। এমতাবস্থায় ঐসব অজ্ঞ মুসলমানরা তাহাদের ইমামের সঙ্গে সমবেত দোয়ায় অন্তত আমীন, আমীন বলিয়া শরীক হওয়ার সুযোগকে হারাইলে আল্লাহর দরবারে দৈনন্দিন তাহাদের দোয়ার কি ব্যবস্থা হইবে? পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে তাহারা প্রতিদিন পাঁচবার দোয়ার যে সহজ সুলভ সুযোগ পায় এই সৌভাগ্য হইতে তাহাদেরে বঞ্চিত করা ভাল কাজ না মন্দ কাজ তাহা পাঠকই চিন্তা করিবেন। আমাদের মুরব্বী আলেম-বুযুর্গগণ দ্বারা যে আমাদের সারাদেশে পাঞ্জেগানা এবং জুমা ও ঈদের নামাযের জামাতের সঙ্গে মুনাজাত চালু হইয়াছে তাহা জনগণকে উক্ত সৌভাগ্যের অংশীদার করার জন্যই ছিল– যাহার প্রতি স্বয়ং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আকৃষ্ট করিয়া গিয়াছেন। উহা বন্ধ করা বস্তুত জনসাধারণকে একটি সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত করা।

❖ জামাতের নামাযে মুনাজাত করার প্রমাণে দ্বিতীয় আরও একটি হাদীস পেশ করা হইতেছে। হাদীসটি তিরমিযী শরীফ ২য় খণ্ড ৪৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে, যথাস্থানে উহার অনুবাদ হইবে; মুনাজাতের অংশটির উদ্ধৃতি এস্থানে দেওয়া হইল।

হাদীস– সাওবান (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন–

... ... وَلَا يَؤُمَّ قَوْمًا فَيَخُصَّ نَفْسَهُ بِدَعْوَةٍ دُونَهُمْ فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ

"কোন ব্যক্তি লোকদের ইমাম হইলে মুক্তাদীদেরে বাদ দিয়া শুধু নিজের জন্য দোয়া করিবে না। যদি তাহা করে, তবে সেই ইমাম মুক্তাদীদের প্রতি খেয়ানতকারক বিশ্বাসঘাতক সাব্যস্ত হইবে।"

পাঠক! আলোচ্য হাদীসে ইমামের দোয়া বলিতে নামাযের অভ্যন্তরীণ দোয়া কখনও উদ্দেশ্য হইতে পারে না। কারণ নামাযের মধ্যে 'সালামের পূর্বে তাশাহহুদের দোয়া' পরিচ্ছেদে ৮৯৪ নং হইতে ৯০২ নং পর্যন্ত মাত্র একটি হাদীস ছাড়া অবশিষ্ট ৮ হাদীসেই যেসব দোয়ার বর্ণনা রহিয়াছে উহা সবই ইমামের নিজের জন্য রূপের। বিশেষত স্বয়ং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

www.eelm.weebly.com

ওয়াসাল্লাম আবু বকর সিদ্দীক (রাযি.)কে নামাযের মধ্যে পড়ার যে দোয়া শিক্ষা দিয়াছিলেন– যাহা বুখারী শরীফ সহ হাদীসের সব কিতাবেই আছে; সেই দোয়াও একমাত্র প্রত্যেকের নিজের জন্যই; উক্ত দোয়া ইমামও পড়িবে এবং তাহা শুধু নিজের জন্যই হইবে। সুতরাং আলোচ্য হাদীসে ইমামের যে দোয়ার কথা রহিয়াছে উহা কখনও নামাযের ভিতরস্থ দোয়া সম্পর্কে হইতে পারে না, উহা অবশ্যই নামায সমাপ্তে হইবে এবং তাহাই প্রচলিত মুনাজাত। লক্ষ্যণীয় বিষয় যে, অত্র হাদীসে জামাতের সাথে ফরয নামায সম্পর্কীয় দোয়ার বিষয়ই রহিয়াছে, নতুবা ইমাম হওয়ার উল্লেখ কেন হইবে?

মুনাজাত বিরোধীদের দুইটি কথা আছে যাহা ভাসা দৃষ্টিতে ক্রিয়াশীল মনে হয়, গভীর দৃষ্টিতে উহা মাকালরূপী। প্রথম কথা–

❖ দৈনিক পাঁচবার ফরয নামায আদায় করা হয়, ফরয নামাযের পরে আমাদের প্রচলিত মুনাজাত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুদীর্ঘ জীবনে তাঁহার আমলে তথা কর্মে ঐরূপ মুনাজাত বর্ণিত পাওয়া যায় না, অতএব ইহার প্রতি মনে দ্বিধা সৃষ্টি হওয়া নিতান্তই স্বাভাবিক। এই কথাটি ভাসা ভাসা দৃষ্টিতে যুক্তিসঙ্গত মনে হয় কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে মাকালরূপী।

কোন আলেম– যিনি হাদীস ও ফিকাহশাস্ত্রের নিয়ম-বিধি অবগত আছেন তিনি এই উক্তি মোটেই করিতে পারেন না। বিষয়টি বিশ্লেষণরূপে ব্যক্ত করার চেষ্টা করিব– যাহাতে আলেম নন এরূপ লোকেরাও গভীর দৃষ্টি ব্যয়ে বুঝিতে পারিবেন।

❖ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুই প্রকার হাদীস আছে– ১. 'কওলী' তথা বাচনিক হাদীস অর্থাৎ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং নিজ মুখে যাহা বর্ণনা করিয়াছেন, মৌখিকরূপে কোন কাজের আদেশ-নিষেধ করিয়াছেন বা উহার প্রতি নির্দেশবোধক অথবা আকর্ষণ সৃষ্টির বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন। ২. 'ফেলী' বা 'আমলী' তথা কর্ম বর্ণনার হাদীস অর্থাৎ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আমল বা কর্ম করিয়াছেন বলিয়া কোন সাহাবীর উক্তি ও বর্ণনা। উভয় প্রকার হাদীসই গ্রহণযোগ্য, অবশ্যই গ্রহণীয়। কিন্তু উম্মতের জন্য শরীয়তের মাসআলা নির্ধারণে প্রথম প্রকার হাদীস অগ্রগণ্য ও অধিক গুরুত্বের অধিকারী। এমনকি কোন বিষয়ে যদি এইরূপ দুই প্রকার দুইটি হাদীসের বিরোধ দেখা যায় সেই ক্ষেত্রে

www.eelm.weebly.com

হাদীস ও ফিকাহশাস্ত্রের বিধান মতে প্রথম প্রকার হাদীসটি অগ্রগণ্য হইবে এবং উম্মতের জন্য শরীয়তের মাসআলা উহার ভিত্তিতেই সাব্যস্ত হইবে। এই বিধানটির যৌক্তিকতাও গভীর দৃষ্টিতে অনেকেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

উল্লেখিত দুই প্রকার দুইটি হাদীসের একটি বিষয়ে বিরোধ লক্ষ্য করুন এবং আলোচ্য বিধানের দ্বারা মাসআলা সাব্যস্ত করার নজীর দেখুন–

তৈরি পায়খানার ভিতরে বা আড়ালের স্থানে কেবলার দিকে মুখ করিয়া বা পিঠ দিয়া মল ত্যাগ করার বিষয়ে দুই প্রকার দুইটি বিরোধমান হাদীস বুখারী শরীফ সহ সব কিতাবেই বিদ্যমান রহিয়াছে। একটি হাদীস কওলী তথা বাচনিক যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করিয়াছেন– মল ত্যাগের সময় কেবলার দিকে মুখ করা বা পিঠ দেওয়া। অত্র হাদীসে তৈরি পায়খানার ভিতর বা খোলা জায়গা কোনটিরই উল্লেখ না থাকায় হাদীসটি উভয় ক্ষেত্রের জন্য প্রযোজ্য সাব্যস্ত করা হইয়াছে। সেমতে তৈরি পায়খানার ভিতরও মল ত্যাগকালে কেবলার দিকে পিঠ দেওয়া নিষিদ্ধ হয়। ইহার বিপরীত দ্বিতীয় প্রকারের একটি হাদীস বুখারী শরীফ সহ সব কিতাবেই আছে– আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি একদিন গৃহ ছাদে চড়িলাম তথা হইতে দেখিলাম, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (ছাদবিহীন) তৈরি পায়খানার ভিতরে মল ত্যাগে বসিয়া আছেন, তাঁহার পিঠ কেবলার দিকে ছিল।

প্রথম হাদীসটি বাচনিক হওয়ায় শাস্ত্রীয় বিধান মতে দ্বিতীয় হাদীসটির উপর অগ্রগণ্য করা পূর্বক আমাদের সমস্ত ফেকার কিতাবে লেখা আছে এবং সকলেই জানেন যে, তৈরি পায়খানার ভিতরেও মল ত্যাগকালে কেবলার দিকে পিঠ দেওয়া নিষিদ্ধ। দ্বিতীয় হাদীসটি আমলী তথা কর্ম বর্ণনা-শ্রেণীর হওয়ায় উম্মতের জন্য মাসআলা সাব্যস্তের ক্ষেত্রে বাচনিক হাদীসের বিরুদ্ধে গৃহীত হয় নাই।

প্রকাশ থাকে যে, প্রথম হাদীসটিতে একটি বিষয় বিশেষ লক্ষ্যণীয় যে, প্রথম হাদীসটির মর্ম খোলা জায়গা সম্পর্কে সীমাবদ্ধ বলিয়া হাদীসে উল্লেখ না থাকায় হাদীসটিকে তৈরি পায়খানার ভিতর সম্পর্কেও প্রয়োগ করা পূর্বক উহা দ্বারা খোলা জায়গা ও তৈরি পায়খানা উভয় ক্ষেত্রের জন্য আমাদের ফিকাহবিদগণ সর্বসম্মতরূপে নিষেধাজ্ঞার মাসআলা সাব্যস্ত করিয়াছেন।

www.eelm.weebly.com

এখন আমাদের মুনাজাত পক্ষের ৯২২ নং হাদীস এবং নম্বরবিহীন তিরমিযী শরীফের ১ম খণ্ড ৪৭ পৃষ্ঠা হইতে উদ্ধৃত দ্বিতীয় প্রমাণরূপের হাদীস– উভয় হাদীসের প্রত্যেকটিই লক্ষ্য করুন, উহা প্রথম প্রকার তথা 'কওলী' অর্থাৎ বাচনিক হাদীস।

মুনাজাতের পক্ষে বাচনিক শ্রেণীর হাদীস বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও দ্বিতীয় শ্রেণীর হাদীস বিদ্যমান না থাকার ছুতা ধরিয়া প্রচলিত মুনাজাত অস্বীকার করা হাদীস ও ফেকাহশাস্ত্রের সর্বসম্মত বিধান ও নিয়মকে লঙ্ঘন করা বটে। শুধু কওলী বা বাচনিক হাদীস মাসআলা প্রমাণিত ও সাব্যস্ত করায় যথেষ্টই নহে অগ্রগণ্যও বটে।

❖ আমলী হাদীস না থাকার ছুতায় যাহারা মুনাজাত বিরোধী তাহাদেরকে একটি বিশেষ অনুরোধ জানাই। 'তাহিয়্যাতুল মসজিদ' দুই রাকাত নফল নামায যাহা সর্বসম্মতরূপে সমর্থনীয়। উহার পক্ষে বুখারী শরীফ সহ সব কিতাবেই প্রথম প্রকারের তথা 'কওলী' অর্থাৎ বাচনিক হাদীস বিদ্যমান রহিয়াছে। আপনারা মেহেরবাণী পূর্বক হাদীস ভাণ্ডারে খোঁজ করুন– তাহিয়্যাতুল মসজিদ নামায পড়ার পক্ষে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমল বা কর্ম কি পরিমাণ দেখিতে পান? অথচ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দীর্ঘ দশ বৎসরে তাঁহার মসজিদে কত জুমার নামায পড়িয়াছেন? কত হাজার বার মসজিদে আসিয়া বিভিন্ন ভাষণ ওয়াজ-নসীহত করিয়াছেন? বিভিন্ন প্রয়োজন সমাধানে মসজিদে তাশরীফ আনিয়াছেন? কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সব রকম কার্যের একমাত্র কেন্দ্র তাঁহার মসজিদ ছিল। এত হাজার, বরং লক্ষ লক্ষ বার মসজিদে প্রবেশ করার সাথে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহিয়্যাতুল মসজিদ নামায কত বার পড়িয়াছেন তাহার হিসাব তলাইয়া দেখুন।

হযরতের পরে তাঁহার খলীফা আবু বকর (রাযি.), ওমর (রাযি.), উসমান (রাযি.) তাঁহারাও মদীনায় থাকিয়া খেলাফত চালাইয়াছেন; খেলাফতের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কাজ-কর্ম মসজিদ হইতেই চলিত। তাঁহারা সকলেই চব্বিশ বৎসরের অধিক কাল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মসজিদে জুমার নামায পড়াইবার জন্য হাজার হাজার লোকের সম্মুখে মসজিদে আসিয়াছেন এবং আরও যে কত লক্ষ বার লোক সমক্ষে মসজিদে

www.eelm.weebly.com

আসিয়াছেন! তাঁহাদের কাহারও হইতে তাহিয়্যাতুল মসজিদ নামায পড়ার আমল বর্ণিত আছে কি?

লক্ষ লক্ষ বার মসজিদে প্রবেশের সাথে তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়ার আমল কি পরিমাণ বর্ণিত আছে তাহা তলাইয়া না দেখিয়া কওলী তথা বাচনিক হাদীস বিদ্যমান থাকার ভিত্তিতে তাহিয়্যাতুল মসজিদ নামাযকে সর্বসম্মতরূপে মুস্তাহাব গণ্য করা হইয়াছে যাহা মুনাজাত বিরোধীগণও স্বীকার করেন। কিন্তু তাহারাই আমলী হাদীস বর্ণিত না থাকার ছুতা ধরিয়া প্রচলিত মুনাজাতের বিরুদ্ধে তোলপাড় করিয়া চলিয়াছেন– ইহা আশ্চর্যের বিষয় নয় কি?

❖ মুনাজাত বিরোধীদের অপর কথাটির সারমর্ম হইল তাঁহারা একটি আশ্চর্যজনক দাবি রাখিয়া থাকেন। বিতর্কিত মুনাজাত– বিষয়টিতে কয়েকটি বস্তু রহিয়াছে– ১. ফরয নামাযের পর, ২. হস্তদ্বয় উত্তোলন পূর্বক, ৩. সমবেতরূপে দোয়া করা। এইসব বিষয় এক সঙ্গে এক হাদীসে বর্ণিত দেখাইয়া দেওয়ার দাবি ও চাপ তাহারা প্রয়োগ করেন– ভিন্ন ভিন্ন হাদীসে প্রত্যেকটি বিষয় দেখিয়া নিয়াও তাঁহারা শান্ত ও ক্ষ্যান্ত হন না। তাঁহাদের এই কার্যক্রম দিবালোকের ন্যায় প্রমাণ করিয়া দেয় যে, দলিল-প্রমাণের সম্মুখে নিরুত্তর হতবাক ব্যক্তির ভূমিকায় তাঁহারা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও আজগুবি দাবির আড়ালে সত্যকে এড়াইয়া যাওয়ায় সচেষ্ট।

পাঠক! লক্ষ্য করুন, 'আযান' ইসলামের একটি প্রতিক-বস্তু; উহাতে কতিপয় বিষয় রহিয়াছে– ১. অযুর সাথে আযান দিবে, ২. আযান দেওয়াকালে উভয় কানের ছিদ্রে আঙ্গুল প্রবেশ করিবে, ৩. হাইয়্যা আলাস সালাহ, হাইয়্যা আলাল ফালাহ বলাকালে মুখ ডান ও বাম দিকে ফিরাইবে। আযানের এই আকার-আকৃতি এক সঙ্গে এক হাদীসে কেহ দেখাইতে পারিবে কি?

নামাযের আকার-আকৃতি বিভিন্ন ফরয, ওয়াজিব ও সুন্নাতের সমবায়। ঐসব বিষয়বস্তুর বর্ণনা এক সঙ্গে এক হাদীসে কেহ দেখাইতে সক্ষম হইবে কি? এই ধরনের শত শত শরীয়তের হুকুম রহিয়াছে। কোন দিন কেহই উহা সম্পর্কে আলোচ্য দাবির ন্যায় আজগুবী অবান্তর দাবি করে নাই। প্রচলিত মুনাজাত সম্পর্কে ঐরূপ দাবি উত্থাপন করা নিরুত্তর ও হতবাক হওয়ার আলামত নয় কি?

www.eelm.weebly.com

❖ মুনাজাত বিরোধীদের আরও একটি কৌশলগত পয়েন্ট আছে। তাঁহারা বলেন যে, মুনাজাতকে যদি উত্তম বা মুস্তাহাব গণ্য করাও হয়, তবুও উহা প্রয়োজনভুক্ত নহে; আর ঐরূপ বস্তুকে প্রয়োজনীয় মনে করা নাজায়েয- বিশেষত যখন উহা না করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সৃষ্টি হয়।

এই কথার উত্তরে একটি সুন্দর পরামর্শের উদ্ধৃতি পেশ করিতেছি- সদ্য সঙ্কলিত একটি কিতাব 'আহসানুল ফতওয়া'। উক্ত কিতাবের সঙ্কলক মুনাজাত বিরোধীদের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন এবং তিনি উল্লেখিত পয়েন্টটি খুব জোরালোভাবে উত্থাপন করিয়াছেন কিন্তু তিনি একটি সুপরামর্শও দিয়াছেন যে, মুনাজাত প্রয়োজনীয় না হওয়া জনগণকে মৌখিক বুঝাইবে এবং ছাড়িলে কদাচিত ছাড়িবে; বিশৃঙ্খলা যেন সৃষ্টি না হয় সেই দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিবে।

মুনাজাত বিরোধীরা অন্যান্য নফল, মুস্তাহান, সুন্নাত ক্ষেত্রে এই নীতিই অনুসরণ করেন। অনেক উত্তম ও মুস্তাহাব কাজ আছে যাহা তাঁহারা অনবরত করিয়া চলিয়াছেন, কদাচিৎও উহা ছাড়েন না, ছাড়িলে প্রতিবাদই নয় বিপদও নিশ্চয় আসিবে। ঐসব ক্ষেত্রে তো তাঁহারা মুনাজাত ত্যাগের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন না।

বস্তুত এই পরামর্শটি নিতান্তই সত্য যে, কোন উত্তম বা মুস্তাহাব কাজকে যেন লোকেরা প্রয়োজনীয় মনে না করে তাহার জন্য মৌখিকরূপে বুঝাইতে থাকা যথেষ্ট। তাই 'আহসানুল ফতওয়া' কিতাবের সঙ্কলক যিনি মুনাজাত বিরোধীগণের পক্ষের হইয়াও যে পরামর্শ দিয়াছেন তাহার প্রতি লক্ষ্য করার অনুরোধের উপর এই আলোচনা সমাপ্ত করা হইল।

৯২৩ (আঃ)। হাদীস- আবু রিমছা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নামায পড়িতেছিলাম। আবু বকর ও ওমর (রাযি.) উভয়ই (ঐ নামাযে উপস্থিত ছিলেন; তাঁহারা) প্রথম সারিতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ডান পার্শ্বে দাঁড়াইয়া থাকিতেন। আমাদের সঙ্গে এক ব্যক্তি ছিল যে উক্ত নামাযের তাকবীরে উলা হইতেই উপস্থিত ছিল (অর্থাৎ সে মাসবুক ছিল না)। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায শেষ করিলেন এবং সালাম ফিরিলেন- এমনভাবে যে, উভয় দিকে আমরা তাঁহার গণ্ডদ্বয় দেখিতে পাইলাম। অতপর নবী সাল্লাল্লাহু

www.eelm.weebly.com

আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুরিয়া বসিলেন; তখন ঐ তাকবীরে উলায় উপস্থিত ব্যক্তি দাঁড়াইয়া পড়িল, সুন্নাত নামায পড়ার জন্য। তৎক্ষণাৎ ওমর (রাযি.) লাফাইয়া উঠিলেন এবং ঐ ব্যক্তির উভয় কাঁধ ধরিয়া ঝাকুনি দিলেন ও বলিলেন, বসিয়া পড়। পূর্ববর্তী কিতাবধারীদের (ধর্মীয়) পতন হইয়াছে যখন তাহারা তাহাদের (শ্রেণী বিভক্ত– ফরয ও অ-ফরয) নামাযের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করিত না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (ওমরের কার্যক্রমের প্রতি) দৃষ্টি উঠাইলেন এবং বলিলেন, হে খাত্তাবের পুত্র! আল্লাহ তোমাকে সঠিকপন্থী বানাইয়াছেন।

❖ অর্থাৎ ফরয নামায শেষ করার সঙ্গে সঙ্গেই সুন্নাত বা নফলে দাঁড়াইয়া পড়া চাই না। মধ্যস্থলে দোয়া-কালাম পড়িয়া ব্যবধান সৃষ্টি করা চাই। মুনাজাত ত্যাগী অধিকাংশরাই এই নিয়মের ব্যতিক্রম করে। মুনাজাত করা হইলে এই সঠিক নিয়মটি সহজেই পালিত হয়।

৯২৪ (আঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

اَيَعْجِزُ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّتَقَدَّمَ اَوْ يَتَاَخَّرَ اَوْ عَنْ يَمِيْنِهٖ اَوْ عَنْ شِمَالِهٖ فِى الصَّلٰوةِ يَعْنِىْ فِى السُّبْحَةِ

"তোমাদের কাহারও জন্য কি ইহা কঠিন যে, সম্মুখে আগাইয়া যায় বা পেছনে হটিয়া যায় অথবা ডান দিক কিংবা বাম দিক সরিয়া যায় নামাযে অর্থাৎ নফল-সুন্নাত পড়িতে।"

❖ জামাতের সাথে ছফবন্দী হইয়া যে স্থানে ফরয পড়িয়াছে প্রত্যেকে নিজ নিজ স্থানে দাঁড়াইয়া সুন্নাত-নফল পড়া এমন দোষ নহে যাহাতে গোনাহ হইবে। সুতরাং কাহাকেও কষ্ট দিয়া অথবা নামাযী ব্যক্তির সম্মুখ দিয়া যাইয়া স্থান পরিবর্তনে তৎপর হইবে– ইহা নিতান্তই দোষনীয়, ইহাতে গোনাহ হইবে। এই শ্রেণীর দোষমুক্ত অবস্থায় আগ-পাছ হইয়া অথবা ডান-বামে সরিয়া জামাতের কাতার ভাঙ্গিয়া দেওয়া উত্তমই বটে। যাহাতে জামাত শেষ না হওয়ার বিভ্রান্তি সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা দূরীভূত হয়। আলোচ্য হাদীসের মর্ম এতটুকুই।

www.eelm.weebly.com

নামাযের ওয়াক্ত বা সময় সম্পর্কে

৯২৫ (মোসঃ)। হাদীস– আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُوْلِهِ مَالَمْ تَحْضُرِ الْعَصْرُ وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَالَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ وَوَقْتُ صَلٰوةِ الْمَغْرِبِ مَالَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ وَوَقْتُ صَلٰوةِ الْعِشَاءِ إِلٰى نِصْفِ اللَّيْلِ الْأَوْسَطِ وَوَقْتُ صَلٰوةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوْعِ الْفَجْرِ مَالَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَأَمْسِكْ عَنِ الصَّلٰوةِ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ

"জোহরের ওয়াক্ত (আরম্ভ) হয় যখন সূর্য ঢলিয়া যায় এবং (উত্তম ওয়াক্ত থাকে যাবৎ) মানুষের ছায়া তাহার দৈর্ঘ পরিমাণ হয়, (সাধারণ ওয়াক্ত থাকে) আসরের ওয়াক্ত উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত। আর আসরের ওয়াক্ত থাকে সূর্য হলুদ না হওয়া পর্যন্ত। মাগরিবের ওয়াক্ত থাকে শফক শেষ হওয়া পর্যন্ত। ইশার ওয়াক্ত থাকে অর্ধ রাত্র তথা ঠিক মধ্য রাত পর্যন্ত। ফজর নামাযের ওয়াক্ত ভোর বা প্রভাত উদিত হওয়া হইতে সূর্যের উদয় আরম্ভ হওয়া পর্যন্ত। সূর্যের উদয় আরম্ভ হইয়া গেলে তখন নামায হইতে বিরত থাকিবে। কেননা সূর্য শয়তানের মাথার পার্শ্বদ্বয়ের মধ্যবর্তী তথা তাহার ললাট বরাবরে উদিত হইয়া থাকে।"

❖ সূর্য হলুদ তথা নিস্তেজ থালার ন্যায় দেখা যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আসরের নির্দোষ ওয়াক্ত থাকে, অতপর পূর্ণ অস্তমিত হওয়া পর্যন্ত মাকরূহ ওয়াক্ত। এমনকি আসর নামাযের মধ্যে সূর্যাস্ত আরম্ভ হইলেও নামায আদায় হইবে।

❖ 'শফক' সূর্যাস্তের পর আকাশের কিনারায় যে লালিমা থাকে তাহা। অবশ্য ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে লালিমার পরে যে আলো-রেখা বা শুভ্রতা দেখা যায় তাহা 'শাফক'। সেমতে ঐ শুভ্রতা বা আলো শেষ হইয়া আঁধার আসা পর্যন্ত মাগরিবের ওয়াক্ত থাকিবে– যাহা যথেষ্ট দীর্ঘ।

❖ ইশার ওয়াক্ত নির্দোষরূপে মধ্য রাত্র পর্যন্ত, উহার পর ফজরের ওয়াক্ত আরম্ভ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মাকরূহ ওয়াক্ত।

www.eelm.weebly.com

❖ সূর্যের উদয় শয়তানের ললাট বরাবর হয়– ইহার তাৎপর্য এই যে, সূর্য-পূজারীরা সূর্যের উদয় ও অস্তের সময় উহার পূজা করিয়া থাকে। মানব বসতীর প্রত্যেক এলাকার প্রধান শয়তান ঐ এলাকার উদয়-অস্তের সময় এরূপ স্থানে উপবিষ্ট হয় যেন দর্শকগণ সূর্যকে তাহার ললাট বরাবরে দেখে; সেমতে সূর্য পূজারীদের পূজা ঐ শয়তানের প্রতি হইতেছে বলিয়া দেখা যাইবে। এই সুযোগে শয়তান আত্মতুষ্টি লাভ করে এবং স্বীয় চেলাদেরকে বলে, ঐ দেখ কত মানুষ আমার পূজা করে। ঐ সময় মুসলমান নামায পড়িলে শয়তান উক্ত নামাযকেও তাহার সেই কাজে লাগাইবে, তাই ঐ সময় নামায হইতে বিরত থাকার আদেশ হইয়াছে।

৯২৬ (মোসঃ)। হাদীস– বুরায়দা (রাযি.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন–

اِنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ عَنْ وَقْتِ الصَّلٰوةِ فَقَالَ لَهُ صَلِّ مَعَنَا هٰذَيْنِ يَعْنِى الْيَوْمَيْنِ فَلَمَّا زَالَتِ الشَّمْسُ اَمَرَ بِلَالًا فَاَذَّنَ ثُمَّ اَمَرَهُ فَاَقَامَ الظُّهْرَ ثُمَّ اَمَرَهُ فَاَقَامَ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ بَيْضَاءُ فَقِيَّةٌ ثُمَّ اَمَرَهُ فَاَقَامَ الْمَغْرِبَ حِيْنَ غَابَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ اَمَرَهُ فَاَقَامَ الْعِشَاءَ حِيْنَ غَابَ الشَّفَقُ ثُمَّ اَمَرَهُ فَاَقَامَ الْفَجْرَ حِيْنَ طَلَعَ الْفَجْرُ فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الثَّانِىْ اَمَرَهُ فَاَبْرَدَ بِالظُّهْرِ فَاَبْرَدَ بِهَا فَاَنْعَمَ اَنْ يُّبْرِدَ بِهَا وَصَلَّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ فَوْقَ الَّذِىْ كَانَ وَصَلَّى الْمَغْرِبَ قَبْلَ اَنْ يَّغِيْبَ الشَّفَقُ وَصَلَّى الْعِشَاءَ بَعْدَ مَا ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ وَصَلَّى الْفَجْرَ فَاَسْفَرَ بِهَا ثُمَّ قَالَ اَيْنَ السَّائِلُ عَنْ وَقْتِ الصَّلٰوةِ فَقَالَ الرَّجُلُ اَنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ وَقْتُ صَلٰوتِكُمْ بَيْنَ مَا رَاَيْتُمْ

"এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নামাযের ওয়াক্ত জিজ্ঞাসা করিল, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমাদের সঙ্গে উপস্থিত দুই দিন নামায পড়। (তখন জোহরের ওয়াক্ত আগত ছিল)

www.eelm.weebly.com

সূর্য ঢলার সাথে সাথে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেলাল (রাযি.) আদেশ করিলেন; তিনি আযান দিলেন, তৎপর আদেশ করিলেন; তিনি জোহরের ইকামত বলিলেন। তারপর (আসরের প্রথম ওয়াক্তেই) আদেশ করিলেন; তিনি আসর নামাযের ব্যবস্থা করিলেন– তখনও সূর্য যথেষ্ট উচ্চে ছিল, পরিষ্কার উজ্জল ছিল। তারপর সূর্য অস্ত যাইতেই আদেশ করিলেন; তিনি মাগরিব নামাযের ব্যবস্থা করিলেন। তারপর শফক শেষ হওয়ার আদেশ করিলেন; তিনি ইশার নামাযের ব্যবস্থা করিলেন। তারপর প্রভাত-আলো উদিত হওয়ার সাথে সাথেই আদেশ করিলেন; তিনি ফজর নামাযের ব্যবস্থা করিলেন। যখন দ্বিতীয় দিন (জোহরের ওয়াক্ত) হইল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেলাল (রাযি.)কে আদেশ করিলেন; (তাঁহার নির্দেশ মতে প্রখর দ্বিপ্রহরের উত্তাপ ছাড়াইয়া) তিনি ঠাণ্ডা সময়ে জোহরের নামায পড়িলেন– জোহর নামাযকে যথেষ্ট ঠাণ্ডা সময়ে পড়িলেন। আর আসর নামায পড়িলেন যখন সূর্য উচ্চ অবস্থিত ছিল কিন্তু প্রথম দিন অপেক্ষা অধিক বিলম্বে পড়িলেন এবং মাগরিবের নামায পড়িলেন শফক শেষ হওয়ার পূর্বক্ষণে, ইশা পড়িলেন রাত্রের তৃতীয়াংশ যাওয়ার পর। তারপর ফজর নামাযকে বেশি আলোতে আদায় করিলেন। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, নামাযের ওয়াক্ত জিজ্ঞাসাকারী কোথায়? সে বলিল, এই যে আমি ইয়া রসূলাল্লাহ! নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমাদের জন্য নামাযের সময় হইল, যাহা (দুই দিনের সীমাদ্বয়ের মধ্যে) তোমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছ।"

❖ সাধারণভাবে নামায আদায়ের সময় যাহা, আলোচ্য হাদীসে তাহাই দেখানো হইয়াছে– সর্বশেষ ওয়াক্ত উদ্দেশ্য করা হয় নাই। অন্যান্য সহীহ সুস্পষ্ট হাদীস অনুযায়ী আসরের ওয়াক্ত সূর্যাস্ত পর্যন্ত এবং ইশার ওয়াক্ত ফজর পর্যন্ত থাকে।

৯২৭ (মোসঃ)। হাদীস– জাবের (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الظُّهْرَ إِذَا دَحَضَتِ الشَّمْسُ

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জোহর নামায পড়িয়া থাকিতেন যখন সূর্য চলিয়া যাইত।"

www.eelm.weebly.com

৯২৮ (মোসঃ)। হাদীস– জাবের (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

شَكَوْنَا إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلٰوةَ فِي الرَّمْضَاءِ فَلَمْ يُشْكِنَا

"আমরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বালু উত্তপ্ত থাকাবস্থায় জোহর নামায পড়ার অভিযোগ করিলাম। তিনি আমাদের সেই অভিযোগের প্রতিকার করিলেন না।"

❖ গ্রীষ্মকালে আরবের ন্যায় মরুভূমি ও উত্তাপের দেশে বালুকাময় যমীন দ্বিপ্রহরে ভয়ানক উত্তপ্ত হয়। ঐরূপ এলাকায় যমীন বেশি ঠাণ্ডা হওয়ার অপেক্ষা করিতে গেলে জোহর নামাযের ওয়াক্তই থাকিবে না। আলোচ্য হাদীসে তাহাই বলা হইয়াছে যে, যে শ্রেণীর উত্তাপের অভিযোগ করা হইয়াছিল উহার প্রতি লক্ষ্য করিতে গেলে জোহর নামাযের ওয়াক্তই খোয়াইতে হয়, তাই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের ঐ অভিযোগের প্রতি কর্ণপাত করেন নাই। অতএব মাসআলা এই হইবে যে, জোহর নামায অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডায় পড়িবে কিন্তু উহার জন্য ওয়াক্ত খোয়াইবে না।

৯২৯ (মোসঃ)। হাদীস– আনাস (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

كُنَّا نُصَلِّيْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ شِدَّةِ الْحَرِّ فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ يُّمَكِّنَ جَبْهَتَهُ مِنَ الْأَرْضِ بَسَطَ ثَوْبَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ

"আমরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নামায পড়িতাম– তখনও সূর্যের তাপ প্রখরই থাকিত। আমাদের কেহ সিজদায় স্বীয় ললাট যমীনে ঠেকাইতে অপারগ হইলে সে কাপড় বিছাইয়া উহার উপর সিজদা করিত।"

❖ দেশ ও কালের শ্রেণী ভেদে এইরূপ অবশ্যই হইবে যে, জোহর নামায যতই বিলম্বে পড়া হউক উহার ওয়াক্তের ভিতর পড়িলে তখন যমীন উত্তপ্ত থাকিবেই। ঐরূপ ক্ষেত্রেও ওয়াক্তের পাবন্দী করিতে হইবে।

৯৩০ (মোসঃ)। হাদীস– আনাস (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

www.eelm.weebly.com

كُنَّا نُصَلِّي الْعَصْرَ ثُمَّ يَخْرُجُ الْإِنْسَانُ إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فَيَجِدُهُمْ يُصَلُّونَ الْعَصْرَ

'আমরা (রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে) আসর নামায পড়ার পর কোন মানুষ (দুই মাইল দূরের) আমর ইবনে আউফ গোত্রীয় বস্তিতে যাইয়া দেখিতে পাইত– তাহারা আসরের নামায পড়িতেছে।'

❖ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমলেই সাহাবীগণ আসরের নামায অপেক্ষাকৃত বিলম্বেও পড়িতেন।

৯৩১ (মোসঃ)। হাদীস– আনাস (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি–

تِلْكَ صَلٰوةُ الْمُنَافِقِ يَجْلِسُ يَرْقُبُ الشَّمْسَ حَتّٰى إِذَا كَانَتْ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ قَامَ فَنَقَرَ أَرْبَعًا لَا يَذْكُرُ اللّٰهَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا

"ঐরূপ নামায মোনাফেকের নামায– যে (অবহেলায় নামাযে বিলম্ব করে, যেন) বসিয়া বসিয়া সূর্যের (লালবর্ণ হওয়ার) অপেক্ষা করিতেছে! এমনকি যখন সূর্য শয়তানের কপাল বরাবর আসে অর্থাৎ অস্ত যাওয়ার নিকটবর্তী হয় তখন দাঁড়ায় এবং চার ঠোক্কর মারে তথা তাড়াহুড়ায় আসরের নামায শেষ করে– নামাযে আল্লাহকে খুব কমই স্মরণ করে।"

৯৩২ (মোসঃ)। হাদীস– ওমারা ইবনে রুয়াইবা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি–

لَنْ يَلِجَ النَّارَ أَحَدٌ صَلّٰى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا يَعْنِي الْفَجْرَ وَالْعَصْرَ

"এমন কোন ব্যক্তি দোযখে নিশ্চয় যাইবে না যে সূর্যোদয়ের পূর্বে এবং সূর্যাস্তের পূর্বে নামায পড়ায় অভ্যস্ত থাকে অর্থাৎ ফজরের নামায ও আসরের নামায।"

❖ আরামপ্রিয়, উদাসীন, অলস লোক এবং যাহারা নামাযের প্রতি অতি উৎসাহী নয়– তাহাদের জন্য সর্বাধিক কঠিন হয় ফজরের নামায উহার সঠিক

www.eelm.weebly.com

সময়ে আদায় করা। কারণ তখন নিদ্রার বিহ্বলতা ত্যাগ করিয়া, এমনকি তপ্ত লেপ-তোষকের শয্যা ছাড়িয়া শীতে বাহির হইতে হয়। তদ্রূপ আসরের নামাযও সর্বশ্রেণীর লোকদের জন্য নিতান্তই অপ্রিয় হওয়ার বস্তু; ঐ সময়টি বিলাসী লোকদের ভ্রমণের সময়, ব্যবসায়ী লোকদের ব্যবসা অধিক জমিবার সময়, খেলোয়াড়দের খেলার সময়, কর্মলিপ্তদের ব্যস্ততার সময়। এই দুইটি নামায সঠিক ওয়াক্তে আদায় করায় যাহারা অভ্যস্ত হইবে তাহারা অন্যান্য নামাযে অবশ্যই অভ্যস্ত হইবে এবং নামাযের সঠিক পাবন্দ ব্যক্তি সর্ব প্রকারেই দ্বীনদার হইবে; এইভাবে ফজর ও আসর নামাযদ্বয়ের অভ্যস্ত ব্যক্তি সর্বপ্রকারে দ্বীনদার হওয়ায় তাহার জন্য বেহেশত অবধারিত থাকিবে।

৯৩৩ (মোসঃ)। হাদীস– আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা ইশার নামাযের জন্য আমরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অপেক্ষা করিতেছিলাম। এমনকি রাত্রের এক তৃতীয়াংশ অথবা আরও বেশি অতিবাহিত হইয়া গেল; জানি না গৃহভ্যন্তরে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন কাজে লিপ্ত ছিলেন, কিংবা অন্য কোন কারণ ছিল। অতঃপর তিনি বাহির হইয়া আসিয়া বলিলেন–

إِنَّكُمْ لَتَنْتَظِرُوْنَ صَلٰوةً مَا يَنْتَظِرُهَا اَهْلُ دِيْنٍ غَيْرُكُمْ وَلَوْ لَا اَنْ يَّثْقُلَ عَلٰى اُمَّتِىْ لَصَلَّيْتُ بِهِمْ هٰذِهِ السَّاعَةَ ثُمَّ اَمَرَ الْمُؤَذِّنَ فَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَصَلّٰى

"তোমরা এমন এক নামাযের অপেক্ষা রত আছ যেই নামাযের অপেক্ষা অপর কোন ধর্মাবলম্বী (এমনকি পূর্ববর্তী কোন নবীর উম্মতও) করে না (এবং করে নাই। ইশার নামায একমাত্র এই উম্মতের জন্যই ধার্য হইয়াছে)। যদি আমার উম্মতের জন্য কঠিন না হইত তবে আমি অত্র নামাযকে এই (রূপ বিলম্বিত) সময়েই পড়িতাম। তারপর মুয়াজ্জিনকে নামাযের ইকামত বলার আদেশ করিলেন এবং নামায আদায় করিলেন।"

❖ আলোচ্য হাদীস মতে রাত ৯/১০ টার পরে ইশার নামায পড়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভিপ্রেত ছিল, কিন্তু তিনি তাহা করিতেন না; স্বীয় উম্মতের কষ্ট হইবে আশঙ্কায়। এই কারণে সাহাবীগণের আমলেই জনসাধারণের সুবিধার্থে ইশার নামায অপেক্ষাকৃত আগেই পড়া হইত।

www.eelm.weebly.com

৯৩৪ (মোসঃ)। হাদীস– জাবের (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الصَّلَوَاتِ نَحْوًا مِّنْ صَلٰوتِكُمْ وَكَانَ يُؤَخِّرُ الْعَتَمَةَ بَعْدَ صَلٰوتِكُمْ شَيْأً وَكَانَ يُخَفِّفُ فِى الصَّلٰوةِ

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সব নামায তোমাদের ন্যায়ই পড়িয়া থাকিতেন, তবে ইশার নামায তোমাদের নামায অপেক্ষা সামান্য বিলম্বে পড়িতেন এবং তিনি (জামাতের) নামায অদীর্ঘরূপে পড়িতেন।"

৯৩৫ (মোসঃ)। হাদীস– আবু যর (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

يَا اَبَا ذَرٍّ اِنَّهُ سَيَكُوْنُ بَعْدِىْ اُمَرَاءُ يُمِيْتُوْنَ الصَّلٰوةَ فَصَلِّ الصَّلٰوةَ لِوَقْتِهَا فَاِنْ صَلَّيْتَ لِوَقْتِهَا كَانَتْ لَكَ نَافِلَةً وَاِلَّا كُنْتَ قَدْ اَحْرَزْتَ صَلٰوتَكَ

"হে আবু যর! আমার পরে অচিরেই এমন শাসকবর্গ আসিবে যাহারা নামাযকে মারিয়া ফেলিবে। (অর্থাৎ অবহেলায় বিলম্ব করিয়া অনুত্তম বা মাকরূহ ওয়াক্তে নামায পড়িবে অথচ তাহারা ইমাম হইবেব এবং তাহাদের সঙ্গে নামাযে উপস্থিত না থাকিলে নানা বিভ্রাটের সৃষ্টি করিবে।) তখন তুমি সঠিক ওয়াক্তে নামায একা আদায় করিয়া নিও। অতঃপর (বিভ্রাট হইতে বাঁচিবার জন্য তাহাদের সাথেও নামাযে শরীক হইও; তাহাদের) নামায যদি (কদাচিৎ) সঠিক ওয়াক্তে হয় তবুও তাহাদের সঙ্গে আদায়কৃত নামায তোমার জন্য নফল গণ্য হইবে। আর যদি তাহারা সঠিক ওয়াক্তে নামায আদায় না করে তবুও তোমার কোন ক্ষতি হইবে না। কারণ তুমি তোমার ফরয নামায আদায় করিয়া সারিয়াছ।"

মাসআলা ঃ যে কোন কারণে নামায একা আদায় করার পর উক্ত নামাযের জামাত হইতে দেখিলে জামাতে শরীক হইবে। এই ক্ষেত্রে প্রথমে যাহা পড়িয়াছে উহাই ফরয গণ্য হইবে এবং পরে জামাতের সাথে যাহা পড়িয়াছে উহা নফল হইবে। সুতরাং যেই ফরয নামাযের পরে নফল পড়া নিষিদ্ধ যেমন– ফজর ও আসর সেই নামাযের জামাতে দ্বিতীয়বার শরীক

www.eelm.weebly.com

হইবে না। মাগরিবেও শরীক হইবে না, কারণ নফল নামায তিন রাকাত হয় না।

৯৩৬ (তিঃ)। হাদীস– ইয়াযীদ ইবনুল আসওয়াদ (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে হজ্জ করিয়াছি। আমি তখন (মিনায়) মসজিদে খায়েফে তাঁহার সঙ্গে ফজরের নামায পড়িয়াছি। (এক দিনের ঘটনা–)

فَلَمَّا قَضٰى صَلٰوتَهٗ انْحَرَفَ فَاِذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ فِىْ اُخْرَى الْقَوْمِ لَمْ يُصَلِّيَا مَعَهٗ فَقَالَ عَلَىَّ بِهِمَا فَجِىْءَ بِهِمَا تُرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا فَقَالَ مَا مَنَعَكُمَا اَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا فَقَالَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا كُنَّا قَدْ صَلَّيْنَا فِىْ رِحَالِنَا قَالَ فَلَا تَفْعَلَا اِذَا صَلَّيْتُمَا فِىْ رِحَالِكُمَا ثُمَّ اَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ فَاِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামায শেষ করিয়া ফিরিলেন, তখন দেখিতে পাইলেন, দুই ব্যক্তি লোকদের পেছনে আছে তাহারা তাঁহার সাথে নামায পড়ে নাই। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, ঐ লোক দুইটিকে আমার নিকট নিয়া আস। তাহাদিগকে নিয়া আসা হইল; ভয়ে তাহাদের প্রাণ কাঁপিতে ছিল। তিনি তাহাদেরে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমাদের সঙ্গে নামায পড়ায় তোমাদের জন্য বাধা কি ছিল? তাহারা বলিল, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমরা নিজ গৃহে নামায পড়িয়া নিয়াছিলাম। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তবুও এইরূপ করিবে না। তোমরা নিজ গৃহে নামায পড়িয়া নেওয়ার পর জামাত হওয়ায় মসজিদে আসিলে লোকদের সাথে নামায পড়িও। একা নামায পড়িয়া নেওয়ার পর জামাতে শরীক হওয়া যাইবে না– গয়রহরূপে এই ধারণা ভুল। অবশ্য এই নামায তোমাদের জন্য নফল হইবে।"

❖ 'এই নামায নফল হইবে' কথাটির তাৎপর্য দৃষ্টে ইহা অবধারিত যে, জামাতের সাথে দ্বিতীয়বার নামায পড়ার একমাত্র জোহর এবং ইশার নামাযেই হইবে, ফজর, আসর ও মাগরিবে নয়।

www.eelm.weebly.com

৯৩৭ (তিঃ)। হাদীস– রাফে ইবনে খাদীজ (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি–

اَسْفِرُوْا بِالْفَجْرِ فَاِنَّهُ اَعْظَمُ لِلْاَجْرِ

'ফজরের নামায তোমরা আলো হইলে পড়িও; ইহাতে সওয়াব বেশি হইবে।'

৯৩৮ (তিঃ)। হাদীস– নোমান ইবনে বাশীর (রাযি.) বলিয়াছেন–

اَنَا اَعْلَمُ النَّاسِ بِوَقْتِ هٰذِهِ الصَّلٰوةِ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْهَا لِسُقُوْطِ الْقَمَرِ لِثَالِثَةٍ

"এই (ইশার) নামাযের ওয়াক্ত সম্পর্কে আমি সর্বাপেক্ষা বেশি অবগত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই নামাযকে পড়িতেন চন্দ্র মাসের তৃতীয় রাত্রের চাঁদ অস্ত যাওয়ার সময়।"

৯৩৯ (তিঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

لَوْ لَا اَنْ اَشُقَّ عَلٰى اُمَّتِىْ لَاَمَرْتُهُمْ اَنْ يُؤَخِّرُوْا الْعِشَاءَ اِلٰى ثُلُثِ اللَّيْلِ اَوْ نِصْفِهِ

"আমার উম্মতকে কষ্টে ফেলিয়া দেয়ার আশঙ্কা না করিলে আমি তাহাদেরকে আদেশ করিতাম ইশার নামায বিলম্বে পড়ার– রাত্রের তৃতীয়াংশ অথবা অর্ধাংশ পর্যন্ত।"

৯৪০ (তিঃ)। হাদীস– উম্মে ফরওয়া (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

سُئِلَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَىُّ الْاَعْمَالِ اَفْضَلُ قَالَ الصَّلٰوةُ لِاَوَّلِ وَقْتِهَا

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করা হইল, কোন নেক আমল সর্বাধিক উত্তম? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, ওয়াক্তের প্রথম দিকে নামায আদায় করা।"

www.eelm.weebly.com

❖ প্রথম দিকে অর্থ নামাযকে ওয়াক্তের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত বিলম্বিত না করা। ফজর নামায সম্পর্কে অবশ্য ৯৩৭ নং হাদীসটি বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। উহা ফজর নামাযের জন্য বিশেষ আদেশ।

৯৪১ (তিঃ)। হাদীস– আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

اَلْوَقْتُ الْاَوَّلُ مِنَ الصَّلٰوةِ رِضْوَانُ اللّٰهِ وَالْوَقْتُ الْاٰخِرُ عَفْوُ اللّٰهِ

"ওয়াক্তের প্রথম দিকের নামাযে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি লাভ হয়, আর শেষ প্রান্তের নামাযে আল্লাহ তাআলার নিকটে ক্ষমার পাত্র হওয়া যায়। অর্থাৎ নামায না পড়িলে যে মস্ত বড় গোনাহ হইত উহা হইতে রেহায়ী পাওয়া যায়।"

৯৪২ (তিঃ)। হাদীস– আলী (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

يَا عَلِيُّ لَا تُؤَخِّرْهَا اَلصَّلٰوةُ اِذَا اَتَتْ وَالْجَنَازَةُ اِذَا حَضَرَتْ وَالْاَيِّمُ اِذَا وَجَدْتَّ لَهَا كُفُوًا

"হে আলী! তিনটি কাজে বিলম্ব করিও না। ১. নামায– যখন উহার ওয়াক্ত আসিয়া যায়। ২. জানা– যখন উপস্থিত হয়। ৩. বিবাহ বয়সের পাত্রীর জন্য যখন যোগ্য পাত্র পাও।"

৯৪৩ (আঃ)। হাদীস– আলী ইবনে শায়বান (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

قَدِمْنَا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ فَكَانَ يُؤَخِّرُ الْعَصْرَ مَا دَامَتِ الشَّمْسُ بَيْضَاءَ نَقِيَّةً

"আমরা মদীনায় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমীপে উপস্থিত হইয়াছি– (তখন দেখিয়াছি) তিনি আসরের নামায সূর্য পরিষ্কার সাদা থাকা পর্যন্ত বিলম্বিত করিতেন।"

৯৪৪ (আঃ)। হাদীস– ওকবা ইবনে আমের (রাযি.) মিশরের গভর্নর ছিলেন, তিনি একদা মাগরিবের নামায বিলম্বে পড়িলেন। তৎক্ষণাৎ আবু

www.eelm.weebly.com

আইউব (রাযি.) তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া গেলেন এবং বলিলেন, হে ওকবা! ইহা কিরূপ নামায? ওকবা (রাযি.) বলিলেন, ব্যস্ততার মধ্যে ছিলাম। আবু আইউব (রাযি.) বলিলেন, আপনি কি শুনেন নাই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

لَا يَزَالُ أُمَّتِيْ بِخَيْرٍ مَا لَمْ يُؤَخِّرِ الْمَغْرِبَ إِلَى أَنْ تَشْتَبِكَ النُّجُوْمُ

"আমার উম্মত সদা মঙ্গলের ভাগী থাকিবে এবং তাহারা মাগরিবের নামায এরূপ বিলম্বে না পড়ে যে, নক্ষত্রসমূহ ঘনীভূত হয়।"

৯৪৫ (আঃ)। হাদীস– ইমরান ইবনে হুসাইন (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফরে ছিলেন। সঙ্গীগণ সহ সকলেই ফজর নামাযের সময়ে নিদ্রা মগ্ন থাকিলেন; সূর্যোদয়ের উত্তাপই তাহাদের নিদ্রা ভঙ্গ করিল। তথা হইতে তাঁহারা চলিয়া কিছুদূর গেলেন; যখন সূর্য একটু উপরে উঠিল তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুয়াজ্জিনকে আযান দেওয়ার আদেশ করিলেন; তিনি আযান দিলেন। অতঃপর ফজরের (ফরজের) পূর্বেকার দুই রাকাত (সুন্নাত) নামায পড়িলেন, তারপর ইকামত বলিলেন এবং ফজরের (ফরজ) দুই রাকাত নামায পড়িলেন।

মাসআলা ঃ নিদ্রায় থাকিয়া ফজর নামায কাযা না হয়– এই সতর্কতার জন্য ইশার নামাযের পরে গল্প করায় শয়নে বিলম্ব করা নিষিদ্ধ বলিয়া বুখারী শরীফের এক হাদীসে বর্ণিত আছে। অবশ্য ইসলামী কাজে এবং শরীয়ত অনুমোদিত বিশেষ কাজে লিপ্ত হইয়া শয়নে বিলম্ব করা নিষিদ্ধ নহে। তবে এরূপ ক্ষেত্রেও ফজর নামাযের লক্ষ্য বিশেষভাবে রাখিতে হইবে।

৯৪৬ (তিঃ)। হাদীস– ওমর (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْمُرُ مَعَ أَبِيْ بَكْرٍ فِي الْأَمْرِ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِيْنَ وَأَنَا مَعَهُمَا

"একদা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (ইশার নামাযের পর) অধিক রাত্রে মুসলিম জনতার কোন একটি বিশেষ বিষয়ে আবু বকর (রাযি.)-এর সঙ্গে আলাপ করিতেছিলেন, আমিও তাঁহাদের সঙ্গে ছিলাম।"

www.eelm.weebly.com

জামাতে নামায পড়ার বয়ান

৯৪৭ (মোসঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) বর্ণনা করেন–

أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ أَعْمٰى فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّهُ لَيْسَ لِيْ قَائِدٌ يَقُوْدُنِيْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَسَأَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُّرَخِّصَ لَهُ فَيُصَلِّيَ فِيْ بَيْتِهِ فَرَخَّصَ لَهُ فَلَمَّا وَلّٰى دَعَاهُ فَقَالَ هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلٰوةِ فَقَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَجِبْ

"এক অন্ধ ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিয়া বলিল, ইয়া রসূলাল্লাহ! মসজিদের দিকে আমার হাত ধরিয়া নিয়া যাওয়ার কোন লোক নাই। এই বলিয়া সে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অনুমতি চাহিতে ছিল, তিনি যেন তাহাকে অনুমতি দেন– সে তাহার ঘরে নামায পড়িবে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে সেই অনুমতি দিলেন। যখন সে চলিয়া যাইতেছিল তখন তাহাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ডাকাইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি তোমার ঘর হইতে নামাযের আযান শুন কি? সে বলিল, হাঁ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তবে তোমার আযানের ডাকে সাড়া দিতে হইবে। অর্থাৎ মসজিদে আসিয়া জামাতে শামিল হইবে– ঘরে নামায আদায় করিবে না।

❖ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানিতে বা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাহার গৃহ মসজিদের এতই নিকটবর্তী যে, সাধারণত অন্ধ ব্যক্তি হাত ধরা ছাড়াও মসজিদে পৌঁছিতে সক্ষম হয়, তাই অনুমতি প্রত্যাহার করিয়াছেন। মসজিদ হইতে গৃহ দূরে হইলে হাত ধরার অভাবে অন্ধ ব্যক্তির জন্য জামাতে না আসার অনুমতি আছে।

৯৪৮ (মোসঃ)। হাদীস– আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) বলেন–

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَّلْقَى اللّٰهَ غَدًا مُسْلِمًا فَلْيُحَافِظْ عَلٰى هٰؤُلَاءِ الصَّلَوَاتِ حَيْثُ يُنَادٰى بِهِنَّ فَإِنَّ اللّٰهَ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ سُنَنَ الْهُدٰى وَإِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَنَا سُنَنَ الْهُدٰى وَإِنَّ مِنْ سُنَنِ

www.eelm.weebly.com

الْهُدٰى الصَّلٰوةَ فِى الْمَسْجِدِ الَّذِىْ يُؤَذَّنُ فِيْهِ) وَلَوْ اَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِىْ بُيُوْتِكُمْ كَمَا يُصَلِّىْ هٰذَا الْمُتَخَلِّفُ فِىْ بَيْتِهٖ لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ وَمَا مِنْ رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ فَيُحْسِنُ الطُّهُوْرَ ثُمَّ يَعْمِدُ اِلٰى مَسْجِدٍ مِّنْ هٰذِهِ الْمَسَاجِدِ اِلَّا كَتَبَ اللّٰهُ لَهٗ بِكُلِّ خَطْوَةٍ يَخْطُوْهَا حَسَنَةً وَيَرْفَعُهٗ بِهَا دَرَجَةً وَيَحُطُّ عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةً (وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا نُقَارِبُ بَيْنَ الْخُطَا) وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا اِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُوْمُ النِّفَاقِ (اَوْ مَرِيْضٌ) وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتٰى بِهٖ يُهَادٰى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتّٰى يُقَامَ فِى الصَّفِّ

"যে ব্যক্তি ভালবাসে যে, আগামীকাল তথা কিয়ামত দিবস আল্লাহর সম্মুখে উপস্থিত হয় মুসলমান গণ্য হইয়া সে যেন বিশেষ লক্ষ্যের সহিত যত্নবান হয় পাঞ্জেগানা নামাযের প্রতি ঐ স্থানে আদায় করিতে যথায় সকল নামাযের আযান দেওয়া হইয়া থাকে অর্থাৎ মসজিদে।

হে মুসলিম সমাজ! আল্লাহ তাআলাই নির্ধারিত করিয়াছেন তোমাদের নবীর জন্য হেদায়েতের সুন্নাতসমূহকে। অর্থাৎ যেসব সুন্নাত হেদায়েতের কাজরূপে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কার্যে বা কথায় শিক্ষা দান করিয়াছেন উহা বাহ্য দৃষ্টিতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইলেও বস্তুত উহা আল্লাহ তাআলারই নির্ধারিত করা জিনিস। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (আল্লাহ তাআলার তরফ হইতে লাভ করা) হেদায়েতের সুন্নাতসমূহ আমাদেরকে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন।

নিশ্চয়রূপে জানিয়া রাখ– রীতিমত আযানের ব্যবস্থাসম্পন্ন মসজিদে নামায আদায় করা হেদায়েতের সুন্নাতসমূহের অন্তর্ভুক্ত (অর্থাৎ অতি উচ্চমানের সুন্নাতে মুয়াক্কাদা পরিগণিত যাহা আল্লাহ তাআলা নির্ধারিত করিয়াছেন এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন)।

www.eelm.weebly.com

যদি তোমরা ঘরে ঘরে নামায পড়া যেরূপে (জামাত হইতে) পেছনে থাকায় অভ্যস্ত ব্যক্তি নিজ ঘরে নামায পড়িয়া থাকে তবে তোমরা তোমাদের নবীজীর আদর্শ ও নিয়ম-নীতি তরককারী ও পরিত্যাগকারী সাব্যস্ত হইবে। আর নবীজীর আদর্শ ত্যাগ করিলে অনিবার্য তোমরা ভ্রষ্ট হইয়া যাইবে।

(জামাতের জন্য মসজিদে যাওয়ার মাহাত্ম্য লক্ষ্য কর–) যে কোন ব্যক্তি উত্তমরূপে পবিত্রতা হাসিল করিয়া কোন মসজিদের দিকে রওয়ানা হইলে তাহার প্রতিটি পদক্ষেপে এক একটি নেকী হইবে, (আল্লাহ তাআলার নিকট) মান-মর্যাদার এক এক ধাপের উন্নতি লাভ হইবে, এক একটি গোনাহ মাফ করিয়া দেওয়া হইবে। (এই ফযীলত অধিক হাসিল করার উদ্দেশ্যে) "আমাদের সকলকেই দেখিয়াছি, আমরা নিকটবর্তী তথা খাট খাট পদক্ষেপে মসজিদে আসিতাম" যেন পদক্ষেপের সংখ্যা অধিক হয় এবং নেকী ও মর্যাদা বেশি হয়। (বন্ধনীর বিষয় নাসায়ী শরীফ, ১৪১ পৃষ্ঠা)

আমরা আমাদের সাহাবী ভাইদেরকে খুব লক্ষ্য করিয়াছি– কেহই জামাত ছাড়ে না একমাত্র সুস্পষ্টরূপে মুনাফেক পরিচিত বা রুগ্ন ব্যক্তি ব্যতীত, আর রুগ্ন ব্যক্তিকেও দুই লোকের মাঝে কাঁধে ভর করাইয়া (মসজিদে জামাতের) সারিতে দাঁড় করানো হয়।

৯৪৯ (মোসঃ)। হাদীস– উসমান (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ

"আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি ইশার নামায জামাতের সাথে পড়ে সে যেন অর্ধ রাত পর্যন্ত তাহাজ্জুদ নামায পড়ে। আর যে ব্যক্তি (তৎসঙ্গে) ফজরের নামাযও জামাতের সাথে পড়ে সে যেন সম্পূর্ণ রাত্র তাহাজ্জুদ পড়ে।"

৯৫০ (মোসঃ)। হাদীস– একদা আবু হুরায়রা (রাযি.) মসজিদে ছিলেন, মসজিদে মুয়াজ্জিন আযান দিল। ঐ সময় এক ব্যক্তি দাঁড়াইল এবং মসজিদ হইতে যাইতে লাগিল। আবু হুরায়রা (রাযি.) তাহার দিকে

www.eelm.weebly.com

তাকাইয়া থাকিলেন। যখন সে মসজিদ হইতে বাহির হইয়া গেল তখন তিনি বলিলেন–

أَمَّا هٰذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"নিতান্তভাবেই এই ব্যক্তি নিশ্চয় আবুল কাসেম তথা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাফরমানী করিল।"

৯৫১ (মোসঃ)। হাদীস– উবাই ইবনে কাআব (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, আমাদের মধ্যে এক ব্যক্তি ছিলেন যাঁহার গৃহ মসজিদ হইতে সর্বাধিক দূরে ছিল, জামাতের নামায তাঁহার কখনও ছুট যাইত না। আমি তাঁহাকে বলিলাম, অন্ধকারে এবং উত্তাপে মসজিদে সওয়ার হইয়া আসার জন্য একটি গাধা ক্রয় করিয়া নিলে ভাল হইত! তিনি বলিলেন, আমার গৃহ যদি মসজিদ সংলগ্নে (হইত; যাহাতে মসজিদে আসায় আমার কষ্টের লাঘব) হইত– উহাতে আমি সন্তুষ্ট হইতাম না। আমি চাই– গৃহ হইতে আমার মসজিদে আসা এবং মসজিদ হইতে আমার গৃহে প্রত্যাবর্তন করা– সব আমার নেকের খাতায় লেখা হউক। তাঁহার এই উক্তি শ্রবণে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন–

قَدْ جَمَعَ اللّٰهُ لَكَ ذٰلِكَ كُلَّهُ

"নামাযের জন্য আসা এবং নামায হইতে প্রত্যাবর্তন উভয়টিকে আল্লাহ তাআলা তোমার জন্য (সওয়াবে) সমান করিয়া দিয়াছেন। অর্থাৎ নামাযের জন্য আসা অপেক্ষা প্রত্যাবর্তনে সওয়াব কম নহে।"

৯৫২ (মোসঃ)। হাদীস– জাবের (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

كَانَتْ دِيَارُنَا نَائِيَةً مِنَ الْمَسْجِدِ فَأَرَدْنَا أَنْ نَبِيعَ بُيُوتَنَا فَنَقْتَرِبَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَنَهَانَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ لَكُمْ بِكُلِّ خُطْوَةٍ أَجْرٌ

"আমাদের বাড়ি মসজিদ হইতে দূরে ছিল; আমরা ইচ্ছা করিলাম, আমাদের বাড়ি বিক্রি করিয়া মসজিদের নিকট আসিয়া যাইতে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরে ঐরূপ করিতে নিষেধ করিলেন

www.eelm.weebly.com

এবং বলিলেন, প্রত্যেক পদক্ষেপে তোমাদের সওয়াব হয়। (বেশি সওয়াবের সুযোগ ছাড়িবে কেন?)"

৯৫৩ (মোসঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

مَنْ تَطَهَّرَ فِىْ بَيْتِهٖ ثُمَّ مَشٰى اِلٰى بَيْتٍ مِّنْ بُيُوْتِ اللّٰهِ لِيَقْضِىَ فَرِيْضَةً مِّنْ فَرَائِضِ اللّٰهِ كَانَتْ خُطْوَاتُهٗ اِحْدٰهَا تَحُطُّ خَطِيْئَةً وَالْاُخْرٰى تَرْفَعُ دَرَجَةً .

"যে ব্যক্তি নিজ গৃহে পবিত্রতা হাসিল করিয়া তারপর আল্লাহর কোন ঘরের দিকে যায়– আল্লাহর কোন ফরয আদায় করার জন্য ঐ ব্যক্তির পদক্ষেপসমূহের এক একটি দ্বারা গোনাহ মাফ হয়, অপরটি দ্বারা তাহার মান-মর্যাদার উন্নতি লাভ হয়।"

৯৫৪ (মোসঃ)। হাদীস– জাবের ইবনে ছামুরা (রাযি.)-এর বর্ণনা–

اِنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا صَلَّى الْفَجْرَ جَلَسَ فِىْ مُصَلَّاهُ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَسَنًا .

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামায পড়িয়া স্বীয় নামায স্থানে (দোয়া-কালামে) বসিয়া থাকিতেন– সুন্দররূপে সূর্য উদিত হইয়া যাওয়া পর্যন্ত।"

৯৫৫ (তিঃ)। হাদীস– আনাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

مَنْ صَلَّى الْفَجْرَ فِىْ جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللّٰهَ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهٗ كَاَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ

"যে ব্যক্তি জামাতের সাথে ফজরের নামায আদায় করে এবং উজ্জলরূপে সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত বসিয়া আল্লাহর যিকির করে, তারপর (ইশরাকের) দুই রাকাত নামায পড়ে তাহার জন্য একটি হজ্জ ও একটি ওমরার সওয়াব লিখিত থাকিবে।"

www.eelm.weebly.com

৯৫৬ (আঃ)। হাদীস– আবু দারদা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি–

مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ فِيْ قَرْيَةٍ وَلَا بَدْوٍ وَلَا تُقَامُ فِيْهِمُ الصَّلٰوةُ اِلَّا قَدْ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ فَاِنَّمَا يَاْكُلُ الذِّئْبُ الْقَاصِيَةَ قَالَ الشَّائِبُ يَعْنِى بِالْجَمَاعَةِ الصَّلٰوةَ فِىْ جَمَاعَةٍ

'যে কোন বস্তি বা গ্রামে তিনজন পুরুষ থাকিবে এবং তাহাদের মধ্যে নামাযের অনুষ্ঠান হইবে না, তবে অবশ্যই তাহাদের উপর শয়তানের প্রাবল্য আসিয়া যাইবে। অতএব তোমরা জামাতকে আঁকড়িয়া থাকিবে। বিচ্ছিন্ন ছাগলকেই বাঘে খাইয়া ফেলে। এই হাদীসের বর্ণনাকার সায়েব (রহ.) বলিয়াছেন, জামাতকে আঁকড়িয়া থাকার উদ্দেশ্য জামাতে নামায আদায় করা।'

৯৫৭ (আঃ)। হাদীস– ইবনে আব্বাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

مَنْ سَمِعَ الْمُنَادِىَ فَلَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ اِتِّبَاعِهِ عُذْرٌ قَالُوا وَمَا الْعُذْرُ قَالَ خَوْفٌ اَوْ مَرَضٌ لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ الصَّلٰوةُ الَّتِىْ صَلّٰى

"যে ব্যক্তি মুয়াজ্জিনের আযান শুনিতে পায় এবং উহার অনুসরণ করায় কোন বাধার সম্মুখীন না থাকে– এমতাবস্থায় আল্লাহ তাআলার নিকট কবুল হইবে না যেই নামায সে (একা একা) পড়ে। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, বাধা কি? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, (যে কোন কারণে বা আশঙ্কায়) জানের ভয় অথবা রোগ!"

❖ আযানের অনুসরণ অর্থ নামাযের জামাতে উপস্থিত হওয়া। কারণ আযানের বাক্যে নামাযের প্রতি আহ্বান রহিয়াছে।

৯৫৮ (আঃ)। হাদীস– উবাই ইবনে কাআব (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে লইয়া ফজরের নামায আদায় করিলেন। অতঃপর জিজ্ঞাসা করিলেন, অমুক ব্যক্তি উপস্থিত আছে কি? লোকেরা বলিল– না, অমুক উপস্থিত আছে কি? লোকেরা বলিল, না। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, (ফজর ও ইশা) এই

www.eelm.weebly.com

দুইটি নামায মুনাফেকদের পক্ষে সর্বাধিক কঠিন। অথচ লোকেরা যদি এই নামাযদ্বয়ের মাহাত্ম্য অবগত থাকিত তবে হাটুর উপর হামাগুড়ি দিয়া হইলেও উক্ত নামাযদ্বয়ের জামাতে উপস্থিত হইত। আর (জামাতের) প্রথম সারি বা কাতার ফেরেশতাগণের কাতার স্বরূপ। অর্থাৎ উহার লোকগণ ফেরেশতার ন্যায় নিষ্পাপ পরিগণিত। উহার ফযীলত তোমরা অবগত থাকিলে অবশ্যই তোমরা উহার প্রতি ছুটিয়া আসিতে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলিলেন–

وَاِنَّ صَلٰوةَ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ اَزْكٰى مِنْ صَلَاتِهٖ وَحْدَهٗ وَصَلَاتُهٗ مَعَ الرَّجُلَيْنِ اَزْكٰى مِنْ صَلَاتِهٖ مَعَ الرَّجُلِ وَمَا كَثُرَ فَهُوَ اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ

"শুধু এক ব্যক্তির সহিত (জামাতের) নামাযও একা পড়া নামায অপেক্ষা অনেক উত্তম এবং দুই ব্যক্তির সহিত (জামাতের) নামায এক ব্যক্তির সহিত নামায অপেক্ষা অনেক উত্তম। (জামাতের সাথী) যতই বেশি হইবে মহামহিম মহান আল্লাহর নিকট ততই অধিক পছন্দনীয় হইবে।"

৯৫৯ (আঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

اَلْاَبْعَدُ فَالْاَبْعَدُ مِنَ الْمَسْجِدِ اَعْظَمُ اَجْرًا

"মসজিদ হইতে যে যত বেশি দূরে অবস্থানকারী (মসজিদে আসায়) সে তত বেশি সওয়াবের অধিকারী।"

৯৬০ (আঃ)। হাদীস– আবু উমামা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهٖ مُتَطَهِّرًا اِلٰى صَلٰوةٍ مَكْتُوْبَةٍ فَاَجْرُهٗ كَاَجْرِ الْحَاجِّ وَمَنْ خَرَجَ اِلٰى تَسْبِيْحِ الضُّحٰى لَا يَنْصِبُهٗ اِلَّا اِيَّاهُ فَاَجْرُهٗ كَاَجْرِ الْمُعْتَمِرِ وَصَلٰوةٌ عَلٰى اِثْرِ صَلٰوةٍ لَا لَغْوَ بَيْنَهُمَا كِتَابٌ فِىْ عِلِّيِّيْنَ

"যে ব্যক্তি নিজ গৃহ হইতে পাক-পবিত্র হইয়া (মসজিদে) ফরজ নামাযের প্রতি বাহির হয় তাহার জন্য ইহরাম বাঁধিয়া হজ্জে যাওয়ার সওয়াব হইবে। আর যে ব্যক্তি চাশতের নামাযের জন্য উঠিয়া যায়– চাশতের নামায পড়া

www.eelm.weebly.com

ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্য তাহাকে দাঁড় করায় নাই ঐ ব্যক্তির জন্য ওমরা আদায়ে যাওয়ার সওয়াব হইবে। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলিয়াছেন, কোন রকম এক নামাযের পর দ্বীনী উদ্দেশ্যহীন কাজে-কথায় লিপ্ততা ব্যতিরেকে অপর নামায পড়া হইলে (উক্ত উভয় নামায আল্লাহর দরবারে এত দ্রুত কবুল হয় যে,) ঐ নামাযদ্বয় তৎক্ষণাৎ 'ইল্লিয়্যীনে'– সাত আসমানের উপর সমস্ত নেক আমল সুরক্ষিত হওয়ার নির্ধারিত স্থানে লিপিবদ্ধরূপে রক্ষিত হইয়া যায়।"'

৯৬১ (আঃ)। হাদীস– বুরায়দা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন–

بَشِّرِ الْمَشَّائِيْنَ فِى الظُّلَمِ اِلَى الْمَسَاجِدِ بِالنُّوْرِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ

'যাহারা অন্ধকারেও (নামায আদায়ের জন্য) মসজিদে যায় তাহাদেরে সুসংবাদ দান কর– কিয়ামতের দিন তাহারা পূর্ণ নুর বা আলো লাভ করিবে।'

❖ সাধারণ কথায় হাশর ময়দানের অনুষ্ঠান হইতে কিয়ামতের দিন ধরা হয়। বস্তুত মৃত্যুর পরবর্তী সময়ই কিয়ামতের অন্তর্গত; অতএব কবর তথা বরযখী জগতও কিয়ামতের অন্তর্ভুক্ত। সেমতে আলোচ্য হাদীসের নুর বা আলো কবর তথা বরযখী জগতের জীবনে লাভ হইবে। হাশরের মাঠেও এই ব্যক্তি নুর লাভ করিবে স্বয়ং নুরানী বা জ্যোতিষ্মান হইবে। এতদ্ভিন্ন পুলসিরাত পার হওয়াকালে নুর ও আলো লাভ হইবে, যাহার আলোচনা পবিত্র কুরআনেও রহিয়াছে– 'ঐ সময় ঈমানদার পুরুষ এবং মহিলা সকলকে দেখিবে, তাহাদের সম্মুখে এবং ডানে-বামে তাহাদের নুর বা আলোকরশ্মি তাহাদেরে পথ দেখাইবার জন্য চমকিতে থাকিবে।'

(২৭ পারা, সূরা হাদীদ, ১২ আয়াত)

৯৬২ (আঃ)। হাদীস– একজন আনসারী সাহাবীর মৃত্যু মুহূর্ত উপস্থিত হইল; তখন তিনি বলিলেন, আমি সওয়াব লাভ উদ্দেশ্যে তোমাদেরে একটি হাদীস শুনাইতেছি। আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি–

اِذَا تَوَضَّأَ اَحَدُكُمْ فَاَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ خَرَجَ اِلَى الصَّلٰوةِ لَمْ يَرْفَعْ قَدَمَهُ الْيُمْنٰى اِلَّا كَتَبَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ حَسَنَةً وَلَمْ يَضَعْ قَدَمَهُ

www.eelm.weebly.com

الْيُسْرٰى اِلَّا حَطَّ اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْهُ سَيِّئَةً فَلْيُقَرِّبْ اَحَدُكُمْ اَوْ لِيُبْعِدْ فَاِنْ اَتَى الْمَسْجِدَ فَصَلّٰى فِيْ جَمَاعَةٍ غُفِرَ لَهٗ فَاِنْ اَتَى الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلَّوْا بَعْضًا وَبَقِيَ بَعْضٌ صَلّٰى مَا اَدْرَكَ وَاَتَمَّ مَا بَقِيَ كَانَ كَذٰلِكَ فَاِنْ اَتَى الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلَّوْا فَاَتَمَّ الصَّلٰوةَ كَانَ كَذٰلِكَ

"তোমাদের কেহ যদি উত্তমরূপে অযু করে তারপর নামাযের জন্য (মসজিদের প্রতি) বাহির হয়, তবে সে যখন যখন ডান পা উঠাইবে উহার দ্বারা মহামহিম মহান আল্লাহ তাআলা তাহার জন্য এক একটি নেক আমল লিখিবেন এবং যখন যখন বাম পা রাখিবে তাহার এক একটি গোনাহ বিলুপ্ত করিয়া দিবেন। ইহা জানিবার পর যাহার ইচ্ছা মসজিদের নিকট বসবাসের ব্যবস্থা কর, যাহার ইচ্ছা দূরের বসবাসে থাক। ঐ ব্যক্তি মসজিদে আসিয়া যদি জামাতের সহিত নামায পড়ে তবে তাহার সব গোনাহ মাফ করিয়া দেওয়া হইবে। মসজিদে আসিয়া যদি দেখে লোকেরা জামাতে কিছু অংশ নামায পড়িয়া নিয়াছে এবং কিছু অংশ বাকি রহিয়াছে– সেক্ষেত্রে যতটুকু পাইয়াছে তাহা জামাতের সাথে আদায় করিয়া অবশিষ্ট নিজে পূর্ণ করিয়া নেয়– এমতাবস্থায়ও ঐরূপই (তাহার গোনাহ মাফ করিয়া দেওয়া) হইবে। আর যদি মসজিদে আসে এবং লোকেরা জামাতে নামায শেষ করিয়া ফেলিয়াছে। অতঃপর সে নিজেই নামায সম্পন্ন করিয়াছে– এমতাবস্থায়ও ঐরূপই (তাহার গোনাহ মাফ করিয়া দেওয়া) হইবে।"

❖ জামাত পাওয়ার চেষ্টায় মসজিদে আসিয়া জামাত ধরিতে না পারিলেও সওয়াব হইতে বঞ্চিত হয় না।

৯৬৩ (আঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

مَنْ تَوَضَّأَ فَاَحْسَنَ وُضُوْءَهٗ ثُمَّ رَاحَ فَوَجَدَ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا اَعْطَاهُ اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِثْلَ اَجْرِ مَنْ صَلَّاهَا وَحَضَرَهَا لَا يَنْقُصُ ذٰلِكَ مِنْ اَجْرِهِمْ شَيْئًا

"যে ব্যক্তি উত্তমরূপে অযু করিয়াছে, অতঃপর (মসজিদে) গিয়াছে; তথায় লোকদিগকে নামায সমাপ্ত করায় পাইয়াছে– মহামহিম মহান আল্লাহ

www.eelm.weebly.com

তাআলা তাহাকে ঐ লোকের সমান সওয়াব দান করিবেন যে জামাতে উপস্থিত থাকিয়া নামায আদায় করিয়াছে। অবশ্য এই ব্যক্তিকে ঐরূপ সওয়াব দেওয়ার কারণে জামাতের লোকদের সওয়াব কম হইবে না।"

৯৬৪ (নাঃ)। হাদীস– উসমান ইবনে আফফান (রাযি.) বর্ণনা করেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি–

مَنْ تَوَضَّأَ لِلصَّلٰوةِ فَاَسْبَغَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ مَشٰى اِلَى الصَّلٰوةِ الْمَكْتُوْبَةِ فَصَلَّاهَا مَعَ الْجَمَاعَةِ اَوْ فِى الْمَسْجِدِ غَفَرَ اللّٰهُ لَهٗ ذُنُوْبَهٗ

"যেই ব্যক্তি নামাযের উদ্দেশ্যে পরিপূর্ণরূপে অযু করিয়াছে, তারপর ফরজ নামায (জামাতে) পড়ার জন্য গমন করিয়াছে এবং ঐ নামাযকে জামাতের সাথে মসজিদে পড়িয়াছে আল্লাহ তাআলা তাহার সমস্ত গোনাহ মাফ করিয়া দিবেন।"

৯৬৫ (ইঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

اَلْمَشَّاؤُنَ اِلَى الْمَسَاجِدِ فِى الظُّلَمِ اُولٰئِكَ الْخَوَّاضُوْنَ فِىْ رَحْمَةِ اللّٰهِ

"যাহারা অন্ধকারেও মসজিদে যায় বস্তুত তাহারা আল্লাহ তাআলার রহমতের দরিয়ায় অবতরণ করে।"

৯৬৬ (ইঃ)। হাদীস– ইবনে আব্বাস (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

كَانَتِ الْاَنْصَارُ بَعِيْدَةً مَنَازِلُهُمْ مِنَ الْمَسْجِدِ فَاَرَادُوْا اَنْ يَقْتَرِبُوْا فَنَزَلَتْ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوْا وَاٰثَارَهُمْ قَالَ فَثَبَتُوْا

"কোন কোন মদীনাবাসী সাহাবীর বাড়ি মসজিদ হইতে দূরে ছিল; তাঁহারা মসজিদের নিকটবর্তী (বাড়ি তৈরি করিয়া তথায়) চলিয়া আসার ইচ্ছা করিল। তখন পবিত্র কুরআনের আয়াত নাযেল হইল। যাহার অর্থ– "পরকালের সম্মুখ জীবনের জন্য মানুষ যেসব নেক আমল করে তাহা এবং (নেক কাজের প্রতি) তাহাদের পদচিহ্নগুলি আমি লিখিয়া রাখিব।"

(সূরা ইয়াসীন)

www.eelm.weebly.com

ইবনে আব্বাস (রাযি.) বলেন– এই আয়াত লক্ষ্যে ঐ সাহাবীগণ মসজিদ হইতে দূরবর্তী স্ব স্ব গৃহেই থাকিয়া গেলেন।

❖ বাড়ি হইতে দূরবর্তী মসজিদে আসায় পদচিহ্ন বেশি হইবে, যাহা আল্লাহ তাআলা নামাযের আমলে লিখিয়া রাখিবেন এবং আখেরাতে উহার দরুণ অধিক সওয়াব হইবে।

৯৬৭ (ইঃ)। হাদীস– ইবনে আব্বাস ও ইবনে ওমর (রাযি.) তাঁহারা উভয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মসজিদের মিম্বারে দাঁড়াইয়া বলিতে শুনিয়াছেন–

لَيَنْتَهِيَنَّ اَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجَمَاعَاتِ اَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُوْنَنَّ مِنَ الْغَافِلِيْنَ

"লোকগণ জামাত ত্যাগ করা হইতে অবশ্যই বিরত থাকিবে, অন্যথায় নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তাহাদের দিলে মোহর মারিয়া দিবেন, যাহার ফলে অনিবার্যত তাহারা (নেক কাজ, নেক পথ হইতে) উদাসীন হইয়া পড়িবে।"

❖ জামাতে নামায না পড়ার একটি অভিশাপ ইহাও যে, উহার দরুন নেক কাজের প্রতি আগ্রহ কম হইয়া যাইবে।

জামাতে নামায পড়ায় অভ্যস্ত হওয়ার ফযীলত

৯৬৮ (ইঃ)। হাদীস– ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়া থাকিতেন–

مَنْ صَلّٰى فِىْ مَسْجِدِ جَمَاعَةً اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً لَا تَفُوْتُهُ الرَّكْعَةُ الْاُوْلٰى مِنْ صَلٰوةِ الْعِشَاءِ كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ بِهَا عِتْقًا مِّنَ النَّارِ

"যেই ব্যক্তি জামাতের ব্যবস্থাপনা বিশিষ্ট মসজিদে চল্লিশ দিন নামায পড়িবে; বিশেষভাবে ইশার নামাযের প্রথম রাকাত যেন (জামাতের সঙ্গে) না ছুটিয়া থাকে– উক্ত নামাযের বদৌলতে আল্লাহ তাআলা ঐ ব্যক্তির জন্য দোযখ হইতে মুক্তি লিখিয়া দিবেন।"

৯৬৯ (ইঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

www.eelm.weebly.com

مَا تَوَطَّنَ رَجُلٌ مُّسْلِمٌ الْمَسَاجِدَ لِلصَّلٰوةِ وَالذِّكْرِ اِلاَّ تَبَشْبَشَ اللّٰهُ لَهٗ كَمَا يَتَبَشْبَشُ اَهْلُ الْغَائِبِ اِذَا قَدِمَ عَلَيْهِمْ

"যে কোন মুসলমান মসজিদকে নিজের জন্য আপন স্থান রূপে গ্রহণ করিয়া লয়– নামাযের জন্য এবং যিকিরের জন্য; আল্লাহ তাআলা তাহার প্রতি এইরূপ সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন যেরূপ সন্তুষ্ট হইয়া থাকে মানুষ তাহাদের বিদেশে অবস্থান রত আপনজন তাহাদের বাড়িতে আসার দরুন।"

৯৭০ (ইঃ)। হাদীস– আবু সাঈদ (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

اِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَعْتَادُ الْمَسَاجِدَ فَاشْهَدُوْا لَهٗ بِالْاِيْمَانِ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ... ...

"কোন ব্যক্তিকে যদি দেখ, মসজিদে যাতায়াতে অভ্যস্ত হয় তবে সেই ব্যক্তি মুমিন হওয়ার সাক্ষী দাও। কারণ আল্লাহ তাআলা বলিয়াছেন, মসজিদ আবাদ (তথা সদা যাতায়াতের অভ্যাস) করে একমাত্র ঈমানদার মানুষ...।"

৯৭১ (ইঃ)। হাদীস– আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মাগরিবের নামায আদায় করিলাম। নামাযান্তে কিছু লোক বাড়ি প্রত্যাবর্তন করিল, আর কিছু লোক পেছনে থাকিয়া গেল (ইশার নামাযের অপেক্ষায় মসজিদেই অবস্থান করিল)।

ইতিমধ্যে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া আসিলেন, এমনকি (দ্রুত চলার কারণে) তাঁহার হাটুর কাপড় বিচ্যুত হওয়ার উপক্রম হইতেছিল। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন–

اَبْشِرُوْا هٰذَا رَبُّكُمْ قَدْ فَتَحَ بَابًا مِّنْ اَبْوَابِ السَّمَاءِ يُبَاهِىْ بِكُمُ الْمَلَائِكَةَ يَقُوْلُ انْظُرُوْا اِلٰى عِبَادِىْ قَدْ قَضَوْا فَرِيْضَةً وَهُمْ يَنْتَظِرُوْنَ اُخْرٰى

"তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর এই যে তোমাদের প্রভু-পরওয়ারদেগার আসমানের একটি দরওয়াজা এইমাত্র খুলিয়াছেন। তিনি ফেরেশতাগণের

www.eelm.weebly.com

সম্মুখে গর্ব করিয়া বলিতেছেন, দেখ আমার বান্দাদেরকে! তাহারা এক ফরয (তথা মাগরিবের নামায) আদায় করিয়া দ্বিতীয় ফরজের (তথা ইশার নামাযের) অপেক্ষা করিতেছে।"

৯৭২ (মেঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

اَلْجِهَادُ وَاجِبٌ عَلَيْكُمْ مَعَ كُلِّ اَمِيْرٍ بَرًّا كَانَ اَوْ فَاجِرًا وَاِنْ عَمِلَ الْكَبَائِرَ وَالصَّلٰوةُ وَاجِبَةٌ عَلَيْكُمْ خَلْفَ كُلِّ مُسْلِمٍ بَرًّا كَانَ اَوْ فَاجِرًا وَاِنْ عَمِلَ الْكَبَائِرَ وَالصَّلٰوةُ وَاجِبَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ بَرًّا كَانَ اَوْ فَاجِرًا وَاِنْ عَمِلَ الْكَبَائِرَ

"(হে আমার উম্মত!) তোমাদের উপর জিহাদ শরীয়তের অপরিহার্য আদেশ সব রকম শাসনকর্তার সহযোগেই– চাই নেককার শাসক হউক বা বদকার, এমনকি যদিও সে কবীরা গোনাহ করে। তোমাদের উপর নামাযও (জামাতের সহিত) সব রকম মুসলমানের পেছনেই পড়া জরুরি আদেশ– চাই সে নেককার হউক বা বদকার, এমনকি যদিও সে কবীরা গোনাহ করে। আর নামায শরীয়তের অপরিহার্য আদেশ প্রত্যেক মুসলমানের প্রতি– চাই সে নেককার হউক বা বদকার, যদিও সে কবীরা গোনাহ করে।" (আবু দাউদ)

ব্যাখ্যা ঃ মুসলমান শাসনকর্তা বদকার ফাসেক-ফাজের হইয়াও যদি কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদের সহযোগিতা প্রদান করে তবে সেই ক্ষেত্রে নেককার শাসনকর্তা নিয়োগের চেষ্টা অবশ্যই অব্যাহত রাখিতে হইবে কিন্তু তাহা না হওয়া পর্যন্ত ফাসেক-ফাজের শাসনকর্তার সহযোগিতায়ই জিহাদে শরীক হওয়া মুসলমানদের উপর ফরজ হইবে। শাসনকর্তা ফাসেক-ফাজের হওয়ার অজুহাতে জিহাদ বর্জন করা যাইবে না।

❖ ইমাম ফাসেক-ফাজের নিয়োগ করা মস্তবড় গোনাহ, ঐরূপ ইমামকে বাতিল করার ক্ষমতা থাকিলে তাহা না করাও বড় গোনাহ। কিন্তু ফাসেক-ফাজের ইমাম নিয়োজিত রহিয়াছে– তাহাকে অপসারণের ক্ষমতা যাহার বা যাহাদের নাই তাহারা জামাত ত্যাগ করিতে পারিবে না। ভাল ইমাম পাওয়ার কোন ব্যবস্থা না থাকিলে ফাসেক-ফাজের ইমামের পেছনেই নামায পড়িবে,

www.eelm.weebly.com

তবুও জামাত ছাড়িবে না। হাঁ যদি তাহার কিরাত এরূপ অশুদ্ধ হয় যে, উহা দ্বারা নামাযই হয় না অথবা নামাযের মধ্যে নামায বিনষ্টকারী কাজ করে, তবে ঐ ইমামের জামাত ত্যাগ করিবে; অন্যত্র জামাতের ব্যবস্থা না পাইলে একা একাই নামায পড়িবে।

❖ যে ব্যক্তির ঈমান আছে সে যত বড় ও বেশি গোনাহগারই হউক না কেন তাহার উপর নামায ফরয থাকিবেই। গোনাহের কাজের গোনাহ তাহার হইবে কিন্তু নামায তাহার উপর ফরয থাকিবে। নামায না পড়িলে নামায না পড়ার নির্ধারিত কঠোর আযাবও তাহাকে ভোগ করিতে হইবে।

ফজর নামাযের জামাত বিশেষ জরুরি

৯৭৩ (মেঃ)। হাদীস– খলীফা ওমর (রাযি.) একদা সুলায়মান ইবনে আবু হাছমা (রাযি.)কে ফজরের নামাযের জামাতে উপস্থিত পাইলেন না। অতঃপর সকাল বেলায়ই ওমর (রাযি.) বাজারে যাইতে ছিলেন– সুলায়মানের বাড়ি পথিমধ্যেই ছিল। ওমর (রাযি.) পথ চলার মাঝেই সুলায়মানের মাতাকে বলিলেন, সুলায়মানকে আজ ফজর নামাযের জামাতে দেখিলাম না। তিনি বলিলেন, সে সারা রাত্রি নামায পড়িয়াছিল, উহাতে তাহার চক্ষুদ্বয় তাহাকে ঘুমে বাধ্য করিয়া ফেলিয়াছিল (চোখ খুলিতেই পারে নাই)। ওমর (রাযি.) বলিলেন–

لَاَنْ اَشْهَدَ صَلٰوةَ الصُّبْحِ فِى جَمَاعَةٍ اَحَبُّ اِلَىَّ اَنْ اَقُوْمَ لَيْلَةً

"ফজর নামাযের জামাতে উপস্থিত থাকা আমার মতে সারা রাত্রি নামায পড়া অপেক্ষা উত্তম।"

❖ মহিলাদের জন্য মসজিদে যাওয়া, জামাতে নামায পড়া নিষিদ্ধ। এই সম্পর্কে মসজিদ সম্বন্ধীয় বয়ানে একটি বিশেষ পরিচ্ছেদ বর্ণিত হইয়াছে।

জামাত সম্পর্কে বিভিন্ন মাসআলা

মাসআলা ঃ ইমামের সঙ্গে একজন মুক্তাদী হইলে তাহাও নিম্ন শ্রেণীর জামাত গণ্য হইবে।

৯৭৪ (ইঃ)। হাদীস– আবু মুসা আশআরী (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

www.eelm.weebly.com

اِثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ

"দুইজন এবং উহার অধিক সংখ্যা হইলে জামাত গণ্য হইবে।"

মাসআলা ঃ জামাতে কোন মহিলা শামিল হইলে একজন হইলেও পুরুষের পেছনে একাই দাঁড়াইবে। এমনকি অপ্রাপ্ত বয়স্কা বালক অথবা স্বামী বা মাহরাম ব্যক্তি হইলেও মহিলা তাহার সঙ্গে বা সংলগ্নে দাঁড়াইবে না।

৯৭৫ (নাঃ)। হাদীস– ইবনে আব্বাস (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

صَلَّيْتُ اِلٰى جَنْبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَائِشَةُ خَلْفَنَا تُصَلِّيْ مَعَنَا وَاَنَا اِلٰى جَنْبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُصَلِّيْ مَعَهُ

"আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া নামায আদায় করিলাম। আয়েশা (রাযি.) আমাদের সাথে নামায পড়িলেন আমাদের পেছনে দাঁড়াইয়া। আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া নামায আদায় করিলাম।"

৯৭৬ (ইঃ)। হাদীস– আনাস (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِامْرَأَةٍ مِّنْ اَهْلِهِ وَبِيْ فَاَقَامَنِيْ عَنْ يَمِيْنِهِ وَصَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَلْفَنَا

"একদা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার এক স্ত্রী এবং আমাকে সাথে করিয়া নামায পড়িলেন। আমাকে নবীজীর ডান পার্শ্বে দাঁড় করাইলেন, আর মহিলা আমাদের পেছনে দাঁড়াইয়া নামায আদায় করিলেন।"

❖ ইবনে আব্বাস (রাযি.) এবং আনাস (রাযি.) উভয়ই বালক বয়সের ছিলেন, প্রাপ্ত বয়স্ক ছিলেন না।

❖ নফল নামায জামাতে পড়া হাদীসে উল্লেখ আছে। বিশেষ আড়ম্বরপূর্ণ ডাকাডাকি ব্যতিরেকে শুধু নিকটবর্তী লোকদেরে নফল নামাযের জামাতের জন্য আহ্বান করাও হাদীসে উল্লেখ আছে এবং ঐরূপ জামাতে মহিলাও শামিল হইতে পারে।

৯৭৭ (মোসঃ)। হাদীস– আনাস (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

www.eelm.weebly.com

دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْنَا وَمَا هُوَ اِلَّا اَنَا وَاُمِّيْ وَاُمُّ حَرَامٍ خَالَتِيْ فَقَالَ قُوْمُوْا فَلِاُصَلِّيَ بِكُمْ فِيْ غَيْرِ وَقْتِ صَلٰوةٍ فَصَلّٰى بِنَا فَقَالَ رَجُلٌ لِثَابِتٍ اَيْنَ جَعَلَ اَنَسًا مِنْهُ قَالَ جَعَلَهُ عَنْ يَمِيْنِهِ ثُمَّ دَعَا لَنَا اَهْلَ الْبَيْتِ بِكُلِّ خَيْرٍ مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ فَقَالَتْ اُمِّيْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ خُوَيْدِمُكَ اُدْعُ اللّٰهَ لَهُ قَالَ فَدَعَا لِيْ بِكُلِّ خَيْرٍ وَكَانَ فِيْ اٰخِرِ مَا دَعَا لِيْ اَنْ قَالَ اَللّٰهُمَّ اَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَبَارِكْ لَهُ فِيْهِ

'একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের গৃহে তাশরীফ আনিবেন। তথায় একমাত্র আমি এবং আমার মাতা ও আমার খালা উম্মে হারাম ব্যতীত আর কেহ ছিল না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরে বলিলেন, তোমরা দাঁড়াও; তোমাদেরে লইয়া আমি জামাতে নামায পড়ি। তখন কোন ফরয নামাযের নির্ধারিত সময় ছিল না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনাস (রাযি.)কে তাঁহার ডান পার্শ্বে দাঁড় করাইয়া ছিলেন। নামায শেষ করার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের পরিবারবর্গের জন্য দুনিয়া-আখেরাতের সর্বপ্রকার কল্যাণ ও মঙ্গলের দোয়া করিলেন। তখন আমার মাতা বলিলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনার স্নেহভাজন খাদেমের জন্য দোয়া করুন। সেমতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার জন্য বিশেষভাবে সকল রকম কল্যাণ ও মঙ্গলের দোয়া করিলেন। আমার জন্য দোয়ার সবশেষ কথা এই ছিল– আয় আল্লাহ! তাহাকে ধন-জন বেশি দান করুন এবং উহাতে তাহাকে বরকত দান করুন।'

❖ ধনের বরকত হইল উহার দ্বারা শান্তি লাভ হওয়া এবং অধিক নেক কাজ করার তাওফীক হওয়া। জনের বরকত হইল, সন্তান-সন্ততিগণ সুখ-শান্তির সহায়ক হওয়া এবং আখেরাতের উপকারী সম্বল হওয়া।

মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি একা ফরয নামায পড়িবে, অপর ব্যক্তি নফল নামায পড়ায় তাহার সাথে শামিল হইলে সেই ক্ষেত্রেও অপেক্ষাকৃত জামাতের সওয়াব হইবে।

৯৭৮ (তিঃ)। হাদীস– আবু সাঈদ (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

www.eelm.weebly.com

جَاءَ رَجُلٌ وَقَدْ صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَيُّكُمْ يَتَّجِرُ عَلٰى هٰذَا فَقَامَ رَجُلٌ وَصَلّٰى مَعَهُ

"এক ব্যক্তি (নবীজীর মসজিদে) আসিল– তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায শেষ করিয়াছেন। (এই ব্যক্তি একা নামায পড়িবে; সেই লক্ষ্যে) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমাদের মধ্যে কে আছে যে এই ব্যক্তির পক্ষে ব্যবসা করিয়া দেয়? সেমতে এক ব্যক্তি দাঁড়াইল এবং ঐ ব্যক্তির সঙ্গে নামায পড়িল।"

❖ ব্যবসা করিয়া দেওয়ার অর্থ তাহার সওয়াব বেশি হওয়ার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া। যেরূপে ব্যবসার দ্বারা মালে অতিরিক্ত লাভ হাসিল হইয়া থাকে। ঐ ব্যক্তি একা নামায পড়িতে বাধ্য হইতে ছিল; তাই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আহ্বান জানাইলেন, তাহাকে জামাতে নামায পড়ার ব্যবস্থা করায় তথা তাহার সাথে নামাযে শামিল হওয়ার জন্য যেন কেহ আগাইয়া আসে। সেমতে আবু বকর (রাযি.) অগ্রসর হইলেন– তিনি হযরতের সাথে ফরয নামায পড়িয়াছিলেন, তাই তিনি নিশ্চয় নফলের নিয়তে ঐ ব্যক্তির সাথে নামাযে শামিল হইলেন। ইহাতে ঐ ব্যক্তির জন্য জামাতের সওয়াব লাভের ব্যবস্থা হইয়া গেল। কিন্তু এইরূপে ফরয নামায পড়ার পর নফলের নিয়ত কাহারও সাথে শামিল হওয়া একমাত্র জোহর ও ইশার নামাযেই হইতে পারে, অন্য কোন নামাযে নয়।

৯৭৯ (আঃ)। হাদীস– আবু সাঈদ (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَبْصَرَ رَجُلًا يُصَلِّيْ وَحْدَهُ فَقَالَ اَلَا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلٰى هٰذَا فَيُصَلِّيْ مَعَهُ

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে দেখিলেন, (মসজিদে জামাত শেষ হওয়ার পরে ফরয) নামায একা একা পড়িতেছে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, কোন ব্যক্তি নাই কি যে তাহাকে দান করে তথা তাহার সঙ্গে নামাযে শরীক হয়?"

অর্থাৎ কেহ নফলের নিয়তেও তাহার সহিত শরীক হইলে তাহার একাকীর নামায জামাতে পরিণত হইবে; যাহার দরুন তাহার নামায জামাতে

www.eelm.weebly.com

পরিণত হইবে; সেমতে উহার পক্ষ হইতে জামাতের অতিরিক্ত সওয়াব তাহার প্রতি দান স্বরূপ হইবে। সে তাহার সহিত শরীক না হইলে তাহার নামায জামাত গণ্য হইত না এবং জামাতের অতিরিক্ত সওয়াব তাহার লাভ হইত না।

মাসআলা ঃ তাকবীরে উলার সাথে জামাতে শামিল হওয়ায় সওয়াব অনেক বেশি। তাকবীরে উলার তিন শ্রেণী– প্রথম শ্রেণী হইল, ইমামের তাকবীরে তাহরীমা তথা নামায আরম্ভের তাকবীরের সংলগ্নে তাকবীর বলিয়া নামায আরম্ভ করা। এই ক্ষেত্রে 'ছানা' পড়ার সুযোগ থাকে– যাহা বেশি সওয়াবের অতি বড় সুন্নাত। দ্বিতীয় শ্রেণী হইল, ইমামের সূরা ফাতেহা শেষ হওয়ার পূর্বে নামায আরম্ভ করা। এই ক্ষেত্রে ছানা পড়ার সুযোগ থাকে না; কারণ ইমাম কিরাত পড়া আরম্ভ করিয়া দেওয়ার পর ছাড়া পড়া মাকরূহ হইয়া যায়। অবশ্য এই ক্ষেত্রে 'আমীন' পড়ার সুযোগ থাকে যাহার অনেক ফযীলত রহিয়াছে। তৃতীয় শ্রেণী হইল, ইমামের সাথে প্রথম রাকাত পাওয়া। কোন কোন ফকীহ ইহাকেও তাকবীরে উলার শেষ পর্যায় গণ্য করিয়া থাকেন। অবশ্য তাকবীরে উলার পূর্ণ ফযীলত পর্যায়ে প্রথম শ্রেণীকেই উদ্দেশ্য করা হয়।

৯৮০ (তিঃ)। হাদীস– আনাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

مَنْ صَلَّى اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا فِىْ جَمَاعَةٍ يُدْرِكُ التَّكْبِيْرَةَ الْاُوْلٰى كُتِبَ لَهٗ بَرَاءَتَانِ بَرَاءَةٌ مِّنَ النَّارِ وَبَرَاءَةٌ مِّنَ النِّفَاقِ

"যে ব্যক্তি চল্লিশ দিন জামাতের সাথে তাকবীরে উলা পাইয়া নামায পড়িবে, আল্লাহ তাআলার তরফ হইতে তাহার জন্য দুই প্রকারের মুক্তি লিখিয়া দেওয়া হইবে। দোযখ হইতে মুক্তি এবং মোনাফেকী হইতে মুক্তি।"

অর্থাৎ ঐ ব্যক্তির মৃত্যু খাঁটি ঈমানের সহিত হইবে, তাহার পক্ষে মোনাফেক হওয়ার আশঙ্কা থাকিবে না।

মাসআলা ঃ কোন মহিলা ইমাম হইলে তাহার পেছনে পুরুষের নামায শুদ্ধ হইবে না। শুধু মহিলা মুক্তাদীগণের ইমাম মহিলা হইলে তাহাদের

www.eelm.weebly.com

নামায শুদ্ধ হইবে। কিন্তু মহিলা ইমামের পেছনে মহিলাদের জামাত অনুষ্ঠানকে ফেকার কিতাবে মাকরূহে তাহরিমী বলা হইয়াছে। অবশ্য ইহা মহিলাদের ব্যাপারে সতর্কতামূলক বিশেষ মাসআলা– যেরূপে জামাতে নামায পড়ার জন্য মহিলাদের মসজিদে ও ঈদগাহে যাওয়াকেও ফেকার কিতাবে নিষিদ্ধ বলা হইয়াছে।

৯৮১ (আঃ)। হাদীস– আবদুর রহমান ইবনে খাল্লাদ (রহ.) উম্মে ওয়ারাকা (রাযি.) হইতে (তাঁহারই নিজের ঘটনা) বর্ণনা করিয়াছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদর জিহাদে যাওয়াকালে উম্মে ওয়ারাকা (রাযি.) বলিলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমাকে আপনার সঙ্গে জিহাদে যাওয়ার অনুমতি দান করুন। আমি অসুস্থদের সেবা-শুশ্রূষা করিব; আমার আকাঙ্ক্ষা– আল্লাহ তাআলা আমাকে শহীদ হওয়ার সুযোগ দেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাকে বলিলেন, তুমি নিজ গৃহেই থাক; মহান আল্লাহ তোমাকে শহীদ হওয়ার সুযোগ দান করিবেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই ভবিষ্যদ্বাণীর পরিপ্রেক্ষিতে তিনি 'শহীদ মহিলা' নামে প্রসিদ্ধ হইয়া গেলেন। তিনি কুরআন শরীফ উত্তমরূপে শিক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিলেন নিজ ঘরে মুয়াজ্জিন রাখার (এবং ঘরে মহিলাদের জন্য জামাতে নামাযের ব্যবস্থা করার)।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার বাড়িতে তাঁহার খোঁজ-খবর লওয়ার জন্য আসিয়া থাকিতেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার জন্য (এক বৃদ্ধ লোককে) মুয়াজ্জিন নির্ধারিত করিয়া দিলেন এবং তাঁহাকে অনুমতি দিলেন, নিজ বাড়ির মহিলাদের ইমাম হওয়ার। (তিনি ওমর [রাযি.]-এর শাসনামল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন।)

তাঁহার একটি ক্রীতদাস ও একটি ক্রীতদাসী ছিল। তিনি তাহাদের উভয়কে 'মুদাব্বার' করিয়াছিলেন অর্থাৎ তাঁহার মৃত্যুর পর তাহারা আযাদ ও মুক্ত হইয়া যাইবে ইহা সাব্যস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। ঐ দাস-দাসীদ্বয় (তাঁহার মৃত্যুর দ্বারা দ্রুত আযাদ ও মুক্ত হওয়ার উদ্দেশ্যে তাঁহাকে হত্যা করার ব্যবস্থা করিল–) রাত্রি বেলায় উভয়ে মিলিয়া তাঁহার নাকে-মুখে চাদর জড়াইয়া দিয়া শ্বাসরুদ্ধ করত তাঁহাকে মারিয়া ফেলিল। (তাঁহার সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু

www.eelm.weebly.com

আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবায়িত হইল- তিনি নিজ গৃহে থাকিয়া শহীদ হইলেন; মজলুম রূপে নিহত হইলে শহীদের দরজা লাভ হইয়া থাকে।)

শাসনকর্তা খলীফা ওমর (রাযি.) ঐ দাস-দাসীদ্বয়কে পাকড়াও করার ঘোষণা জারি করিয়া দিলেন। তাহারা ধৃত হইলে এবং উভয়কে শূলে বসাইয়া প্রাণদণ্ড দেওয়া হইল। মদীনা শহরে ইহাই শূলদণ্ড দানের প্রথম ঘটনা ছিল।

মাসআলা ঃ ইমাম নামায আরম্ভ করিয়া দেওয়ার পর কোন ব্যক্তি উক্ত জামাতে শামিল হওয়ার জন্য উপস্থিত হইলে ইমামকে রুকু, সিজদা, বসা ইত্যাদি যেই অবস্থায় পাইবে সেই অবস্থায়ই ঐ ব্যক্তি ইমামের সাথে শামিল হইয়া নামায আরম্ভ করিয়া নিবে। ইমামের সাথে রুকু না পাইলে সেই রাকাত পাওয়া গণ্য হইবে না, তবুও ইমাম সিজদায় থাকিলে এবং উহা দ্বিতীয় সিজদা হইলেও ইমামের সাথে শামিল হইয়া ঐ এক সিজদাই করিবে। সিজদা হইতে ইমাম দাঁড়াইবার বা বসিবার অপেক্ষা করিবে না। তদ্রূপ ইমামকে বসা অবস্থায় অল্প সময়ের জন্য পাইলেও ঐ বসা অবস্থায়ই ইমামের সাথে শামিল হইবে, দাঁড়াইবার অপেক্ষা করিবে না।

৯৮২ (তিঃ)। হাদীস- মুআয ইবনে জাবাল (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন-

إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الصَّلٰوةَ وَالْإِمَامُ عَلٰى حَالٍ فَلْيَصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ الْإِمَامُ

"তোমাদের কেহ জামাতে নামাযে শামিল হওয়ার জন্য যখন আসিবে এবং ইমামকে কোন অবস্থায় পাইবে তখন ইমাম যাহা করিতেছে সেও তাহা করিবে।"

মাসআলা ঃ ইমাম রুকুতে থাকা অবস্থায় যে ব্যক্তি নামায আরম্ভ করিয়া রুকুতে গিয়াছে এবং মুহূর্তকাল হইলেও রুকুতে ইমামের সাথে নিশ্চিতভাবে থাকিয়াছে সেই ব্যক্তি উক্ত রাকাত পাইয়াছে গণ্য হইবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি ঐরূপ অল্প মুহূর্তও ইমামের সাথে নিশ্চিতরূপে রুকুতে থাকার সময় পায় নাই- ঐ ব্যক্তি রুকুতে যাওয়ার মুহূর্তেই ইমাম রুকু হইতে মাথা উঠাইয়া ফেলিয়াছেন; এইরূপ ব্যক্তি সেই রাকাত পায় নাই গণ্য হইবে। অনেকে

www.eelm.weebly.com

ইমামের সাথে নিশ্চিতরূপে রুকু পায় নাই নিজে রুকু করিয়া ইমামের সাথে পূর্ণ সিজদাদ্বয়ে শামিল রহিয়াছে ঐ ব্যক্তি উক্ত রাকাত ইমামের সাথে পাইয়াছে গণ্য করিলে তাহার নামায বাতিল হইয়া যাইবে।

৯৮৩ (আঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

إِذَا جِئْتُمْ إِلَى الصَّلٰوةِ وَنَحْنُ سُجُوْدٌ فَاسْجُدُوْا وَلَا تَعُدُّوْهَا شَيْئًا وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ

"তোমরা যখন আমাদের জামাতের নামাযে উপস্থিত হও এবং আমরা সিজদায় থাকি তখন তোমরাও সিজদা করিবে কিন্তু উক্ত সিজদাকে (রাকাত পাওয়া) গণ্য করিও না। আর যে এক রাকাত জামাতে পাইয়াছে সে জামাতের নামায পাইয়াছে।"

৯৮৪ (মেঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) বলিয়া থাকিতেন–

مَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ السَّجْدَةَ وَمَنْ فَاتَهُ قِرَاءَةُ أُمِّ الْقُرْآنِ فَقَدْ فَاتَهُ خَيْرٌ كَثِيْرٌ

"যে ব্যক্তি (ইমামের সাথে) রুকু পাইয়াছে সে পূর্ণ রাকাতই পাইয়াছে। অবশ্য (ইমামের) সূরা ফাতেহার কিরাত যাহার ছুটিয়া গিয়াছে তাহার অনেক কল্যাণ ছুটিয়া গিয়াছে।"

ইমামের জন্য বিভিন্ন মাসআলা

৯৮৫ (মোসঃ)। হাদীস– আবু মাসউদ আনসারী (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَأُهُمْ لِكِتَابِ اللّٰهِ فَإِنْ كَانُوْا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ فَإِنْ كَانُوْا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنْ كَانُوْا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِنًّا وَلَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِيْ سُلْطَانِهِ وَلَا يَقْعُدُ فِيْ بَيْتِهِ عَلٰى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ

www.eelm.weebly.com

"লোকদের মধ্য হইতে তাহাদের ইমাম হইবে ঐ ব্যক্তি যে কুরআন অধিক উত্তম পড়ে। যদি তাহারা কুরআন পড়ায় সমান হয় তবে যে হাদীসের জ্ঞান অধিক রাখে। যদি হাদীসের জ্ঞানে সমান হয় তবে যে হিজরত আগে করিয়াছিল। যদি হিজরত করায় সমান হয় তবে যে বয়সে অগ্রগামী হয়।

আর কোন ব্যক্তির অধিকার স্থানে বা তাহার বাড়িতে অন্য ব্যক্তি তাহার ইমাম হইবে না। (অর্থাৎ ক্ষমতাধিকারী হওয়া বা গৃহস্বামী হওয়া ইহাও ইমাম হওয়ায় অগ্রগণ্যতার একটি সূত্র।) এতদ্ভিন্ন ঐ ব্যক্তির ব্যক্তিগত আরাম-কেদারায়ও বসিবে না। হাঁ, তাহার অনুরোধ-অনুমতি হইলে (ইমামও হইতে পারে এবং বসিতেও পারে)।"

❖ ইমাম হওয়ার জন্য অযু-গোসল, পাক-নাপাক ইত্যাদি সহ বহুবিধ মাসআলা-মাসায়েলের জ্ঞান থাকা সর্বপ্রথম প্রয়োজন– ইহা অতি সুস্পষ্ট সত্য। অতএব ইমাম নিযুক্তির অগ্রগণ্যতায় সর্বাগ্রে আলেম হওয়া লক্ষ্যণীয় হইবে– এই সত্য সম্পর্কে দ্বিধার অবকাশ নাই। ইহার পরে অর্থাৎ একাধিক আলেম উপস্থিত থাকার ক্ষেত্রে ইমাম নিযুক্তির অগ্রগণ্যতার মাপকাঠি কি হইবে তাহাই উল্লেখিত হাদীসের বক্তব্য ও উদ্দেশ্য। সেমতে একজন আলেম যাহার কুরআন পড়া শুদ্ধ বটে কিন্তু কিরাত বিদ্যায় উচ্চমানেনর তথা পারিভাষিক কারী নহেন। অপর একজন পারিভাষিক কারী এবং মোটামুটি মাসআলা-মাসায়েল জানেন বটে কিন্তু আলেম নহেন– এইরূপ ক্ষেত্রে আলেম ব্যক্তি অগ্রগণ্য হইবেন কারী ব্যক্তির উপর। অবশ্য যেই আলেমের কুরআন পড়া শুদ্ধ নয় সে কখনও ইমাম হইতে পারিবে না; বস্তুত সে আলেমই নহে। তদ্রূপ যে কারী বা হাফেয পাকী-নাপাকী ও নামাযের মাসআলা-মাসায়েল বিস্তারিত ও ভালরূপে জানেই না সেও ইমাম হওয়ার যোগ্য নহে।

৯৮৬ (তিঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

اَلْاِمَامُ ضَامِنٌ وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ اَللّٰهُمَّ ارْشِدِ الْاَئِمَّةَ وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِيْنَ

"ইমাম জামিন (অর্থাৎ যত সংখ্যক মুক্তাদী হইবেব সকলের নামাযের জন্য ইমাম আল্লাহ তাআলার নিকট দায়ী থাকিবেন। ইমামের নামাযে ত্রুটি

www.eelm.weebly.com

হইলে সকল মুক্তাদীর নামাযেই সেই ত্রুটির ক্রিয়া হইবে এবং উহার ক্ষতির বোঝা সকল মুক্তাদীদের তরফ হইতে ইমামের উপর পতিত হইবে।)

আর মুয়াজ্জিন আমানতদার অর্থাৎ জনসাধারণ নামায-রোযার সময় নির্ধারণে মুয়াজ্জিনের আযানের উপর নির্ভর করিবে। সেমতে তাহাদের নামায-রোযা যেন মুয়াজ্জিনের নিকট গচ্ছিত এবং রক্ষিত আমানত। এই আমানত যদি তাহার অবহেলায় খোয়ানি যায় অর্থাৎ নামায রোযা বিনষ্ট হয় তবে সে উহার জন্য দায়ী হইবে। (অতঃপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করিয়াছেন-) আয় আল্লাহ! ইমামগণকে সঠিক পন্থায় রাখুন (যেন নামাযে ত্রুটি না হয়)। আর মুয়াজ্জিনদেরে ক্ষমা করুন। (সময়ের নির্ধারণ কঠিন ব্যাপার; অবহেলা ব্যতিরেকেও ত্রুটি হইয়া গেলে তাহাদেরে ক্ষমা করিয়া দিবেন।)"

যে ব্যক্তির ইমামতে মুক্তাদীগণ অসন্তুষ্ট ইমামতে তাহার বহাল থাকার ভয়াবহ পরিণতি

৮৯৭ (তিঃ)। হাদীস- আনাস (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন-

لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلٰثَةً رَجُلٌ اَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُوْنَ وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ وَرَجُلٌ سَمِعَ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ثُمَّ لَمْ يُجِبْ

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন প্রকার মানুষের প্রতি লানত-অভিশাপ করিয়াছেন। ১. যে ব্যক্তি কোন স্থানে লোকদের ইমাম হইয়া বসে অথচ তাহারা তাহাকে (ইমামরূপে) পছন্দ করে না। ২. যে মহিলা স্বামীকে অসন্তুষ্ট রাখিয়া রাত্রি যাপন করে। ৩. যে ব্যক্তি নামাযের প্রতি আহ্বান (তথা আযান) শুনিয়াছে তারপরেও আহ্বানে সাড়া দেয় নাই তথা জামাতে উপস্থিত হয় নাই।"

৯৮৮ (তিঃ)। হাদীস- আমর ইবনুল হারেছ (রাযি.)-এর বর্ণনা-

كَانَ يُقَالُ اَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا اِثْنَانِ اِمْرَأَةٌ عَصَتْ زَوْجَهَا وَاِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُوْنَ

www.eelm.weebly.com

"(নবীজীর আমলে) এই কথা প্রসিদ্ধ ছিল যে, দুই প্রকার মানুষের সর্বাধিক আযাব হইবে। ১. যেই মহিলা স্বামীর অবাধ্য থাকিয়াছে। ২. কোন লোকদের ইমাম– তাহারা তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট থাকা সত্ত্বেও সে তাহাদের ইমাম হইয়া রহিয়াছে।"

৯৮৯ (তিঃ)। হাদীস– আবু উমামা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

ثَلٰثَةٌ لَا تُجَاوِزُ صَلٰوتُهُمْ اٰذَانَهُمْ اَلْعَبْدُ الْاٰبِقُ حَتّٰى يَرْجِعَ وَامْرَاَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ وَاِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهٗ كَارِهُوْنَ

"তিন শ্রেণীর মানুষ তাহাদের নামায (আল্লাহর দরবারে কবুল হওয়ার জন্য উর্ধ্ব পাণে) তাহাদের কানের উপরেও যাইবে না। ১. পলাতক ক্রীতদাস– যাবৎ না মালিকের নিকট ফিরিয়া আসে। ২. যে মহিলা স্বামীকে অসন্তুষ্ট রাখিয়া রাত্রি যাপন করে। ৩. যে ব্যক্তি লোকদের ইমাম হয় অথচ লোকেরা তাহার প্রতি ঘৃণাকারী।"

৯৯০ (আঃ)। হাদীস– আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

ثَلَاثَةٌ لَا يَقْبَلُ اللّٰهُ مِنْهُمْ صَلٰوةً مَنْ تَقَدَّمَ قَوْمًا وَهُمْ لَهٗ كَارِهُوْنَ وَرَجُلٌ اَتَى الصَّلٰوةَ دِبَارًا وَالدِّبَارُ اَنْ يَّاْتِيَهَا بَعْدَ اَنْ تَفُوْتَهٗ وَرَجُلٌ اِعْتَبَدَ مُحَرَّرَهٗ

"তিন শ্রেণীর লোকের নামায আল্লাহ তাআলা কবুল করিবেন না। ১. যে ব্যক্তি কোন লোকদের ইমাম হয় অথচ তাহারা তাহাকে পছন্দ করে না। ২. যে ব্যক্তি ওয়াক্ত খোয়াইয়া নামায পড়ে। ৩. যে ব্যক্তি তাহার মুক্ত করা ক্রীতদাসকে আবদ্ধ রাখে।"

৯৯১ (ইঃ)। হাদীস– ইবনে আব্বাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

ثَلَاثَةٌ لَا تَرْفَعُ صَلٰوتُهُمْ فَوْقَ رُؤُسِهِمْ شِبْرًا رَجُلٌ اَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهٗ كَارِهُوْنَ وَامْرَاَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ وَاَخَوَانِ مُتَصَارِمَانِ

www.eelm.weebly.com

"তিন প্রকার মানুষের নামায (আল্লাহ তাআলার দরবারে পৌছিবার ও কবুল হওয়ার জন্য উর্ধ্বপাণে) তাহাদের মাথার এক বিঘত উপরেও উঠানো হইবে না। ১. যে ব্যক্তি কোন লোকদের ইমাম হয় অথচ তাহার প্রতি তাহারা (তাহাকে ইমাম বানাইতে) অসন্তুষ্ট। ২. যে নারী স্বীয় স্বামীকে অসন্তুষ্ট রাখিয়া রাত্রি যাপন করে। ৩. যে দুই (মুসলমান) ভাই পরস্পর সম্পর্ক ছেদন করিয়াছে।"

❖ শরীয়তের দৃষ্টিতে যদি ইমামের মধ্যে কোন দোষ না থাকে এবং তাঁহার যোগ্যতায়ও ত্রুটি না থাকে তবে উল্লেখিত হাদীসসমূহের মর্ম উক্ত ইমামের প্রতি বাধ্যতামূলকরূপে প্রযোজ্য হইবে না। তদ্রূপই স্ত্রীও শরীয়তের জরুরি হুকুম পালনের দরুন স্বামী অসন্তুষ্ট হইলে সেই ক্ষেত্রে স্ত্রীর পরিবর্তে স্বামী আল্লাহ তাআলার ক্রোধানলে পতিত হইবে। এইরূপ ক্ষেত্রে শরীয়তের বাধ্যতাই স্ত্রীর জন্য অপরিহার্য। হাদীস শরীফে আছে– আল্লাহর হুকুমের বিরুদ্ধে কাহারও কথা মানিবে না। অবশ্য স্বামীর সন্তুষ্টির জন্য প্রয়োজন হইলে নফল ইবাদত ত্যাগ করিবে।

মাসআলা ঃ নামাযের পরে দোয়া করায় ইমামের কর্তব্য মুক্তাদীগণকে জড়াইয়া সকলের জন্য দুনিয়া-আখেরাতের বিভিন্ন কল্যাণ ও মঙ্গলের দোয়া করা। মুনাজাতের সম্পূর্ণ দোয়া শুধু নিজের ব্যাপারে করা ইমামের জন্য অনুচিত। হাঁ, মুক্তাদীগণ সহ সকলের জন্য দোয়ার সাথে নিজের জন্যও দোয়া করিতে পারে।

৯৯২ (তিঃ)। হাদীস– সাওবান (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ اَنْ يَّنْظُرَ فِىْ جَوْفِ بَيْتِ امْرِئٍ حَتّٰى يَسْتَاْذِنَ فَاِنْ نَظَرَ فَقَدْ دَخَلَ وَلَا يَؤُمَّ قَوْمًا فَيَخُصَّ نَفْسَهٗ بِدَعْوَةٍ دُوْنَهُمْ فَاِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ وَلَا يَقُوْمُ اِلَى الصَّلٰوةِ وَهُوَ حَقِنٌ

"কোন লোকের জন্য জায়েয নয় যে, সে অন্য লোকের ঘরের ভিতরে (কোন ফাঁক বা ছিদ্রপথে) দৃষ্টিপাত করে– যাবৎ না তাঁহার অনুমতি লয়। যদি সে (অনুমতি ব্যতিরেকে) দৃষ্টিপাত করে, তবে সে ঘরে প্রবেশ (করার

www.eelm.weebly.com

গোনাহ) করিল। লোকদের ইমাম হইয়া মুক্তাদীগণকে বাদ দিয়া শুধু নিজের জন্য দোয়া করিবে না; যদি ঐরূপ করে তবে তাহাদের প্রতি খেয়ানত করা হইবে। আর পায়খানা-প্রসাবের বেগের সাথে নামাযে দাঁড়াইবে না।"

❖ অনুমতি ব্যতিরেকে অন্যের গৃহে প্রবেশ পবিত্র কুরআনে নিষিদ্ধ বলা হইয়াছে। প্রবেশ না করিয়া অনুমতি ব্যতিরেকে বাহির হইতে ভিতরে দৃষ্টিপাত করায়ও হাদীস মতে প্রবেশ করার সমান গোনাহ।

সফর বা ভ্রমণ অবস্থায় নামাযের বিভিন্ন বর্ণনা

মাসআলা ঃ বৃষ্টি বর্ষণ সময়ে বা সর্বত্র কাদা হইয়া যাওয়ায় অথবা যে কোন কারণে নামায আদায়ের যোগ্য স্থান পাওয়া সম্ভব না হইলেও নামায অবশ্যই পড়িতে হইবে। যেসব আরকান-আহকাম আদায় সম্ভব হয় উহা যথারীতি আদায় করিবে, আর যাহা আদায়ের স্থান পাওয়া না যায় উহা সম্ভাব্য আকারে আদায় করিবে।

৯৯৩ (তিঃ)। হাদীস– ইয়ালা ইবনে মুররা (রাযি.)-এর বর্ণনা–

اِنَّهُمْ كَانُوْا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ سَفَرٍ فَانْتَهَوْا اِلٰى مَضِيْقٍ فَحَضَرَتِ الصَّلٰوةُ فَمُطِرُوا السَّمَاءَ مِنْ فَوْقِهِمْ وَالْبِلَّةُ مِنْ اَسْفَلِهِمْ فَاَذَّنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلٰى رَاحِلَتِهِ وَاَقَامَ فَتَقَدَّمَ عَلٰى رَاحِلَتِهِ فَصَلّٰى بِهِمْ يُوْمِيْ اِيْمَاءً يَجْعَلُ السُّجُوْدَ اَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوْعِ

"কোন এক সফরে সাহাবীগণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলেন। তাঁহারা এক অপ্রশস্ত ও অসুবিধাজনক স্থানে পৌঁছিলেন, ঐ সময় নামাযের ওয়াক্ত উপস্থিত হইল এবং তখন বৃষ্টিও হইতে লাগিল– উপর হইতে বৃষ্টি, আর নিচে কাদা-পানি (কোথাও নিয়মিত নামায পড়ার, এমনকি দাঁড়াইবারও সুযোগ নাই)। ঐ অবস্থায় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ বাহনের উপর থাকিয়াই আযান দিলেন এবং ইকামতও বলিলেন। আর নিজ বাহনের উপর তিনি অগ্রভাগেই থাকিলেন এবং সাহাবীগণেরও নামায আদায়ের সাথে তিনি নামায আদায় করিলেন। নবী

www.eelm.weebly.com

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইশারার সহিত নামায পড়িতেছিলেন (নিয়মিত রুকু-সিজদা, উঠাবসা করিয়া নামায আদায়ের ব্যবস্থা যানবাহনের উপর করা যায় না)। তিনি সিজদার ইশারা রুকুর ইশারা অপেক্ষা অধিক ঝুকিয়া আদায় করিতেছিলেন।"

❖ ভিন্ন ভিন্ন যানবাহনের উপর থাকিয়া যানবাহন সারিবদ্ধরূপে দাঁড় করাই নিলেও জামাতে নামায আদায় করা যাইবে না। বরং প্রত্যেকে নিজ নিজ বাহনের উপর ভিন্ন ভিন্ন ইকামত বলিয়া নামায আদায় করিবে– শরীয়তের সুস্পষ্ট বিধানে ইহাই প্রমাণিত। আলোচ্য হাদীসের ঘটনায় নামায জামাতে আদায় করার সুস্পষ্ট বর্ণনা নাই।

ছোট ছোট নৌকায় নামায পড়া হইলে যদি নৌকাগুলি পরস্পর বাঁধিয়া নেয় তবে সমষ্টির উপর জামাত আদায় করিতে পারিবে।

মাসআলা ঃ যে কোন কারণে সঠিক কেবলার দিক অবগত হইতে না পারিলে এবং অবগতির কোন ব্যবস্থা না পাইলে নিজ বিবেক-বিবেচনায় এবং অনুমানে হইলেও কেবলার দিকের ধারণা জন্মাইয়া সেই দিকে নামায আদায় করিবে। সেই ধারণা জন্মাইবার চেষ্টা না করিয়া যথেচ্ছরূপে একদিকে নামায পড়িয়া নিলে সেই নামায হইবে না, এমনকি ঐ দিক বস্তুত কেবলার দিক হইয়া থাকিলেও ঐরূপ নামায শুদ্ধ হইবে না– যদি না অকাট্য প্রমাণে প্রত্যয় হাসিল হয় যে, প্রকৃত প্রস্তাবে কেবলা ঠিক হইয়াছে। পক্ষান্তরে বিবেক-বিবেচনা ও অনুমানে কেবলার দিক ধারণা জন্মাইয়া সেই দিকে নামায শেষ করার পর যদি অকাট্যভাবে জানিতে পারে যে, ঐ ধারণা ভুল ছিল, তবুও নামায শুদ্ধ হইয়াছে– নামায পুনঃ পড়িতে হইবে না।

৯৯৪ (তিঃ)। হাদীস– আমের ইবনে রবীয়া (রাযি.)-এর বর্ণনা–

كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ سَفَرٍ فِيْ لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ فَلَمْ نَدْرِ اَيْنَ الْقِبْلَةُ فَصَلَّى كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا عَلٰى حِيَالِهِ فَلَمَّا اَصْبَحْنَا ذَكَرْنَا ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلَ فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ

"আমরা এক সফরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম– ভীষণ অন্ধকারময় রাত্রে। (নামায পড়ায়) আমরা কেবলা ঠাহর করিতে

www.eelm.weebly.com

পারিতেছিলাম না। আমাদের প্রত্যেকে নিজ নিজ অনুমান ও সাব্যস্তের (কেবলা) দিকে নামায পড়িলাম। ভোর বেলা আমাদের ঐ অবস্থা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ব্যক্ত করিলাম। তখন (এই মর্মে) আয়াত অবতীর্ণ হইল– (সঠিক কেবলা নির্ধারণ সম্ভব না হওয়ার ক্ষেত্রেও নিজ নিজ সাব্যস্তে) তোমরা যেই দিকেই মুখ করিবে (এবং কেবলা সাব্যস্ত করিয়া নামায পড়িবে) সেই দিকেই আল্লাহর সন্তুষ্টি থাকিবে।"

মাসআলা ঃ শরীয়তের নির্ধারিত পরিমাণ সফর বা ভ্রমণ অবস্থায় জোহর, আসর, ইশা এই তিন ওয়াক্তের ফরয নামায চার রাকাত স্থলে দুই রাকাত পড়িতে হয়– ইহাকে পরিভাষায় 'কসর' নামায বলা হয়।

৯৯৫ (মোসঃ)। হাদীস– ইয়ালা ইবনে উমাইয়া (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি ওমর (রাযি.)কে বলিলাম, পবিত্র কুরআনে উল্লেখ রহিয়াছে– "তোমাদের ভ্রমণ অবস্থায় দোষণীয় হইবে না নামাযে কসর করা যদি তোমরা ভয় কর– কাফেররা তোমাদেরে বিপদে ফেলিবে।"

(৫ পারা ১২ রুকু)

এখন তো মানুষ নিরাপদ; (কাফেরদের তরফ হইতে বিপদের আশঙ্কা মুসলমানদের জন্য নাই, সুতরাং ভ্রমণ অবস্থায় নামায কসর করার বিধান রহিত হওয়া চাই। কারণ উল্লেখিত আয়াতে ভ্রমণ অবস্থায় নামাযে কসরের বিধান কাফেরদের তরফ হইতে বিপদের আশঙ্কার দরুন বলা হইয়াছে)। ওমর (রাযি.) বলিয়াছেন, আপনার ন্যায় আমিও আশ্চর্যবোধ করিয়াছিলাম (যখন অষ্টম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের দ্বারা সমগ্র আরবে মুসলমানদের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইয়া কাফেরদের তরফ হইতে বিপদের আশঙ্কা বিদূরিত হইয়া গিয়াছিল)। সেমতে আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছি। তিনি বলিয়াছেন–

صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللّٰهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوْا صَدَقَتَهُ

"(চার রাকাতের স্থলে দুই রাকাত তথা কসরের সুযোগ–) ইহা তোমাদের প্রতি আল্লাহ তাআলার একটি বিশেষ দান; অতএব তোমরা আল্লাহর দানকে অবশ্যই গ্রহণ কর।"

www.eelm.weebly.com

❖ আদেশবোধক শব্দ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যবহার করিয়াছেন– যাহার মর্ম হয় কর্তব্য। সেমতে কসরের স্থলে নামায পুরা না পড়িয়া কসর করাকে হানাফী মাযহাবে ওয়াজিব সাব্যস্ত করা হইয়াছে।

মাসআলা ঃ সফর অবস্থায় ফরয নামাযেই শুধু কসর হইবে, সুন্নাতে মুয়াক্কাদাসমূহে কসর নাই। অবশ্য ফরযের আগে বা পরে যেসব সুন্নাতে মুয়াক্কাদা আছে– সফর অবস্থায় উহা মুয়াক্কাদা থাকে না; সুন্নাতে যায়েদা তথা ইচ্ছাধীনের সুন্নাতরূপী হইয়া যায়। ফরয আদায়ে সঙ্কীর্ণতা সৃষ্টি হইবে অথবা সঙ্গী-সাথীদের অপেক্ষা ও বিরক্তির কারণ হইবে অথবা অন্যের বসার জায়গায় নামায পড়া হইতেছে, দীর্ঘ নামাযে তাহার কষ্ট হইবে– এইসব শ্রেণীর ক্ষেত্রে ঐ সুন্নাত পড়ায় লিপ্ত হওয়া মোটেই বাঞ্ছনীয় নহে। নিম্নে বর্ণিত হাদীসটি এইরূপ ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। অবশ্য উল্লেখিত শ্রেণীর ঝামেলা-ঝঞ্ছাট হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত অবস্থা হইলে সেই ক্ষেত্রে ঐ সুন্নাত পড়ায় দোষ হইবে না।

৯৯৬ (মোসঃ)। হাদীস– আছেম (রহ.) বর্ণনা করিয়াছেন, মক্কার পথে আমি আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমরের সঙ্গী ছিলাম। তিনি জোহরের নামায (কসর) দুই রাকাত পড়িলেন। নামায শেষে তিনি অবস্থান স্থলে আসিয়া বলিলেন এবং লক্ষ্য করিলেন, নামায আদায়ের জায়গায় কিছু লোক দাঁড়াইয়া আছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, ঐ লোকগুলি কি করিতেছে? আমি বলিলাম, তাহারা সুন্নাত নামায পড়িতেছে। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) বলিলেন–

لَوْ كُنْتُ مُسَبِّحًا اَتْمَمْتُ صَلٰوتِى يَا ابْنَ اَخِىْ اِنِّىْ صَحِبْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى السَّفَرِ فَلَمْ يَزِدْ عَلٰى رَكْعَتَيْنِ حَتّٰى قَبَضَهُ اللّٰهُ وَصَحِبْتُ اَبَا بَكْرٍ فَلَمْ يَزِدْ عَلٰى رَكْعَتَيْنِ حَتّٰى قَبَضَهُ اللّٰهُ وَصَحِبْتُ عُمَرَ فَلَمْ يَزِدْ عَلٰى رَكْعَتَيْنِ حَتّٰى قَبَضَهُ اللّٰهُ ثُمَّ صَحِبْتُ عُثْمَانَ فَلَمْ يَزِدْ عَلٰى رَكْعَتَيْنِ حَتّٰى قَبَضَهُ اللّٰهُ وَقَدْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

"যদি আমার (এরূপ গুরুত্বের সহিত) সুন্নাত নামায পড়িতে হইত তবে আমি ফরয নামায পুরাই পড়িতাম। শুন ভাই! আমি সফরে রসূলুল্লাহ

www.eelm.weebly.com

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে থাকিয়াছি, তিনি ফরয দুই রাকাতের অধিক কিছু পড়েন নাই। এই নিয়মই তাঁহার জীবনের শেষ পর্যন্ত চলিয়াছে। আবু বকর (রাযি.)-এর সাথে থাকিয়াছি তিনিও দুই রাকাত ফরজের অতিরিক্ত পড়েন নাই। ওমর (রাযি.)-এর সাথে থাকিয়াছি তিনিও দুই রাকাতের অতিরিক্ত পড়েন নাই। তারপর উসমান (রাযি.)-এর সাথে থাকিয়াছি তিনিও দুই রাকাতের অতিরিক্ত পড়েন নাই। আর আল্লাহ তাআলা তো বলিয়া দিয়াছেন– আল্লাহর রাসূলের মধ্যে নিশ্চয় তোমাদের জন্য উত্তম নমুনা বিদ্যমান রহিয়াছে।"

৯৯৭ (তিঃ)। হাদীস– বরা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি আঠারটি সফরে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে থাকিয়াছি। তাঁহাকে দুই রাকাত নামায ছাড়িতে দেখি নাই– (যাহা পড়িতেন) সূর্য মধ্য আকাশ অতিক্রম করার পর– জোহরের (ফরজের) পূর্বে।

❖ উল্লেখিত দুই রাকাত নামায 'সালাতুয যাওয়াল' নামে পরিচিত– ইহা নফল নামায।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভ্রমণ অবস্থায় তাহাজ্জুদ নামাযও পড়িতেন। এই শ্রেণীর নফল নামায ভ্রমণ অবস্থায় কোন প্রকার ব্যাঘাত ঘটায় না, উহার আশঙ্কাও হয় না। কারণ এই শ্রেণীর নফল নামায চলিতে থাকিয়া বাহনের পিঠে শুধু ইশারার দ্বারা চলার যে কোন দিকে আদায় করা যায়– এই নিয়মে সুন্নাত-নফল বিধেয়।

৯৯৮ (তিঃ)। হাদীস– ইবনে ওমর (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, বাড়ি থাকা অবস্থায় এবং ভ্রমণ অবস্থায় উভয় অবস্থায় আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে নামায পড়িয়াছি। বাড়ি থাকা অবস্থায় তাঁহার সঙ্গে জোহরের চার রাকাত এবং উহার পরে দুই রাকাত নামায পড়িয়াছি, আর ভ্রমণ অবস্থায় তাঁহার সঙ্গে জোহরের নামায (ফরয কসর) দুই রাকাত পড়িয়াছি এবং উহার পরে (সুন্নাত) দুই রাকাত পড়িয়াছি। আসরের নামাযও (ভ্রমণ অবস্থায়) দুই রাকাত পড়িয়াছি, উহার পরে আর কিছু পড়ি নাই। আর মাগরিবের নামায উভয় অবস্থায় তিন রাকাত পড়িয়াছি– ভ্রমণ অবস্থায় উহাতে কম করা হয় নাই। উহা দিনের বেজোড়র নামায, উহার পরে (সুন্নাত) দুই রাকাত।

www.eelm.weebly.com

মাসআলা ঃ ভ্রমণ অবস্থায় অধিক উঠানামায় বিলম্ব ঘটে, অথচ নিতান্ত কোন প্রয়োজন দেখা দিয়াছে যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি পথ অতিক্রম করার অথবা কোন রোগী নামাযের জন্য প্রস্তুতি নেওয়ায় তাহার অতিশয় কষ্ট হয়, সেমতে অধিক বার প্রস্তুতি নিতে অধিক কষ্ট হইবে। কিংবা কাহারও জন্য অযু করা কঠিন অথচ বেশি সময় অযু রক্ষায় সে সক্ষম নহে। এই শ্রেণীর লোকদের জন্য মাগরিব-ইশা এবং জোহর-আসর দুই দুই ওয়াক্তের নামায একত্রে তথা একবার উঠানামায়, একবারের প্রস্তুতিতে, এক অযুতে– প্রথম নামায উহার ওয়াক্তের শেষ ভাগে দ্বিতীয় নামায উহার ওয়াক্তের প্রথম ভাগে আদায় করা নির্দোষরূপে জায়েয। স্বাভাবিক অবস্থায় ঐ নিয়ম দোষনীয় মাকরূহ।

তবে লক্ষ্য অবশ্যই রাখিতে হইবে যেন ওয়াক্ত অতিক্রম করিয়া অথবা ওয়াক্ত আসিবার পূর্বে কোন নামায পড়া না হয়। প্রত্যেক নামায নিজ নিজ ওয়াক্তের সীমাভুক্তরূপে আদায় হয়। এইজন্যই আলোচ্য মাসআলা শুধুমাত্র লাগালাগি ওয়াক্তদ্বয়ের নামাযে রাখা হইয়াছে– জোহর-আসর ও মাগরিব-ইশা। যেই নামাযদ্বয়ের মধ্যভাগে নামাযহীন বা নামায নিষিদ্ধ সময়ের অবস্থান আছে সেইরূপ নামাযদ্বয়ে আলোচ্য মাসআলার সুযোগ রাখা হয় নাই। যথা ফজর-জোহর ও আসর-মাগরিব।

৯৯৯ (আঃ)। হাদীস– হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওয়াকেদ (রহ.) বর্ণনা করিয়াছেন–

اَنَّ مُؤَذِّنَ ابْنِ عُمَرَ قَالَ الصَّلٰوةُ قَالَ سِرْسِرْ حَتّٰى اِذَا كَانَ قَبْلَ غُيُوْبِ الشَّفَقِ نَزَلَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ انْتَظَرَ حَتّٰى غَابَ الشَّفَقُ فَصَلَّى الْعِشَاءَ ثُمَّ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا عَجَّلَ بِهِ اَمْرٌ صَنَعَ مَا صَنَعْتُ فَسَارَ فِىْ ذٰلِكَ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ مَسِيْرَةَ ثَلَاثٍ

"(আবদুল্লাহ ইবনে ওমর [রাযি.] দূর দেশে ছিলেন; 'ছফিয়্যা' নাম্নী তাঁহার স্ত্রীর অন্তিম শয্যার সংবাদ প্রাপ্তে তিনি দ্রুত মদীনায় উপস্থিতির জন্য যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে সন্ধ্যা বেলা) ইবনে ওমর (রাযি.)-এর মুয়াজ্জিন বলিলেন, নামায! তিনি বলিলেন, চল চল। এমনকি 'শফক' বিলুপ্ত হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে তিনি বাহন হইতে অবতরণ করিলেন এবং মাগরিবের নামায

www.eelm.weebly.com

পড়িলেন। তারপর অপেক্ষা করিলেন– 'শফক' বিলুপ্ত হইলে পর ইশার নামায পড়িলেন।

অতঃপর বলিলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্রুত ভ্রমণের কারণ থাকার ক্ষেত্রে এইরূপই করিতেন যেরূপ আমি করিলাম। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) ঐ ভ্রমণে এক দিন এক রাত্রে তিন দিনের পথ অতিক্রম করিয়াছিলেন।"

১০০০ (নাঃ)। হাদীস– নাফে (রহ.) বর্ণনা করিয়াছিলেন–

اَقْبَلْنَا مَعَ ابْنِ عُمَرَ عَنْ مَكَّةَ فَلَمَّا كَانَ تِلْكَ اللَّيْلَةُ سَارَ بِنَا حَتَّى اَمْسَيْنَا فَظَنَنَّا اَنَّهُ نَسِيَ الصَّلٰوةَ فَقُلْنَا لَهُ اَلصَّلٰوةُ فَسَكَتَ وَسَارَ حَتَّى كَادَ الشَّفَقُ اَنْ يَغِيْبَ ثُمَّ نَزَلَ فَصَلّٰى وَغَابَ الشَّفَقُ فَصَلّٰى الْعِشَاءَ ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَيْنَا فَقَالَ هٰكَذَا كُنَّا نَصْنَعُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا جَدَّبِهِ السَّيْرُ

"আমরা ইবনে ওমর (রাযি.)-এর সঙ্গে মক্কা হইতে (দিনের বেলা) যাত্রা করিলাম। যখন রাত্রের সম্মুখীন হইলাম তখন তিনি ভ্রমণরতই থাকিলেন, এমনকি সন্ধ্যাপূর্ণ হইয়া গেল। আমরা ভাবিলাম, তিনি (মাগরিবের) নামায ভুলিয়া গিয়াছেন। তাই আমরা বলিলাম, নামায! তিনি চুপ থাকিলেন ও চলিতেই থাকিলেন, এমনকি শফক-বিলুপ্তি নিকটবর্তী হইয়া গেল। তখন তিনি অবতরণ করিলেন এবং (মাগরিবের) নামায পড়িলেন। আর ইতিমধ্যেই শফক বিলুপ্ত হইয়া গেল– উহার বিলুপ্তির পর ইশার নামায পড়িলেন। তারপর আমাদের মুখী হইয়া বলিলেন, আমরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে থাকাবস্থায় এইরূপই করিয়াছি– যখন দ্রুত ভ্রমণের প্রয়োজন দেখা দিত।"

❖ সূর্য অস্তমিত হওয়ার পর আকাশে পশ্চিম প্রান্তে লাল রং শেষ হইয়া অল্প সময়ের জন্য সাদা বা শুভ্র রেখা পরিদৃষ্ট হয়– উহাকেই 'শফক' বলা হয়। উহার বিলুপ্ত পর্যন্ত মাগরিবের সময় থাকে। উহা বিলুপ্ত হওয়ার পর মুহূর্ত হইতে ইশার নামাযের সময় আরম্ভ হয়।

www.eelm.weebly.com

লক্ষ্য করুন! আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) দ্রুত ভ্রমণের প্রয়োজন ক্ষেত্রেও প্রত্যেকটি নামায উহার সময়ের নির্ধারিত সীমার ভিতর পড়ায় সযত্ন ও সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়াছেন। শফক বিলুপ্ত হওয়ার পূর্বে মাগরিব পড়িয়াছেন। সাধারণ অবস্থায় মাগরিবের নামায এত বিলম্বে পড়া কঠিন মাকরূহ, ইশার নামাযও সময়ের এইরূপ অগ্রভাগে পড়া সুন্নাতের খেলাফ। কিন্তু ভ্রমণ বা রোগ ইত্যাদির ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন দুই ওয়াক্তের নামায একত্রে পড়ার জন্য ঐরূপ করা মাকরূহ বা খেলাফে সুন্নাত নহে।

বিভিন্ন সুন্নাত ও নির্ধারিত নফলের বয়ান ও উহার মাসআলা

মাসআলা ঃ মসজিদে জামাত হইতেছে বা জামাত আরম্ভ হওয়ার নিকটবর্তী এমতাবস্থায় ঐ মসজিদে কোন সুন্নাত-নফল নামায পড়া নিষিদ্ধ। এমনকি জোহরের ফরজের পূর্বে যে চার রাকাত সুন্নাতে মুয়াক্কাদা রহিয়াছে– ঐ অবস্থায় উহা পড়াও নিষেধ। এমনকি যদি কোন প্রকার ভুল বশে উহা আরম্ভ করার পর জামাত আরম্ভ হইয়া যায় তবে চার রাকাত পুরা না করিয়া শুধু দুই রাকাতের বসায় আত্তাহিয়্যাতু পুরা পড়িয়া সালাম ফিরাইবে এবং জামাতে শরীক হইবে এবং ফরজের পর এই চার রাকাত পুনঃ পড়িবে। অবশ্য জোহরের সময়ে মসজিদে উপস্থিত হওয়ায় যদি বিলম্ব হয় এবং দেখে যে, জামাত আরম্ভ হওয়ার পূর্বে চার রাকাত নামায তো পড়া সম্ভব হইবে না, তবে সংক্ষিপ্ত দুই রাকাত পড়া সম্ভব– সেই ক্ষেত্রে দুই রাকাত পড়িয়া নেওয়া বাঞ্ছনীয় এবং ফরজের পরে চার রাকাত পড়িয়া নিবে। জামাত আরম্ভের পূর্বে সংক্ষিপ্ত দুই রাকাত পড়াও সম্ভব মনে না করিলে জামাতের পূর্বে সুন্নাত-নফলের নিয়ত মোটেই করিবে না। অবশ্য ফজরের সুন্নাতের মাসআলা ভিন্ন– উহার বয়ান সম্মুখে আসিতেছে।

১০০১ (মোসঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلٰوةُ فَلَا صَلٰوةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ

"মসজিদে যখন জামাতে নামায আরম্ভ হইয়া যায় তখন তথায় (ঐ জামাতের) ফরয ভিন্ন কোন (সুন্নাত-নফল) নামায পড়িবে না।"

www.eelm.weebly.com

মাসআলা ঃ যদি জানা যায় বা আশঙ্কা করা হয় যে, মসজিদে ফজরের জামাত আরম্ভ হইয়া গিয়াছে, তবে গৃহে বা মসজিদের বাহিরে যে কোন স্থানে সুন্নাত পড়িয়া মসজিদের জামাতে শামিল হইবে। যদি মসজিদে যাইয়া দেখে জামাত আরম্ভ হইয়া গিয়াছে অথবা আরম্ভ হইতেছে এই ক্ষেত্রেও মসজিদের বাহিরেই সুন্নাত পড়িবে। বাহিরে নামায পড়ার স্থান না থাকিলে মসজিদের বারান্দায় পড়িতে পারে, বারান্দা না থাকিলে জামাতের কাতার বা সারি হইতে যথাসম্ভব দূরে থাকিয়া ঐ সুন্নাত পড়িবে।

জামাত হওয়া অবস্থায় কাতার বা সারিতে দাঁড়াইয়া সুন্নাত নামায পড়া মাকরূহে তাহরিমী। এমনকি যদি জামাতের কাতার ভিন্ন নামায পড়ার কোন স্থান না থাকে তবে সুন্নাত না পড়িয়া জামাতে শরীক হইয়া যাইবে।

অবশ্য জামাত হওয়াকালীন ফজরের সুন্নাত পড়ার অবকাশ থাকে যদি সুন্নাত পড়িয়া এক রাকাত জামাতে পাওয়ার পূর্ণ ভরসা থাকে। কাহারও মতে শুধু বৈঠকে জামাত পাওয়ার ভরসা থাকিলেও সুন্নাত পড়িয়া লইবে। পক্ষান্তরে যদি সুন্নাত পড়িলে জামাতের কোন অংশই পাওয়ার ভরসা না থাকে তবে সুন্নাত না পড়িয়া জামাতে শরীক হইয়া যাইবে।

জামাতের জন্য যদি ফজরের সুন্নাত ছুটিয়া যায় তবে উহা পরে পড়ার সুযোগ থাকে না। কারণ ফজরের ফরয আদায় করার পর সূর্যোদয় পর্যন্ত সকল প্রকার সুন্নাত-নফল নামায নিষিদ্ধ। কাহারও মতে সূর্যোদয়ের পর দ্বিপ্রহরের আগ পর্যন্ত উহা পড়িয়া নেওয়া ভাল।

১০০২ (মোসঃ)। হাদীস– হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মালেক (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِرَجُلٍ يُصَلِّيْ وَقَدْ اُقِيْمَتْ صَلٰوةُ الصُّبْحِ فَكَلَّمَهٗ بِشَيْءٍ لَا نَدْرِيْ مَا هُوَ فَلَمَّا انْصَرَفْنَا اَحَطْنَا بِهٖ نَقُوْلُ مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ لِيْ يُوْشِكُ اَنْ يُّصَلِّيَ اَحَدُكُمُ الصُّبْحَ اَرْبَعًا

"একদা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (মসজিদের মধ্যে) এক ব্যক্তির নিকট দিয়া গেলেন– সে নামায পড়িতেছিল অথচ তখন ফজর

www.eelm.weebly.com

নামাযের ইকামত হইতে ছিল। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ ব্যক্তিকে (চলার পথে) কিছু বলিলেন– আমরা উহা বুঝিতে পারিলাম না। নামায সমাপ্তে আমরা ঐ ব্যক্তিকে ঘিরিয়া ধরিলাম এবং বলিলাম, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনাকে কি বলিয়াছেন? তিনি বলিলেন, হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলিয়াছেন, অচিরেই তোমাদের কেহ ফজর নামায (ফরয) চার রাকাত পড়িবে।"

অর্থাৎ মসজিদের ভিতরে– তাহাও অতি সংযতভাবে জামাতের সারিস্থল হইতে আড়ালে ও ব্যবধানে নয়– এইরূপে সুন্নাত দুই রাকাত ও ফরজ দুই রাকাত লাগালাগি পড়ায় ফজরের ফরয চার রাকাত মনে করার আকৃতি সৃষ্টি হয়; এইরূপে সুন্নাত পড়া নিষিদ্ধ; যাহা উপরে মাসআলার মধ্যে বিস্তারিতরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

১০০৩ (মোসঃ)। হাদীস– হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ছারজেছ (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ صَلٰوةِ الْغَدَاةِ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ فِى جَانِبِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ دَخَلَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا سَلَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا فُلَانُ بِاَيِّ الصَّلٰتَيْنِ اِعْتَدَدْتَ اَبِصَلٰوتِكَ وَحْدَكَ اَمْ بِصَلٰوتِكَ مَعَنَا

এক ব্যক্তি মসজিদে আসিল, ঐ সময় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামায (জামাতে) পড়িতেছিলেন– এমতাবস্থায় ঐ ব্যক্তি মসজিদের এক পার্শ্বেই দুই রাকাত সুন্নাত নামায পড়িল, অতঃপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে জামাতে শামিল হইল। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের সালাম ফিরিয়া ঐ ব্যক্তিকে ডাকিলেন এবং বলিলেন, তুমি ফজরের (ফরয) নামায কোনটিকে গণ্য করিয়াছ– একা পড়াটা না আমার সঙ্গে পড়াটা?"

❖ ঐ ব্যক্তি জামাত হইতেছে অবস্থায় সুন্নাত পড়িয়াছেন জামাত সংলগ্ন স্থানে– যথা জামাতের সারি বরাবর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া; নতুবা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে থাকিয়া স্বাভাবিকভাবে তাহাকে

www.eelm.weebly.com

কিরূপে দেখিতে পারেন? আর জামাত সংলগ্নে সুন্নাত পড়া নিষিদ্ধ– তাহাই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাগের সাথে প্রকাশ করিয়াছেন।

১০০৪ (তিঃ)। হাদীস– কায়স (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ الصُّبْحَ ثُمَّ انْصَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَنِيْ اُصَلِّيْ فَقَالَ مَهْلاً يَا قَيْسُ اَصَلاَتَانِ مَعًا قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ لَمْ اَكُنْ صَلَّيْتُ رَكْعَتَى الْفَجْرِ قَالَ فَلاَ اِذًا

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গৃহ হইতে বাহির হইয়া (মসজিদে) আসিলেন; নামাযের ইকামত বলা হইল। আমি হযরতের সাথে ফজর নামায পড়িলাম। তারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (নামায সমাপ্তে নিজ স্থান হইতে) ফিরিলেন– তখন দেখিতে পাইলেন, আমি নামায আরম্ভ করিব। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে কায়স! থাম; এক সঙ্গে দুই বার নামায পড়িতেছ? আমি বলিলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি ফজরের দুই রাকাত সুন্নাত পড়িয়াছিলাম না। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তবুও নয়। অর্থাৎ ফজরের সুন্নাত না পড়িয়া থাকিলে তাহাও এই সময়ে পড়িবে না।"

❖ এই হাদীসের শেষ বাক্যটির অর্থ এইরূপও করা হয়– 'তাহা হইলে দোষ নাই'। অপর অর্থও অতি সুস্পষ্ট যাহা লেখা হইয়াছে– 'তবুও নয়'। পরবর্তী হাদীসের সামঞ্জস্যে এই দ্বিতীয় অর্থকেই অগ্রগণ্য সাব্যস্ত করা যায়।

১০০৫ (তিঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) বর্ণনা করেন–

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَى الْفَجْرِ فَلْيُصَلِّهِمَا بَعْدَ مَا تَطْلُعَ الشَّمْسُ

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি ফজরের সুন্নাত দুই রাকাত পড়ে নাই, সে ঐ দুই রাকাত সূর্যোদয়ের পরে পড়িবে।"

১০০৬ (মোসঃ)। হাদীস– আয়েশা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

www.eelm.weebly.com

رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا

"ফজরের (সুন্নাত) দুই রাকাতের মূল্য সমগ্র দুনিয়া এবং দুনিয়ার সব ধন-সম্পদ অপেক্ষা বেশি।"

১০০৭ (মোসঃ)। হাদীস– আয়েশা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِى شَأْنِ الرَّكْعَتَيْنِ عِنْدَ طُلُوْعِ الْفَجْرِ لَهُمَا اَحَبُّ اِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا جَمِيْعًا

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুবহে সাদেক উদিত হওয়ার সময়ের (তথা ফজরের সুন্নাত) দুই রাকাত নামায সম্পর্কে বলিয়াছেন, নিশ্চয় এই দুই রাকাত নামায আমার নিকট সমস্ত দুনিয়ার সম্পদ অপেক্ষা অধিক পছন্দনীয়।"

১০০৮ (আঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) বর্ণনা করেন–

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَدَعُوْهُمَا وَلَوْ طَرَدَتْكُمُ الْخَيْلُ

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, (ফজরের) দুই রাকাত সুন্নাতকে ছাড়িও না– যদিও (তোমরা যুদ্ধের ময়দানে থাক এবং শত্রু দলের) ঘোড়া তোমাদের পিষ্ট করিবে– আশঙ্কা হয়।"

মাসআলা ঃ পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের প্রত্যেক ওয়াক্তেরই আগে-পরে সুন্নাতে যায়েদা বা বিশেষ নফল আছে। কিন্তু সুন্নাতে মুয়াক্কাদা আসর ভিন্ন অন্য ওয়াক্তসমূহে আছে– যাহা সর্বমোট বার রাকাত; হাদীসে উহার নির্ধারণও রহিয়াছে। উহা আদায়ে বিশেষ যত্নবান হওয়া কর্তব্য।

১০০৯ (মোসঃ)। হাদীস– নবীপত্নী উম্মে হাবিবা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছেন–

مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُصَلِّيْ لِلّٰهِ كُلَّ يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعًا غَيْرَ فَرِيْضَةٍ اِلَّا بَنَى اللّٰهُ لَهُ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ

"যে কোন মুসলমান বান্দা আল্লাহর উদ্দেশ্যে প্রতি দিন বার রাকাত নামায পড়িবে অতিরিক্ত– ফরজ ভিন্ন, আল্লাহ তাআলা তাহার জন্য বেহেশতে একটি ঘর তৈরি করিবেন।"

www.eelm.weebly.com

১০১০ (মোসঃ)। হাদীস– আবদুল্লাহ ইবনে শকীক (রহ.) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি আয়েশা (রাযি.)কে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফরযের অতিরিক্ত নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন–

كَانَ يُصَلِّى فِى بَيْتِى قَبْلَ الظُّهْرِ اَرْبَعًا ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصَلِّى بِالنَّاسِ ثُمَّ يَدْخُلُ فَيُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ يُصَلِّى بِالنَّاسِ الْمَغْرِبَ ثُمَّ يَدْخُلُ فَيُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ وَيُصَلِّى بِالنَّاسِ الْعِشَاءَ وَيَدْخُلُ بَيْتِى فَيُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ ... ... وَكَانَ اِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ

"আমার গৃহে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জোহরের (ফরযের) পূর্বে চার রাকাত পড়িতেন, অতঃপর গৃহ হইতে বাহির হইতেন– (মসজিদে যাইয়া) লোকদের সমেত (জোহর) নামায পড়িতেন। তারপর গৃহে আসিতেন এবং দুই রাকাত পড়িতেন। আর হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের সমেত মাগরিবের নামায পড়িতেন তারপর আমার গৃহে প্রবেশ করিতেন এবং দুই রাকাত নামায পড়িতেন। লোকদের সমেত ইশার নামায পড়িয়াও আমার গৃহে আসিতেন এবং দুই রাকাত নামায পড়িতেন।... ... আর সুবহে সাদিক উদিত হইলে পর (আমার গৃহে ফজরের সুন্নাত) দুই রাকাত পড়িতেন।"

১০১১ (তিঃ)। হাদীস– আয়েশা (রাযি.) বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

مَنْ ثَابَرَ عَلَى ثِنْتَى عَشْرَةَ رَكْعَةً مِّنَ السُّنَّةِ بَنَى اللّٰهُ لَهُ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ اَرْبَعَ رَكْعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ

"যেই ব্যক্তি বার রাকাত বিশেষ সুন্নাত নামায সর্বদা পড়ায় অভ্যস্ত হইবে আল্লাহ তাআলা তাহার জন্য বেহেশতে একটি বিশেষ গৃহ তৈরি করিবেন। জোহরের পূর্বে চার রাকাত, পরে দুই রাকাত। মাগরিবের পরে দুই রাকাত। ইশার পরে দুই রাকাত। ফজরের পূর্বে দুই রাকাত।"

www.eelm.weebly.com

মাসআলা ঃ জোহরের পূর্বে যে চার রাকাত সুন্নাতে মুয়াক্কাদা আছে, উহা এক সালামে পড়িতে হইবে এবং উহা জোহরের ফরযের পূর্বেই পড়িতে হইবে। জামাত আরম্ভ হওয়ার পূর্বে উহা পড়িতে না পারিলে জামাতের পরে পড়িতে হইবে কিন্তু উহার সেই সওয়াব ও ফযীলত হাসিল হইবে না, যাহা হাদীসে বর্ণিত রহিয়াছে। উপরে উল্লেখিত হাদীসে এই চার রাকাত সহ বার রাকাত সর্বদা পড়ার যে ফযীলত বর্ণিত হইয়াছে এবং বিশেষভাবে এই চার রাকাতের যে ফযীলত সম্মুখের বিভিন্ন হাদীসে উল্লেখ আছে– সেই সব ফযীলত ও সওয়াব এই চার রাকাত জোহরের ফরযের পূর্বে পড়ার শর্তে; অন্যথায় উহা সাধারণ সুন্নাত-নফল পরিগণিত হইবে। অতএব এই চার রাকাত জোহরের ফরযের পূর্বে পড়িতে হইবে– সেই লক্ষ্য রাখায় সর্বদা বিশেষ যত্নবান থাকা চাই।

১০১২ (তিঃ)। হাদীস– উম্মে হাবিবা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

مَنْ صَلَّى قَبْلَ الظُّهْرِ اَرْبَعًا وَبَعْدَهَا اَرْبَعًا حَرَّمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَى النَّارِ

'যে ব্যক্তি জোহরের (ফরযের) পূর্বে চার রাকাত এবং পরে চার রাকাত নামায পড়িবে আল্লাহ তাআলা তাহাকে দোযখের জন্য হারাম করিয়া দিবেন।'

❖ পরের চার রাকাত দুই দুই রাকাত দুই সালামে উত্তম।

১৩১৩ (তিঃ)। হাদীস– আয়েশা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে–

اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا لَمْ يُصَلِّ اَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ صَلَّاهُنَّ بَعْدَهَا

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জোহরের (ফরযের) পূর্বে চার রাকাত (সুন্নাত) নামায না পড়িয়া থাকিলে উহা ফরযের পরে পড়িতেন।"

১০১৪ (আঃ)। হাদীস– আবু আইউব (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

اَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ لَيْسَ فِيْهِنَّ تَسْلِيْمٌ تُفْتَحُ لَهُنَّ اَبْوَابُ السَّمَاءِ

www.eelm.weebly.com

"জোহরের (ফরযের) পূর্বে চার রাকাত (সুন্নাত) নামায আছে; উহার মধ্য ভাগে সালাম নাই– উক্ত চার রাকাত নামাযের জন্য আসমানের সকল দরওয়াজা খুলিয়া দেওয়া হয়।"

❖ অর্থাৎ উক্ত নামায আল্লাহ তাআলার নিকট অতিশয় পছন্দনীয়, তাই উহা আল্লাহর নিকট কবুল হওয়ার যথাস্থানে দ্রুত পৌছিবার পথ সুগম করণার্থে আসমানের সব দরওয়াজা খুলিয়া দেওয়া হয়।

১০১৫ (ইঃ)। হাদীস– হযরত কাবস (রহ.) বর্ণনা করিয়াছেন, আমার পিতা আমাকে আয়েশা (রাযি.)-এর নিকট পাঠাইলেন, এই কথা জিজ্ঞাসা করার জন্য যে–

أَيُّ صَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَحَبَّ إِلَيْهِ أَنْ يُّوَاظِبَ عَلَيْهَا قَالَتْ كَانَ يُصَلِّيْ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ يُطِيْلُ فِيْهِنَّ الْقِيَامَ وَيُحْسِنُ فِيْهِنَّ الرُّكُوْعَ وَالسُّجُوْدَ

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার কোন নামাযকে সদা আদায় করিয়া যাওয়া সর্বাধিক ভালবাসিতেন? আয়েশা (রাযি.) বলিলেন, হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জোহরের (ফরযের) পূর্বে চার রাকাত নামায পড়িতেন। উহাতে দীর্ঘ সময় (কিরাত পড়ায়) দাঁড়াইতেন এবং সুন্দররূপে রুকু-সিজদা করিতেন।"

১০১৬ (ইঃ)। হাদীস– আয়েশা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَاتَتْهُ الْأَرْبَعُ قَبْلَ الظُّهْرِ صَلَّاهَا بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন সময় জোহরের আগের চার রাকাত (সুন্নাত নামায) ছুটিয়া গেলে উহা জোহরের পরের দুই রাকাতের পরে পড়িতেন।"

মাসআলা ঃ পূর্ব বর্ণিত বার রাকাত সুন্নাতে মুআক্কাদা ছাড়া কতিপয় সুন্নাতে যায়েদা নামায আছে। উহার মধ্যে কিছু আছে নির্ধারিত সময়ের

www.eelm.weebly.com

জন্য, কিছু আছে নির্ধারিত অবস্থার জন্য, আর একটি আছে নির্ধারিত বিশেষ ফযীলতের জন্য।

প্রথম শ্রেণী, যথা– ১. সালাতুল ইশরাক। ২. সালাতুজ জোহা। ৩. সালাতুজ যাওয়াল। ৪. আসরের পূর্বে। ৫. সালাতুল আওয়াবিন। ৬. ইশার পরে। ৭. শেষ রাত্রে তাহাজ্জুদের নামায।

দ্বিতীয় শ্রেণী, যথা ১. সালাতুত তাওবা। ২. সালাতুল হাজত। ৩. সালাতুশ শুকর। ৪. সালাতুল কাযা। ৫. সালাতুল কুদুম। ৬. তাহিয়্যাতুল অযু। ৭. তাহিয়্যাতুল মসজিদ। ৮. সালাতুল ইস্তিখারা। আর বিশেষ ফযীলতের জন্য হইল– সালাতুত তাসবীহ। এই সকল নামায কোন প্রকার নির্ধারণ ব্যতিরেকে শুধু নফলের নিয়তে পড়াই যথেষ্ট।

❖ 'সালাতুল ইশরাক' ও 'সালাতুজ জোহা'। 'জোহা' শব্দের আভিধানিক অর্থ ইশরাকও শামিল হয়– এই সূত্রেই হাদীসে শুধু 'জোহা' নামই দেখা যায়। কিন্তু বস্তুত 'জোহা' শব্দের অর্থ যে দীর্ঘ সময়টুকু বুঝায় উহার প্রথম অংশে এবং শেষ অংশে দুইটি নামায হাদীসে প্রমাণিত আছে, তাই সাধারণ লোকের সহজ বোধের জন্য প্রথমটির নাম 'ইশরাক' রাখা হইয়াছে। ইশরাকের নামায দুই অথবা চার রাকাত। আর জোহর নামায দুই, চার, আট অথবা বার রাকাত পড়া যায়।

উদিত সূর্যের লাল বর্ণ পূর্ণরূপে দূরীভূত হওয়ার পর হইতে মোটামুটি হিসাব মতে ছোট-বড় দিন দৃষ্টে ৮টা ৩০ মিনিট অথবা ৯টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত 'ইশরাক' পড়া হইবে। উহার পর হইতে ঐরূপ হিসাবেই ১১টা ৩০ মিনিট অথবা ১১টা ৪৫ মিনিট পর্যন্ত 'জোহা' পড়া উত্তম। এইরূপ ব্যবধানে দুইটি নামায হযরত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে প্রমাণিত আছে।

১০১৭ (ইঃ)। হাদীস– আছেম ইবনে জমরা (রহ.)-এর বর্ণনা–

سَأَلْنَا عَلِيًّا عَنْ تَطَوُّعِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّهَارِ فَقَالَ اِنَّكُمْ لَا تُطِيْقُوْنَهُ فَقُلْنَا اَخْبِرْنَا بِهِ فَأَخَذَ مِنْهُ مَا اسْتَطَعْنَا قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا صَلَّى الْفَجْرَ يُمْهِلُ حَتّٰى اِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هٰهُنَا يَعْنِى مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ بِمِقْدَارِهَا مِنْ صَلٰوةِ

www.eelm.weebly.com

الْعَصْرِ مِنْ هٰهُنَا يَعْنِي مِنْ قِبَلِ الْمَغْرِبِ قَامَ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يُمْهِلُ حَتّٰى إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هٰهُنَا يَعْنِي مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ مِقْدَارَهَا مِنْ صَلٰوةِ الظُّهْرِ مِنْ هٰهُنَا قَامَ فَصَلّٰى أَرْبَعًا ... ...

"আমরা আলী (রাযি.)কে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিনের বেলার বিশেষ নফল নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, তোমরা উহার অনুসরণে সাধ্যবান হইবে না। আমরা বলিলাম, আপনি আমাদেরকে উহা জ্ঞাত করুন; আমরা আমাদের সাধ্যানুযায়ী উহা হইতে গ্রহণ করিব। আলী (রাযি.) বলিলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামায পড়ার পর অপেক্ষা করিতেন– সূর্য যখন পূর্ব দিকে ঐ পরিমাণ উপরে উঠিত যেই পরিমাণ উপরে থাকে আসর নামায পড়ার সময় পশ্চিম দিকে তখন দাঁড়াইয়া দুই রাকাত নামায পড়িতেন। আবার অপেক্ষা করিতেন– সূর্য যখন পূর্ব দিকে ঐ পরিমাণ উপরে উঠিত যেই পরিমাণ উপরে থাকে জোহর নামায পড়ার সময় পশ্চিম দিকে তখন আবার দাঁড়াইতেন এবং চার রাকাত নামায পড়িতেন। আর জোহরের পূর্বে সূর্য মধ্যাকাশ অতিক্রম করার সাথে সাথে চার রাকাত নামায পড়িতেন, জোহরের (ফরজের) পরেও দুই রাকাত পড়িতেন এবং আসরের পূর্বে চার রাকাত পড়িতেন। এই চার রাকাতের মধ্য ভাগে (তথা দুই রাকাতের মাথায় নামায সমাপ্তির সালাম তো ফিরিতেন না, কিন্তু) ফেরেশতাগণ, নবীগণ ও তাঁহাদের অনুসারী মুমিন মুসলমানগণের প্রতি সালাম (যাহা আত্তাহিয়্যাতুর মধ্যে আছে উহা) পড়িতেন অর্থাৎ মধ্য ভাগে বৈঠক করা পূর্বক চার রাকাত এক সঙ্গে পড়িতেন। আলী (রাযি.) বলিলেন, দিনের বেলায় এই ষোল রাকাত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নফল ছিল। কম লোকই সর্বদা ইহা পালন করিয়া যাইতে পারে।"

হাদীস বর্ণনাকারী আছেম (রহ.)-এর শাগরিদ আবু ইসহাক হইতে শ্রবণকারী হাবীব ইবনে আবু ছাবেত (রহ.) এই হাদীস শ্রবণে বলিলেন, হে আবু ইসহাক! আপনার এই মসজিদ ভরা স্বর্ণও যদি আমাকে দিতেন তবুও

www.eelm.weebly.com

আমি ঐ পরিমাণ সন্তুষ্ট হইতাম না যে পরিমাণ সন্তুষ্ট হইলাম এই হাদীসখানা পাইয়া। (তিরমিযী শরীফ ৭৭ পৃষ্ঠায়ও এই হাদীস বর্ণিত আছে।)

১০১৮ (মোসঃ)। হাদীস– আয়েশা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে–

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الضُّحٰى اَرْبَعًا وَيَزِيْدُ مَاشَاءَ اللّٰهُ

'নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জোহর নামায ৪ রাকাত পড়িতেন। অনেক সময় আরও বেশি পড়িতেন– যে পরিমাণ আল্লাহর মঞ্জুর হইত।'

১০১৯ (মোসঃ)। হাদীস– আয়েশা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

مَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّىْ سُبْحَةَ الضُّحٰى قَطُّ وَاِنِّىْ لَاُسَبِّحُهَا وَاِنْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَدَعُ الْعَمَلَ وَهُوَ يُحِبُّ اَنْ يَّعْمَلَ بِهٖ خَشْيَةَ اَنْ يَّعْمَلَ بِهِ النَّاسُ فَيُفْرَضَ عَلَيْهِمْ

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জোহার নফল নামায পড়িতে দেখার সুযোগ আমার কখনও হয় নাই। কিন্তু আমি অবশ্যই উহা পড়িয়া থাকি। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নীতি এইরূপ ছিল যে, কোন একটি বিশেষ আমল করাকে তিনি ভালবাসেন– এতদসত্ত্বেও তিনি ঐ আমলটি (সদা না করিয়া সময়ে উহা) করা হইতে বিরত থাকেন; এই ভয়ে যে, (তিনি সদা উহা করিতে থাকিলে) লোকেরাও করিতে থাকিবে; ফলে উহা তাহাদের উপর ফরয করিয়া দেওয়া হইতে পারে।"

❖ আয়েশা (রাযি.) অবগত ছিলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জোহার নামায পড়েন এবং তিনি উহাকে ভালবাসেন। তাই আয়েশা (রাযি.) অবশ্যই উহা পড়িতেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই নামাযকে ভালবাসা সত্ত্বেও সব সময় পড়িতেন না, ইচ্ছাপূর্বক বিরতও থাকিতেন। তাই আয়েশা (রাযি.)-এর সুযোগ হয় নাই তাঁহাকে ঐ নামায পড়িতে দেখার। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়েশা (রাযি.)-এর গৃহে থাকার পালা আসিত ৭/৮ দিন পর পর। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আয়েশা (রাযি.) জোহার নামায পড়িতে

www.eelm.weebly.com

দেখেন নাই, হয়ত এক কালে তিনি উহা অবগতও ছিলেন না; তাই কোন কোন হাদীসে দেখা যায় আয়েশা (রাযি.) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সালাতে জোহা পড়াকে অস্বীকার করিয়াছেন। পরে অবশ্যই তিনি অবগত হইয়াছে– তাহাই ১০১৮ নং হাদীসে তিনি ব্যক্ত করিয়াছেন এবং তিনি ইহাও অবগত হইয়াছিলেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই নামাযকে ভালবাসেন, তাই সদা উহা না পড়ার কারণ আলোচ্য হাদীসের শেষাংশে ব্যক্ত করিয়াছেন।

১০২০ (মোসঃ)। হাদীস– আবু যর (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَيُجْزِئُ مِنْ ذٰلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى

"তোমাদের প্রত্যেকের (অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহের) প্রতিটি জোড়ের উপর সকাল বেলায় এক একটি সদকা জরুরি হয় (যেহেতু রাত্রের দীর্ঘ সময় ঐসব জোড়সমূহ চালনাহীন থাকার পর ভোর বেলায় চলমান হইয়াছে– যাহা না হইলে দুঃখ-যাতনার সীমা থাকিত না, তাই উহার শুকরিয়া আদায়ে সদকার প্রয়োজন)। অবশ্য প্রতিটি 'সুবহানাল্লাহ' একটি সদকা, প্রতিটি 'আলহামদুলিল্লাহ' একটি সদকা, প্রতিটি 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' একটি সদকা, প্রতিটি 'আল্লাহু আকবার' একটি সদকা এবং প্রতিটি ভাল কাজের আহ্বান একটি সদকা ও প্রতিটি খারাপ কাজে বাধা দান একটি সদকা গণ্য হইয়া থাকে। আর এই সবের স্থলে যথেষ্ট হইয়া যায় শুধু দুই রাকাত নামায যাহা পড়িবে জোহার সময়।"

❖ মোসলেম শরীফেই যাকাত অধ্যায়ের হাদীসে স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে, প্রত্যেক মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে সর্বমোট ৩৬০টি জোড় আছে। সেমতে প্রত্যেকের উপর প্রতি ভোর বেলা ৩৬০টি সদকা প্রবর্তিত হইবে, সুতরাং

www.eelm.weebly.com

সুবহানাল্লাহ ইত্যাদি পড়িলেও ৩৬০ বার পড়িতে হইবে। জোহার দুই রাকাত নামায ৩৬০টি সদকার সম-পরিমাণ গণ্য হইয়া থাকে।

❖ আবু দাউদ শরীফের বর্ণনায় এই হাদীসে সদকারূপে আরও দুইটি আমলের উল্লেখ আছে–

إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ وَبُضْعَةُ أَهْلِهِ صَدَقَةٌ

"চলাচলের পথ হইতে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারিত করা একটি সদকা এবং স্ত্রী সহবাস একটি সদকা পরিগণিত হয়।"

দ্বিতীয় বিষয়টি সম্পর্কে একটি প্রশ্নোত্তরও উল্লেখ রহিয়াছে–

قَالُوا يَا رَسُولَ اللّٰهِ أَحَدُنَا يَقْضِي شَهْوَتَهُ وَتَكُونُ لَهُ صَدَقَةٌ قَالَ أَرَأَيْتَ لَوْ وَضَعَهَا فِي غَيْرِ حِلِّهَا أَلَمْ يَكُنْ يَأْثَمُ

"সাহাবীগণ আরজ করিলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমাদের কেহ নিজ কামরিপু চরিতার্থ করিবে– উহা তাহার জন্য সদকা গণ্য হইবে? হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, বলত– এই কাজ যদি সে অবৈধ স্থলে করিত তবে তাহার গোনাহ হইত না কি? অর্থাৎ আল্লাহর নাফরমানী হইতে বাঁচিবার নিয়তে সে স্ত্রীর ভরণ-পোষণের বোঝা বহন করে এবং তাহাকে ব্যবহার করে; অতএব এই স্ত্রী ব্যবহারও তাহার পক্ষে সদকা পরিগণিত হইবে।

১০২১ (মোসঃ)। হাদীস– কাসেম শায়বানী (রহ.) বর্ণনা করিয়াছেন, যায়েদ ইবনে আরকাম (রাযি.) কিছু লোককে দেখিতে পাইলেন– তাহারা জোহার নামায (অপেক্ষাকৃত সময়ের অগ্রভাগে) পড়িতে ছিল। তখন তিনি বলিলেন, এই লোকগণ নিশ্চয় জানেন যে, এই নামায এই সময়ে নয়; ভিন্ন সময়ে উত্তম। কারণ–

أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلٰوةُ الْأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন– খোদাভক্ত লোকগণের (এই জোহা বা চাশতের) নামায ঐ সময় হয় যখন রৌদ্রের

www.eelm.weebly.com

তাপে মাঠের বালু এরূপ গরম হয় যে, বাচ্চা উটের পা পুড়িয়া উঠে।" (সালাতুল লাইলের বয়ান অধ্যায়)

❖ গরম বালুর উপর চলায় বয়স্ক উটের কষ্ট হয় না; উটকে আল্লাহ তাআলা মরুভূমির বাহনরূপেই সৃষ্টি করিয়াছেন। অবশ্য কচি বয়সের বাচ্চা উট দুর্বল থাকে বিধায় উহার পা পূর্ণ শক্ত ও সক্ষম হয় না।

আলোচ্য হাদীসে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, সূর্যে প্রচুর তাপ সৃষ্টির পরই সালাতুজ জোহার ওয়াক্ত হয়।

১০২২ (তিঃ)। হাদীস– আনাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

مَنْ صَلَّى الضُّحٰى ثِنْتَىْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بَنَى اللّٰهُ لَهٗ قَصْرًا فِى الْجَنَّةِ مِنْ ذَهَبٍ

"যেই ব্যক্তি বার রাকাত জোহার– চাশতের নামায পড়িবে আল্লাহ তাআলা তাহার জন্য বেহেশতের মধ্যে স্বর্ণে নির্মিত বিশেষ একটি প্রাসাদ তৈরি করিবেন।"

১০২৩ (তিঃ)। হাদীস– আবু দারদা (রাযি.) এবং আবু যর (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তাআলার এই বাণী বয়ান করিয়াছেন–

اِبْنَ اٰدَمَ اِرْكَعْ لِىْ اَرْبَعَ رَكْعَاتٍ اَوَّلَ النَّهَارِ اَكْفِكَ اٰخِرَهٗ

"হে আদম তনয়! তুমি দিনের প্রথম ভাগে আমার উদ্দেশ্যে চার রাকাত নামায পড়িয়া নাও; আমি তোমার জন্য দিনের শেষ ভাগ পর্যন্ত যথেষ্ট হইয়া থাকিব।"

১০২৪ (তিঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

مَنْ حَافَظَ عَلٰى شُفْعَةِ الضُّحٰى غُفِرَ لَهٗ ذُنُوْبُهٗ وَاِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ

"যেই ব্যক্তি জোহা বা চাশতের দুই রাকাত নামায সদা আদায়কারী হইবে তাহার সমস্ত গোনাহ মাফ হইয়া যাইবে– যদিও উহা সমুদ্রের ফেনা পরিমাণের হয়।"

www.eelm.weebly.com

❖ ঔষধের জন্য অনুপান হয়– যাহা ব্যতিরেকে ঔষধের ক্রিয়া হয় না; অনুপানের অভাবে ঔষধের ক্রিয়া না হওয়া ইহা ঔষধের ত্রুটি গণ্য হয় না। তদ্রূপ চাশতের নামায দ্বারা কবীরা গোনাহ মাফ হওয়ার জন্য তাওবা শর্ত; কবীরা গোনাহের ক্ষেত্রে তাওবা অনুপান স্বরূপ। অবশ্য সগীরা গোনাহ তাওবা ব্যতিরেকেও চাশতের নামায দ্বারা মাফ হইবে– যেমন কোন কোন ঔষধে কঠিন রোগের জন্য বিশেষ অনুপানের প্রয়োজন হয়, মামুলী রোগের জন্য উহার প্রয়োজন হয় না।

১০২৫ (তিঃ)। হাদীস– আবু সাঈদ খুদরী (রাযি.)-এর বর্ণনা–

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الضُّحٰى حَتّٰى نَقُوْلَ لَا يَدَعُ وَيَدَعُهَا حَتّٰى نَقُوْلَ لَا يُصَلِّيْ

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সময়ে অনবরত চাশতের নামায পড়িয়া থাকিতেন, এমনকি আমরা ভাবিতাম– হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই নামায আর ত্যাগ করিবেন না। আবার সময়ে উক্ত নামায হইতে বিরতিও দিতে থাকিতেন, এমনকি আমরা ভাবিতাম, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই নামায আর পড়িবেন না।

১০২৬ (তিঃ)। হাদীস– আনাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

مَنْ صَلَّى الْفَجْرَ فِيْ جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللّٰهَ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ

"যে ব্যক্তি ফজরের নামায জামাতে পড়িবে অতঃপর বসিয়া আল্লাহর যিকির করিবে সূর্য পূর্ণ উদিত হওয়া পর্যন্ত, তারপর দুই রাকাত নামায পড়িবে তাহার সওয়াব সমপরিমাণের হইবে একটি হজ্জের ও একটি ওমরার– পূর্ণ পূর্ণ পূর্ণ হজ্জের ও ওমরার সওয়াব লাভ হইবে।"

১০২৭ (আঃ)। হাদীস– মুআয ইবনে আনাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

www.eelm.weebly.com

مَنْ قَعَدَ فِي مُصَلَّاهُ حِيْنَ يَنْصَرِفُ مِنْ صَلٰوةِ الصُّبْحِ حَتّٰى يُسَبِّحَ رَكْعَتَيِ الضُّحٰى لَا يَقُوْلُ اِلَّا خَيْرًا غُفِرَ لَهٗ خَطَايَاهُ وَاِنْ كَانَتْ اَكْثَرَ مِنْ زَبَدِ الْبَحْرِ

"যেই ব্যক্তি ফজরের নামায সমাপ্তে নিজ নামায স্থানেই বসিয়া থাকিবে জোহার দুই রাকাত নামায পড়া পর্যন্ত এবং মধ্যভাগে উত্ত বাক্য-বচন ব্যতীত কোন কথা না বলিবে; তাহার সমস্ত গোনাহ মাফ হইয়া যাইবে। যদিও উহা সমুদ্রের ফেনা অপেক্ষা অধিক পরিমাণের হয়।"

❖ এই হাদীসে দুইটি শর্ত উল্লেখ হইয়াছে– ১. ফজর নামায পড়ার স্থানে বসিয়া থাকিবে জোহার নামায পড়া পর্যন্ত। ২. ফজর নামাযের পর হইতে জোহার নামায পড়া পর্যন্ত মধ্যভাগে সওয়াবের বাক্য-বচন বা অতি জরুরি সাংসারিক কথা ব্যতীত কোন কথা না বলিবে। এই শর্তদ্বয় পালিত হইলে সেই জোহার নামাযে ফযীলত ও সওয়াব অনেক বেশি হইবে– তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই শর্তদ্বয় ছাড়াও জোহার নামাযের পূর্ণ সওয়াব নিশ্চয় লাভ হইবে। কারণ জোহার নামাযের ফযীলত ও সওয়াব বর্ণনায় বেশির ভাগ হাদীসে শর্তের উল্লেখ নাই।

এতদ্ভিন্ন 'জোহা' শব্দের পরবর্তী প্রচলিত অর্থে যদিও চাশতের নামাযকে বুঝায়– যাহার সময় কম-বেশ নয় ঘটিকা হইতে আরম্ভ হয় কিন্তু এই শব্দের আভিধানিক প্রয়োগ পরবর্তী প্রচলিত নাম 'ইশরাক'কেও শামিল করে– যাহার সময় উদিত সূর্যের লালবর্ণ পূর্ণরূপে অপসারিত হওয়ার পর হইতেই আরম্ভ হয়। অতএব উল্লেখিত শর্তদ্বয়ের সহিত ইশরাকের নামায আদায় করিলে এই হাদীসে বর্ণিত ফযীলত লাভ হইবে।

১০২৮ (মেঃ)। হাদীস– আয়েশা (রাযি.)-এর আমল–

اَنَّهَا كَانَتْ تُصَلِّي الضُّحٰى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ تَقُوْلُ لَوْ نُشِرَ لِيْ اَبَوَايَ مَا تَرَكْتُهَا

"আয়েশা (রাযি.) আট রাকাত চাশতের নামায পড়িতেন এবং তিনি বলিতেন, যদি আমার জন্য আমার মৃত মাতা-পিতা জীবিত হইয়া আসেন, তবুও আমি (তাঁহাদের সাক্ষাতের জন্য) এই নামায ছাড়িব না।"

www.eelm.weebly.com

❖ 'সালাতুজ জাওয়াল' জোহর নামাযের ফরযের পূর্বে যে চার রাকাত সুন্নাত আছে উহা ভিন্ন বরং জোহর নামায পড়ার প্রস্তুতিরও পূর্বে– সূর্য মধ্যাকাশ অতিক্রম করার সাথে সাথে চার রাকাত নামায ইহাই 'সালাতুজ জাওয়াল'।

১০২৯ (তিঃ)। হাদীস– হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ছায়েব (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّيْ اَرْبَعًا بَعْدَ اَنْ تَزُوْلَ الشَّمْسُ قَبْلَ الظُّهْرِ فَقَالَ اِنَّهَا سَاعَةٌ تُفْتَحُ فِيْهَا اَبْوَابُ السَّمَاءِ فَاُحِبُّ اَنْ يَّصْعَدَ لِيْ فِيْهَا عَمَلٌ صَالِحٌ

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্য ঢলিয়া যাওয়ার পরই জোহরের পূর্বে চার রাকাত নামায পড়িতেন। এই সম্পর্কে তিনি বলিয়াছেন, ইহা এমন একটি সময় যখন আসমানের দরওয়াজাসমূহ খোলা হইয়া থাকে। (আল্লাহর রহমত অবতরণ করার এবং মানুষের নেক আমল কবুল হওয়ার স্থান বিশেষে পৌছিবার জন্য।) তাই আমি পছন্দ করি যে, এই সময়ে আমার একটি নেক আমল উপরে উঠুক।" (৬৩ পৃষ্ঠা)

১০৩০ (তিঃ)। হাদীস– ওমর (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

اَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ بَعْدَ الزَّوَالِ تُحْسَبُ بِمِثْلِهِنَّ مِنْ صَلَاةِ السَّحَرِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ اللّٰهَ تِلْكَ السَّاعَةَ

"চার রাকাত নামায জোহরের পূর্বে সূর্য ঢলিবার সাথে সাথে উহা শেষ রাত্রের তথা তাহাজ্জুদের নামায হইতে ঐ পরিমাণের সমতুল্য পরিগণিত হইয়া থাকে। ঐ সময়ে প্রত্যেকটি বস্তুই আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করিয়া থাকে।" (২–১৪১ পৃষ্ঠা)

❖ অনেকের মতে উভয় হাদীসে বর্ণিত নামায জোহরের সুন্নাত ভিন্ন একটি নফল নামায– যাহাকে 'সালাতুজ জাওয়াল' বলা হইয়া থাকে।

www.eelm.weebly.com

❖ 'আসরের পূর্বে চার রাকাত' এই নামাযটি সুন্নাতে যায়েদা বা বিশেষ মঞ্জল।

১০৩১ (তিঃ)। হাদীস– আলী (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْ قَبْلَ الْعَصْرِ اَرْبَعَ رَكْعَاتٍ يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِالتَّسْلِيْمِ عَلَى الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِيْنَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসরের পূর্বে চার রাকাত নামায পড়িতেন, (দুই রাকাতের) মধ্যভাগে (নামায শেষ করার সালাম করিতেন না। হাঁ আল্লাহ তাআলার) নৈকট্যধারী ফেরেশতা এবং তাঁহাদের শ্রেণীর (নেককার) মুমিন-মুসলমানগণের প্রতি সালাম পড়িতেন।"

❖ উক্ত চার রাকাত নামায এক তাহরিমা ও এক সালামের সাথে পড়িতে হইবে। দুই রাকাতের উপর নিয়মিত প্রথম বৈঠক হইবে– উহাতে আত্তাহিয়্যাতু পড়া হয়; যাহার মধ্যে আছে– 'আস-সালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস সালিহীন"। ইহার অর্থ– সালাম আমাদের প্রতি এবং আল্লাহর নেক বান্দাদের প্রতি। এ স্থানে 'আল্লাহর নেক বান্দা' বলার উদ্দেশ্য ফেরেশতাগণ ও নেককার মুসলমানগণ; এক হাদীসে এই ব্যাখ্যা বর্ণিত রহিয়াছে। সেমতে উল্লেখিত বাক্যের মর্ম হইল– 'সালাম আমাদের প্রতি এবং ফেরেশতাগণ ও নেককার মুসলমানগণের প্রতি'। আলোচ্য হাদীসের শেষাংশে এই সালামের বাক্য সম্পর্কেই বলা হইয়াছে। ইহা আত্তাহিয়্যাতের একটি বাক্য যাহা প্রথম বৈঠকেও পড়া হইয়া থাকে।

১০৩২ (আঃ)। হাদীস– হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحِمَ اللّٰهُ امْرَأً صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ اَرْبَعًا

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করিয়াছেন– আল্লাহ রহমত বর্ষণ করুন ঐ ব্যক্তির প্রতি যে আসরের পূর্বে চার রাকাত নামায পড়ে।"

www.eelm.weebly.com

❖ আসরের পূর্বে চার রাকাত পড়ার সময় না হইলে দুই রাকাত পড়িবে।

১০৩৩ (আঃ)। হাদীস– আলী (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে–

اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّيْ قَبْلَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সময়ে আসরের পূর্বে দুই রাকাত নামায পড়িতেন।"

❖ 'সালাতুল আওয়াবিন' ইহার অর্থ আল্লাহভক্তগণের নামায। এই নামে যেই নামায উদ্দেশ্য করা হয় উহার জন্য এই নাম কোন হাদীসে দেখা যায় না। নেক লোকদের মুখ চর্চায় এই নাম প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ইহার উদ্দেশ্য মাগরিবের পরে ছয় বা বিশ রাকাত বিশেষ নফল নামায।

১০৩৪ (তিঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

مَنْ صَلّٰى بَعْدَ الْمَغْرِبِ سِتَّ رَكَعَاتٍ لَمْ يَتَكَلَّمْ فِيْمَا بَيْنَهُنَّ بِسُوْءٍ عُدِلْنَ لَهُ بِعِبَادَةِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً

"যেই ব্যক্তি মাগরিবের পর ছয় রাকাত নামায পড়িবে– উহার মধ্যভাগে কোন মন্দ কথা না বলিবে, তাহার জন্য এই নামায বার বৎসর ইবাদতের সমপরিমাণ গণ্য করা হইবে।"

১০৩৫ (তিঃ)। হাদীস– আয়েশা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

مَنْ صَلّٰى بَعْدَ الْمَغْرِبِ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً بَنَى اللّٰهُ لَهُ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ

"যেই ব্যক্তি মাগরিবের পরে বিশ রাকাত নামায পড়িবে আল্লাহ তাআলা তাহার জন্য বেহেশতের মধ্যে একটি বিশেষ প্রাসাদ তৈরি করিবেন।"

❖ 'ইশার পর বিশেষ নফল'– ইশার পর সুন্নাতে মুয়াক্কাদা দুই রাকাত নির্ধারিত আছে। এতদ্ভিন্ন ইশার নামায হইতে গৃহে আসিয়াও হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চার বা ছয় রাকাত বিশেষ নফল পড়িয়া থাকিতেন।

www.eelm.weebly.com

১০৩৬ (আঃ)। হাদীস– আয়েশা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

مَا صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ قَطُّ فَدَخَلَ عَلَيَّ اِلَّا صَلَّى اَرْبَعَ رَكْعَاتٍ اَوْ سِتَّ رَكْعَاتٍ وَلَقَدْ مُطِرْنَا مَرَّةً بِاللَّيْلِ فَطَرَحْنَا لَهُ فِطْعًا فَكَانِّيْ اَنْظُرُ اِلٰى ثَقْبٍ فِيْهِ يَنْبَعُ الْمَاءُ مِنْهُ وَمَا رَأَيْتُهُ مُتَّقِيًا الْاَرْضَ بِشَيْءٍ مِّنْ ثِيَابِهِ قَطُّ

"যতবারই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইশার নামায পড়িয়া আমার গৃহে আসিয়াছেন প্রত্যেক বারই চার বা ছয় রাকাত নামায পড়িয়াছেন। (এই প্রসঙ্গে আয়েশা [রাযি.] ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন–) একদা রাত্রে বৃষ্টি হইল (ইশার পর হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার গৃহে আসিলেন; তিনি ঐ নামায পড়িবেন। আমার গৃহে খেজুর পাতার চালা, বৃষ্টি পানি ঘরে জমিয়াছে, তাই তাঁহার নামায পড়ার জন্য) আমি একটি চামড়া বিছাইয়া দিলাম। আমি দেখিতেছিলাম, ঐ চামড়ার একটি ছিদ্র পথে পানি উপরের দিকে উঠিতেছে। (এইরূপ অবস্থায়ও নামাযের মধ্যে) আমি কখনও হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখি নাই, তাঁহার কাপড়ের কোন অংশ বাঁচাইয়া রাখিতে।"

❖ শেষ রাত্রে তাহাজ্জুদ নামাযের বয়ান সুদীর্ঘ– উহা পরে বর্ণিত হইবে।

❖ সালাতুত তাওবা ইহাকে সালাতুল ইস্তিগফারও বলা হয়।

১০৩৭ (তিঃ)। হাদীস– আলী (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, আবু বকর (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

مَا مِنْ رَجُلٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا ثُمَّ يَقُوْمُ فَيَتَطَهَّرُ ثُمَّ يُصَلِّيْ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ اِلَّا غَفَرَ اللّٰهُ لَهُ ثُمَّ قَرَأَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ الاية

"যে কোন ব্যক্তি কোন গোনাহ করিয়া ফেলে অতঃপর সে (তাওবা ও ক্ষমা প্রার্থনার জন্য) প্রস্তুত হয় এবং (উত্তমরূপে অযু করিয়া) পবিত্রতা হাসিল পূর্বক (দুই রাকাত) নামায পড়ে, তারপর সে আল্লাহ তাআলার নিকট ক্ষমা

www.eelm.weebly.com

প্রার্থনা করে নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তাহার গোনাহ মাফ করিয়া দেন। এই বলিয়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আয়াত তেলাওয়াত করিলেন–

وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ وَمَنْ يَّغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اللّٰهُ وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ - اُولٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَّغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَجَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَنِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ

"(মাগফেরাত ও জান্নাত বা বেহেশত লাভকারী শ্রেণীর বর্ণনা দানে আল্লাহ তাআলা বলেন–) যাহাদের মধ্যে এই গুণ আছে যে, যখন তাহারা কোন গোনাহের কাজ করিয়া বসে বা নিজের (পরকালীন) কোন ক্ষতি করিয়া বসে তৎক্ষণাৎ আল্লাহকে স্মরণে আনিয়া স্বীয় গোনাহের মাগফেরাত বা ক্ষমা প্রার্থনা করে; (আল্লাহর নিকট তাহাদের এই প্রার্থনা নিতান্তই যথাযথ। কারণ) আল্লাহ ভিন্ন গোনাহ ক্ষমাকারী আর কে আছে? এবং তাহারা জানিয়া বুঝিয়া স্বীয় কৃত গোনাহের উপর বসিয়া থাকে না। এই শ্রেণীর লোকদের প্রতিদান নির্ধারিত রহিয়াছে তাহাদের পরওয়ারদেগারের নিকট মাগফেরাত-ক্ষমা এবং বেহেশতের বাগ-বাগিচা– যাহার বৃক্ষরাজির তলদেশ দিয়া বহু নদ-নদী প্রবাহমান থাকিবে। তাঁহারা তথায় চিরনিবাসী হইয়া থাকিবেন, সৎকর্মীদের প্রতিদান কতইনা সুন্দর হয়! (৪ পারা, ৫ রুকু)

❖ আল্লাহ-স্মরণের প্রধানতম পন্থা হইল, নামায; নামাযের পর ক্ষমা প্রার্থনা হইল সেই ক্ষেত্রে মাগফেরাত বা ক্ষমার অঙ্গীকার দিয়াছেন প্রভু-পরওয়ারদেগার এই আয়াতে, তাই হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় বক্তব্যের প্রমাণরূপে ইহা তেলাওয়াত ফরমাইয়াছেন।

১০৩৮ (ইঃ)। হাদীস– আছেম ইবনে সুফিয়ান (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, তাঁহারা 'ছালাছেল' নামক একটি (জিহাদ যাহা মুআবিয়া [রাযি.]-এর শাসনামলে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল– সেই) জিহাদে যাত্রা করিয়াছিলেন কিন্তু (তাঁহাদের শিথিলতায়) তাঁহারা জিহাদ ধরিতে পারেন নাই; (তাঁহাদের উপস্থিতির পূর্বেই জিহাদের অবসান ঘটিয়াছে। তাঁহারা কিছুদিন সীমান্ত পাহারায় রত থাকিয়া অতঃপর খলীফা মুআবিয়া (রাযি.)-এর নিকট ফিরিয়া

www.eelm.weebly.com

আসিয়াছেন। ঐ সময় তাঁহার নিকট সাহাবী আবু আইউব (রাযি.) এবং উকবা ইবনে আমের (রাযি.) উপস্থিত ছিলেন। আছেম (রহ.) (জিহাদ ফেল করার গোনাহের আতঙ্কগ্রস্ত থাকায়) আবু আইউব (রাযি.)কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, এই বৎসর তো আমরা জিহাদ ফেল করিয়াছি। আমরা শুনিয়াছি- যে ব্যক্তি (মক্কা শরীফের মসজিদুল হারাম, মদীনা শরীফের মসজিদে নববী, বায়তুল মুকাদ্দাস মসজিদ এবং মদীনার কোবা নগরীর মসজিদ- এই) চারটি মসজিদে নামায পড়িবে তাহার গোনাহ মাফ করিয়া দেওয়া হইবে।

আবু আইউব (রাযি.) আছেম (রাযি.)কে বলিলেন, (গোনাহ মাফের জন্য) আমি তোমাকে আরও অধিক সহজ ব্যবস্থা শুনাইব। আমি শুনিয়াছি, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন-

مَنْ تَوَضَّأَ كَمَا أُمِرَ وَصَلَّى كَمَا أُمِرَ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ عَمَلٍ

"যেই ব্যক্তি (কোন গোনাহ করার পর) আল্লাহর দেওয়া বিধান মতে অযু করিবে এবং বিধান মতে নামায পড়িবে তাহার পূর্ব কৃতকর্মের গোনাহ মাফ করিয়া দেওয়া হইবে।"

❖ **সালাতুল হাজত-** আপদে-বিপদে, অভাব-অভিযোগে বা যে কোন কারণে কোন প্রয়োজন দেখা দিলে সেই প্রয়োজন মিটাইবার জন্য আল্লাহ তাআলার নিকট দোয়া করণে বিশেষ নামায পড়ার নিয়ম হাদীসে বর্ণিত আছে- উহাই 'সালাতুল হাজত'।

১০৩৯ (তিঃ)। হাদীস- আবদুল্লাহ ইবনে আবু আউফা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন-

مَنْ كَانَتْ لَهُ إِلَى اللّٰهِ حَاجَةٌ أَوْ إِلَى أَحَدٍ مِنْ بَنِي آدَمَ فَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيُحْسِنِ الْوُضُوءَ ثُمَّ لِيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ لِيُثْنِ عَلَى اللّٰهِ وَلْيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ لِيَقُلْ "لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِينَ (اَللّٰهُمَّ إِنِّي) أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِيمَةَ مِنْ

www.eelm.weebly.com

كُلِّ بِرٍّ وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ (أَسْأَلُكَ أَنْ) لَا تَدَعْ لِي ذَنْبًا إِلَّا غَفَرْتَهُ وَلَا هَمًّا إِلَّا فَرَّجْتَهُ وَلَا حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضًا إِلَّا قَضَيْتَهَا (لِي) يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ" (ثُمَّ يَسْأَلُ اللّٰهَ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ مَا شَاءَ فَإِنَّهُ يُقَدَّرُ)

"যে ব্যক্তির কোন প্রয়োজন দেখা দেয় আল্লাহ তাআলার (নিকট কোন কিছু চাওয়ার) প্রতি অথবা প্রয়োজন উপস্থিত হয় কোন আদম সন্তানের প্রতি– সে উত্তমরূপে অযু করিবে, দুই রাকাত নামায পড়িবে। তারপর আল্লাহর প্রশংসা করিবে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দরূদ পড়িবে। তারপর হাদীসের বর্ণিত দোয়াটি পড়িবে যাহার অর্থ– আল্লাহ ভিন্ন মাবুদ নাই, তিনি অতি ধৈর্যশীল, দয়ালু-দাতা। আমি পবিত্রতা বয়ান করিতেছি আল্লাহ তাআলার যিনি মহান আরশের মালিক। (হে আল্লাহ!) আমি আপনার নিকট ভিক্ষা চাই (এমন আমলের তাওফীক এবং উসিলা) যাহা আপনার রহমতকে আমার জন্য অবধারিত করিয়া দেয় এবং আপনার মাগফেরাত-ক্ষমা আমার জন্য অবশ্যম্ভাবী হইয়া যায়। আরও আমি ভিক্ষা চাই সকল শ্রেণীর নেক কাজ করার সহজ ও অধিক পরিমাণের সুযোগ এবং সকল প্রকার গোনাহ হইতে বাঁচিয়া থাকা। (আমি আপনার নিকট আরও ভিক্ষা চাই যে,) আপনি আমার একটি গোনাহও রাখিবেন না মাফ করা ব্যতীত, একটি ভাবনা-চিন্তাও রাখিবেন না দূর করা ব্যতীত এবং আপনার অনুমোদিত শ্রেণীর কোন একটি প্রয়োজনও আমার ছাড়িবেন না পূণ্ করা ব্যতীত– হে সকল দয়ালের শ্রেষ্ঠ দয়াল!"

(এই দোয়া পাঠ করার পর যত ইচ্ছা মন ভরিয়া আল্লাহর নিকট ভিক্ষা চাহিবে দুনিয়া-আখেরাতের চিজ-বস্তু হইতে, তাহার জন্য উহার মঞ্জুরী দেওয়া হইবে।)

❖ আরবী এবং তরজমার বন্ধনীর মধ্যস্থ বাক্যাবলী ইবনে মাজা শরীফের বর্ণনায় রহিয়াছে।

১০৪০ (ইঃ)। হাদীস– হযরত উসমান ইবনে হানফী (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

www.eelm.weebly.com

اَنَّ رَجُلاً ضَرِيْرَ الْبَصَرِ اَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ادْعُ اللّٰهَ لِيْ اَنْ يُّعَافِيَنِيْ فَقَالَ اِنْ شِئْتَ اَخَّرْتُ لَكَ وَهُوَ خَيْرٌ وَاِنْ شِئْتَ دَعَوْتُ فَقَالَ ادْعُهُ فَاَمَرَهُ اَنْ يَّتَوَضَّأَ فَيُحْسِنَ وُضُوْئَهُ وَيُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ وَيَدْعُوَ بِهٰذَا الدُّعَاءِ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ وَاَتَوَجَّهُ اِلَيْكَ بِمُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ يَا مُحَمَّدُ اِنِّيْ قَدْ تَوَجَّهْتُ بِكَ اِلٰى رَبِّيْ فِيْ حَاجَتِيْ هٰذِهٖ لِتُقْضٰى اَللّٰهُمَّ فَشَفِّعْهُ فِيَّ

"এক ব্যক্তি যাহার চোখে দোষ পড়িয়াছিল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইল এবং আবেদন জানাইল, আমার জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া করুন যেন আল্লাহ আমাকে আরোগ্য দান করেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যদি তুমি সম্মত হও তবে দোয়া করায় বিলম্ব করিব– উহা (সওয়াব দানে তোমার পরকালের জন্য) উত্তম হইবে। আর যদি চাও তবে এখনই দোয়া করিব। ঐ ব্যক্তি বলিল, এখনই দোয়া করুন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে আদেশ করিলেন, উত্তমরূপে অযু কর, দুই রাকাত নামায পড় এবং এই দোয়া কর। (বন্ধনীর মধ্যবর্তী দোয়া) যাহার অর্থ– আয় আল্লাহ! তোমার নিকট আমি আবেদন করিতেছি এবং তোমারই প্রতি লক্ষ্য নিবদ্ধ করিয়াছি– উসিলা ধরিয়াছি রহমতের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে। হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনাকে উসিলা করিয়া আমি আমার প্রভু-পরওয়ারদেগারের প্রতি লক্ষ্য নিবদ্ধ করিয়াছি আমার এই প্রয়োজন ও সমস্যা সম্পর্কে যেন উহা আল্লাহর তরফ হইতে পূরণ করা হয়। আয় আল্লাহ! আমার ব্যাপারে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুপারিশ গ্রহণ কর।"

❖ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাজির-নাজির আছেন বা স্বাধীনভাবে গায়েবের খবর রাখেন– এই ধরনের বিশ্বাস পোষণ করা অতি বড় গোনাহ। তবে তিনি ইহজীবনের মৃত্যুর আড়ালে থাকিয়াও আল্লাহ তাআলার কুদরতে বরযখী জগতের বিশেষ শক্তিশালী জীবনে জীবিত আছেন।

www.eelm.weebly.com

ফেরেশতাগণ উম্মতের প্রেরিত দরূদ-সালাম তাঁহার নিকট পৌঁছাইয়া থাকেন এবং নিকট হইতে পঠিত দরূদ-সালাম তিনি স্বয়ং শ্রবণ করেন– এই তথ্য হাদীসে বর্ণিত রহিয়াছে। সুপারিশের আবদার সম্পর্কেও অনুরূপ ব্যবস্থা থাকা মোটেই বিচিত্র নহে। সেই লক্ষ্যেই উল্লেখিত দোয়ায় বর্তমানেও তাঁহার জন্য সম্বোধন সূচক শব্দ ব্যবহৃত হইতে পারে। যেরূপে দূরবর্তী কোন ব্যক্তিকে পত্র লিখিতে তাহার জন্য সম্বোধনসূচক বাক্য সচরাচর ব্যবহার করা হইয়া থাকে। অথচ ঐ ব্যক্তি হাজির-নাজির বা শ্রবণকারী মোটেই নহে। বরযখী জগতে সকল মানুষই এক শ্রেণীর জীবনে জীবিত থাকে, শহীদগণ বিশেষ জীবনে জীবিত থাকেন, রসূলগণ আরও অধিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ জীবনে জীবিত থাকেন। বরযখী জগত তো আল্লাহ তাআলার কুদরতের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ জগত আছেই।

❖ **সালাতুশ শোকর–** কোন বিশেষ নেয়ামত লাভ হইল অথবা কোন বিপদ হইতে নিষ্কৃতি লাভ হইল, সেই ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার শোকর আদায় উদ্দেশ্যে বিশেষ নফল পড়া উত্তম।

১০৪১ (ইঃ)। হাদীস– আবদুল্লাহ ইবনে আবু আউফা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে–

اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلّٰى يَوْمَ بُشِّرَ بِرَأْسِ اَبِىْ جَهْلٍ رَكْعَتَيْنِ

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই রাকাত নামায পড়িয়াছেন ঐ সময় যখন তাঁহাকে সুসংবাদ জ্ঞাপন করা হইয়াছে (বদর জিহাদে) আবু জাহলের মাথা কাটা যাওয়ার।"

❖ নেয়ামত লাভ ক্ষেত্রে সিজদা করারও উল্লেখ বিভিন্ন হাদীসে রহিয়াছে। অনেকের মতে উহার উদ্দেশ্য শুধু সিজদা নহে, বরং পূর্ণাঙ্গ নামায। আর কাহারও মতে শুধু সিজদাই উদ্দেশ্য; সংক্ষেপে আল্লাহ তাআলার শোকর আদায় করণার্থে সিজদা করা হইয়াছে– যাহাকে 'সিজদায়ে শোকর' বলা হয়।

১০৪২ (ইঃ)। হাদীস– আনাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে–

اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُشِّرَ بِحَاجَةٍ فَخَرَّ سَاجِدًا

www.eelm.weebly.com

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁহার কোন প্রয়োজন বা উদ্দেশ্য পূরণ হওয়ার সুসংবাদ জ্ঞাপন করা হইল; তৎক্ষণাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিজদায় পতিত হইলেন।"

১০৪৩ (ইঃ)। হাদীস– আবু বকর (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে–

اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا اَتَاهُ اَمْرٌ يَسُرُّهُ خَرَّ سَاجِدًا شُكْرًا لِلّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভ্যাস ছিল– যখনই তাঁহার নিকট বিশেষ আনন্দদায়ক কোন সংবাদ পৌছিত তখনই তিনি মহান ও মহামহিম আল্লাহর শোকর আদায় করণার্থে সিজদাবনত হইয়া পড়িতেন।"

❖ **সালাতুল ফাযা–** 'ফাযা' শব্দের অর্থ– আতঙ্ক বা আশঙ্কা ঐরূপ ক্ষেত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়িতেন।

১০৪৪ (আঃ)। হাদীস– হুযায়ফা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে–

كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا حَزَبَهُ اَمْرٌ صَلّٰى

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভ্যাস ছিল– কোন বস্তু বা বিষয় তাঁহাকে চিন্তিত ও আতঙ্কগ্রস্ত করিলে তখন তিনি নামায পড়িতেন।"

(১৮৭ পৃষ্ঠা)

❖ **সালাতুল কুদুম–** 'কুদুম' অর্থ বিদেশ হইতে গৃহে প্রত্যাবর্তন।

১০৪৫ (মোসঃ)। হাদীস– হযরত কাআব ইবনে মালেক (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَقْدِمُ مِنْ سَفَرٍ اِلَّا نَهَارًا فِى الضُّحٰى فَاِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ بَدَاَ بِالْمَسْجِدِ فَصَلّٰى فِيْهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভ্যাস ছিল– (সেই যুগের স্বেচ্ছাধীন ভ্রমণে তিনি) দিনের বেলায়– চাশতের সময়ে বাড়ি পৌছিতেন এবং প্রথমে তিনি মসজিদে আসিয়া দুই রাকাত নামায পড়িতেন, অতঃপর কিছু সময় মসজিদে বসিতেন (সাক্ষাতকারীদের সাক্ষাত দান ও খোঁজ-খবর জিজ্ঞাসা করার জন্য)।"

www.eelm.weebly.com

১০৪৬ (আঃ)। হাদীস– ইবনে ওমর (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে–

اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ اَقْبَلَ مِنْ حَجَّتِهٖ دَخَلَ الْمَدِيْنَةَ فَاَنَاخَ عَلٰى بَابِ مَسْجِدِهٖ ثُمَّ دَخَلَهٗ فَرَكَعَ فِيْهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ اِلٰى بَيْتِهٖ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ كَذٰلِكَ يَصْنَعُ

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজ্জ হইতে প্রত্যাবর্তনকালে মদীনায় পৌঁছিয়া তাঁহার মসজিদের দরওয়াজায় বাহন হইতে অবতরণ করিয়াছেন এবং মসজিদে প্রবেশ পূর্বক দুই রাকাত নামায পড়িয়াছেন। তারপর নিজ গৃহে গিয়াছেন। ইবনে ওমর (রাযি.)ও এইরূপই করিতেন।"

(জিহাদের বয়ান ২–২৮)

❖ তাহিয়্যাতুল অযু, তাহিয়্যাতুল মসজিদ এবং সালাতুল ইস্তিখারা এই তিন প্রকার নামাযের হাদীস ও বিস্তারিত বিবরণ বুখারী শরীফ প্রথম খণ্ডে বর্ণিত আছে।

❖ **সালাতুত তাসবীহ–** ইহা অতি ফযীলতের নামায। ফযীলত ও নিয়ম সুস্পষ্টরূপে হাদীসেই বর্ণিত রহিয়াছে।

১০৪৭ (ইঃ)। হাদীস– আবু রাফে (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, একদা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আব্বাস (রাযি.)কে বলিলেন–

يَا عَمِّ اَلَا اُخْبِرُكَ اَلَا اَنْفَعُكَ اَلَا اَصِلُكَ قَالَ بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ فَصَلِّ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تَقْرَأُ فِىْ كُلِّ رَكْعَةٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُوْرَةٍ فَاِذَا انْقَضَتِ الْقِرَاءَةُ فَقُلْ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً قَبْلَ اَنْ تَرْكَعَ ثُمَّ ارْكَعْ فَقُلْهَا عَشْرًا ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ فَقُلْهَا عَشْرًا ثُمَّ اسْجُدْ فَقُلْهَا عَشْرًا ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ فَقُلْهَا عَشْرًا ثُمَّ اسْجُدْ فَقُلْهَا عَشْرًا ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ فَقُلْهَا عَشْرًا قَبْلَ اَنْ تَقُوْمَ فَتِلْكَ خَمْسٌ وَّسَبْعُوْنَ فِىْ كُلِّ رَكْعَةٍ وَهِىَ ثَلٰثُمِائَةٍ فِىْ اَرْبَعِ رَكَعَاتٍ فَلَوْ كَانَتْ ذُنُوْبُكَ مِثْلَ رَمْلِ عَالِجٍ غَفَرَهَا اللّٰهُ لَكَ

www.eelm.weebly.com

قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ يَقُوْلُهَا فِيْ يَوْمٍ قَالَ قُلْهَا فِيْ جُمُعَةٍ فَاِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقُلْهَا فِيْ شَهْرٍ حَتّٰى قَالَ فَقُلْهَا فِيْ سَنَةٍ (وَاِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِيْ عُمُرِكَ مَرَّةً)

"হে চাচাজান! আমি আপনাকে একটি অমূল্য সম্পদ দিব না-কি? আপনাকে বিশেষভাবে উপকৃত করিব না-কি? আপনার ঘনিষ্টতার প্রাপ্য আদায় করিব না-কি? আব্বাস (রাযি.) বলিলেন– নিশ্চয় দিবেন, নিশ্চয় করিবেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আপনি চার রাকাত (নফল) নামায পড়িবেন; উহার প্রত্যেক রাকাতে নিয়মিত সূরা ফাতেহা ও অন্য এক সূরা পড়িবেন। কিরাত শেষ করিয়া ১৫ বার পড়িবেন– 'সুবহানাল্লাহ' ওয়াল হামদু লিল্লাহ, ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার'– রুকুতে যাওয়ার পূর্বেই ইহা পড়িবেন। তারপর রুকুতে যাইবেন এবং রুকুর মধ্যে উহা ১০ বার পড়িবেন। তারপর রুকু হইতে উঠিবেন এবং দাঁড়াইয়া উহা ১০ বার পড়িবেন। তারপর সিজদায় যাইবেন এবং সিজদার মধ্যে উহা ১০ বার পড়িবেন। তারপর সিজদা হইতে উঠিবেন এবং বসিয়া উহা ১০ বার পড়িবেন। তারপর দ্বিতীয় সিজদা করিবেন এবং উহা ১০ বার পড়িবেন। তারপর সিজদা হইতে উঠিবেন এবং দাঁড়াইবার পূর্বে বসিয়া উহা ১০ বার পড়িবেন, তারপর দাঁড়াইবেন। এইভাবে প্রতি রাকাতে উহা ৭৫ বার পড়া হইবে এবং চার রাকাতে সর্বমোট ৩০০ বার হইবে। আপনার গোনাহ যদি 'আলাজ' নামক বিশাল মরুভূমির বালুকণার সংখ্যা পরিমাণও হয় তবুও আল্লাহ তাআলা উহার বদৌলতে সব গোনাহ মাফ করিয়া দিবেন।

আব্বাস (রাযি.) বলিলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! কেহ যদি এইরূপ চার রাকাত প্রতি দিন পড়ায় সক্ষম না হয়? হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, প্রতি সপ্তাহে পড়ুন, তাহাও সম্ভব না হইলে প্রতি মাসে পড়ুন, এমনকি বলিলেন– বৎসরে একবার পড়ুন। (এক বর্ণনায় আছে–) যদি প্রতি বৎসরে না পারেন তবে অন্তত জীবনে একবার পড়ুন।"

* এক বর্ণনায় আছে–

www.eelm.weebly.com

إِذَا أَنْتَ فَعَلْتَ ذٰلِكَ غَفَرَ اللّٰهُ لَكَ ذَنْبَكَ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ وَقَدِيمَهُ وَحَدِيثَهُ وَخَطَأَهُ وَعَمْدَهُ وَصَغِيرَهُ وَكَبِيرَهُ وَسِرَّهُ وَعَلَانِيَتَهُ

"আপনি ঐরূপের চার রাকাত নামায পড়িলে আল্লাহ্ তাআলা মাফ করিয়া দিবেন আপনার সব রকম গোনাহ- আগের ও পরের, পুরাতন ও নতুন, অনিচ্ছাকৃত ও ইচ্ছাকৃত, ছোট ও বড়, অপ্রকাশ্য ও প্রকাশ্য।"

❖ রুকু-সিজদায় উল্লেখিত কালাম পাঠ করিবে রুকু-সিজদার নিয়মিত তাসবীহ্ পড়ার পর, তদ্রূপ রুকু হইতে উঠিবার সময় নিয়মিত যাহা বলিতে হয় উহার পর।

মাসআলা ঃ ফজর নামায আদায়ের পর সূর্যোদয় পর্যন্ত সময়টি অতি মূল্যবান সময়। এই সময়ে কুরআন তেলাওয়াত, যিকির অথবা আল্লাহর ধ্যানন ইত্যাদি নেক আমলে লিপ্ত থাকা চাই। দুনিয়াদারীর কথাবার্তা বা কাজে এই সময়টি ব্যয় করিবে না। এমনকি হাটিয়া বেড়াইলেও মুখের, ধ্যানের লিপ্ততায় উল্লেখিত বিষয়টি অবশ্যই লক্ষ্য রাখিবে। আসর নামায আদায় করার পর সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়টিও বিশেষ মূল্যবান।

১০৪৮ (তিঃ)। হাদীস- জাবের ইবনে ছামুরা (রাযি.)-এর বর্ণনা-

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ قَعَدَ فِي مُصَلَّاهُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভ্যাস ছিল- তিনি ফজরের নামায পড়িয়া সূর্যোদয় পর্যন্ত নিজ মুছাল্লায় তথা নামায আদায়ের স্থানেই বসা থাকিতেন।"

১০৪৯ (মেঃ)। হাদীস- ওমর (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন-

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ بَعْثًا قِبَلَ نَجْدٍ فَغَنِمُوا غَنَائِمَ كَثِيرَةً وَأَسْرَعُوا الرَّجْعَةَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَّا لَمْ يَخْرُجْ مَا رَأَيْنَا بَعْثًا أَسْرَعَ رَجْعَةً وَلَا أَفْضَلَ غَنِيمَةً مِنْ هٰذَا الْبَعْثِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى قَوْمٍ أَفْضَلَ غَنِيمَةً وَأَفْضَلَ رَجْعَةً قَوْمٌ

www.eelm.weebly.com

شَهِدُوا صَلٰوةَ الصُّبْحِ ثُمَّ جَلَسُوا يَذْكُرُونَ اللّٰهَ حَتّٰى طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَاُولٰئِكَ اَسْرَعُ رَجْعَةً وَاَفْضَلُ غَنِيْمَةً (ترمذى)

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'নজদ এলাকার দিকে সৈন্য বাহিনী প্রেরণ করিলেন। উক্ত বাহিনী যুদ্ধলব্ধ অনেক সম্পদ লইয়া অল্প সময়ে ফিরিয়া আসিল। আমাদের মধ্য হইতে একজন লোক যে উক্ত বাহিনীতে যোগ দিয়া ছিল না– সে বলিল, এই বাহিনী অপেক্ষা দ্রুত প্রত্যাবর্তনকারী ও অধিক সম্পদ লাভকারী আর দেখি নাই। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমাদেরে এমন একদল লোকের খোঁজ দিব যাহারা এই বাহিনী অপেক্ষা অধিক সম্পদ লাভকারী এবং দ্রুত প্রত্যাবর্তনকারী। তাহারা ঐসব লোক যাহারা ফজর নামাযের জামাতে শামিল হইয়াছে, অতঃপর সূর্যোদয় পর্যন্ত বসিয়া আল্লাহকে স্মরণ করিয়াছে– ইহারাই হইল প্রত্যাবর্তনে অধিক দ্রুত এবং সম্পদ লাভে শ্রেষ্ঠ।"

১০৫০ (মেঃ)। হাদীস– আনাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

لَاَنْ اَقْعُدَ مَعَ قَوْمٍ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ مِنْ صَلٰوةِ الْغَدَاةِ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ اَحَبُّ اِلَيَّ مِنْ اَنْ اُعْتِقَ اَرْبَعَةً مِّنْ وُّلْدِ اِسْمٰعِيْلَ وَلَاَنْ اَقْعُدَ مَعَ قَوْمٍ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ مِنْ صَلٰوةِ الْعَصْرِ اِلٰى اَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ اَحَبُّ اِلَيَّ مِنْ اَنْ اُعْتِقَ اَرْبَعَةً (ابو داؤد)

"যাহারা ফজর নামাযের পরে, সূর্যোদয় পর্যন্ত আল্লাহকে স্মরণ করায় মনোনিবেশ করে তাহাদের সঙ্গে আমি বসি– ইহা আমার নিকট অধিক পছন্দনীয় চারজন হযরত ইসমাঈল (আ.) বংশীয় ক্রীতদাস আযাদ বা মুক্ত করা অপেক্ষা এবং যাহারা আসর নামাযের পরে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আল্লাহকে স্মরণ করায় মনোনিবেশ করে তাহাদের সঙ্গে আমি বসি– ইহাও আমার নিকট অধিক পছন্দনীয় ঐরূপ চারজন ক্রীতদাস আযাদ বা মুক্ত করা অপেক্ষা।"

❖ ফজরের পর হইতে আল্লাহর স্মরণে তথা আল্লাহর সন্তুষ্টির কাজে নিয়োজিত থাকার সওয়াব ও মাহাত্ম্য হইল এই যাহা উল্লেখিত হাদীসদ্বয়ে

www.eelm.weebly.com

বর্ণিত হইয়াছে; অতঃপর ইশরাক নামাযের সময়ে ইশরাক নামায পড়িলে উহার সওয়াব তো ভিন্ন আছেই।

মাসআলা ঃ দাঁড়াইবার শক্তি-সামর্থ্য থাকাবস্থায় ফরয নামায বসিয়া পড়িলে সেই ফরয আদায় হইবে না। দাঁড়াইবার শক্তি-সামর্থ্য থাকাবস্থায়ও নফল, সুন্নাত নামায বসিয়া পড়িলে তাহা শুদ্ধ হয় কিন্তু ঐ নামাযের সওয়াব দাঁড়াইয়া পড়ার তুলনায় অর্ধেক হইবে।

১০৫১ (মোসঃ)। হাদীস– হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

حُدِّثْتُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلٰوةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا نِصْفُ الصَّلٰوةِ قَالَ فَاَتَيْتُهُ فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّيْ جَالِسًا فَوَضَعْتُ يَدِيْ عَلٰى رَاْسِهِ فَقَالَ مَالَكَ يَا عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرٍو وَقُلْتُ حُدِّثْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّكَ قُلْتَ صَلٰوةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا عَلٰى نِصْفِ الصَّلٰوةِ وَاَنْتَ تُصَلِّيْ قَاعِدًا قَالَ اَجَلْ وَلٰكِنِّيْ لَسْتُ كَاَحَدٍ مِّنْكُمْ

"লোকমুখে এই হাদীস আমি শুনিয়াছিলাম যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, বসা ব্যক্তির নামায অর্ধেক হয় পূর্ণ নামাযের। ইহা শুনার পর একদা আমি হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিলাম এবং তাঁহাকে পাইলাম– তিনি বসিয়া নামায পড়িতেছেন। (তাঁহার নামায সমাপ্তে– সেই কালের রীতি অনুযায়ী তাঁহাকে আমার প্রতি তাকানোর জন্য পেছন হইতে) আমি তাঁহার মাথায় হাত রাখিলাম। তিনি তৎক্ষণাৎ (আমার প্রতি তাকাইয়া) জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আবদুল্লাহ ইবনে আমর! তোমার কি বিষয়ের প্রয়োজন? আমি আরজ করিলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি হাদীস শুনিয়াছি– আপনি বলিয়াছেন, বসা ব্যক্তির নামায পূর্ণ নামাযের অর্ধেক পরিগণিত। অথচ আপনি বসিয়া নামায পড়িলেন!

হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি ঠিকই শুনিয়াছ– কিন্তু আমার সঙ্গে তোমাদের কাহারও তুলনা হয় না।"

www.eelm.weebly.com

❖ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি বৈশিষ্ট্য ইহাও ছিল যে, তিনি নফল নামায বসিয়া পড়িলেও দাঁড়াইয়া পড়ার ন্যায় পূর্ণ সওয়াবই লাভ করিতেন।

১০৫২ (ইঃ)। হাদীস– আনাস (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ فَرَأَى نَاسًا يُصَلُّوْنَ قُعُوْدًا فَقَالَ صَلٰوةُ الْقَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلٰوةِ الْقَائِمِ

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (গৃহ হইতে) বাহির হইয়া দেখিতে পাইলেন, কিছু লোক বসিয়া (নফল) নামায পড়িতেছে। তখন হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, বসা ব্যক্তির নামায দাঁড়ানো ব্যক্তির নামাযের অর্ধেক পরিগণিত।"

মাসআলা ঃ ফরয নামাযসমূহের কিরাতে সুন্নাতী পরিমাণ বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত রহিয়াছে; সেই অনুযায়ী আমল করিবে। কেহ নিজ ইচ্ছা পরিমাণ সময়ে নফল নামায পড়ার উদ্যোগ নিয়া নামাযে দীর্ঘ কিরাত পড়িলে রাকাতের সংখ্যা কম হইবে, ফলে রুকু-সিজদাও কম হইবে। আর কিরাত ছোট পড়িলে রাকাত বেশি হইবে, ফলে রুকু-সিজদার সংখ্যাও বেশি হইবে। উভয় নিয়মের কোনটি উত্তম সে সম্পর্কে আলেমগণের অভিমত এই যে, নামাযী ব্যক্তি যেই নিয়ম পালনে স্বীয় মনের তৃপ্তি লাভ করিবে তাহার পক্ষে সেইটিই উত্তম পরিগণিত হইবে। হাদীসে উভয় নিয়মেরই ফযীলত বর্ণিত আছে; সুতরাং এই ব্যাপারে কোন বাধ্যবাধকতা রাখা হয় নাই। নিজ অভিলাষ ও মনের তৃপ্তির উপর চলাই বাঞ্ছনীয়।

১০৫৩ (মোসঃ)। হাদীস– জাবের (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيُّ الصَّلٰوةِ اَفْضَلُ قَالَ طُوْلُ الْقُنُوْتِ

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হইল, কোন রকমের নামায বেশি উত্তম? হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যেই নামাযে দাঁড়ানো দীর্ঘায়িত হয়।" (তাহাজ্জুদের বয়ান)

❖ দাঁড়ানো অবস্থায় কিরাত পড়া হয়, সুতরাং দাঁড়ানো দীর্ঘায়িত হইলে কিরাত সুদীর্ঘ হইবে।

www.eelm.weebly.com

'কুনুত' শব্দের বিভিন্ন অর্থ আছে, তন্মধ্যে এ স্থলে দাঁড়ানো অর্থই নির্দিষ্ট। কারণ এই হাদীসেই আবু দাউদ শরীফের বর্ণনায় 'কুনুত' শব্দের স্থলে 'কিয়াম' শব্দ রহিয়াছে– যাহার একমাত্র অর্থ দাঁড়ানো।

❖ আলোচ্য হাদীসের তাৎপর্য ইহাই যে, রুকু-সিজদা বেশি তথা রাকাতের সংখ্যা অধিক অপেক্ষা দীর্ঘ কিরাতে নফল নামায পড়া উত্তম। পক্ষান্তরে সিজদার ফযীলত ও মাহাত্ম্য সম্পর্কেও অনেক হাদীস বর্ণিত আছে। 'রুকু-সিজদা সম্পর্কে বিভিন্ন বয়ান' পরিচ্ছেদে অনূদিত হইয়াছে। উহার তাৎপর্য এই যে, নফল নামাযে অধিক সিজদা করার সুযোগের জন্য রাকাতের সংখ্যা বেশি করা উত্তম।

❖ বেশি বেশি সিজদার মাহাত্ম্য সম্পর্কে মুসলিম শরীফের দুইখানা হাদীস 'রুকু-সিজদার বয়ান' পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে।

তাহাজ্জুদ নামাযের বয়ান

১০৫৪ (মোসঃ)। হাদীস– যুরারা (রহ.) বর্ণনা করিয়াছেন, সাআদ ইবনে হিশাম (রহ.) (তিনি মদীনাবাসী ছিলেন; মদীনায় তাঁহার জায়গা-জমি ছিল। তিনি) আল্লাহর পথে জিহাদ করিয়া জীবন কাটাইবেন– মনস্থ করিলেন। সেমতে তিনি (স্ত্রীকে তালাক দিয়া দিলেন এবং) মদীনায় আসিয়া ইচ্ছা করিলেন, তথাকার জায়গা-জমি বিক্রি করিয়া জিহাদের জন্য অস্ত্র ও ঘোড়া ক্রয় করিবেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত রোমান খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে জিহাদ করিয়া যাইবেন। মদীনায় আসিয়া তিনি মদীনাবাসী কতিপয় লোকের সঙ্গে সাক্ষাত করিলে তাঁহারা তাঁহাকে ঐ কাজে বাধা দিলেন এবং বলিলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবিত থাকাকালে ছয়জন সাহাবী এইরূপ (দুনিয়ার সর্বস্ব ত্যাগ পূর্বক জিহাদে আত্মনিয়োগ) করিতে চাহিয়াছিলেন; নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাদেরকে নিষেধ করিয়াছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন, (আল্লাহর পছন্দনীয় আমলের) নমুনা তোমাদের জন্য আমার মধ্যে যথেষ্ট নয় কি? (আমি তো দুনিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক রাখিয়াই জিহাদে অংশগ্রহণ করি।)

মদীনাবাসী সাহাবীগণ সাআদ (রহ.)কে এই বিবরণ শুনাইলে পর সাআদ (রহ.) স্বীয় এক তালাক দেওয়া স্ত্রীকে সাক্ষীর সম্মুখে পুনরায় গ্রহণ করিয়া নিলেন (এবং জায়গা-জমি বিক্রি করা হইতে বিরত থাকিলেন)।

www.eelm.weebly.com

উল্লেখিত সাআদ (রহ.) আয়েশা (রাযি.)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিতে যাইয়া তাঁহার তাহাজ্জুদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে আয়েশা (রাযি.) বলিলেন–

اَلَسْتَ تَقْرَأُ يَاَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُلْتُ بَلٰى قَالَتْ فَاِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ اِفْتَرَضَ قِيَامَ اللَّيْلِ فِى اَوَّلِ هٰذِهِ السُّوْرَةِ فَقَامَ نَبِىُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَصْحَابُهُ حَوْلًا وَاَمْسَكَ اللّٰهُ فِى اٰخِرِ هٰذِهِ السُّوْرَةِ التَّخْفِيْفَ فَصَارَ قِيَامُ اللَّيْلِ تَطَوُّعًا بَعْدَ فَرِيْضَةٍ قَالَ قُلْتُ يَا اُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْبِئِيْنِىْ عَنْ وِتْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ كُنَّا نُعِدُّ لَهُ سِوَاكَهُ وَطَهُوْرَهُ فَيَبْعَثُهُ اللّٰهُ مَا شَاءَ اَنْ يَّبْعَثَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَيَتَسَوَّكُ وَيَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّىْ تِسْعَ رَكَعَاتٍ لَا يَجْلِسُ فِيْهَا اِلَّا فِى الثَّامِنَةِ فَيَذْكُرُ اللّٰهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوْهُ ثُمَّ يَنْهَضُ وَلَا يُسَلِّمُ ثُمَّ يَقُوْمُ فَيُصَلِّى التَّاسِعَةَ ثُمَّ يَقْعُدُ فَيَذْكُرُ اللّٰهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوْهُ ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيْمًا يُسْمِعُنَا ثُمَّ يُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ وَهُوَ قَاعِدٌ فَتِلْكَ اِحْدٰى عَشْرَةَ رَكْعَةً فَلَمَّا اَسَنَّ نَبِىُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَخَذَهُ اللَّحْمُ اَوْتَرَ بِسَبْعٍ وَصَنَعَ فِى الرَّكْعَتَيْنِ مِثْلَ صَنِيْعَتِهِ الْاَوَّلِ فَتِلْكَ تِسْعٌ يَا بُنَىَّ وَكَانَ نَبِىُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا صَلّٰى صَلٰوةً اَحَبَّ اَنْ يُّدَاوِمَ عَلَيْهَا وَكَانَ اِذَا غَلَبَهُ نَوْمٌ اَوْ وَجَعٌ عَنْ قِيَامِ اللَّيْلِ صَلّٰى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَىْ عَشْرَةَ رَكْعَةً وَلَا اَعْلَمُ نَبِىَّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ الْقُرْاٰنَ كُلَّهُ فِىْ لَيْلَةٍ وَلَا صَلّٰى لَيْلَةً اِلَى الصُّبْحِ وَلَا صَامَ شَهْرًا كَامِلًا غَيْرَ رَمَضَانَ

"তুমি সূরা মুযযাম্মিল পড়িয়াছ কি? আমি বলিলাম, হাঁ। তিনি বলিলেন, মহামহিম আল্লাহ এই সূরার প্রথম অংশের বর্ণনায় তাহাজ্জুদ নামাযকে ফরয

www.eelm.weebly.com

করিয়া দিয়াছিলেন। সেমতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁহার সাহাবীগণ ফরযরূপে তাহাজ্জুদ নামায পড়িয়াছেন– এক বৎসরকাল। এই সূরার শেষ অংশের অবতরণ আল্লাহ বার মাস মূলতবী রাখিয়াছেন; অতঃপর উহা অবতীর্ণ করিয়াছেন– উহার মধ্যে তাহাজ্জুদের আদেশকে শিথিল করা হইয়াছে। সেমতে তাহাজ্জুদ নামায এক বৎসরকাল ফরয থাকার পর নফলে পরিণত হইয়াছে।

সাআদ (রহ.) বলেন, আমি পুনরায় বলিলাম, হে মুসলিম জননী! রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শেষ রাত্রে নামায সম্পর্কে পূর্ণ বৃত্তান্ত আমাকে জ্ঞাত করুন। আয়েশা (রাযি.) বলিলেন, আমরা হযরতের জন্য মিসওয়াক ও অযুর পানি তৈয়ার করিয়া রাখিতাম। রাত্রে আল্লাহ তাআলা নিজ ইচ্ছা মতে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জাগ্রত করিতেন। জাগ্রত হইয়া হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিসওয়াক করিতেন, অযু করিতেন এবং নয় রাকাত নামায পড়িতেন। (প্রতি দুই রাকাতে বসিতেন এবং নামায সমাপ্তির সালাম ফিরিতেন– এই সালাম ফিরাবিহীন) বৈঠক শুধু অষ্টম রাকাতে হইত; এই বৈঠকে তিনি আল্লাহর যিকির, ছানা-সিফাত ও তাওহীদের ঘোষণা (তথা আত্তাহিয়্যাতু) পাঠ করিতেন, অতঃপর (নামায সমাপ্তির) সালাম ফিরা ব্যতিরেকেই দাঁড়াইয়া যাইতেন এবং নবম রাকাত পড়িয়া বসিতেন– এই বৈঠকেও আল্লাহর যিকির, প্রশংসা ও তাওহীদের ঘোষণা (তথা আত্তাহিয়্যাতু) পাঠ করিতেন, তারপর (নামায সমাপ্তির) সালাম ফিরিতেন যাহা আমাদেরকে শুনাইতেন। (এইরূপে তাহাজ্জুদ নামায দুই, দুই, দুই– ছয় রাকাত হইত, আর বেতের দুই রাকাতে বৈঠকের সহিত তিন রাকাত হইত– মোট নয় রাকাত।) উক্ত সালাম ফেরার পর বসা অবস্থায় দুই রাকাত পড়িতেন। হে বৎস! এই ছিল মোট এগার রাকাত (হযরতের শেষ রাত্রের নামায)।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বয়স যখন বেশি হইল এবং তাঁহার শরীর ভারি হইয়া গেল তখন তিনি শেষ রাত্রে (তাহাজ্জুদ চার ও বেতের তিন) সাত রাকাত পড়িতেন এবং শেষে দুই রাকাত পূর্বের ন্যায়ই (বসিয়া) পড়িতেন; (সর্বমোট) ইহা হইত নয় রাকাত।

www.eelm.weebly.com

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন নামায পড়িলে উহা সদা আদায় করিতেন, তাই শেষ রাত্রের নামাযে নিদ্রা অথবা অসুস্থতা বাধা সৃষ্টি করিলে তিনি দিনের বেলায় বার রাকাত (নফল) নামায পড়িয়া নিতেন।

এইরূপ আমার মোটেই জানা নাই যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পূর্ণ কুরআন শরীফ এক রাত্রেই (তাহাজ্জুদ নামাযে) শেষ করিয়াছেন। ইহাও জানা নাই যে, তিনি ভোর পর্যন্ত সারা রাত্র নামায পড়িয়াছেন। ইহাও জানা নাই যে, রমযান ব্যতীত কোন পূর্ণ মাস তিনি রোযা রাখিয়াছেন।"

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ বেতেরের পর বসিয়া দুই রাকাত নফল– ইহা ব্যতিরেকেই এগার রাকাত অর্থাৎ বেতের তিন রাকাত, আর মূল তাহাজ্জুদ আট রাকাত– ইহা ছিল রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শেষ রাত্রে নামাযের স্বাভাবিক নিয়ম। আয়েশা (রাযি.) হইতে এইরূপ এগার রাকাতের বর্ণনাই বুখারী-মুসলিম সহ সব হাদীসের কিতাবে বর্ণিত রহিয়াছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বার্ধক্যের আরম্ভে তাহাজ্জুদের দুই রাকাত কম করিয়া দেন, ফলে বেতেরের পর বসিয়া দুই রাকাত সহ এগারো সংখ্যা পূর্ণ হয়; ইহারই বয়ান আলোচ্য হাদীসের শুরুতে রহিয়াছে। পূর্ণ বার্ধক্যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাজ্জুদ আরও দুই রাকাত কম করিয়া ছিলেন– যাহার উল্লেখ আলোচ্য হাদীসের শেষাংশে রহিয়াছে।

১০৫৫ (মোসঃ)। হাদীস– জাবের (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি–

إِنَّ فِي اللَّيْلِ لَسَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللّٰهَ خَيْرًا مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَذٰلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ

"রাত্রির মধ্যে এমন একটি সময় নিশ্চয় আছে যেই সময়টিতে কোন মুসলমান ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার নিকট দুনিয়া বা আখেরাতের কোন কল্যাণ-মঙ্গল চাহিলে তাহা অবশ্যই তিনি দিয়া থাকেন। এই শুভ সময়টি প্রত্যেক রাত্রিতে থাকে।"

১০৫৬ (মোসঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন–

www.eelm.weebly.com

يَنْزِلُ اللّٰهُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا كُلَّ لَيْلَةٍ حِيْنَ يَمْضِي ثُلُثُ اللَّيْلِ الْأَوَّلُ فَيَقُوْلُ أَنَا الْمَلِكُ أَنَا الْمَلِكُ مَنْ ذَا الَّذِي يَدْعُوْنِي فَأَسْتَجِيْبَ لَهُ مَنْ ذَا الَّذِي يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ مَنْ ذَا الَّذِي يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ فَلَا يَزَالُ كَذٰلِكَ حَتّٰى يُضِيءَ الْفَجْرُ

"প্রত্যেক রাত্রে রাত্রির এক তৃতীয়াংশ যাওয়ার পর হইতেই আল্লাহ তাআলার বিশেষ রহমত (স্বম্বলিত ঘোষণা ভূমণ্ডলের) নিকটতম আকাশে পৌঁছিয়া থাকে এবং (আল্লাহ তাআলার নিজের ভাষায়ই) ঘোষণা জারি হইতে থাকে– একমাত্র আমিই সব কিছুর মালিক-মুখতার বাদশাহ! একমাত্র আমিই সব কিছুর মালিক-মুখতার বাদশাহ! কে আছে যে আমাকে ডাকিবে, আমি তাহার ডাকে সাড়া দিব? কে আছে যে আমার নিকট চাহিবে, আমি তাহাকে দান করিব? কে আছে যে আমার নিকট ক্ষমা চাহিবে, আমি তাহাকে ক্ষমা করিব? প্রভাত হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ তাআলার এইরূপ ঘোষণা হইতে থাকে।"

১০৫৭ (মোসঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন–

يَنْزِلُ اللّٰهُ تَعَالٰى فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا لِشَطْرِ اللَّيْلِ أَوْ ثُلُثِ اللَّيْلِ الْآخِرِ فَيَقُوْلُ مَنْ يَدْعُوْنِي فَأَسْتَجِيْبَ لَهُ أَوْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ ثُمَّ يَبْسُطُ يَدَيْهِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى يَقُوْلُ مَنْ يُقْرِضُ غَيْرَ عَدُوْمٍ وَلَا ظَلُوْمٍ حَتّٰى يَنْفَجِرَ الْفَجْرُ

"রাত্রের শেষ অর্ধাংশের বা শেষ তৃতীয়াংশের আরম্ভ হইতেই ভূমণ্ডলের নিকটতম আকাশে আল্লাহ তাআলার (বিশেষ রহমত সম্বলিত ঘোষণার) অবতরণ হয় এবং আল্লাহ তাআলার তরফ হইতে বিঘোষিত হয়– কে আমাকে ডাকিবে, আমি তাহার ডাকে সাড়া দিব? কে আমার নিকট চাহিবে, আমি তাহাকে দান করিব? তারপর (যেভাবে উদাত্ত আহ্বানকারী) উভয় হাত দারাজ করিয়া (আহ্বান করে সেইরূপে উদারতার সাথে) আল্লাহ তাআলা

www.eelm.weebly.com

বলেন– কে ঋণ দিবে এমন মহানকে যিনি অভাবী নন, যিনি বিনিময় প্রদানে কম দিবেন না মোটেই। এইরূপ আহ্বান প্রভাত পর্যন্ত হইতে থাকে।"

❖ আল্লাহ তাআলার আদেশাবলী ও ঘোষণা জারি সাধারণত আরশ হইতে হইয়া থাকে– যাহা সপ্ত আকাশেরও উপরে। পক্ষান্তরে রাত্রি বেলার উল্লেখিত বিশেষ ঘোষণাবলী বান্দাগণের নিকটতম আকাশ হইতে বিঘোষিত হইয়া থাকে। ইহাতে বান্দাদের প্রতি আল্লাহর বিশেষ রহমত দৃষ্টির বিকাশ উদ্দেশ্য হইয়া থাকে।

❖ উল্লেখিত হাদীসদ্বয়ের সমষ্টি দ্বারা ইহাই সাব্যস্ত হয় যে, রাত্রি বেলা আল্লাহ তাআলার বিশেষ রহমতের ঘোষণাবলী নিকটতম আকাশ হইতে রাত্রের তৃতীয়াংশের পর হইতেই আরম্ভ হয়। ধীরে ধীরে শেষার্ধে এবং শেষ তৃতীয়াংশে ঘোষণায় অধিক তৎপরতার বিকাশ হয়। মঙ্গল ও কল্যাণের ঘোষণার সময়ই মঙ্গলকামীদের তৎপর হওয়া কর্তব্য।

❖ যেই মহানকে ঋণ দেওয়ার কথা বলা হইয়াছে সেই মহান স্বয়ং আল্লাহ তাআলা। আল্লাহ তাআলাকে ঋণ দেওয়ার অর্থ আল্লাহর আদেশ ও সন্তুষ্টি স্থলে দান-খয়রাত করা। ইহাকে ঋণ বলা হইয়াছে। এই অর্থে যে, এই দান-খয়রাতের বিনিময় প্রদানকে আল্লাহ তাআলা নিজের উপর ঋণের ন্যায় অবশ্য পরিশোধনীয় রূপে ধার্য করিয়া রাখিয়াছেন। কুরআনের অসংখ্য আয়াতে এই ভাষাই ব্যবহার করা হইয়াছে– এইরূপ দান-খয়রাতকে 'ঋণ' শব্দে ব্যক্ত করা হইয়াছে।

১০৫৮ (মোসঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন–

إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَفْتَتِحْ صَلٰوتَهُ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ

"তোমাদের কেহ রাত্রে (নামাযে) দাঁড়াইলে সে নামায আরম্ভ করিবে সংক্ষিপ্ত দুই রাকাত দ্বারা।"

❖ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিজের আমল ও নিয়ম এইরূপই ছিল বলিয়া আয়েশা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন। (মোসলেম শরীফ)

১০৫৯ (তিঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন–

www.eelm.weebly.com

أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ شَهْرُ اللّٰهِ الْمُحَرَّمِ وَأَفْضَلُ الصَّلٰوةِ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ صَلٰوةُ اللَّيْلِ

"রমযান শরীফের রোযার পরে সর্বাধিক ফযীলতের রোযা মহররম মাসের (তথা আশুরার) রোযা। আর ফরয নামাযের পরে সর্বাধিক ফযীলতের নামায রাত্রের নামায।"

১০৬০ (আঃ)। হাদীস– আয়েশা (রাযি.) বলিয়াছেন–

لَا تَدَعْ قِيَامَ اللَّيْلِ فَإِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَدَعُهُ وَكَانَ إِذَا مَرِضَ أَوْ كَسِلَ صَلّٰى قَاعِدًا

"রাত্রে তাহাজ্জুদ পড়া ছাড়িও না; রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই নামায ছাড়িতেন না। তিনি অসুস্থ বা ক্লান্ত হইলে ঐ নামায বসিয়া পড়িতেন (তবুও ছাড়িতেন না)।"

১০৬১ (আঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করিয়াছেন–

رَحِمَ اللّٰهُ رَجُلًا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلّٰى وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ فَإِنْ أَبَتْ نَضَحَ فِيْ وَجْهِهَا الْمَاءَ، رَحِمَ اللّٰهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا فَإِنْ أَبٰى نَضَحَتْ فِيْ وَجْهِهِ الْمَاءَ

"আল্লাহ রহমত বর্ষণ করুন, ঐ ব্যক্তির প্রতি যে রাত্রি বেলা নামায পড়ার জন্য জাগ্রত হইয়াছে এবং স্বীয় স্ত্রীকেও জাগ্রত করিয়াছে, স্ত্রী জাগ্রত না হইলে তাহার চেহারায় পানির ছিটা দিয়াছে। আল্লাহ রহমত বর্ষণ করুন ঐ মহিলার প্রতি যে রাত্রি বেলা নামায পড়ার জন্য জাগ্রত হইয়াছে এবং স্বামীকেও জাগ্রত করিয়াছে– স্বামী জাগ্রত না হইলে তাহার মুখে পানি ছিটা দিয়াছে।"

১০৬২ (আঃ)। হাদীস– ওমর (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন–

www.eelm.weebly.com

مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَقَرَأَهُ مَا بَيْنَ صَلٰوةِ الْفَجْرِ وَصَلٰوةِ الظُّهْرِ كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ

"যে ব্যক্তি তাহাজ্জুদ নামাযে তাহার নির্ধারিত কুরআন তেলাওয়াত হইতে ঘুমের দরুন সম্পূর্ণ বা আংশিক বঞ্চিত থাকিয়া যায়, অতঃপর সেই তেলাওয়াত (নফল নামাযে) পূর্ণ করিয়া নেয়– ফজর ও জোহর নামাযের মধ্যভাগে তাহার এই তেলাওয়াতে রাত্রে তাহাজ্জুদ নামাযে তেলাওয়াত সমতুল্য সওয়াব (তাহার আমলনামায়) লিখিয়া দেওয়া হইবে।"

১০৬৩ (আঃ)। হাদীস– হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযি.) ও আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন–

إِذَا أَيْقَظَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّيَا رَكْعَتَيْنِ جَمِيعًا كُتِبَا فِي الذَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرَاتِ

"কোন ব্যক্তি রাত্রি বেলা স্বীয় স্ত্রীকে জাগ্রত করিয়া যদি উভয়ে শুধু দুই রাকাত নামাযও পড়ে তবে (আল্লাহর দরবারে) তাঁহারা আল্লাহকে স্মরণকারী পুরুষ ও স্মরণকারিণী মহিলাদের অন্তর্গত গণ্য হইবেন।"

❖ পবিত্র কুরআন ২২ পারা ২ রুকুতে ঐ বিশেষ বিশেষ গুণীন শ্রেণীদের বর্ণনা দিয়াছেন যাঁহাদের জন্য ক্ষমা এবং বৃহৎ প্রতিদান ও বিনিময়ের ঘোষণা রহিয়াছে। সেই আয়াতের শেষ ভাগে আছে–

وَالذَّاكِرِينَ اللّٰهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

"আর যেসব পুরুষ আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ করে এবং যেসব মহিলা– তাহাদের জন্য আল্লাহ তাআলা ক্ষমা ও বৃহৎ প্রতিদান বা বিনিময় তৈয়ার করিয়া রাখিয়াছেন।"

আলোচ্য হাদীসে উল্লেখিত স্বামী-স্ত্রীকে উক্ত সুসংবাদের পাত্র বলা হইয়াছে।

১০৬৪ (আঃ)। হাদীস– আয়েশা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন–

www.eelm.weebly.com

مَا مِنْ امْرِئٍ تَكُونُ لَهُ صَلٰوةٌ بِلَيْلٍ يَغْلِبُهُ عَلَيْهَا نَوْمٌ اِلَّا كُتِبَ لَهُ اَجْرُ صَلَاتِهِ وَكَانَ نَوْمُهُ عَلَيْهِ صَدَقَةً

"যে কোন ব্যক্তির তাহাজ্জুদ নামায অভ্যাসগত থাকিলে এবং কোন রাত্রের নিদ্রা তাহাকে উহা হইতে বঞ্চিত রাখিলে তাহার জন্য ঐ রাত্রের তাহাজ্জুদ নামাযের সওয়াব লিপিবদ্ধ করা হইবে এবং তাহার ঐ নিদ্রা (আল্লাহর তরফ হইতে) তাহার প্রতি বিশেষ দান পরিগণিত হইবে।"

১০৬৫ (নাঃ)। হাদীস– আবু দারদা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন–

مَنْ اَتٰى فِرَاشَهُ وَهُوَ يَنْوِيْ اَنْ يَقُوْمَ يُصَلِّيْ مِنَ اللَّيْلِ فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ حَتّٰى اَصْبَحَ كُتِبَ لَهُ مَا نَوٰى وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ

"যে ব্যক্তি নিজ বিছানায় (শুইবার জন্য) আসে এবং তখন তাহার ইচ্ছা থাকে, সে জাগ্রত হইবে এবং রাত্রে নামায পড়িবে। কিন্তু (নিদ্রার দরুন) তাহার চক্ষুদ্বয় তাহাকে পরাজিত করিল– এমনকি প্রভাত হইয়া গেল। তাহার জন্য তাহার ইচ্ছাকৃত বস্তুর তথা তাহাজ্জুদ নামাযের সওয়াব (আমলনামায়) লিখিয়া দেওয়া হইবে এবং তাহার ঐ নিদ্রা মহামহিম আল্লাহর তরফ হইতে তাহার জন্য বিশেষ দান পরিগণিত হইবে।"

১০৬৬ (নাঃ)। হাদীস– আবু যর (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন–

ثَلٰثَةٌ يُحِبُّهُمُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ رَجُلٌ اَتٰى قَوْمًا فَسَاَلَهُمْ بِاللّٰهِ وَلَمْ يَسْاَلْهُمْ بِقَرَابَةٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ فَمَنَعُوْهُ فَتَخَلَّفَهُمْ رَجُلٌ بِاَعْقَابِهِمْ فَاَعْطَاهُ سِرًّا - لَا يَعْلَمُ بِعَطِيَّتِهِ اِلَّا اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَالَّذِيْ اَعْطَاهُ وَقَوْمٌ سَارُوْا لَيْلَتَهُمْ حَتّٰى اِذَا كَانَ النَّوْمُ اَحَبَّ اِلَيْهِمْ مِمَّا يَعْدِلُ بِهِ نَزَلُوْا فَوَضَعُوْا رُؤُسَهُمْ فَقَامَ يَتَمَلَّقُنِيْ وَيَتْلُوْ اٰيَاتِيْ وَرَجُلٌ كَانَ فِيْ سَرِيَّةٍ فَلَقُوا الْعَدُوَّ فَانْهَزَمُوْا فَاَقْبَلَ بِصَدْرِهِ حَتّٰى يُقْتَلَ اَوْ يُفْتَحَ لَهُ

www.eelm.weebly.com

"তিন শ্রেণীর মানুষ মহামহিম আল্লাহ তাঁহাদিগকে ভালবাসেন। একদল লোকের নিকট সাহায্যপ্রার্থী আসিয়া কোন আত্মীয়তার সূত্রে নয়– একমাত্র আল্লাহর ওয়াস্তে সাহায্য চাহিয়াছে; লোকেরা সকলেই তাহাকে সাহায্য দানে বিরত রহিয়াছে। এক ব্যক্তি ঐ লোকদের হইতে ভিন্ন হইয়া সাহায্যপ্রার্থীকে অতি গোপনে দান করিয়াছে; তাহার ঐ দান সম্পর্কে একমাত্র মহামহিম আল্লাহ ও সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তি ভিন্ন আর কেহই জানিতে পারে নাই। (আল্লাহর বিশেষ প্রিয় তিন শ্রেণীর মানুষের মধ্যে এক হইল এই শ্রেণীর দাতা।)

একদল লোক রাত্রে ভ্রমণ করিতেছে, যখন তাহারা নিদ্রার প্রতি সর্বাধিক লালায়িত হইয়াছে এবং বিশ্রামে অবতরণ পূর্বক সকলে নিদ্রামগ্ন হইয়া পড়িয়াছে, (আল্লাহ তাআলা বলেন) ঐ অবস্থায় তাহাদের একজন লোক (নিদ্রামগ্ন হওয়ার পরিবর্তে নামাযে) দাঁড়াইয়া আমার নিকট কাকুতি-মিনতি করে এবং আমার (কালামে পাকের) আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করিতে থাকে। (আল্লাহর প্রিয় তিন শ্রেণীর এক শ্রেণী এইরূপ ব্যক্তি।)

এক ব্যক্তি সৈন্য দলের সহিত জিহাদে গিয়াছে, যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে, সৈন্য দল পশ্চাদপদ হইয়াছে– এমতাবস্থায় ঐ ব্যক্তি বুক পাতিয়া সম্মুখে অগ্রসর হইয়াছে; শহীদ হওয়া বা বিজয় লাভ পর্যন্ত অগ্রমুখীই থাকে। (আল্লাহর প্রিয় তিন শ্রেণীর এক শ্রেণী এইরূপ ব্যক্তিও।)

১০৬৭ (নাঃ)। হাদীস– হুমায়দ ইবনে আবদুর রহমান (রহ.) হইতে বর্ণিত আছে, একজন সাহাবী বর্ণনা করিয়াছেন–

قُلْتُ وَأَنَا فِيْ سَفَرٍ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّٰهِ لَأَرْقُبَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِصَلٰوةٍ حَتّٰى أَرٰى فِعْلَهُ فَلَمَّا صَلّٰى صَلٰوةَ الْعِشَاءِ وَهِيَ الْعَتَمَةُ اِضْطَجَعَ هَوِيًّا مِّنَ اللَّيْلِ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ فَنَظَرَ فِي الْأُفُقِ فَقَالَ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا حَتّٰى بَلَغَ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ثُمَّ أَهْوٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلٰى فِرَاشِهِ فَاعْتَلَّ مِنْهُ سِوَاكًا ثُمَّ أَفْرَغَ فِيْ قَدَحٍ مِنْ اِدَاوَةٍ عِنْدَهُ مَاءً فَاسْتَنَّ ثُمَّ قَامَ فَصَلّٰى حَتّٰى قُلْتُ قَدْ صَلّٰى قَدْ رَمَا نَامَ ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتّٰى قُلْتُ قَدْ نَامَ

www.eelm.weebly.com

قَدْرَمَا صَلَّى ثُمَّ اسْتَيْقَظَ فَفَعَلَ كَمَا فَعَلَ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ فَفَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ قَبْلَ الْفَجْرِ

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত এক সফরে আমি ছিলাম। আমি মনে মনে পণ করিলাম, আমি অবশ্যই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিব নামাযের সময়ে; যেন আমি তাঁহার কার্যকলাপ ভালরূপে প্রত্যক্ষ করিতে পারি। তিনি ইশার নামায পড়ার পর নিদ্রা গেলেন– রাত্রের কিছু অংশ। তারপর জাগ্রত হইলেন এবং আকাশ প্রান্তে তাকাইয়া 'রাব্বানা মা খালাকতা হাজা বাতেলা ইন্নাকা লা তুখলিফুল মীআদ' পর্যন্ত কতিপয় আয়াত তেলাওয়াত করিলেন। এরপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় বিছানায় হাত দিলেন এবং উহা হইতে মিসওয়াক বাহির করিলেন। অতঃপর তাঁহার নিকট রক্ষিত একটি ছোট মশক হইতে পাত্রে পানি নিলেন এবং মিসওয়াক করিলেন (অযু করার হয়ত প্রয়োজন হয় নাই; নবীগণের নিদ্রায় অযু বিনষ্ট হয় না)। অতঃপর নামাযে দাঁড়াইলেন– আমার ধারণায় যত সময় নিদ্রায় ছিলেন ঐ পরিমাণ সময় নামায পড়িলেন। তারপর আবার নিদ্রা গেলেন– আমার ধারণায় যত সময় নামায পড়িয়াছেন ঐ পরিমাণ সময় শয়ন করিয়াছেন। অতঃপর পুনরায় জাগ্রত হইয়াছেন এবং প্রথম বারের ন্যায়ই কাজ করিয়াছেন আয়াতও পড়িয়াছেন। এইভাবে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের পূর্বে তিনবার শুইলেন ও জাগ্রত হইলেন।"

১০৬৮ (নাঃ)। হাদীস– ইয়ালা (রহ.) বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি নবী পত্নী উম্মে সালামা (রাযি.)কে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তাহাজ্জুদ নামায এবং সেই নামাযে তাঁহার কুরআন পড়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন–

فَقَالَتْ مَا لَكُمْ وَصَلَاتَهُ كَانَ يُصَلِّي ثُمَّ يَنَامُ قَدْرَمَا صَلّٰى ثُمَّ يُصَلِّي قَدْرَمَا نَامَ ثُمَّ يَنَامُ قَدْرَمَا صَلّٰى حَتّٰى يُصْبِحَ ثُمَّ نَعَتَتْ لَهُ قِرَاءَتَهُ فَإِذَا هِيَ تَنْعَتُ قِرَاءَةً مُفَسَّرَةً حَرْفًا حَرْفًا

www.eelm.weebly.com

"উম্মে সালামা (রাযি.) দীর্ঘ নিঃশ্বাসে বলিলেন, তোমরা হযরতের নামায সম্পর্কে জ্ঞাত হইয়া কি করিতে পারিবে? হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (ইশার পর নফল) নামায পড়িতে থাকিতেন, তারপর ঘুমাইতেন– যেই পরিমাণ সময় নামায পড়িয়াছেন। তারপর আবার নামায পড়িতেন– যেই পরিমাণ সময় ঘুমাইতেন। তারপর আবার ঘুমাইতেন প্রভাত হওয়া পর্যন্ত– যেই পরিমাণ সময় নামায পড়িয়াছেন। অতঃপর উম্মে সালামা (রাযি.) হযরতের কুরআন পড়ার আকার ও রূপ ব্যক্ত করিলেন– প্রতিটি অক্ষর পরিষ্কার পরিষ্কার পড়া ব্যক্ত করিতে ছিলেন।"

❖ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তাহাজ্জুদ পড়ার সাধারণ নিয়ম তো ইহাই ছিল যে, একবার শেষ রাত্রে জাগ্রত হইতেন এবং প্রভাত উদিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত একটানা নামায পড়িতেন, নামায শেষে কিছু সময় নিদ্রায় বা নিদ্রাহীন আরাম করিতেন অথবা বিবির সহিত কথাবার্তা বলিতেন। মুয়াজ্জিন আসিয়া জামাতের সংবাদ দিলে মসজিদে চলিয়া যাইতেন।

কোন কোন সময় হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনঃ পুনঃ জাগ্রত হইয়াও তাহাজ্জুদ নামায পড়িতেন– যাহা উল্লেখিত হাদীসদ্বয়ে বর্ণিত হইল। এতদ্ভিন্ন অতি বিরল হইলেও সময়ে বিশেষ কোন আবেগের আকর্ষণে সারা রাত্রও নামায পড়িয়াছেন, যথা নিম্নের হাদীস।

১০৬৯ (নাঃ)। হাদীস– খাব্বাব (রাযি.) যিনি বদর জিহাদে অংশগ্রহণকারী ছিলেন, তিনি বর্ণনা করিয়াছেন–

اِنَّهُ رَاقِبُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ لَيْلَةٍ صَلَّاهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّهَا حَتّٰى كَانَ مَعَ الْفَجْرِ فَلَمَّا سَلَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ صَلَاتِهِ جَاءَهُ خَبَّابٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ بِاَبِيْ اَنْتَ وَاُمِّيْ لَقَدْ صَلَّيْتَ اللَّيْلَةَ صَلٰوةً مَا رَاَيْتُكَ صَلَّيْتَ نَحْوَهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَجَلْ اِنَّهَا صَلٰوةُ رَغْبَةٍ وَرَهْبَةٍ سَاَلْتُ رَبِّيْ فِيْهَا ثَلٰثَ خِصَالٍ فَاَعْطَانِيْ اثْنَتَيْنِ وَمَنَعَنِيْ وَاحِدَةً سَاَلْتُ رَبِّيْ عَزَّ وَجَلَّ اَنْ لَّا يُهْلِكَنَا بِمَا اَهْلَكَ بِهِ الْاُمَمَ قَبْلَنَا فَاَعْطَا

www.eelm.weebly.com

فِيهَا وَسَأَلْتُ رَبِّي أَنْ لَا يُظْهِرَ عَلَيْنَا عَدُوًّا مِنْ غَيْرِنَا فَأَعْطَانِيهَا وَسَأَلْتُ رَبِّي أَنْ لَا يُلْبِسَنَا شِيَعًا فَمَنَعَنِيهَا

"তিনি (সফর অবস্থায়) এক রাত্রে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য নিবদ্ধ রাখিলেন। ঐ রাত্রে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রভাত উদিত হওয়া পর্যন্ত সারা রাত্র নামায পড়িয়াছিলেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায ক্ষান্ত করার সালাম ফিরিলে পর (ঘটনা বর্ণনাকারী সাহাবী) খাব্বাব (রাযি.) তাঁহার নিকটে আসিলেন এবং আরজ করিলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমার মাতা-পিতা আপনার চরণে উৎসর্গ– আপনি অদ্য রাত্রে যে নামায পড়িয়াছেন ঐরূপ নামায পড়িতে আপনাকে আর কখনও দেখি নাই। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, ঠিকই বলিয়াছ। আমার এই নামায ছিল, আল্লাহর দরবারে বাসনা ও ভীতি নিবেদনের আবেগপূর্ণ। এই নামাযে আমি আমার পরওয়ারদেগারের নিকট তিনটি বস্তুর আবদার করিয়াছি। দুইটি গ্রহণ করিয়াছেন, একটি গ্রহণ করেন নাই। আমি আমার মহামহিম পরওয়ার-দেগারের নিকট আবদার করিয়াছি যে, পূর্ববর্তী উম্মতগণকে (সর্বগ্রাসী খোদায়ী আযাব ও গযব দ্বারা) যেরূপে (সকলকে) ধ্বংস করিয়াছেন ঐরূপ আমার উম্মতকে যেন (এক সঙ্গে) ধ্বংস না করেন। আল্লাহ তাআলা আমার এই আবদার গ্রহণ করিয়াছেন। আমি আমার পরওয়ারদেগারের নিকট এই আবদারও করিয়াছি যে, (আমাদের (মুসলমান সমাজের) উপর বিজাতিকে প্রবল (করিয়া আমাদের জাতিকে বিলুপ্ত করিয়া দেওয়ার সুযোগ প্রদান) না করেন। আল্লাহ তাআলা আমার এই আবদারও গ্রহণ করিয়াছেন। আমি আমার পরওয়ারদেগারের নিকট এই আবদারও করিয়াছিলাম যে, আমাদের (জাতি)কে খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত করিয়া পরস্পর যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত না করেন। আল্লাহ তাআলা আমার এই আবদার গ্রহণ করেন নাই।"

❖ নফল নামাযের মধ্যে রুকু-সিজদা, দাঁড়ানো এবং বসা– সর্বাবস্থায়ই দোয়া করা যায়।

১০৭০ (ইঃ)। হাদীস– জাবের (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন–

www.eelm.weebly.com

مَنْ كَثُرَتْ صَلٰوتُهٗ بِاللَّيْلِ حَسُنَ وَجْهُهٗ بِالنَّهَارِ

"রাত্রি বেলায় যেই ব্যক্তির নামায বেশি হইবে দিনের বেলায় সেই ব্যক্তির চেহারা সুন্দর ও উজ্জ্বল হইবে।"

১০৭১ (ইঃ)। হাদীস– হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

لَمَّا قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ اِنْجَفَلَ النَّاسُ اِلَيْهِ وَقِيْلَ قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجِئْتُ فِى النَّاسِ لِاَنْظُرَ اِلَيْهِ فَلَمَّا اسْتَبَنْتُ وَجْهَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَفْتُ اَنَّ وَجْهَهٗ لَيْسَ بِوَجْهِ كَذَّابٍ فَكَانَ اَوَّلُ شَيْءٍ تَكَلَّمَ بِهٖ اَنْ قَالَ يَاَيُّهَا النَّاسُ اَفْشُوا السَّلَامَ وَاَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ

"যখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় পৌছিলেন, লোকজন তাঁহার প্রতি ছুটিয়া চলিল এবং বলা হইতেছিল, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসিয়াছেন– রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসিয়াছেন। তখন আমিও লোকদের সাথে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখিবার জন্য আসিলাম। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা মোবারক লক্ষ্য করার সাথে সাথে আমার বিশ্বাস জন্মিয়া গেল যে, নিশ্চয় এই চেহারা মিথ্যাবাদীর চেহারা নয়। ঐ সময় হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বপ্রথম যে কথা বলিয়াছিলেন তাহা এই– হে লোক সকল! তোমরা পরস্পর সালামের খুব চর্চা করিও, খাদ্য দান করিও, রাত্রি বেলায় লোকদের ঘুমাইয়া থাকার সময় নামায পড়িও। বিনা ক্লেশে বেহেশতে পৌছিতে পারিবে।"

১০৭২ (মেঃ)। হাদীস– আবু উমামা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন–

www.eelm.weebly.com

عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِيْنَ قَبْلَكُمْ وَهُوَ قُرْبَةٌ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ وَمَكْفَرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ وَمَنْهَاةٌ عَنِ الْإِثْمِ (رواه الترمذى)

"তোমরা অবশ্যই রাত্রে নামাযের জন্য উঠিবে। নিশ্চয় ইহা তোমাদের পূর্ববর্তী সকল নেক লোকদের নীতি ও অভ্যাস ছিল এবং ইহা দ্বারা তোমাদের পরওয়ারদেগারের নৈকট্য তোমাদের লাভ হইবে। আর ইহা সব রকম গোনাহ মাফের উপায় এবং পাপ হইতে ফিরাইয়া রাখার বস্তু।"

১০৭৩ (মেঃ)। হাদীস– আবু সাঈদ খুদরী (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন–

ثَلَاثَةٌ يَضْحَكُ اللّٰهُ إِلَيْهِمْ اَلرَّجُلُ إِذَا قَامَ بِاللَّيْلِ يُصَلِّي وَالْقَوْمُ إِذَا صَفُّوْا فِي الصَّلٰوةِ وَالْقَوْمُ إِذَا صَفُّوْا فِيْ قِتَالِ الْعَدُوِّ (شرح السنة)

"তিন শ্রেণীর মানুষ যাহাদের প্রতি আল্লাহ তাআলা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন– ১. কোন ব্যক্তি যখন রাত্রে নামাযে দাঁড়ায়। ২. যেসব লোক নামাযে সারি বাঁধিয়া দাঁড়ায়। ৩. যেসব লোক ইসলামের শত্রুর মোকাবেলায় জিহাদে সারিবদ্ধ হয়।"

১০৭৪ (মেঃ)। হাদীস– আমর ইবনে আবাছা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন–

أَقْرَبُ مَا يَكُوْنُ الرَّبُّ مِنَ الْعَبْدِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ الْآخِرِ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُوْنَ مِمَّنْ يَذْكُرُ اللّٰهَ فِيْ تِلْكَ السَّاعَةِ فَكُنْ (ترمذى)

"প্রভু-পরওয়ারদেগার বান্দার সর্বাধিক নিকটবর্তী হইয়া থাকেন রাত্রের শেষ ভাগের মধ্যে। ঐ সময়ে আল্লাহকে স্মরণ করায় লিপ্ত লোকদের দলভুক্ত হওয়ার কোনরূপ সামর্থ্য তোমার থাকিলে অবশ্যই হইও।"

১০৭৫ (মেঃ)। হাদীস– আবু মালেক আশআরী (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন–

www.eelm.weebly.com

إِنَّ فِي الْجَنَّةِ غُرَفًا يُرَى ظَاهِرُهَا مِنْ بَاطِنِهَا وَبَاطِنُهَا مِنْ ظَاهِرِهَا أَعَدَّهَا اللّٰهُ لِمَنْ أَلَانَ الْكَلَامَ وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ وَتَابَعَ الصِّيَامَ وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ (بيهقى ترمذى)

"বেহেশতের মধ্যে এমন শিশমহল (আয়নার তৈরি বালাখানা) রহিয়াছে যাহার ভিতর হইতে বাহির এবং বাহির হইতে ভিতর পরিদৃষ্ট হয়। আল্লাহ তাআলা ঐ শ্রেণীর মহল তৈরি করিয়া রাখিয়াছেন এমন লোকদের জন্য যে নরম ও মোলায়েমভাবে কথা বলায় অভ্যস্ত, খাদ্য দানে অভ্যস্ত, ঘন ঘন রোযা রাখায় অভ্যস্ত এবং রাত্রি বেলা লোকদের ঘুমাইয়া থাকার সময় নামায পড়ায় অভ্যস্ত।"

১০৭৬ (মেঃ)। হাদীস– হযরত উসমান ইবনে আবুল আছ (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ كَانَ لِدَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنَ اللَّيْلِ سَاعَةٌ يُوْقِظُ فِيْهَا أَهْلَهُ يَقُوْلُ يَا آلَ دَاوُدَ قُوْمُوْا فَصَلُّوْا إِنَّ هٰذِهِ سَاعَةٌ يَسْتَجِيْبُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيْهَا الدُّعَاءَ إِلَّا لِسَاحِرٍ أَوْ عَشَّارٍ (احمد)

"আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি, দাউদ আলাইহিস সালাম নিজ পরিবারের লোকজনকে রাত্রের বিশেষ অংশে জাগ্রত করিয়া দিতেন এবং বলিতেন, হে দাউদ পরিবার! উঠ এবং নামায পড়; ইহা এমন একটি সময় যে সময়ে মহামহিম আল্লাহ তাআলা দোয়া কবুল করিয়া থাকেন– দুই শ্রেণী লোকের দোয়া ব্যতীত। ১. যাদুকর। ২. ট্যাক্স আদায়কারী (যাহারা জনসাধারণের উপর অন্যায় করিয়া থাকে)।"

১০৭৭ (মেঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি–

أَفْضَلُ الصَّلٰوةِ بَعْدَ الْمَفْرُوْضَةِ صَلَاةٌ فِيْ جَوْفِ اللَّيْلِ (احمد)

www.eelm.weebly.com

"ফরয নামাযের (মান-মর্যাদা, ফযীলত ও সওয়াবের) পরেই সর্বোত্তম নামায গভীর রাত্রের (তথা তাহাজ্জুদ) নামায।"

১০৭৮ (মেঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) বর্ণনা করেন–

جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِنَّ فُلَانًا يُصَلِّيْ بِاللَّيْلِ فَاِذَا اَصْبَحَ سَرَقَ فَقَالَ اِنَّهُ سَيَنْهَاهُ مَا تَقُوْلُ (احمد - بيهقى)

"এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিল এবং বলিল, অমুক ব্যক্তি রাত্রে (তাহাজ্জুদ) নামায পড়ে, অতঃপর ভোর হইলে চুরি করে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, নিশ্চয় তাহার তাহাজ্জুদ নামায পড়ার অভ্যাস অচিরেই তাহাকে তোমার বর্ণিত দোষ হইতে বাধা প্রদান করিবে।"

১০৭৯ (মেঃ)। হাদীস– ইবনে আব্বাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন–

اَشْرَافُ اُمَّتِيْ حَمَلَةُ الْقُرْاٰنِ وَاَصْحَابُ اللَّيْلِ (بيهقى)

"আমার উম্মতের মধ্যে অধিক মর্যাদাবান ঐ লোকগণ যাহারা কুরআন বহনকারী ও রাত্রে জাগরণকারী।"

❖ কুরআন বহনের সর্বোচ্চ ধাপ হইল নিজ আমলে ও চরিত্রের কুরআনের বাস্তবায়ন, পরবর্তী ধাপ হইল– কুরআনের শিক্ষা ও প্রচার, তার পরবর্তী ধাপ হইল– উহা কণ্ঠস্থ করা।

১০৮০ (মেঃ)। হাদীস– আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন–

عَجِبَ رَبُّنَا مِنْ رَجُلَيْنِ رَجُلٌ ثَارَ عَنْ وَطَائِهِ وَلِحَافِهِ مِنْ بَيْنِ حُبِّهِ وَاَهْلِهِ اِلٰى صَلَاتِهِ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ لِمَلَائِكَتِهِ انْظُرُوْا اِلٰى عَبْدِيْ ثَارَ عَنْ فِرَاشِهِ وَوَطَائِهِ مِنْ بَيْنِ حُبِّهِ وَاَهْلِهِ اِلٰى صَلَاتِهِ رَغْبَةً فِيْمَا عِنْدِيْ وَشَفَقًا مِمَّا عِنْدِيْ وَرَجُلٌ غَزَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَانْهَزَمَ مَعَ اَصْحَابِهِ

www.eelm.weebly.com

فَعَلِمَ مَا عَلَيْهِ فِي الْانْهِزَامِ وَمَا لَهُ فِي الرُّجُوْعِ فَرَجَعَ حَتّٰى هُرِيْقَ دَمُهُ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ لِمَلَائِكَتِهِ انْظُرُوْا اِلٰى عَبْدِي رَجَعَ رَغْبَةً فِيْمَا عِنْدِي وَشَفَقًا مِمَّا عِنْدِي حَتّٰى هُرِيْقَ دَمُهُ (شرح السنة)

"আমাদের পরওয়ারদেগার দুই শ্রেণী মানুষের প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন। ১. যেই ব্যক্তি নিজ প্রিয়তম স্ত্রী-পুত্রের বন্ধু-বান্ধবের মধ্য হইতে নরম বিছানা ও রাজাই ছাড়িয়া তাহার নামাযে দাঁড়ায়। আল্লাহ তাআলা আপন ফেরেশতাগণকে বলেন, আমার বান্দাকে দেখ! সে নিজের নরম বিছানা ও শয্যা ছাড়িয়া প্রিয়তম স্ত্রী-পুত্রের ও বন্ধু-বান্ধবের মধ্য হইতে লাফাইয়া উঠিয়াছে তাহার নামাযের প্রতি; আমার নিকট যে পুরস্কার রহিয়াছে উহার বাসনায় এবং যে আযাব রহিয়াছে উহার ভয়ে। ২. যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে গিয়াছে এবং নিজ সঙ্গীদের সাথে পরাজয় বরণে পশ্চাদপদ হইয়াছে, তারপর সে লক্ষ্য করিয়াছে– পশ্চাদপদ হওয়ায় কি গোনাহ এবং পুনঃ অগ্রসর হওয়ায় কি সওয়াব। সঙ্গে সঙ্গে পুনঃ অগ্রসর হইয়াছে– স্বীয় রক্ত বহাইয়া দেওয়া পর্যন্ত অগ্রগামী রহিয়াছে। আল্লাহ তাআলা আপন ফেরেশতাগণকে বলেন, আমার বান্দাকে দেখ! আমার নিকট যে পুরস্কার রহিয়াছে উহার বাসনায় এবং যে আযাব রহিয়াছে উহার ভয়ে সে পুনঃ অগ্রসর হইয়াছে– নিজের রক্ত বহাইয়া দেওয়া পর্যন্ত অগ্রগামী রহিয়াছে!"

মাসআলা ঃ তাহাজ্জুদ নামায কিরাতের পরিমাণ অন্যান্য নামাযের ন্যায় নিজ নিজ সঙ্গতি অনুযায়ী হইবে– ইহা যথেষ্ট। যাহাদের লম্বা কিরাত পড়ার সঙ্গতি আছে তাহাদের পক্ষে দুই পন্থায় উভয়টিরই অবকাশ আছে, নিজ নিজ মনের তৃপ্তি ও রুচি অনুযায়ী যে কোনটি অবলম্বন করিতে পারিবে– রাকাতের সংখ্যা কম করিয়া কিরাত লম্বা করিতে পারে এবং ছোট ছোট কিরাত পড়িয়া রাকাতের সংখ্যা বেশি করিতে পারে, যাহাতে সিজদা অধিক সংখ্যায় হয়। উভয় পন্থাই নিজ নিজ ফযীলতে উত্তম বলিয়া হাদীসে উল্লেখ আছে– যাহা পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মধ্যম পরিমাণের কিরাত সাধারণত পড়িতেন, সময়ে দীর্ঘাপেক্ষা অতি দীর্ঘ কিরাতও হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পড়িয়াছেন।

www.eelm.weebly.com

১০৮১ (আঃ) । হাদীস– আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন–

مَنْ قَامَ بِعَشْرِ اٰيَاتٍ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِيْنَ وَمَنْ قَامَ بِمِائَةِ اٰيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْقَانِتِيْنَ وَمَنْ قَامَ بِاَلْفِ اٰيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْمُقَنْطَرِيْنَ

"যে ব্যক্তি সর্বমোট দশটি আয়াত দ্বারা তাহাজ্জুদ নামায পড়ার সুযোগ নিয়াছে তাহাকে আল্লাহভোলাদের দলভুক্ত করা হইবে না। যে ব্যক্তি একশত আয়াত দ্বারা তাহাজ্জুদ পড়িয়াছে তাহাকে আল্লাহ-নুরভক্তদের দলভুক্ত গণ্য করা হইবে। আর যে ব্যক্তি এক হাজার আয়াত দ্বারা তাহাজ্জুদ নামায পড়িয়াছে তাহাকে (আখেরাতের) ধনাঢ্য সাব্যস্ত করা হইবে।"

১০৮২ (আঃ) । হাদীস– আবু মাসউদ (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَأَ الْاٰيَتَيْنِ مِنْ اٰخِرِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ فِىْ لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি রাত্রে (তাহাজ্জুদ নামাযে) সূরা বাকারার শেষ অংশ হইতে দুইটি আয়াত পাঠ করিবে উহাও তাহার জন্য (তাহাজ্জুদ আদায়ের কর্তব্য সম্পাদনে) যথেষ্ট পরিগণিত হইবে।"

১০৮৩ (আঃ) । হাদীস– ইবনে আব্বাস (রাযি.) বর্ণনা করেন–

بِتُّ عِنْدَ خَالَتِىْ مَيْمُوْنَةَ فَقَامَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّىْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلّٰى ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنْهَا رَكْعَتَا الْفَجْرِ جُزِرَتْ قِيَامُهُ فِىْ كُلِّ رَكْعَةٍ بِقَدْرِ يَا اَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ

"আমি আমার খালা (নবী-পত্নী) মায়মুনা (রাযি.)-এর গৃহে রাত্রি যাপন করিয়াছি। (দেখিয়াছি) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাত্রে নামায পড়িতে উঠিয়াছেন এবং মোট তের রাকাত নামায পড়িয়াছেন– যাহার মধ্যে (প্রভাত উদয়ের পর) ফজরের দুই রাকাত সুন্নাতও শামিল। (রাত্রের তাহাজ্জুদ

www.eelm.weebly.com

নামাযের) প্রতি রাকাতের (কিরাত পড়ায়) হযরতের দাঁড়াইয়া থাকার অনুমান আমি করিয়াছি, উহা সূরা মুযযাম্মিল পাঠ করার পরিমাণ ছিল।"

১০৮৪ (মোসঃ)। হাদীস– হযরত যায়েদ ইবনে খালেদ জুহানী (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

لَارْمُقَنَّ صَلٰوةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّيْلَةَ (قَالَ فَتَوَسَّدْتُ عَتَبَتَهُ) فَصَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ طَوِيْلَتَيْنِ طَوِيْلَتَيْنِ طَوِيْلَتَيْنِ ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُوْنَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُوْنَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُوْنَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُوْنَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ثُمَّ اَوْتَرَ فَذٰلِكَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً

"(একদা সফর অবস্থায় পণ করিলাম–) অবশ্যই আমি অদ্য রাত্রে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের (তাহাজ্জুদ) নামায ভালভাবে লক্ষ্য করিব। এই পণ নিয়া আমি হযরতের তাবুর নিকট বিছানা পাতিলাম। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (শেষ রাত্রে) প্রথমে দুই রাকাত সংক্ষিপ্ত নামায পড়িলেন। তারপর দুই রাকাত নামায পড়িলেন দীর্ঘ অতি দীর্ঘ অতি দীর্ঘ। তারপর দুই রাকাত নামায পড়িলেন পূর্ববর্তী দুই রাকাত অপেক্ষা খাট, তারপর দুই রাকাত পূর্বের দুই রাকাত অপেক্ষা খাট, তারপর দুই রাকাত পূর্বের অপেক্ষা খাট, তারপর দুই রাকাত পড়িলেন পূর্বের অপেক্ষাও খাট, তারপর (এই দুই রাকাতের সঙ্গেই এক রাকাত মিলাইয়া) বেতের পড়িলেন– এই হইল মোট তের রাকাত।"

১০৮৫ (নাঃ)। হাদীস– হুযায়ফা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَافْتَتَحَ الْبَقَرَةَ فَقُلْتُ يَرْكَعُ عِنْدَ الْمِائَةِ ثُمَّ مَضٰى فَقُلْتُ يُصَلِّيْ بِهَا فِيْ رَكْعَةٍ فَمَضٰى فَقُلْتُ يَرْكَعُ بِهَا ثُمَّ افْتَتَحَ النِّسَاءَ فَقَرَأَهَا ثُمَّ افْتَتَحَ اٰلَ

www.eelm.weebly.com

عِمْرَانَ فَقَرَأَهَا يَقْرَأُ مُتَرَسِّلاً إِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا تَسْبِيحٌ سَبَّحَ وَإِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ سَأَلَ وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ تَعَوَّذَ ثُمَّ رَكَعَ فَجَعَلَ يَقُولُ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ فَكَانَ رُكُوعُهُ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِ ثُمَّ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ قَامَ طَوِيلاً كَرِيبًا مِمَّا رَكَعَ ثُمَّ سَجَدَ فَقَالَ سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى فَكَانَ سُجُودُهُ قَرِيبًا مِنْ قِيَامِهِ

"(কোন এক সুযোগে) এক রাত্রে আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে (মুক্তাদী হইয়া) নামায আরম্ভ করিলাম। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরা বাকারা পড়া শুরু করিলেন। আমি ভাবিলাম, একশত আয়াতের উপর রুকু করিবেন কিন্তু তিনি একশত আয়াত পার হইয়া গেলেন; (ভাবিলাম, দুইশত আয়াতের উপর রুকু করিবেন। কিন্তু তিনি দুইশত আয়াতও পার হইয়া গেলেন; সূরাটি ২৮৬ আয়াতের) ভাবিলাম, পূর্ণ সূরায় এক রাকাত পূর্ণ করিবেন। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অগ্রসর হইলেন– (সূরা শেষ হওয়া মুহূর্তে ভাবিলাম, রুকু করিবেন, তিনি ঐ সূরা পার হইয়া সূরা নিসা আরম্ভ করিলেন এবং উহা পূর্ণ পাঠ করিলেন। তারপর সূরা আলে-ইমরান আরম্ভ করিলেন এবং উহা পূর্ণ পাঠ করিলেন– (মোট সাড়ে পাঁচ ছিপারা হইল)। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধীরে ধীরেই পাঠ করিতেছিলেন। তাসবীহ পড়া বিষয়ের আয়াত পাঠ সময়ে তাসবীহ পাঠ করিতেন, দোয়া বিষয়ের আয়াত পাঠকালে দোয়া করিতেন, আশ্রয় চাওয়া বিষয়ের আয়াত পাঠকালে আশ্রয় চাহিতেন। তারপর রুকু করিলেন এবং 'সুবহানা রাব্বিয়াল আজীম' পড়িতে লাগিলেন– তাঁহার রুকু তাঁহার (কিরাত পড়ায়) দাঁড়াইয়া থাকার পরিমাণ-প্রায় ছিল। তারপর রুকু হইতে মাথা উঠাইলেন এবং সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদা বলিলেন– (রুকু হইতে উঠিয়া যে দাঁড়াইয়া থাকিলেন) তাঁহার এই দাঁড়ানো অতি দীর্ঘ ছিল– তাঁহার রুকুর পরিমাণ-প্রায় ছিল। তারপর সিজদায় গেলেন, সিজদায় সুবহানা রাব্বিয়াল আলা' বলিতে থাকিলেন– তাঁহার সিজদা তাঁহার (রুকুর পর) দাঁড়াইয়া থাকার পরিমাণ-প্রায় ছিল।"

www.eelm.weebly.com

১০৮৬ (ইঃ)। হাদীস– আবু লায়লা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ قَطَوْعًا فَمَرَّ بِآيَةِ عَذَابٍ فَقَالَ أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ النَّارِ وَوَيْلٌ لِأَهْلِ النَّارِ

"আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পার্শ্বে নামায পড়িলাম– নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাত্রে নফল নামায (তথা তাহাজ্জুদ) পড়িতে ছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আযাবের বর্ণনার একটি আয়াত পাঠ করিলেন; ঐ সময় তিনি বলিলেন– 'আউজু বিল্লাহি মিনান নার ওয়া ওয়ালুন লি আহলিন নার'। অর্থ– আমি দোযখ হইতে আল্লাহর আশ্রয় চাই, দোযখীদের ভীষণ দুর্দশা ও দূরাবস্থা হইবে।"

মাসআলা ঃ তাহাজ্জুদ নামাযে কিরাত নিঃশব্দেও পড়া যায়, সশব্দেও পড়া যায়। তবে যেসব লোক নিশ্চিতই তাহাজ্জুদের জন্য উঠিবে না– এই লোকদের কষ্ট-যাতনা হইতে পারে এইরূপ শব্দে পড়িবে না। যাহারা জাগ্রত হইলে তাহাজ্জুদ পড়িবে তাহাদেরে জাগ্রত করা পরিমাণ শব্দে পড়া যাইবে। এতদ্ভিন্ন সশব্দে পড়ায় স্বাস্থ্যগত বিষয়াবলীর প্রতিও অবশ্যই লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

১০৮৭ (তিঃ)। হাদীস– হযরত আবদুল্লাহ ইবনে কায়স (রহ.) বর্ণনা করিয়াছেন–

سَأَلْتُ عَائِشَةَ كَيْفَ كَانَ قِرَاءَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ فَقَالَتْ كُلُّ ذٰلِكَ قَدْ كَانَ يَفْعَلُ رُبَّمَا أَسَرَّ بِالْقِرَاءَةِ وَرُبَّمَا جَهَرَ فَقُلْتُ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الْأَمْرِ سَعَةً

"আমি আয়েশা (রাযি.)কে জিজ্ঞাসা করিলাম, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাত্রি বেলার (তাহাজ্জুদ নামাযে) কিরাত কিরূপে পড়িতেন? আয়েশা (রাযি.) বলিলেন, উভয় প্রকারই করিতেন– কোন সময় নিঃশব্দে পড়িতেন, কোন সময় সশব্দে পড়িতেন। আমি বলিলাম, আল্লাহ তাআলার শোকর যে, তিনি এই ব্যাপারে অবকাশ দিয়াছেন।"

১০৮৮ (তিঃ)। হাদীস– আবু কাতাদা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে–

www.eelm.weebly.com

اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِاَبِيْ بَكْرٍ مَرَرْتُ بِكَ وَاَنْتَ تَقْرَأُ وَاَنْتَ تَخْفِضُ مِنْ صَوْتِكَ فَقَالَ اِنِّيْ اَسْمَعْتُ مَنْ نَاجَيْتُ قَالَ اِرْفَعْ قَلِيْلًا وَقَالَ لِعُمَرَ مَرَرْتُ بِكَ وَاَنْتَ تَقْرَأُ وَاَنْتَ تَرْفَعُ صَوْتَكَ فَقَالَ اِنِّيْ اُوْقِظُ الْوَسْنَانَ وَاَطْرُدُ الشَّيْطَانَ قَالَ اخْفِضْ قَلِيْلًا

"একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (রাত্রি বেলা বাহির হইলেন এবং দেখিলেন, আবু বকর (রাযি.) খুব নিচ স্বরে নামায পড়িতেছেন, আর ওমরের নিকট দিয়া যাইতে তাঁহাকে দেখিলেন, খুব উচু স্বরে নামায পড়িতেছেন। পরবর্তী সময়ে তাঁহারা উভয়ে হযরতের নিকট একত্রিত হইলে) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বকর (রাযি.)কে বলিলেন, আমি আপনার নিকট দিয়া যাইতে দেখিলাম, আপনি খুব নিচ স্বরে (নামায পড়িতেছেন? তিনি বলিলেন, যাঁহার দরবারে আমি পড়িতে ছিলাম তাঁহাকে আমি ঐ স্বরেই শুনাইতে পারিয়াছি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, একটু উঁচু করিবেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওমর (রাযি.)কে বলিলেন, আপনার নিকট দিয়া যাইতে দেখিলাম, আপনি খুব উঁচু স্বরে (নামায) পড়িতেছেন? তিনি বলিলেন, নিদ্রামগ্নদেরকে জাগাইতে ছিলাম এবং শয়তানকে তাঁড়াইতে ছিলাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, একটু নিচু করিবেন।"

❖ রাত্রি বেলায় নীরব নিরালা পরিবেশের নামাযে কিছু শব্দের সহিত কিরাত পড়ায় হৃদয়ে উত্তম রেখাপাত হয় এবং ঘুম দূরে থাকে। বেশি উঁচু স্বরে পড়ায় যাহারা তাহাজ্জুদের জন্য উঠিবে না তাহাদের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে এবং নিজেরও ক্লান্তি আসিবে।

হাদীসটির তরজমায় বন্ধনীর মধ্যবর্তী বিবরণ আবু দাউদ শরীফে আছে।

১০৮৯ (আঃ)। হাদীস– ইবনে আব্বাস (রাযি.) বর্ণনা করেন–

كَانَتْ قِرَاءَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى قَدْرِ مَا يَسْمَعُهُ مَنْ فِي الْحُجْرَةِ وَهُوَ فِي الْبَيْتِ

www.eelm.weebly.com

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের (তাহাজ্জুদ নামাযে) কিরাত পড়ার শব্দ এই পরিমাণের হইত যে, তিনি গৃহের ভিতরে নামায পড়িলে আঙ্গিনাস্থ লোক উহা শুনিতে পাইত।"

১০৯০ (আঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) বর্ণনা করেন–

كَانَتْ قِرَاءَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ يَرْفَعُ طَوْرًا وَيَخْفِضُ طَوْرًا

"রাত্রে (তাহাজ্জুদ নামাযে) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কিরাত সময়ে উঁচু স্বরে হইত, সময়ে নিচু স্বরেও হইত।"

১০৯১ (আঃ)। হাদীস– আবু সাঈদ (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

اِعْتَكَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْمَسْجِدِ فَسَمِعَهُمْ يَجْهَرُوْنَ بِالْقِرَاءَةِ فَكَشَفَ السِّتْرَ وَقَالَ اَلَا كُلُّكُمْ مُنَاجٍ رَبَّهُ فَلَا يُؤْذِيْنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَلَا يَرْفَعُ بَعْضُكُمْ عَلٰى بَعْضٍ فِى الصَّلٰوةِ

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে ইতিকাফ অবস্থায় ছিলেন। তিনি লোকদের উঁচু কিরাত শুনিতে পাইয়া (নিজ ঘেরাও-এর) পর্দা উঠাইলেন এবং বলিলেন, তোমরা প্রত্যেকেই তো স্বীয় পরওয়ারদেগারের দরবারে পড়িতেছ (তাঁহাকে শুনাইবার জন্য এত উঁচু স্বরের প্রয়োজন হয় না)। অতএব (বেশি উঁচু স্বরে পড়িয়া) একে অন্যকে কষ্ট দিও না এবং নামাযে একে অন্যের উপর স্বর উঁচু করিও না।"

১০৯২ (আঃ)। হাদীস– উকবা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْجَاهِرُ بِالْقُرْاٰنِ كَالْجَاهِرِ بِالصَّدَقَةِ وَالْمُسِرُّ بِالْقُرْاٰنِ كَالْمُسِرِّ بِالصَّدَقَةِ

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, প্রকাশ্য শব্দে কুরআন পড়া প্রকাশ্যে দান করার ন্যায় এবং লুকায়িত স্বরে কুরআন পড়া লুকায়িতভাবে দান করার ন্যায়।"

www.eelm.weebly.com

অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন লক্ষ্যে উভয়টিই উত্তম। পবিত্র কুরআন ৩ পারা ৫ রুকুতে উভয় প্রকার দানকেই উত্তম বলা হইয়াছে।

মাসআলা ঃ তাহাজ্জুদ নামাযের পরিমাণ অথবা তাহাজ্জুদ নামাযে কুরআন তেলাওয়াতের পরিমাণ নিয়ত ও আকাঙ্ক্ষায় নির্ধারিত করিয়া নিলে উহা পূরণে আল্লাহ তাআলার সাহায্য লাভ হয়।

১০৯৩ (আঃ)। হাদীস– আয়েশা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُوْقِظُهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ بِاللَّيْلِ فَمَا يَجِيْءُ السَّحَرُ حَتّٰى يَفْرُغَ مِنْ حِزْبِهِ

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদা এইরূপ (সুযোগ লাভ করিতে) ছিলেন যে, মহামহিম আল্লাহ তাঁহাকে রাত্রের এমন অংশে জাগ্রত করিয়া দিতেন– যেন তিনি তাহার (তাহাজ্জুদ নামায বা উহাকে কুরআন তেলাওয়াতের) নির্ধারিত পরিমাণ আদায়ে প্রভাত উদয়ের পূর্বেই অবসর হইতে পারেন।"

মাসআলা ঃ সাধারণ নফল বা তাহাজ্জুদ নামায পড়ায় অবশ্যই দায়-দায়িত্ব পালনের কর্তব্যের সহিত চলিতে হইবে।

১০৯৪ (আঃ)। হাদীস– আয়েশা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে–

اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ اِلٰى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُوْنٍ فَجَاءَهُ فَقَالَ يَا عُثْمَانُ اَرَغِبْتَ عَنْ سُنَّتِيْ قَالَ لَا وَاللّٰهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَلٰكِنْ سُنَّتَكَ اَطْلُبُ قَالَ فَاِنِّيْ اَنَامُ وَاُصَلِّيْ وَاَصُوْمُ وَاُفْطِرُ وَاَنْكِحُ النِّسَاءَ فَاتَّقِ اللّٰهَ يَا عُثْمَانُ فَاِنَّ لِاَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَاِنَّ لِضَيْفِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَاِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا فَصُمْ وَاَفْطِرْ وَصَلِّ وَنَمْ

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উসমান ইবনে মাজউন (রাযি.)-এর নিকট সংবাদ পাঠাইলেন; তিনি হযরতের নিকট উপস্থিত হইলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে উসমান! তুমি আমার সুন্নাত-আদর্শ হইতে বিরাগী হইয়াছ কি? তিনি বলিলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! কসম

www.eelm.weebly.com

খোদার! কখনও নয়, বরং আমি তো আপনার সুন্নাত-আদর্শকেই তালাশ করিয়া থাকি, কামনা করিয়া থাকি।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমি নিদ্রাও যাই (তাহাজ্জুদ) নামাযও পড়ি এবং রোযাও থাকি, রোযাবিহীনও থাকি, মহিলাও বিবাহ করিয়াছি। হে উসমান! আল্লাহর ভয় নিজ সম্মুখে উপস্থিত রাখিও। নিশ্চয় তোমার উপর নিজ পরিবারের হক ও দায়িত্ব রহিয়াছে, তোমার উপর তোমার অতিথির পর্যন্ত হক ও দায়িত্ব রহিয়াছে, তোমার উপর তোমার জানের হক ও দায়িত্ব রহিয়াছে। সুতরাং তুমি (নফল) রোযা থাকিবা রোযাবিহীনও থাকিবা, (তাহাজ্জুদ) নামায পড়িবা নিদ্রাও যাইবা।"

❖ আলোচ্য বিষয়ের সুস্পষ্ট ও বিস্তারিত বিবরণ আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাযি.)-এর ঘটনায়ও আছে– যাহা বুখারী শরীফে বর্ণিত হইয়াছে।

মাসআলা ঃ বসবাসের বাড়ি-ঘরে, বসত গৃহে নামাযের ধারা চলমান থাকা আবশ্যক। নামাযের দ্বারা গৃহে আল্লাহর রহমত এবং খায়র-বরকত– কল্যাণ ও মঙ্গল আসিবে। এতদ্ভিন্ন গৃহে বড়দের নামায চর্চায় শিশুরা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হইবে। মহিলাগণ গৃহে নামায পড়িবে তদুপরি পুরুষগণেরও গৃহে নামায পড়া চাই। পুরুষগণ ফজর নামায মসজিদে জামাতের সহিত পড়িবে, গৃহে নফল নামায পড়িবে।

গৃহে নামায পড়ার প্রতি এতই গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে যে, মদীনা শরীফের বাসিন্দা– যাহাদের বসতবাড়ি মদীনায় তাহাদিগকে নফল নামায মসজিদে নববীতে না পড়িয়া নিজ নিজ গৃহে পড়ার আদেশ করা হইয়াছে। অথচ মসজিদে নববীতে এক রাকাত নামাযের সওয়াব পঞ্চাশ হাজার রাকাতের সমতুল্য।

১০৯৫ (মোসঃ)। হাদীস– জাবের (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন–

إِذَا قَضَى أَحَدُكُمُ الصَّلٰوةَ فِى الْمَسْجِدِ فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيْبًا مِنْ صَلٰوتِهِ فَإِنَّ اللّٰهَ جَاعِلٌ فِى بَيْتِهِ مِنْ صَلٰوتِهِ خَيْرًا

"তোমাদের কেহ মসজিদে (ফরয) নামায আদায় করিয়া সারিলে সে নিজ গৃহের জন্য (নফল) নামাযের কিছু অংশ অবশ্যই রাখিয়া দিবে। কারণ

www.eelm.weebly.com

আল্লাহ তাআলা তাহার নামাযের দ্বারা তাহার গৃহে কল্যাণ ও মঙ্গল দান করিবেন।"

১০৯৬ (মোসঃ)। হাদীস– আবু মুসা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন–

مَثَلُ الْبَيْتِ الَّذِىْ يُذْكَرُ اللّٰهُ فِيْهِ وَالْبَيْتُ الَّذِىْ لَا يُذْكَرُ اللّٰهُ فِيْهِ مَثَلُ الْحَىِّ وَالْمَيِّتِ

"যেই ঘরে আল্লাহর যিকির হইয়া থাকে এবং যেই ঘরে আল্লাহর যিকির হয় না– উভয়টির পার্থক্যের দৃষ্টান্ত জীবিত এবং মৃতের পার্থক্য।"

১০৯৭ (মোসঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন–

لَا تَجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ مَقَابِرَ اِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِىْ تُقْرَأُ فِيْهِ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ

"তোমাদের গৃহকে কবরস্থানে পরিণত করিও না। (অর্থাৎ আল্লাহর যিকির শূন্য রাখিও না; যেসব মানুষের মধ্যে আল্লাহর যিকির নাই তাহারা মরা লাশ তুল্য এবং কতিপয় মৃতদেহ যেই জায়গায় অবস্থিত করা হইবে উহাই কবরস্থান হয়)।

আর জানিয়া রাখ– শয়তান ঐ ঘর হইতে পালাইয়া বেড়ায় যেই ঘরে (পবিত্র কুরআনের) সূরা বাকারা পাঠ করা হয়।"

১০৯৮ (তিঃ)। হাদীস– হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে–

اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَفْضَلُ صَلَاتِكُمْ فِىْ بُيُوْتِكُمْ اِلَّا الْمَكْتُوْبَةُ

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, তোমাদের উত্তম নামায যাহা তোমাদের গৃহে পড়া হয়– অবশ্য ফরয নামায ব্যতিরেকে। (ফরয নামায মসজিদে যাইয়া জামাতের সহিত পড়িবে।)"

www.eelm.weebly.com

১০৯৯ (আঃ)। হাদীস– যায়েদ ইবনে সাবেত (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

صَلَاةُ الْمَرْءِ فِيْ بَيْتِهِ اَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهِ فِيْ مَسْجِدِيْ هٰذَا اِلَّا الْمَكْتُوْبَةُ

"কোন ব্যক্তির আপন ঘরে নামায পড়া আমার এই মসজিদে নামায পড়া অপেক্ষাও উত্তম– অবশ্য ফরয নামায ব্যতীত।"

১১০০ (নাঃ)। হাদীস– হযরত কাআব ইবনে ওজরা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে–

صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ مَسْجِدِ بَنِيْ عَبْدِ الْاَشْهَلِ فَلَمَّا صَلّٰى قَامَ نَاسٌ يَتَنَفَّلُوْنَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِهٰذِهِ الصَّلٰوةُ فِي الْبُيُوْتِ

"একদা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুল আশহাল গোত্রীয় মসজিদে মাগরিবের নামায পড়িলেন। নামায শেষে কিছু লোক নফল নামায পড়া আরম্ভ করিল। এতদ্দৃষ্টে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমাদের কর্তব্য এই নামায গৃহে পড়া।"

১১০১ (ইঃ)। হাদীস– কতিপয় লোক ওমর (রাযি.)কে গৃহে নামায পড়ার বিষয় জিজ্ঞাসা করিল। তিনি বলিলেন–

سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَمَّا صَلٰوةُ الرَّجُلِ فِيْ بَيْتِهِ فَنُوْرٌ فَنَوِّرُوْا بُيُوْتَكُمْ

"এই বিষয়টি আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি। তিনি বলিয়াছেন, নিজ গৃহে মানুষের নামায নুর (হেদায়েতের আলো ও বরকত) সৃষ্টিকারী; অতএব তোমরা নিজ নিজ ঘরকে নুরময় করায় সচেষ্ট থাকিও।"

১১০২ (ইঃ)। হাদীস– হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সাআদ (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

www.eelm.weebly.com

سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيُّمَا اَفْضَلُ الصَّلٰوةِ فِىْ بَيْتِىْ اَوِ الصَّلٰوةُ فِى الْمَسْجِدِ قَالَ اَلَا تَرٰى اِلٰى بَيْتِىْ مَا اَقْرَبَهٗ مِنَ الْمَسْجِدِ فَلَاَنْ اُصَلِّىَ فِىْ بَيْتِىْ اَحَبُّ اِلَىَّ اَنْ اُصَلِّىَ فِى الْمَسْجِدِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ صَلٰوةً مَكْتُوْبَةً

"আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিলাম, কোন নামায অধিক উত্তম– আমার গৃহের নামায অথবা মসজিদের নামায? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমার ঘর দেখ না যে মসজিদের কত নিকটবর্তী? এমতাবস্থায়ও আমার ঘরে নামায পড়া অধিক অধিক ভালবাসি মসজিদে নামায পড়া অপেক্ষা– অবশ্য যদি ফরয নামায হয়।"

মাসআলা ঃ নামাযে একাগ্রতা লাভের ভাবাবেগে নিরিবিলি স্থানের ব্যবস্থা নেওয়া যায়।

১১০৩ (তিঃ)। হাদীস– হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْتَحِبُّ الصَّلٰوةَ فِى الْحِيْطَانِ

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সময়ে পছন্দ করিয়া থাকিতেন বাগানের ভিতরে নামায পড়া।"

বেতের নামাযের বয়ান

১১০৪ (মোসঃ)। হাদীস– হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে–

اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَادِرُوا الصُّبْحَ بِالْوِتْرِ

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদেশ করিয়াছেন তোমরা অবশ্যই বেতের নামায প্রভাত উদয়ের পূর্বে পড়িবে।"

১১০৫ (মোসঃ)। হাদীস– হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) বলিয়া থাকিতেন–

www.eelm.weebly.com

مَنْ صَلَّى مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَجْعَلْ اٰخِرَ صَلٰوتِهٖ وِتْرًا قَبْلَ الصُّبْحِ كَذٰلِكَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاْمُرُهُمْ

"যে ব্যক্তি তাহাজ্জুদ নামায পড়িবে তাহার উচিত বেতের নামাযকে ঐ নামাযের পরে পড়া– অবশ্য বেতের নামায প্রভাত উদয়ের পূর্বে হইতে হইবে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐরূপ আদেশই লোকদিগকে করিতেন।"

১১০৬ (মোসঃ)। হাদীস– আবু সাঈদ (রাযি.)-এর বর্ণনা–

اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَوْتِرُوْا قَبْلَ اَنْ تُصْبِحُوْا

"তোমরা অবশ্যই বেতের পড়িয়া নিবা প্রভাত উদয়ের পূর্বে।"

১১০৭ (মোসঃ)। হাদীস– জাবের (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি–

اَيُّكُمْ خَافَ اَنْ لَا يَقُوْمَ مِنْ اٰخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوْتِرْ اَوَّلَهٗ ثُمَّ لْيَرْقُدْ وَمَنْ وَثِقَ بِقِيَامٍ مِّنَ اللَّيْلِ فَلْيُوْتِرْ مِنْ اٰخِرِهٖ فَاِنَّ قِرَاءَةَ اٰخِرِ اللَّيْلِ مَحْضُوْرَةٌ وَذٰلِكَ اَفْضَلُ

"তোমাদের যে আশঙ্কা রাখিবে শেষ রাত্রে (তাহাজ্জুদের জন্য) না উঠিবার সে রাত্রের প্রথম অংশেই (ইশার নামাযের পর) বেতের নামায পড়িয়া নিবে, তারপর শয়ন করিবে। আর যে ব্যক্তি পূর্ণ ভরসা রাখিবে শেষ রাত্রে তাহাজ্জুদের জন্য উঠিবার সে বেতের নামায শেষ রাত্রে পড়িবে। নিশ্চয় শেষ রাত্রে কুরআন পাঠে রহমতের ফেরেশতা বিশেষভাবে উপস্থিত হইয়া থাকেন এবং শেষ রাত্রে নামায পড়া অতি উত্তম।"

১১০৮ (তিঃ)। হাদীস– হযরত খারেজা ইবনে হুযায়ফা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গৃহ হইতে বাহির হইয়া আমাদের সম্মুখে আসিয়া বলিলেন–

اِنَّ اللّٰهَ اَمَدَّكُمْ بِصَلَاةٍ هِيَ خَيْرٌ لَّكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ اَلْوِتْرُ جَعَلَهُ اللّٰهُ لَكُمْ فِيْمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ اِلٰى اَنْ يَّطْلُعَ الْفَجْرُ

www.eelm.weebly.com

"নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা বর্ধিত করিয়াছেন তোমাদের উপর একটি নামায যাহা তোমাদের জন্য (তোমাদের সর্বোত্তম সম্পদ যথা) লাল উট অপেক্ষাও উত্তম। (সেই নামাযটি হইল) বেতের নামায– উহাকে আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্য নির্ধারিত করিয়া দিয়াছেন, ইশার নামায হইতে প্রভাত উদয় পর্যন্ত সময়ের মধ্যে।"

১১০৯ (তিঃ)। হাদীস– আলী (রাযি.) বলিয়াছেন–

الْوِتْرُ لَيْسَ بِحَتْمٍ كَصَلٰوتِكُمُ الْمَكْتُوْبَةِ وَلٰكِنْ سَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ فَاَوْتِرُوْا يَا اَهْلَ الْقُرْاٰنِ

"তোমাদের পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামাযের ন্যায় (ভিন্ন এক ওয়াক্ত ষষ্ঠ ওয়াক্তরূপে) বেতের নামায নহে। (বেতের নামায ইশার নামাযের সঙ্গেই অবশ্য করণীয়রূপে) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলবৎ করিয়াছেন এবং হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়া দিয়াছেন– নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা জোড়াহীন– বেজোড়; তিনি বেজোড়কে পছন্দ করেন, (বেতের নামাযও বেজোড় নামায;) অতএব হে কুরআনধারী সমাজ! তোমরা অবশ্যই বেতের নামায পড়িবে।"

১১১০ (তিঃ)। হাদীস– আলী (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوْتِرُ بِثَلَاثٍ يَقْرَأُ فِيْهِنَّ بِتِسْعِ سُوَرٍ مِّنَ الْمُفَصَّلِ يَقْرَأُ فِيْ كُلِّ رَكْعَةٍ بِثَلَاثِ سُوَرٍ اٰخِرُهُنَّ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন রাকাত বেতের নামায পড়িতেন। (সময়ে) উহাতে সর্বমোট নয়টি সূরা পড়িতেন– প্রতি রাকাতে তিনটি সূরা পড়িতেন; নয় সূরার শেষ সূরা হইত কুলহু আল্লাহু আহাদ।"

১১১১ (তিঃ)। হাদীস– ইবনে আব্বাস (রাযি.) বর্ণনা করেন–

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْوِتْرِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى وَقُلْ يٰاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ وَقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ فِيْ رَكْعَةٍ رَكْعَةٍ

www.eelm.weebly.com

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেতের নামাযে 'সাব্বিহিছমা রাব্বিকাল আলা', 'কুলইয়া আয়্যুহাল কাফিরূন' এবং 'কুলহু আল্লাহু আহাদ' সূরাসমূহ পড়িতেন– এক এক সূরা এক এক রাকাতে।"

১১১২ (তিঃ)। হাদীস– আবদুল আজীজ ইবনে জুরাইজ (রহ.) আয়েশা (রাযি.)কে জিজ্ঞাসা করিলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন সূরা দ্বারা বেতের নামায পড়িতেন?

قَالَتْ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْأُولَى بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَفِي الثَّانِيَةِ بِقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَفِي الثَّالِثَةِ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ

"আয়েশা (রাযি.) বলিলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেতের নামাযের প্রথম রাকাতে 'ছাব্বিহিছমা রাব্বিকাল আলা' দ্বিতীয় রাকাতে 'কুলইয়া আয়্যুহাল কাফিরূন' এবং তৃতীয় রাকাতে 'কুলহু আল্লাহু আহাদ' অথবা কুল আউযু– দুই সূরার কোন একটি পড়িতেন।"

❖ বেতের নামাযের তিন রাকাতের কিরাত সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীস বর্ণিত হইল। বস্তুত প্রত্যেকটি হাদীসের বর্ণনাই সাময়িক ছিল।

১১১৩ (তিঃ)। হাদীস– আবু সাঈদ খুদরী (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমান–

مَنْ نَامَ عَنِ الْوِتْرِ أَوْ نَسِيَهُ فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَ وَإِذَا اسْتَيْقَظَ

"যেই ব্যক্তির বেতের নামায ছুটিয়া যায় ঘুমের কারণে অথবা ভুলিয়া যাওয়ার কারণে তাহার ঐ নামায অবশ্যই পড়িতে হইবে যখন স্মরণে আসে এবং জাগ্রত হয়।"

১১১৪ (তিঃ)। হাদীস– তালক ইবনে আলী (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ

"আমি শুনিয়াছি, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন– এক রাত্রে দুইবার বেতের নামায পড়িবে না।"

❖ কোন ব্যক্তি ঘুমের পূর্বে ইশার নামাযের সাথেই বেতের নামায পড়িয়াছে, অতঃপর শেষ রাত্রে তাহাজ্জুদের জন্য জাগ্রত হওয়ার সুযোগ তাহার

www.eelm.weebly.com

রহিয়াছে– সেই ব্যক্তি তাহাজ্জুদ অবশ্যই পড়িবে। বেতের তাহাজ্জুদের পরে পড়া উত্তম বটে কিন্তু সেই জন্য বেতের পূর্বে পড়িয়া নেওয়ায় এখন তাহাজ্জুদ হইতে বিরত থাকিবে না এবং তাহাজ্জুদ পড়ার পর পুনরায় তাহার বেতের পড়িতে হইবে না– আলোচ্য হাদীসের তাৎপর্য ইহাই। এই ব্যক্তি পুনরায় বেতের পড়িলে তাহার পক্ষে এক রাত্রে দুইবার বেতের পড়া হইবে– ইহা নিষিদ্ধ।

১১১৫ (আঃ)। হাদীস– বুরায়দা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি–

اَلْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُوْتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا اَلْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُوْتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا اَلْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُوْتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا

"বেতের নামায অবশ্য করণীয় কাজ– যে ব্যক্তি বেতের না পড়িবে সে আমাদের জামাতভুক্ত নহে। বেতের অবশ্য করণীয় কাজ– যে ব্যক্তি বেতের না পড়িবে সে আমাদের জামাতভুক্ত নহে। বেতের অবশ্য করণীয় কাজ– যে ব্যক্তি বেতের না পড়িবে সে আমাদের জামাতভুক্ত নহে।"

১১১৬ (আঃ)। হাদীস– আবু কাতাদা (রাযি.) বর্ণনা করেন–

اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِاَبِيْ بَكْرٍ مَتٰى تُوْتِرُ قَالَ اُوْتِرُ مِنْ اَوَّلِ اللَّيْلِ وَقَالَ لِعُمَرَ مَتٰى تُوْتِرُ قَالَ اٰخِرَ اللَّيْلِ فَقَالَ لِاَبِيْ بَكْرٍ اَخَذَ هٰذَا بِالْحَذْرِ وَقَالَ لِعُمَرَ اَخَذَ هٰذَا بِالْقُوَّةِ

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বকর (রাযি.)কে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি বেতের নামায কোন সময় পড়েন? তিনি বলিলেন, রাত্রের প্রথম অংশে (ইশার সাথে)। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওমর (রাযি.)কেও জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি বেতের কোন সময় পড়েন? তিনি বলিলেন, শেষ রাত্রে। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বকর (রাযি.) সম্পর্কে বলিলেন, তিনি সতর্কতার পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন। ওমর (রাযি.) সম্পর্কে বলিলেন, তিনি শক্তি ও সাহসের পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন।"

১১১৭ (নাঃ)। হাদীস– উবাই ইবনে কাআব (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

www.eelm.weebly.com

اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوْتِرُ بِثَلَاثِ رَكْعَاتٍ كَانَ يَقْرَأُ فِى الْاُوْلٰى بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى وَفِى الثَّانِيَةِ بِقُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَفِى الثَّالِثَةِ بِقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ وَيَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوْعِ فَاِذَا فَرَغَ قَالَ عِنْدَ فَرَاغِهِ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ يُطِيْلُ فِى اٰخِرِهِنَّ

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন রাকাত বেতের নামায পড়িতেন। প্রথম রাকাতে ছাব্বিহিছমা রাব্বিকাল আলা, দ্বিতীয় রাকাতে কুলইয়া আয়্যুহাল কাফিরূন, তৃতীয় রাকাতে কুলহু আল্লাহু আহাদ সূরা পড়িতেন। রুকুর পূর্বে দোয়া কুনুত পড়িতেন, অতঃপর (বেতের নামায) শেষ করিয়া– (সালাম ফেরার পর) 'সুবহানাল মালিকিল কুদ্দুছ' তিনবার বলিতেন। তৃতীয় বারে শেষ শব্দ (কুদ্দুছ) দীর্ঘায়িত করিতেন।"

১১১৮ (নাঃ)। হাদীস– আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখিয়া বর্ণনা করিয়াছেন–

اِنَّهُ قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَاسْتَنَّ ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ نَامَ ثُمَّ قَامَ فَاسْتَنَّ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ حَتّٰى صَلّٰى سِتًّا ثُمَّ اَوْتَرَ بِثَلٰثٍ وَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাত্রি বেলা ঘুম হইতে উঠলেন এবং মিসওয়াক (করিয়া অযু) করিলেন, তারপর দুই রাকাত নামায পড়িয়া শুইয়া পড়িলেন। আবার ঘুম হইতে উঠিলেন এবং মিসওয়াক করিলেন, অযু করিলেন ও দুই রাকাত নামায পড়িলেন। এইভাবে (তিন দফায়) ছয় রাকাত নামায পড়িলেন, তারপর তিন রাকাত বেতের নামায পড়িলেন এবং (উহার পরে) দুই রাকাত (নফল) নামায পড়িলেন।"

১১১৯ (নাঃ)। হাদীস– ইবনে আব্বাস (রাযি.) বর্ণনা করেন–

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّىْ مِنَ اللَّيْلِ ثَمَانَ رَكْعَاتٍ وَيُوْتِرُ بِثَلٰثٍ وَيُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلٰوةِ الْفَجْرِ

www.eelm.weebly.com

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাত্রে (তাহাজ্জুদ) নামায আট রাকাত পড়িতেন এবং বেতের তিন রাকাত পড়িতেন, আর ফজরের (ফরয) নামাযের পূর্বে দুই রাকাত পড়িতেন।"

১১২০ (নাঃ)। হাদীস– হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবযা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوْتِرُ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى وَقُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ فَاِذَا اَرَادَ اَنْ يَنْصَرِفَ قَالَ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ ثَلٰثًا يَمُدُّ صَوْتَهُ فِى الثَّالِثَةِ وَيَرْفَعُ

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেতের পড়িতেন– ছাব্বিহিছমা রাব্বিকাল আলা, কুলইয়া আয়্যুহাল কাফিরূন, কুলহু আল্লাহু আহাদ দ্বারা। যখন (বেতের পড়িয়া) স্থান ত্যাগের ইচ্ছা করিতেন তথা বেতের হইতে অবসর হইতেন তখন 'সুবহানাল মালিকিল কুদ্দুছ' তিনবার বলিতেন– তৃতীয় বার (কুদ্দুছ শব্দ উচ্চারণে) আওয়াজ দীর্ঘ ও উঁচু করিতেন।"

১১২১ (ইঃ)। হাদীস– উম্মে সালামা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّىْ بَعْدَ الْوِتْرِ رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেতের নামাযের পর দুই রাকাত সংক্ষিপ্ত নামায বসিয়া পড়িতেন।"

১১২২ (মেঃ)। হাদীস– ছাওবান (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন–

اِنَّ هٰذَا السَّهَرَ جَهْدٌ وَثِقْلٌ فَاِذَا اَوْتَرَ اَحَدُكُمْ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ فَاِنْ قَامَ مِنَ اللَّيْلِ وَاِلَّا كَانَتَا لَهُ (ترمذى)

"নিদ্রা ভঙ্গ ও রাত্রি জাগরণ কষ্টসাধ্য ও কঠিন কাজ। অতএব তোমাদের কেহ বেতের পড়িলে সে দুই রাকাত (নফল) নামায পড়িয়া নিবে। অতঃপর

www.eelm.weebly.com

যদি রাত্রে (তাহাজ্জুদের জন্য) উঠে তবে ভাল কথা; অন্যথায় এই দুই রাকাত তাহার জন্য (তাহাজ্জুদের স্থলে) গণ্য হইবে।"

১১২৩ (মেঃ)। হাদীস– আবু উমামা (রাযি.) বর্ণনা করেন–

اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّيهِمَا بَعْدَ الْوِتْرِ وَهُوَ جَالِسٌ يَقْرَأُ فِيهِمَا اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ وَقُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ (احمد)

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই রাকাত (নফল নামায) বেতেরের পর বসিয়া পড়িতেন। উক্ত রাকাতদ্বয়ে ইযা যুলযিলাতিল আরদু এবং কুলইয়া আয়্যুহাল কাফিরূন সূরাদ্বয় পড়িতেন।"

❖ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেতের নামায সব সময় তাহাজ্জুদের পরেই পড়িতেন এবং তাঁহার তাহাজ্জুদ অতি দীর্ঘ হইত, তাই উক্ত রাকাতদ্বয় বসিয়া পড়িতেন। যাহারা বেতের ইশার সঙ্গে পড়েন তাহাদের উক্ত রাকাতদ্বয় তাহাজ্জুদের স্থলে গণ্য হওয়া আলোচ্য হাদীসের পূর্বেই হাদীসে উল্লেখ হইয়াছে। সুতরাং ইশার নামাযের পর বেতের পড়িয়া উক্ত রাকাতদ্বয় পড়া হইলে তাহার অবস্থা ভিন্ন ও স্বতন্ত্র হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

রমযান শরীফের তারাবীহ

১১২৪ (মোসঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) বর্ণনা করেন–

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْغَبُ فِيْ قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَأْمُرَهُمْ فِيْهِ بِعَزِيْمَةٍ فَيَقُوْلُ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ فَتُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْاَمْرُ عَلٰى ذٰلِكَ ثُمَّ كَانَ الْاَمْرُ عَلٰى ذٰلِكَ فِيْ خِلَافَةِ اَبِيْ بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ عَلٰى ذٰلِكَ

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযানের বিশেষ নামায (তারাবীহ) সম্পর্কে শুধু আকৃষ্ট করিতেন– উৎসাহ প্রদান করিতেন, উহা সম্পর্কে লোকদিগকে জোর দিয়া আদেশ করিতেন না। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

www.eelm.weebly.com

আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপ বলিতেন– যে ব্যক্তি রমযানের বিশেষ নামায আদায় করে (উহার সওয়াবের) বিশ্বাস ও সওয়াবের উদ্দেশ্য করিয়া তাহার পূর্ববর্তী সমস্ত গোনাহ মাফ করিয়া দেওয়া হইবে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়া ত্যাগ করিয়া গেলেন– এই পর্যন্ত বিষয়টি এইরূপই থাকিল (যে, রমযানের নামাযের প্রতি শুধু আকৃষ্ট ও উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন)। আবু বকর (রাযি.)-এর খেলাফত আমলেও বিষয়টি এইরূপই থাকিয়া গেল এবং ওমর (রাযি.)-এর খেলাফত আমলের প্রথম অংশেও বিষয়টি এইরূপই থাকিয়া গেল।"

❖ ওমর (রাযি.) তাঁহার খেলাফত আমলের মধ্যভাগে রমযানের বিশেষ নামায তারাবীর জন্য তৎপরতা অবলম্বনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ইমাম নির্ধারিত করিয়াছিলেন, জামাতের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, ২০ রাকাত সাব্যস্ত করিয়াছিলেন, ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া উহা বাস্তবায়ন পরিদর্শন করিয়াছিলেন ইত্যাদি। তৎকালীন লক্ষাধিক সাহাবীগণের কেহই খলীফার এই ব্যবস্থা গ্রহণে আপত্তি করেন নাই, বরং সকলেই নিয়মিত তারাবীহ পড়িয়াছেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তারাবীর নামায ভালবাসা সত্ত্বেও নিয়মিত ব্যবস্থা কেন প্রবর্তন করিয়াছিলেন না তাহার কারণ স্বয়ং তিনি বর্ণনা করিয়া দিয়াছিলেন– যাহা সুস্পষ্টরূপে হাদীসে বর্ণিত রহিয়াছে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ ভাষায় কারণটি ব্যক্ত করিয়াছেন যে, আমি ভয় করি– তারাবীর নিয়মিত ব্যবস্থা করা হইলে উহা ফরয হইয়া যাইতে পারে এবং এই কারণটি এমন বস্তু ছিল যাহা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথেই সম্পৃক্ত, তাঁহার পরে উহার অস্তিত্ব নাই। কারণ আল্লাহর রসূল দুনিয়া হইতে চলিয়া যাওয়ার পর শরীয়তে নতুন ফরয সংযোজনের অবকাশই নাই। সুতরাং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে তারাবীকে নিয়মিতরূপে রূপান্তরিত করায় কোন বাধা ছিল না, তাই খলীফা ওমর (রাযি.) তাহা করিয়াছিলেন এবং সকল সাহাবীগণ উহা সমর্থন করিয়াছিলেন।

❖ নিয়মিত রূপ ছাড়া কতিপয় দিন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযানের বিশেষ নামায ২০ রাকাত পড়িয়াছিলেন বলিয়া হাদীসে

www.eelm.weebly.com

প্রমাণিত আছে। 'মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা' ও 'তাবরানী' এবং 'বায়হাকী' কিতাবত্রয়ে ইবনে আব্বাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে–

اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّيْ فِيْ رَمَضَانَ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً سِوَى الْوِتْرِ

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযানে বেতের ভিন্ন ২০ রাকাত নামায পড়িয়াছেন।" (ফাতহুল মুলহিম ২-৩২০)

মুসনাদে বায়হাকী কিতাবে সহীহ সনদের সহিত ইহাও বর্ণিত আছে যে–

كَانُوْا يُقِيْمُوْنَ عَلٰى عَهْدِ عُمَرَ بِعِشْرِيْنَ رَكْعَةً وَعَلٰى عَهْدِ عُثْمَانَ وَعَلِيٍّ

"মুসলমানগণ খলীফা ওমরের আমলে (তারাবীহ) ২০ রাকাত পড়িয়া থাকিত, খলীফা উসমান এবং খলীফা আলীর আমলেও তদ্রূপই।" (ঐ)

❖ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযানের কোন কোন দিন যে, তারাবীহ পড়িয়াছিলেন তাহা জামাতের সহিতই পড়িয়াছিলেন। ইমাম তিরমিযী (রহ.) 'রমযানের বিশেষ নামায' পরিচ্ছেদে নিম্নে বর্ণিত হাদীসখানা বয়ান করিয়াছেন।

১১২৫ (তিঃ)। হাদীস– আবু যর (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

صُمْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُصَلِّ بِنَا حَتّٰى بَقِيَ سَبْعٌ مِّنَ الشَّهْرِ فَقَامَ بِنَا حَتّٰى ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ ثُمَّ لَمْ يَقُمْ بِنَا فِي السَّادِسَةِ وَقَامَ بِنَا فِي الْخَامِسَةِ حَتّٰى ذَهَبَ شَطْرُ اللَّيْلِ فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَوْ نَفَّلْتَنَا بَقِيَّةَ لَيْلَتِنَا هٰذِهِ فَقَالَ اِنَّهُ مَنْ قَامَ مَعَ الْاِمَامِ حَتّٰى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ ثُمَّ لَمْ يُصَلِّ بِنَا حَتّٰى بَقِيَ ثُلُثٌ مِّنَ الشَّهْرِ وَصَلّٰى بِنَا فِي الثَّالِثَةِ وَدَعَا اَهْلَهُ وَنِسَائَهُ فَقَامَ بِنَا حَتّٰى تَخَوَّفْنَا الْفَلَاحَ (ثُمَّ لَمْ يَقُمْ بِنَا بَقِيَّةَ الشَّهْرِ)

www.eelm.weebly.com

"আমরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে রমযানের রোযা রাখিতেছিলাম; তিনি আমাদেরকে সঙ্গে নিয়া (জামাতের সহিত রমযান উপলক্ষ্যের) নামায পড়িলেন না– এমনকি রমযান মাসের (২৯ হিসাবে) শুধু সাত দিন বাকি থাকিল। অর্থাৎ ২৩ রোযার দিন সম্মুখে আসিল; ঐ দিনের পূর্ব রাত্রে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে সঙ্গে নিয়া (রমযান উপলক্ষ্যের বিশেষ) নামায পড়িলেন– রাত্রের প্রথম তৃতীয়াংশ শেষ হওয়া পর্যন্ত। পর দিন তথা ২৪ তারিখের রাত্রে ঐরূপে আমাদেরে সঙ্গে লইয়া ঐ নামায পড়িলেন না। আমাদেরকে সঙ্গে লইয়া ঐ নামায পড়িলেন ২৫ তারিখের রাত্রে– রাত্রের অর্ধাংশ শেষ হওয়া পর্যন্ত। আমরা আরজ করিলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ! রাত্রের অবশিষ্টাংশও আমাদেরকে লইয়া অধিক নামায পড়িলে ভাল হইত! (রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহা করিলেন না, বরং) তিনি বলিলেন, যে ব্যক্তি ইমামের সাথে শেষ পর্যন্ত এই নামায পড়ে তাহার জন্য পূর্ণ রাত্র নামায পড়ার সওয়াব লিখিয়া দেওয়া হয়। তারপর আবার ঐ নামায হইতে বিরত থাকিলেন– এমনকি মাসের শুধু তিন রাত্র বাকি থাকিলে– (২৯ হিসাবে উহা ২৭ তারিখের রাত্র হয়)। ২৭ তারিখের রাত্রে আমাদেরকে লইয়া নামায পড়িলেন, নিজের পরিবারবর্গ এবং বিবিগণকেও ডাকিয়া নিলেন। আমাদের সকলকে লইয়া নামায পড়িতে থাকিলেন– এমনকি সাহরীর সময় শেষ হওয়ার আশঙ্কা আমাদের হইতেছিল। (অবশিষ্ট মাস আর ঐ নামায পড়েন নাই।)"

১১২৬ (আঃ)। হাদীস– আয়েশা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

كَانَ النَّاسُ يُصَلُّوْنَ فِي الْمَسْجِدِ فِيْ رَمَضَانَ اَوْزَاعًا فَاَمَرَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَرَبْتُ لَهُ حَصِيْرًا فَصَلّٰى عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ فَصَلّٰى بِصَلَاتِهِ نَاسٌ ثُمَّ صَلّٰى مِنَ الْقَابِلَةِ فَكَثُرَ النَّاسُ ثُمَّ اجْتَمَعُوْا مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ اِلَيْهِمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا اَصْبَحَ قَالَ اَيُّهَا النَّاسُ اَمَا وَاللّٰهِ مَا بِتُّ لَيْلَتِيْ هٰذِهِ

www.eelm.weebly.com

يَحْمَدُ اللّٰهَ غَافِلًا وَلَا خَفِيَ عَلَيَّ مَكَانُكُمْ قَدْ رَأَيْتُ الَّذِي صَنَعْتُمْ فَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنَ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلَّا أَنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ

"রমযান মাসে লোকগণ মসজিদে একা একা নামায পড়িত। তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে আদেশ করিলেন; সেমতে আমি তাঁহার জন্য একটি চাটাই বিছাইয়া দিলাম। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে উহার উপর নামায পড়িলেন, তাঁহার নামাযের সাথে লোকগণও নামায পড়িল। তারপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগামী রাত্রেও ঐ নামায পড়িলেন; এই দিন অনেক লোকের সমাবেশ হইল। তারপর লোকগণ তৃতীয় রাত্রিও একত্রিত হইল কিন্তু রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাহির হইয়া তাহাদের নিকট আসিলেন না (লোকগণ কাশির শব্দ ইত্যাদি করিয়া নিজেদের উপস্থিতি প্রকাশ করিল)। ভোর বেলা হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে লোক সকল! আল্লাহর শোকর– এই রাত্র আমি উদাসীন অবস্থায় কাটাই নাই এবং তোমাদের উপস্থিতি আমার অজ্ঞাত ছিল না। তোমাদের কর্মকাণ্ড আমি উপলব্ধি করিয়াছি; তোমাদের নিকট বাহির হইয়া আসায় আমার জন্য একমাত্র বাধা ইহাই ছিল যে, আমি আশঙ্কা করিয়াছি এই নামায তোমাদের উপর ফরয করিয়া দেওয়ার।"

১১২৭ (আঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) বর্ণনা করেন–

خَرَجَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا نَاسٌ فِي رَمَضَانَ يُصَلُّونَ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ مَا هٰؤُلَاءِ فَقِيلَ هٰؤُلَاءِ نَاسٌ لَيْسَ مَعَهُمْ قُرْآنٌ وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ يُصَلِّي وَهُمْ يُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَابُوا وَنِعْمَ مَا صَنَعُوا

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গৃহ হইতে বাহির হইলেন। দেখিতে পাইলেন, কিছু লোক মসজিদের এক প্রান্তে নামায পড়িতেছে– রমযান মাসে। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, ঐ লোকদের কি অবস্থা? বলা হইল, এই লোকদের নিকট কুরআন (কণ্ঠস্থ) নাই;

www.eelm.weebly.com

উবাই ইবনে কাআব (কুরআন কণ্ঠস্থওয়ালা) নামায পড়িতেছেন, এই লোকগণ তাঁহার সাথে নামায পড়িতেছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তাহাদের কাজ যথার্থ হইয়াছে এবং খুবই উত্তম যাহা তাহারা করিয়াছে।"

১১২৮ (নাঃ)। হাদীস– নোমান ইবনে বশীর (রাযি.) মিম্বারের উপর দাঁড়াইয়া (সর্বসমক্ষে) এই সত্য বর্ণনা করিয়াছেন–

قُمْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ شَهْرِ رَمَضَانَ لَيْلَةَ ثَلٰثٍ وَّعِشْرِيْنَ اِلٰى ثُلُثِ اللَّيْلِ ثُمَّ قُمْنَا مَعَهُ لَيْلَةَ خَمْسٍ وَّعِشْرِيْنَ اِلٰى نِصْفِ اللَّيْلِ ثُمَّ قُمْنَا مَعَهُ لَيْلَةَ سَبْعٍ وَّعِشْرِيْنَ حَتّٰى ظَنَنَّا اَنْ لَا نُدْرِكَ الْفَلَاحَ

"আমরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে রমযান মাসে বিশেষ নামায পড়িয়াছি– ২৩ তারিখের রাত্রে রাত্রির তৃতীয়াংশ পর্যন্ত। তারপর ২৫ তারিখের রাত্রে তাঁহার সাথে নামায পড়িয়াছি অর্ধ রাত্র পর্যন্ত। তারপর ২৭ তারিখ রাত্রে তাঁহার সাথে নামায পড়িয়াছি– এই পর্যন্ত যে, আমরা ভাবিয়াছি, সেহরী খাওয়ার সময় পাইব না।"

১১২৯ (নাঃ)। হাদীস– আবদুর রহমান (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন–

اِنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى فَرَضَ صِيَامَ رَمَضَانَ عَلَيْكُمْ وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ فَمَنْ صَامَهُ وَقَامَهُ اِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا خَرَجَ مِنْ ذُنُوْبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ اُمُّهُ

"নিশ্চয় মহানের মহান আল্লাহ তাআলা রমযানের রোযা তোমাদের উপর ফরয করিয়াছেন। আর আমি রমযানের বিশেষ নামাযকে তোমাদের জন্য সুন্নাত সাব্যস্ত করিয়া দিয়াছি। যে ব্যক্তি ঈমানের দ্বারা ও সওয়াবের আশায় উদ্বুদ্ধ হইয়া এই মাসের রোযা করিবে এবং বিশেষ নামায আদায় করিবে সেই ব্যক্তি তাহার গোনাহ হইতে এইরূপ পরিচ্ছন্ন হইয়া যাইবে যেরূপ ছিল সে মায়ের পেট হইতে জন্ম লাভের দিন।"

১১৩০ (ইঃ)। হাদীস– আবদুর রহমান (রাযি.) বর্ণনা করেন–

www.eelm.weebly.com

اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ شَهْرَ رَمَضَانَ فَقَالَ شَهْرٌ كَتَبَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ فَمَنْ صَامَهُ وَقَامَهُ اِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا خَرَجَ مِنْ ذُنُوْبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ اُمُّهُ

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযান মাসের আলোচনায় বলিয়াছেন, আল্লাহ তাআলা ফরয করিয়া দিয়াছেন তোমাদের উপর এই মাসের রোযা এবং আমি সুন্নাত সাব্যস্ত করিয়া দিয়াছি তোমাদের জন্য এই মাসের বিশেষ নামায। সেমতে এই ব্যক্তি যেই মাসের রোযা রাখিবে এবং এই মাসের বিশেষ নামায আদায় করিবে ঈমান এবং সওয়াবের উদ্দেশ্যে উদ্বুদ্ধ হইয়া সে তাহার গোনাহসমূহ হইতে এইরূপ মুক্ত হইয়া যাইবে যেরূপ ছিল মায়ের পেট হইতে জন্ম লাভের দিন।"

❖ বুখারী শরীফে তাহাজ্জুদ নামাযের অনুচ্ছেদ ভিন্ন রাখা আছে– যাহা নামায অধ্যায়ে বর্ণিত। আর রমযানের বিশেষ নামায তথা 'তারাবীহ'-এর অনুচ্ছেদ ভিন্ন রাখা আছে– রমযান অধ্যায়ে। অতএব উভয়টি ভিন্ন ভিন্ন নামায– এক নহে।

লাইলাতুল কদরের বয়ান

১১৩১ (মোসঃ)। হাদীস– হযরত উবাই ইবনে কাআব (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

وَاللّٰهِ الَّذِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اِنَّهَا لَفِىْ رَمَضَانَ يَحْلِفُ مَا يَسْتَثْنِىْ وَوَاللّٰهِ اِنِّىْ لَاَعْلَمُ اَىُّ لَيْلَةٍ هِىَ هِىَ اللَّيْلَةُ الَّتِىْ اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقِيَامِهَا هِىَ لَيْلَةُ صَبِيْحَةِ سَبْعٍ وَّعِشْرِيْنَ وَاَمَارَتُهَا اَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فِىْ صَبِيْحَةِ يَوْمِهَا لَا شُعَاعَ لَهَا

"যেই আল্লাহ ভিন্ন কোন মাবুদ নাই তাঁহার কসম করিয়া বলিতেছি, নিশ্চয় লাইলাতুল কদর রমযানের মধ্যেই হইয়া থাকে– কসমের মধ্যে কোন কিছু বাদ রাখেন নাই।

www.eelm.weebly.com

উবাই (রাযি.) ইহাও বলিয়াছেন, খোদার কসম! আমি জানি উহা কোন তারিখের রাত্র। উক্ত রাত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দীর্ঘ নামায ও ইবাদত-বন্দেগীর আদেশ আমাদেরে করিয়াছেন। সেই রাত্রটি হইল, যাহার ভোর হয় রমযানের ২৭ তারিখ। সেই রাত্রের নিদর্শন হইবে এই যে, ঐ রাত্রের দিনের সকাল বেলায় সূর্যের প্রখর কিরণমালা থাকিবে না।"

১১৩২ (তিঃ)। হাদীস– আলী (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে–

اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوْقِظُ اَهْلَهُ فِى الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযানের শেষ দশ রাতসমূহে নিজ পরিবারবর্গকে (ইবাদত-বন্দেগীর জন্য) জাগ্রত করিয়া দিতেন।"

১১৩৩ (আঃ)। হাদীস– হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উনাইছ (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মাগরিবের নামায পড়িলাম...। আমি আরজ করিলাম–

اَرْسَلَنِىْ اِلَيْكَ رَهْطٌ مِّنْ بَنِىْ سَلَمَةَ يَسْتَلُوْنَكَ عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فَقَالَ كَمِ اللَّيْلَةُ فَقُلْتُ اثْنَتَانِ وَعِشْرُوْنَ قَالَ هِىَ اللَّيْلَةُ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ اَوِ الْقَابِلَةُ يُرِيْدُ لَيْلَةَ ثَلٰثٍ وَّعِشْرِيْنَ

"নবী সালেমা গোত্রীয় কতিপয় লোক আমাকে আপনার নিকট পাঠাইয়াছে লাইলাতুল কদর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার জন্য। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, আজ কত তারিখের রাত্র? আমি বলিলাম, ২২ তারিখের। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, লাইলাতুল কদর এই রাত্রই। অতঃপর উহা হইতে ফিরিয়া গেলেন এবং বলিলেন, বরং আগামী রাত্র– ২৩ তারিখের রাত্র বুঝাইতে ছিলেন।"

১১৩৪ (আঃ)। হাদীস– মুআবিয়া (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে–

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ سَبْعٍ وَّعِشْرِيْنَ

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, লাইলাতুল কদর ২৭ তারিখের রাত্র।"

www.eelm.weebly.com

❖ লাইলাতুল কদর সম্পর্কে ২৩ ও ২৭ তারিখের উল্লেখ হইল, বুখারী শরীফ সহ সব কিতাবেই ২১ তারিখ সম্পর্কেও হাদীস বর্ণিত আছে। এতদ্ভিন্ন সব হাদীসের কিতাবেই রমযানের শেষ দশকের বেজোড় রাত্রসমূহের উল্লেখ রহিয়াছে। বিশিষ্ট আলেমগণের মতে লাইলাতুল কদর সর্বদার জন্য এক তারিখে নির্ধারিত নহে। শুধু শেষ দশকের বেজোড় রাত্রসমূহ নির্ধারিত– উহা হইতে এক এক বৎসর তারিখ পরিবর্তিত হইতে পারে।

শবে বরাত তথা শাবান চাঁদের ১৫ তারিখ রাত্রের বৈশিষ্ট্য

১১৩৫ (তিঃ)। হাদীস– আয়েশা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, (শাবান চাঁদের ১৫ তারিখে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার গৃহে অবস্থানকারী ছিলেন। গভীর রাত্রে আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমার বিছানায় পাইলাম না। আমি ঘর হইতে বাহির হইলাম; (অনতিদূরে মদীনার কবরস্থানে) 'বাকী' এলাকায় তিনি ছিলেন। নবঈ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে (আমার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া) বলিলেন, তুমি কি আশঙ্কা করিয়াছ– আল্লাহ (সম্মতি দিবেন) এবং আল্লাহর রসূল তোমার প্রতি অন্যায় করিবেন? আমি বলিলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ! (ঠিকই) আমি ধারণা করিয়াছিলাম, আপনি (আমার জন্য নির্ধারিত দিনে) অপর কোন বিবির নিকট পৌছিয়াছেন। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (কবরস্থানে উপস্থিত হইয়া বিগলিত অন্তরে দোয়া-ইস্তিগফার করায় মনোনিবেশের হেতুরূপে ঐ রাত্রের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করিলেন–

إِنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَنْزِلُ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ

"নিশ্চয় মহামহিম মহান আল্লাহ শাবানের মধ্য রাত্রে (ভূমণ্ডলের) নিকটতম আকাশে (সর্বাধিক রহমত ও মাগফিরাত) অবতরণ (করার বিশেষ ব্যবস্থা) করেন। ঐ ব্যবস্থায় আল্লাহ তাআলা মাগফিরাত ও ক্ষমা করেন ও এত অধিক লোমের যাহাদের সংখ্যা বনু কালব গোত্রের ছাগল পালের সমষ্টির গায়ের লোমের সংখ্যা অপেক্ষা বেশি হইবে।"

www.eelm.weebly.com

১১৩৬ (ইঃ)। হাদীস– আলী (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন–

إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا نَهَارَهَا فَإِنَّ اللّٰهَ يَنْزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ أَلَا مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَيَغْفِرَ لَهُ أَلَا مُسْتَرْزِقٍ فَأَرْزُقَهُ أَلَا مُبْتَلًى فَأُعَافِيَهُ أَلَا كَذَا أَلَا كَذَا حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ

"শাবান মাসের মধ্য (তথা ১৫ তারিখের) রাত্রি আসিলে তোমরা ঐ রাত্রিটি উজাগর করিও এবং উহার দিনে রোযা রাখিও। কারণ এই রাত্রে সূর্যাস্তের সময় হইতেই আল্লাহ তাআলার (বিশেষ রহমত দৃষ্টির) অবতরণ হয় ভূমণ্ডলের (উপরস্থ– নিকটতম, সর্বনিম্নের) আকাশে; (বান্দাদেরে নিকটতম স্থান হইতে দ্রুত ও অধিক রহমত দানের জন্য) এবং আল্লাহ তাআলা ঘোষণা দিতে থাকেন– কোন ক্ষমাপ্রার্থী আছে? আমি তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিব। রিযিক প্রার্থী আছে? আমি তাহাকে রিযিক দান করিব। রোগ বা বিপদগ্রস্ত আছে? আমি তাহাকে স্বাস্থ্য বা শান্তি দান করিব। এরূপ আছে? এরূপ আছে? বিভিন্ন আহ্বান ও ঘোষণা হইতে থাকে প্রভাত হওয়া পর্যন্ত।"

১১৩৭ (ইঃ)। হাদীস– আয়েশা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

فَقَدْتُ نَبِيَّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَخَرَجْتُ أَطْلُبُهُ فَإِذَا هُوَ بِالْبَقِيعِ رَافِعٌ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ أَكُنْتِ تَخَافِينَ أَنْ يَحِيفَ اللّٰهُ عَلَيْكِ وَرَسُولُهُ قُلْتُ وَمَا بِي ذٰلِكَ وَلٰكِنِّي ظَنَنْتُ أَنَّكَ أَتَيْتَ بَعْضَ نِسَائِكَ فَقَالَ إِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى يَنْزِلُ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ كَلْبٍ

"এক রাত্রে আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে (বিছানা হইতে) উধাও পাইলাম। (রাত্রটি আয়েশার গৃহে থাকার পালা ছিল।) আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তালাশ করার জন্য বাহির হইলাম।

www.eelm.weebly.com

অকস্মাৎ তিনি বাকী কবরস্থানে আছেন, উর্ধপাণে মাথা উঁচু করিয়া (হয়ত দোয়ারত) আছেন। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে আয়েশা! তোমার প্রতি আল্লাহ ও আল্লাহর রসূল কর্তৃক জুলুম করার আশঙ্কা তুমি করিয়াছ? আমি বলিলাম, অত বড় অভিযোগ তো আমার অন্তরে নাই, হাঁ– আমি ভাবিয়াছি, আপনার কোন স্ত্রীর নিকট গিয়াছেন।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, নিশ্চয় শাবানের ১৫তম রাত্রে নিকটবর্তী আসমানে আল্লাহ তাআলার (বিশেষ রহমতের) অবতরণ হয়। আল্লাহ তাআলা (স্বীয় রহমতকে বান্দাদের নিকটতম করিয়া সেই রহমতের বদৌলতে) ক্ষমা করিয়া থাকেন বনু কালব গোত্রের অসংখ্য ছাগলসমূহের গায়ের লোম অপেক্ষা অধিক সংখ্যক মানুষকে।"

❖ একাধিক স্ত্রী থাকিলে প্রত্যেকের গৃহে রাত্র যাপনের পালা সমানরূপে নির্ধারিত করিয়া দিতে হয়। প্রত্যেক স্ত্রীর পালা তাহার হক ও প্রাপ্য স্বত্ব; একজনের পালার রাত্র অনুমতি ব্যতিরেকে অন্য স্ত্রীকে প্রদান করা অন্যায়, জুলুম ও তাহার হক নষ্ট করা। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই বিষয়ের প্রতিই ইঙ্গিত দিয়াছেন যে, তুমি আশঙ্কা করিয়াছ তোমার পালার রাত্র আমি অন্যকে দিয়াছি– যাহা অন্যায় ও জুলুম। আর আমি আল্লাহর রসূল; যাহা করিব তাহার প্রতি আল্লাহরও সমর্থন থাকিবে। অতএব যদি তুমি আশঙ্কা করিয়া থাক যে, আমি তোমার পালার রাত্র অন্য স্ত্রীকে দিয়াছি তবে আল্লাহ ও আল্লাহর রসূলের তরফ হইতে অন্যায় ও জুলুম আশঙ্কা করার শামিল হইবে।

উত্তরে আয়েশা (রাযি.) বলিলেন, আমার পালার রাত্র অন্যকে দিয়া দিয়াছেন– এত বড় অন্যায়ের আশঙ্কা তো করি নাই, তবে আমি ভাবিয়াছি, হয়ত অল্প সময়ের জন্য হইলেও আপনি কোন স্ত্রীর গৃহে গিয়াছেন– আমার জন্য ইহাও, অসহনীয়, তাই আপনার খোঁজে বাহির হইয়াছি।

❖ 'বনু কালব' একটি প্রসিদ্ধ গোত্র, ছাগল পোষার বৈশিষ্ট্য তাহাদের মধ্যে ব্যাপক ছিল। যেরূপ মৎস্যজীবী জেলে সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য হয় মাছ ধরা, তাই ঐ সম্প্রদায়ের প্রত্যেকের ঘরেই ২/৪ টা জাল ইত্যাদি মৎস্য শিকারের অস্ত্র থাকেই। তদ্রূপ 'বনু কালব' গোত্রের লোকগণ শত শত ছাগল পোষিয়া থাকিত; তাহাদের প্রত্যেকের ঘরে ২/৪টা ছাগল তো অবশ্যই

www.eelm.weebly.com

থাকিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করিয়াছেন যে, সমগ্র বনু কালব গোত্রের লোকদের সমুদয় ছাগলগুলি একত্র করিলে ঐ অসংখ্য ছাগল পালের সমষ্টির গায়ে যত সংখ্যার লোম হইবে তদপেক্ষা অধিক সংখ্যক লোককে আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করিয়া থাকেন শাবানের ১৫তম রাত্রে।

❖ আলোচ্য ঘটনার রাত্রটি সেই শাবানের ১৫ তম রাত্রই ছিল, সেই রাত্রে কবরস্থানে যাইয়া কবরকে চোখের সামনে রাখিয়া বিগলিত প্রাণে আল্লাহর নিকট মাগফিরাত ও ক্ষমা ভিক্ষা চাওয়ার আদর্শই শিক্ষা দিয়াছিলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

১১৩৮ (ইঃ)। হাদীস– আবু মুসা আশআরী (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন–

إِنَّ اللّٰهَ لَيَطَّلِعُ فِىْ لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِجَمِيْعِ خَلْقِهِ اِلاَّ مُشْرِكٍ اَوْ مُشَاحِنٍ

"আল্লাহ তাআলা শাবানের মধ্য রাত্রে (বিশেষ রহমতের) দৃষ্টি করেন এবং সকল শ্রেণীর মানুষকেই ক্ষমা করেন– শিরককারী এবং (অপর মুসলমানের প্রতি) বিদ্বেষ পোষণকারী ব্যতীত।"

❖ হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.)-এর 'খুতবাতুল আহকাম' নামক জুমার খুতবাহ সঙ্কলনের তরজমায় শাবান চাঁদের খুতবার মধ্যে উল্লেখিত হাদীসের আলোচনায় 'আইনো মা ছাবাতা বিচ্ছুন্নাহ' নামক কিতাব হইতে হাদীসের প্রসিদ্ধ কিতাব 'মুসনাদে বায়হাকী' বর্ণিত বিভিন্ন হাদীস হইতে গৃহীত আরও কতিপয় শ্রেণীর উল্লেখ করা হইয়াছে– যাহাদের গোনাহ এই রাত্রেও মাফ করা হয় না; যাবৎ না তাহাদের শরীয়তের বিধান মতে তাওবা করে। ৩. অন্যায়রূপে মানুষ হত্যাকারী। ৪. সদা মদ্য পানকারী। ৫. মাতা-পিতার অবাধ্য। ৬. রক্তের সম্পর্কধারী আত্মীয় হইতে (জাগতিক কারণে) সম্পর্ক ছিন্নকারী। ৭. পরিধেয় বস্ত্র এত লম্বাকারী যে, পায়ের গিঁঠ ঢাকিয়া যায়।

তথায় আরও বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ রাত্রে এই দোয়া পড়িতে থাকিতেন–

www.eelm.weebly.com

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِعَفْوِكَ مِنْ عِقَابِكَ وَاَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْكَ جَلَّ وَجْهُكَ لَا اُحْصِىْ ثَنَاءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ

"আয় আল্লাহ! তোমার আযাব হইতে তোমার ক্ষমতার আশ্রয় চাই। তোমার অসন্তুষ্টি হইতে তোমার সন্তুষ্টির আশ্রয় চাই। তোমার আযাব হইতে তোমারই আশ্রয় চাই। তুমি শ্রেষ্ঠত্বের সর্বোচ্চে; তোমার প্রশংসা আমার অসাধ্যে। তোমার মহিমার বিকাশ একমাত্র তোমার নিজের প্রশংসার দ্বারাই হইতে পারে।"

১১৩৯ (মেঃ)। হাদীস– আয়েশা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে–

اِنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَلْ تَدْرِيْنَ مَا فِىْ هٰذِهِ اللَّيْلَةِ يَعْنِى لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ قَالَتْ مَا فِيْهَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ فِيْهَا اَنْ يُّكْتَبَ كُلُّ مَوْلُوْدٍ مِنْ بَنِىْ اٰدَمَ فِىْ هٰذِهِ السَّنَةِ وَفِيْهَا اَنْ يُّكْتَبَ كُلُّ هَالِكٍ مِنْ بَنِىْ اٰدَمَ فِىْ هٰذِهِ السَّنَةِ وَفِيْهَا تُرْفَعُ اَعْمَالُهُمْ وَفِيْهَا تَنْزِلُ اَرْزَاقُهُمْ (بيهقى)

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি জান শাবানের মধ্য রাত্রিতে কি কি বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে? আয়েশা (রাযি.) বলিলেন, উহাতে কি কি বৈশিষ্ট্য আছে– ইয়া রসূলাল্লাহ? হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, উহাতে এই বৈশিষ্ট্য আছে যে, অত্র বৎসরে যেসব আদম সন্তান জন্মিবে তাহাদের নির্ধারিত করা হয় এবং উহাতে এই বৈশিষ্ট্য আছে যে, অত্র বৎসরে যেসব আদম সন্তান মরিবে তাহাদেরে নির্ধারিত করা হয়। এই রাত্রেই আদম সন্তানদের আমলনামা স্থানান্তরিত করা হয় এবং এই রাত্রেই তাহাদের (আগামী বৎসরের) রিযিকসমূহ অবতীর্ণ করা হয়।"

❖ লোকদের আমলনামা অস্থায়ী কেন্দ্র হইতে স্থায়ী কেন্দ্রে স্থানান্তরিত করা হয় এই রাত্রে। প্রত্যেকের আগামী বৎসরের রিযিক নির্ধারিত করা হয় এবং উহার সমুদয় ব্যবস্থা সম্পন্ন করা হয় এই রাত্রে।

www.eelm.weebly.com

পবিত্র কুরআনের ফযীলত এবং উহা সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য

১১৪০ (মোসঃ)। হাদীস– আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

إِنَّمَا مَثَلُ صَاحِبِ الْقُرْآنِ كَمَثَلِ الْإِبِلِ الْمُعَقَّلَةِ إِنْ عَاهَدَ عَلَيْهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ أَطْلَقَهَا ذَهَبَتْ وَإِذَا قَامَ صَاحِبُ الْقُرْآنِ فَقَرَأَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ذَكَرَهُ وَإِنْ لَمْ يَقُمْ بِهِ نَسِيَهُ

"কুরআন কণ্ঠস্থকারীর অবস্থা দড়িতে বাঁধা উটের মালিকের ন্যায়। ঐ উটকে যদি রক্ষিত অবস্থায় (তথা বাঁধা) রাখে তবে উহাকে নিজ আয়ত্তে রাখিতে সক্ষম হইবে, আর যদি উহাকে ছাড়িয়া দেয় তবে চলিয়া যাইবে। কুরআন কণ্ঠস্থকারী যদি কুরআনকে রাত্রে এবং দিনে পড়ায় অভ্যস্ত তাকে তবে কুরআন তাহার স্মরণে থাকিবে। আর যদি সে কুরআন লইয়া লিপ্ত না থাকে তবে সে উহা ভুলিয়া যাইবে।"

১১৪১ (মোসঃ)। হাদীস– আবু মুসা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন–

تَعَاهَدُوا الْقُرْآنَ فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَهُوَ أَشَدُّ تَفَلُّتًا مِنَ الْإِبِلِ عُقُلِهَا

"কুরআনে লিপ্ত থাকা বজায় রাখিও; ঐ খোদার কসম যাঁহার হাতে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জান! নিশ্চয় কুরআন বেশি ছুটিয়া যায় উট অপেক্ষা যে উটকে দড়িতে বাঁধিয়া রাখিতে হয়।"

❖ দড়ির বাঁধ খসিয়া গেলে ঐ উট ছুটিয়া যাইবে– দূর প্রান্তে চলিয়া যাইবে। তদ্রূপ কুরআনে লিপ্ত থাকা বজায় না রাখিলে উহা তোমার স্মরণ হইতে ছুটিয়া যাইবে– তোমার হইতে ছিন্ন হইয়া যাইবে।

১১৪২ (মোসঃ)। হাদীস– আয়েশা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন–

الْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ وَالَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَتَتَعْتَعُ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ لَهُ أَجْرَانِ

www.eelm.weebly.com

"কুরআন শরীফ পড়ায় সুদক্ষ ব্যক্তি আল্লাহর বার্তা বাহক, সম্মানিত ও আল্লাহর অনুগত ফেরেশতাগণ দলভুক্ত। আর যে ব্যক্তি কুরআন শরীফ পড়ে আটকিয়া আটকিয়া, কুরআন শরীফ পড়া তাহার জন্য কঠিন– তবুও পড়ে তাহার জন্য দ্বিগুণ সওয়াব নির্ধারিত রহিয়াছে।"

১১৪৩ (মোসঃ)। হাদীস– আনাস (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِاُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى اَمَرَنِىْ اَنْ اَقْرَأَ عَلَيْكَ لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ قَالَ وَسَمَّانِى لَكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَبَكٰى

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উবাই ইবনে কাআব (রাযি.)কে বলিলেন, আল্লাহ তাআলা আমাকে আদেশ করিয়াছেন, তোমাকে পড়িয়া শুনাইবার জন্য 'সূরা লাম ইয়াকুন' উবাই (রাযি.) জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার নিকট আল্লাহ তাআলা আমার নাম বলিয়াছেন? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হাঁ। উবাই (রাযি.) ইহা শুনিয়া কাঁদিলেন।"

❖ মহান আল্লাহর সম্মুখে নিজের অতি অতি নগণ্যতা ও তুচ্ছ হইতে তুচ্ছতা অনুভবে কাতরতা এবং আল্লাহর মহান দরবারে আলোচিত হওয়ার আনন্দ উভয়ের আবেগে ক্রন্দন আসা নিতান্তই স্বাভাবিক।

উবাই (রাযি.) কুরআন শরীফ পড়ায় বিশেষ সুদক্ষ ছিলেন; স্বয়ং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার প্রশংসায় বলিয়াছেন, اقرأهم ابى –সাহাবীগণের মধ্যে সর্বাধিক উত্তম কুরআন পাঠকারী ছিলেন উবাই (রাযি.)। পূর্বোল্লিখিত হাদীসে বলা হইয়াছে, কুরআনের সুদক্ষ ব্যক্তি বিশিষ্ট ফেরেশতা তুল্য; ঐ সত্যেরই একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত উবাই (রাযি.)। তিনি কুরআনের সুদক্ষ হওয়ায় মহামহিম আল্লাহর মহান দরবারে তিনি আলোচিত হইয়াছেন এবং আল্লাহর নবী আদিষ্ট হইয়াছেন তাঁহাকে পড়া শুনাইবার জন্য।

১১৪৪ (মোসঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন–

www.eelm.weebly.com

اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اِذَا رَجَعَ اِلٰى اَهْلِهٖ اَنْ يَّجِدَ فِيْهِ ثَلَاثَ خَلِفَاتٍ عِظَامٍ سِمَانٍ قُلْنَا نَعَمْ قَالَ فَثَلَاثُ اٰيَاتٍ يَقْرَأُ بِهِنَّ اَحَدُكُمْ فِىْ صَلٰوتِهٖ خَيْرٌ لَّهٗ مِنْ ثَلَاثِ خَلِفَاتٍ عِظَامٍ سِمَانٍ

"তোমাদের প্রত্যেকে কি পছন্দ করে না যে, আপন বাড়িতে আসিয়া দেখিতে পায় বড় বড় মোটা-তাজা তিনটি গাভীন উট তাহার ভাগ্যে জুটিয়াছে? আমরা সকলেই বলিলাম, হাঁ– ইহা আমরা প্রত্যেকেই পছন্দ করি। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তবে শুন! তিনটি কুরআনের আয়াত যদি তোমাদের কেহ নামাযে পড়ে তবে উহা তাহার জন্য তিনটি বড় বড় মোটা-তাজা গাভীন উট অপেক্ষা উত্তম (সম্পদ) হইবে– (পরকালে তো নির্ধারিতরূপে উহা পাইবেই, ইহকালেও উহার বরকত এবং কল্যাণ-মঙ্গল ভোগের সুযোগ পাইতে পারে)।"

১১৪৫ (মোসঃ)। হাদীস– ওকবা ইবনে আমের (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা নবীজীর মসজিদের বারান্দায় থাকিতাম। একদা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মধ্যে গৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিলেন এবং বলিলেন–

اَيُّكُمْ يُحِبُّ اَنْ يَّغْدُوَ كُلَّ يَوْمٍ اِلٰى بُطْحَانَ اَوْ اِلَى الْعَقِيْقِ فَيَاْتِىَ مِنْهُ بِنَاقَتَيْنِ كَوْمَاوَيْنِ فِىْ غَيْرِ اِثْمٍ وَلَا قَطْعِ رَحِمٍ فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُحِبُّ ذٰلِكَ قَالَ اَفَلَا يَغْدُوْ اَحَدُكُمْ اِلَى الْمَسْجِدِ فَيَعْلَمُ اَوْ يَقْرَأُ اٰيَتَيْنِ مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ خَيْرٌ لَّهٗ مِنْ نَاقَتَيْنِ وَثَلَاثٌ خَيْرٌ لَّهٗ مِنْ ثَلَاثٍ وَاَرْبَعٌ خَيْرٌ لَّهٗ مِنْ اَرْبَعٍ وَمِنْ اَعْدَادِهِنَّ مِنَ الْاِبِلِ

"তোমাদের মধ্যে কে পছন্দ করে যে, প্রতিদিন সকাল বেলায় (মদীনার অদূরে) বুতহান বা আকীক যাইয়া অবৈধ উপায় বা আত্মীয়তা ছেদন ব্যতিরেকে তিনটি অতি উত্তম উট লাভ করিয়া উহা বাড়িতে নিয়া আসে? আমরা বলিলাম, আমরা সকলেই ইহা পছন্দ করি। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তাহা হইলে তোমরা প্রত্যেকে মসজিদে

www.eelm.weebly.com

যাইবে এবং আল্লাহর কুরআনের দুইটি আয়াত শিক্ষা করিবে অথবা পাঠ করিবে– ইহা তাহার জন্য দুইটি উট লাভ করা অপেক্ষা উত্তম হইবে। তিনটি আয়াত তিনটি উট অপেক্ষা উত্তম হইবে, চারটি আয়াত চারটি উট অপেক্ষা উত্তম হইবে এবং আয়াতের যে কোন সংখ্যা ঐ সংখ্যার উট অপেক্ষা উত্তম হইবে।"

১১৪৬ (মোসঃ)। হাদীস– আবু উমামা বাহেলী (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি–

اِقْرَءُوا الْقُرْاٰنَ فَاِنَّهٗ يَاْتِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيْعًا لِاَصْحَابِهٖ اِقْرَءُوا الزَّهْرَوَيْنِ الْبَقَرَةَ وَاٰلَ عِمْرَانَ فَاِنَّهُمَا يَاْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَاَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ تُحَاجَّانِ عَنْ اَصْحَابِهِمَا اِقْرَءُوْا سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ فَاِنَّ اَخْذَهَا بَرَكَةٌ وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ لَا يَسْتَطِيْعُهَا الْبَطَلَةُ

"তোমরা কুরআন তেলাওয়াত কর; কুরআন শরীফ সুপারিশকারী হইয়া উপস্থিত হইবে উহার ধারকদের জন্য কিয়ামত দিবসে। দুইটি নুরানী সূরা বিশেষভাবে তেলাওয়াত কর– সূরা বাকারা এবং সূরা আলে-ইমরান। এই সূরাদ্বয় কিয়ামত দিবসে (ছায়া দানকারী) মেঘমালারূপী হইয়া উপস্থিত হইবে উহাদের ধারকগণের পক্ষে সুপারিশ এবং ওকালতি করিবে। বিশেষভাবে সূরা বাকারা তেলাওয়াত কর; উহাকে ধরিয়া রাখা বরকত–কল্যাণ ও মঙ্গলের সূত্র হয় এবং উহাকে ছাড়িয়া দেওয়া অনুতাপ ও দুঃখ-বেদনার কারণ হইবে, যাদুকরগণ ইহাকে ডিঙ্গাইতে সক্ষম হয় না। অর্থাৎ ইহা তেলাওয়াতকারীর উপর যাদু তাছীর করিতে পারে না।"

১১৪৭ (মোসঃ)। হাদীস– নাওয়াছ ইবনে ছাময়ান (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি–

يُؤْتٰى بِالْقُرْاٰنِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَاَهْلِهِ الَّذِيْنَ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ بِهٖ تَقْدُمُهٗ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ وَاٰلِ عِمْرَانَ وَضَرَبَ لَهُمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ اَمْثَالٍ مَا نَسِيْتُهُنَّ بَعْدُ قَالَ كَاَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ اَوْ ظُلَّتَانِ سَوْدَاوَانِ بَيْنَهُمَا شَرْقٌ اَوْ كَاَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ تُحَاجَّانِ عَنْ صَاحِبِهِمَا

www.eelm.weebly.com

"কিয়ামতের দিন কুরআন শরীফকে উপস্থিত করা হইবে এবং উহার ধারকগণকে যাহারা উহা অনুযায়ী আমল করিয়া থাকিত। কুরআনের আগে থাকিবে সূরা বাকারা ও সূরা আলে-ইমরান। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত সূরাদ্বয়ের তিনটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়াছেন– এখনও পর্যন্ত আমি উহা ভুলি নাই। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন– ঐ সূরাদ্বয় আসিবে দুইটি মেঘ খণ্ডের আকারে (ছায়া দানের জন্য) অথবা দুইটি অতি ঘন কাল ছায়া আকারে; উহাদের মধ্যে আলো হইবে অথবা ডানা বিস্তারকারী পাখীদের দুইটি ঝাঁকের ন্যায়। এইরূপে আসিয়া ঐ সূরাদ্বয় উহার ধারকদের পক্ষে সুপারিশ এবং ওকালতি করিবে।"

১১৪৮ (মোসঃ)। হাদীস– আব্বাস (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

بَيْنَا جِبْرِيْلُ قَاعِدٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ فَقِيْضًا مِنْ فَوْقِهِ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ هٰذَا بَابٌ مِنَ السَّمَاءِ، فُتِحَ الْيَوْمَ لَمْ يُفْتَحْ قَطُّ اِلَّا الْيَوْمَ فَنَزَلَ مِنْهُ مَلَكٌ فَقَالَ هٰذَا مَلَكٌ لَمْ يَنْزِلْ قَطُّ اِلَّا الْيَوْمَ فَسَلَّمَ وَقَالَ اَبْشِرْ بِنُوْرَيْنِ اُوْتِيْتَهُمَا لَمْ يُؤْتَهُمَا نَبِيٌّ قَبْلَكَ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ وَخَوَاتِيْمُ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ لَمْ تَقْرَأْ بِحَرْفٍ مِّنْهَا اِلَّا اُعْطِيْتَهُ

"একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের (বর্ণনা মতে তাঁহার) নিকট জিবরাঈল (আ.) বসা ছিলেন– এমতাবস্থায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপরের দিকে দরওয়াজা খোলার ন্যায় শব্দ শুনিতে পাইলেন এবং তিনি উপরের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। তখন জিবরাঈল (আ.) বলিলেন, আসমানের এই একটি দরওয়াজা অদ্য খোলা হইল– যাহা অদ্যকার পূর্বে আর কখনও খোলা হয় নাই। (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বয়ান করিয়াছেন) অতঃপর ঐ দরওয়াজা পথে একজন ফেরেশতা অবতরণ করিলেন। জিবরাঈল (আ.) বলিলেন, এই ফেরেশতা এখনই ভূপৃষ্ঠে অবতরণ করিলেন, অদ্যকার পূর্বে আর কখনও তিনি অবতরণ করেন নাই। ঐ ফেরেশতা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাম করিলেন এবং বলিলেন, আপনি বিশেষ সুসংবাদে ধন্য হউন দুইটি নুর বা আলো লাভে,

www.eelm.weebly.com

যাহা একমাত্র আপনিই লাভ করিয়াছেন, আপনার পূর্বে কোন নবীও উহা লাভ করিতে পারেন নাই। একটি হইল, পবিত্র কুরআনের আরম্ভ– সূরা ফাতেহা, অপরটি হইল সূরা বাকারার শেষ আয়াতসমূহ। উভয়ের প্রতিটি অক্ষর পাঠের সাথে সাথে উহাতে আবেদনের প্রতিটি বস্তু আপনাকে (আপনার উম্মতকে) প্রদান করা হইবে।"

❖ সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বস্তু সৎ ও সরল পথ–সীরাতে মুস্তাকীম প্রাপ্তির আবেদন ও আরাধনা রহিয়াছে সূরা ফাতেহার মধ্যে। আর কোন প্রকার গোনাহের দরুন অভিযুক্ত না করা, বালা-মুসিবত ও আপদ-বিপদে আক্রান্ত না করা এবং সকল প্রকার গোনাহের মাগফিরাত তথা গোনাহসমূহকে আমলনামা হইতে মুছিয়া ফেলার এবং রহমত দানের ও জাহেরী-বাহেনী– পার্থিব ও আত্মিক সকল শত্রুর উপর জয়লাভের জন্য মদদ ও সাহায্যের প্রার্থনা ও আবেদনরূপে ৭টি দোয়ার উল্লেখ রহিয়াছে সূরা বাকারার শেষ আয়াতসমূহে।

এইভাবে দুনিয়া-আখেরাতের সর্বময় কল্যাণ ও মঙ্গলের আবেদন-আরাধনা শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে উক্ত সূরা ও আয়াতসমূহে। সাথে সাথে এই আশা-অঙ্গীকারও দেওয়া হইয়াছে যে, উহার পাঠক কায়মনোবাক্যে উহার মর্মকে আবেদনরূপে পেশ করিলে আল্লাহ তাআলা প্রতিটি দোয়া উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে উহা কবুল করিবেন– প্রার্থিত মনোবাঞ্ছাবলী প্রদান করিলেন। ইহা কতই না বড় সৌভাগ্য, কতই না বড় সুসংবাদ এবং আনন্দদায়ক ও আশাব্যঞ্জক।

এই আশার আলো বহন করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছে সূরা ফাতেহা ও সূরা বাকারার শেষ আয়াতমালা। এই সূরা ও আয়াতমালাকে নুর– আলো বলা হইয়াছে অর্থাৎ ইহজগতে উহা আশার আলো বহনকারী এবং পরজগতে– কবর, হাশরে ও পুলসিরাতে আলো দানকারী।

১১৪৯ (মোসঃ)। হাদীস– আবদুর রহমান ইবনে ইয়াযীদ (রহ.) বর্ণনা করিয়াছেন, আমার সাক্ষাত হইল আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.)-এর সঙ্গে বাইতুল্লাহ শরীফের নিকটে। আমি বলিলাম, সূরা বাকারার দুইটি আয়াত সম্পর্কে আপনি হাদীস বয়ান করেন বলিয়া সংবাদ পাইয়াছি। তিনি বলিলেন, হাঁ।

www.eelm.weebly.com

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْاٰيَتَانِ مِنْ اٰخِرِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ مَنْ قَرَأَهُمَا فِىْ لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, সূরা বাকারার শেষের দুইটি আয়াত যে ব্যক্তি রাত্রে উহা পাঠ করিবে উহা তাহার জন্য যথেষ্ট পরিগণিত হইবে।"

❖ রাত্রে তাহাজ্জুদ নামায এবং উহাতে সাধ্যানুযায়ী কুরআন তেলাওয়াত এক সময়ে ফরয ছিল, পরে উহা ফরয হওয়া রহিত হইয়া গিয়াছে কিন্তু সুন্নাত রূপের কর্তব্য আকারে এখনও উহা বলবৎ আছে। সেই কর্তব্য আদায়ে এই দুইটি আয়াত যথেষ্ট গণ্য হয়। আর এই আয়াতদ্বয়ের বিষয়বস্তু এবং উহার দোয়ারূপী মর্ম আল্লাহর দরবারে কবুল ও গৃহীত হওয়ার আশা-ভরসা দৃষ্টে দুনিয়া-আখেরাতের কল্যাণ-মঙ্গলের জন্যও উহা যথেষ্ট পরিগণিত।

১১৫০ (মোসঃ)। হাদীস– আবু দারদা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন–

مَنْ حَفِظَ عَشْرَ اٰيَاتٍ مِنْ اَوَّلِ سُوْرَةِ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ

"যেই ব্যক্তি সূরা কাহাফের প্রথম দশটি আয়াত কণ্ঠস্থ রাখিবে সে দাজ্জালের দ্বারা বিপর্যস্ত হওয়ার বিপদ হইতে সুরক্ষিত থাকিবে।"

১১৫১ (মোসঃ)। হাদীস– হযরত উবাই ইবনে কাআব (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا اَبَا الْمُنْذِرِ اَتَدْرِىْ اَىُّ اٰيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ مَعَكَ اَعْظَمُ قَالَ قُلْتُ اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ يَا اَبَا الْمُنْذِرِ اَتَدْرِىْ اَىُّ اٰيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ مَعَكَ اَعْظَمُ قَالَ قُلْتُ اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ قَالَ فَضَرَبَ فِىْ صَدْرِىْ وَقَالَ لِيَهْنَكَ الْعِلْمُ يَا اَبَا الْمُنْذِرِ

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (আবুল মুনাজির [রাযি.] সাহাবীকে) বলিলেন, হে আবুল মুনাজির! কুরআন শরীফের আয়াতসমূহ যে, তোমার নিকটে আছে– তুমি কি জান উহার মধ্যে কোনটি অধিক

www.eelm.weebly.com

মর্যাদাবান? আবু মুনাজির (রাযি.) বলেন, আমি বললাম– আল্লাহ এবং আল্লাহর রসূল তাহা বেশি জানেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনঃ বলিলেন, হে আবুল মুনাজির! কুরআন শরীফের আয়াতসমূহ যে, তোমার নিকট আছে– তুমি কি জান উহার মধ্যে কোনটি অধিক মর্যাদাবান? আমি বলিলাম, 'আল্লাহু লা-ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়ুল কাইউম'। ইহা শুনামাত্র হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (আমাকে সাবাশি প্রদানার্থে) আমার বুকের উপর হাত মারিয়া বলিলেন, তোমার প্রজ্ঞা তোমাকে ধন্য করুক।"

১১৫২ (মোসঃ)। হাদীস– আবু দারদা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন–

إِنَّ اللّٰهَ جَزَّأَ الْقُرْآنَ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ فَجَعَلَ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ جُزْأً مِنْ أَجْزَاءِ الْقُرْآنِ

"আল্লাহ তাআলা পূর্ণ কুরআনকে (সওয়াব ও মর্যাদা দান ক্ষেত্রে) তিন ভাগ করিয়াছেন। শুধু কুলহু আল্লাহু আহাদকে ঐ তিন ভাগের এক ভাগ বানাইয়াছেন।"

১১৫৩ (মোসঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে–

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْشُدُوْا فَإِنِّي سَأَقْرَأُ عَلَيْكُمْ ثُلُثَ الْقُرْآنِ فَحَشَدَ مَنْ حَشَدَ ثُمَّ خَرَجَ نَبِيُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأَ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ ثُمَّ دَخَلَ فَقَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ إِنِّي أَرَى هٰذَا خَبَرٌ جَاءَهُ مِنَ السَّمَاءِ فَذَاكَ الَّذِي أَدْخَلَهُ ثُمَّ خَرَجَ نَبِيُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي قُلْتُ لَكُمْ سَأَقْرَأُ عَلَيْكُمْ ثُلُثَ الْقُرْآنِ أَلَا إِنَّهَا تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ

"একদা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (আমাদেরে) বলিলেন, তোমরা একত্রিত হও; আমি তোমাদেরে তৃতীয়াংশ কুরআন পাঠ করিয়া শুনাইব। সেমতে যাহারা পারিয়াছে একত্রিত হইয়াছে; অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (নিজ গৃহ হইতে) বাহির হইয়া আসিয়াছেন এবং কুলহু

www.eelm.weebly.com

আল্লাহ আহাদ (সূরা) তেলাওয়াত করিয়াছেন, তারপর (গৃহে) চলিয়া গিয়াছেন। আমরা পরস্পর বলিলাম, মনে হয়– আসমান হইতে কোন সংবাদ (ওহী) আসিয়াছে, সেই সংবাদই হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গৃহে যাওয়ায় বাধ্য করিয়াছে। অর্থাৎ ঐ সংবাদের কারণেই তৃতীয়াংশ কুরআন পাঠ না করিয়া ঘরে চলিয়া গেলেন। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাহিরে আসিলেন এবং বলিলেন, আমি বলিয়াছিলাম– তৃতীয়াংশ কুরআন তোমাদিগকে পড়িয়া শুনাইব। স্মরণ রাখিও, 'সূরা কুলহু আল্লাহু আহাদ' তৃতীয়াংশ কুরআনের সমান।"

১১৫৪ (মোসঃ)। হাদীস– আয়েশা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে–

اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ رَجُلاً عَلٰى سَرِيَّةٍ وَكَانَ يَقْرَأُ لِاَصْحَابِهِ فِىْ صَلٰوتِهِمْ فَيَخْتِمُ بِقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ فَلَمَّا رَجَعُوْا ذَكَرُوْا ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سَلُوْهُ لِاَيِّ شَيْءٍ يَصْنَعُ ذٰلِكَ فَسَاَلُوْهُ فَقَالَ لِاَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمٰنِ فَاَنَا اُحِبُّ اَنْ اَقْرَأَ بِهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَخْبِرُوْهُ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّهُ

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে সেনাপতি বানাইয়া পাঠাইলেন একটি সৈন্য বাহিনীর উপর। ঐ ব্যক্তি সৈন্য বাহিনীর নামায পড়াইয়া থাকিত এবং সে (কিরাত পড়ার) প্রত্যেক রাকাতই কুলহু আল্লাহু আহাদ সূরা দ্বারা শেষ করিত। সৈন্য বাহিনী প্রত্যাবর্তন করিলে তাহারা ঐ ব্যাপার রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আলোচনা করিল। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তাহাকে তোমরা জিজ্ঞাসা কর কেন সে ঐরূপ করিয়া থাকে? তাহারা তাহাকে ঐ বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, ঐরূপ করার কারণ এই যে, এই সূরাটি অসীম দয়ালের গুণগানপূর্ণ, তাই আমি উহাকে পড়া ভালবাসি। ইহা শুনিয়া রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমরা তাহাকে বলিয়া দাও, আল্লাহ তাহাকে ভালবাসেন।"

১১৫৫ (মোসঃ)। হাদীস– নাফে ইবনে আবদু হারেছ (রহ.) বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি খলীফা ওমরের সঙ্গে সাক্ষাত করিলেন। ওমর (রাযি.)

www.eelm.weebly.com

তাঁহাকে মক্কা নগরীতে সরকারী দায়িত্বে নিয়োগ করিতে ছিলেন। তিনি ওমর (রাযি.)কে জিজ্ঞাসা করিলেন, মক্কা এলাকার শাসনকর্তা কাহাকে বানাইয়াছেন? ওমর (রাযি.) বলিলেন, আবু যর পুত্রকে। তিনি বলিলেন, কে আবু যর পুত্র? ওমর (রাযি.) বলিলেন, আমাদেরই একজন ক্রীতদাস যাহাকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। তিনি বলিলেন, মক্কার এলাকাবাসীদের উপর আপনি একজন ক্রীতদাসকে শাসনকর্তা বানাইয়াছেন? ওমর (রাযি.) বলিলেন, সে মহামহিম আল্লাহর কিতাব কুরআনের বিশেষজ্ঞ এবং ইসলামের নির্দেশাবলী সম্পর্কে বিজ্ঞ। ওমর (রাযি.) আরও বলিলেন–

اَمَا اِنَّ نَبِيَّكُمْ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ يَرْفَعُ بِهٰذَا الْكِتَابِ اَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهٖ اٰخَرِيْنَ

"জানিয়া রাখ! তোমাদের আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, নিশ্চয় আল্লাহ এই কিতাব কুরআন দ্বারা অনেক লোককে উঁচু করিবেন এবং অনেক লোককে নিচু করিবেন।"

❖ ইহার মর্ম ঐরূপই যেরূপ পবিত্র কুরআনেই আছে, 'এই কুরআন দ্বারা আল্লাহ অনেককে হেদায়েত দান করেন, অনেককে এই কুরআন দ্বারাই গোমরাহ-পথভ্রষ্ট করেন।" অর্থাৎ এক শ্রেণী কুরআনকে মানিয়া ও অনুসরণ করিয়া হেদায়েত প্রাপ্ত হয় এবং দুনিয়া-আখেরাতে উচ্চাসনের যোগ্য হয়। পক্ষান্তরে অপর শ্রেণী এই কুরআনকে অস্বীকার ও উপেক্ষা করিয়া ভ্রষ্ট হয় এবং দুনিয়াতে হেয় ও আখেরাতে জাহান্নামী হয়।

১১৫৬ (তিঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উবাই ইবনে কাআব (রাযি.)কে বলিলেন–

اَتُحِبُّ اَنْ اُعَلِّمَكَ سُوْرَةً لَمْ يُنْزَلْ فِى التَّوْرٰةِ وَلَا فِى الْاِنْجِيْلِ وَلَا فِى الزَّبُوْرِ وَلَا فِى الْقُرْاٰنِ مِثْلُهَا قَالَ نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ تَقْرَأُ فِى الصَّلٰوةِ قَالَ فَقَرَأَ اُمَّ الْقُرْاٰنِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ مَا اُنْزِلَتْ

www.eelm.weebly.com

فِى التَّوْرٰةِ وَلَا فِى الْاِنْجِيْلِ وَلَا فِى الزَّبُوْرِ وَلَا فِى الْفُرْقَانِ مِثْلُهَا وَاِنَّهَا سَبْعٌ مِّنَ الْمَثَانِىْ وَالْقُرْاٰنُ الْعَظِيْمُ الَّذِىْ اُعْطِيْتَهُ

"তুমি কি বাসনা রাখ যে, আমি তোমাকে এমন একটি সূরা শিক্ষা দেই যাহার তুল্য দ্বিতীয় কোন সূরা তাওরাত, ইঞ্জিল, যবুর এমনকি কুরআনেও অবতীর্ণ করা হয় নাই। উবাই ইবনে কাআব (রাযি.) বলিলেন, হাঁ– ইয়া রসূলাল্লাহ! রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, নামাযের মধ্যে কুরআন কিভাবে পাঠ কর? উবাই (রাযি.) কুরআন-জননী তথা সূরা ফাতেহা পাঠ করিলেন। তৎক্ষণাৎ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, ঐ খোদার কসম যাঁহার হাতে আমার প্রাণ! এই সূরাটির তুল্য দ্বিতীয় কোন সূরা তাওরাত, ইঞ্জিল, যবুর এমনকি কুরআনেও অবতীর্ণ হয় নাই। ইহাকেই দেওয়া হইয়াছে একমাত্র আমাকে– ইহাই 'ছাবহে মাছানী' এবং 'কুরআনে আজীম'।"

❖ এই শেষ বাক্যে পবিত্র কুরআনেরই একটি আয়াতের প্রতি ইঙ্গিত রহিয়াছে। উক্ত আয়াতে সূরা ফাতেহার উচ্চ মর্তবা ও মর্যাদার এইরূপ বর্ণনা রহিয়াছে–

وَلَقَدْ اٰتَيْنٰكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِىْ وَالْقُرْاٰنَ الْعَظِيْمَ

"আমি আপনাকে এমন একটি সূরা দিয়াছি যাহা সাত আয়াত সম্বলিত– সর্বাধিক বেশি পুনঃ পুনঃ পাঠ করা হইবে এবং শুধু ঐ একটি সূরাই 'মহান কুরআন' আখ্যা পাওয়ার যোগ্য।"

১১৫৭ (তিঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন–

لَا تَجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ مَقَابِرَ وَاِنَّ الْبَيْتَ الَّذِىْ تُقْرَأُ الْبَقَرَةُ فِيْهِ لَا يَدْخُلُهُ الشَّيْطَانُ

"তোমরা নিজ গৃহকে কবরস্থান বানাইও না (কুরআন তেলাওয়াতের দ্বারা গৃহকে আবাদ রাখ)। যেই ঘরে সূরা বাকারা পাঠ করা হইবে উহাতে শয়তান প্রবেশ করিবে না।"

www.eelm.weebly.com

১১৫৮ (তিঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন–

لِكُلِّ شَيْءٍ سَنَامٌ وَإِنَّ سَنَامَ الْقُرْآنِ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ وَفِيْهَا آيَةٌ هِيَ سَيِّدَةُ آيِ الْقُرْآنِ هِيَ آيَةُ الْكُرْسِيِّ

"প্রত্যেক জিনিসেরই একটি সর্বোচ্চ অংশ থাকে। পবিত্র কুরআনের সর্বোচ্চ অংশ হইল, সূরা বাকারা। উহার মধ্যে একটি (সুদীর্ঘ) আয়াত আছে যাহা কুরআনের সমস্ত আয়াতসমূহের প্রধান– উহা হইল আয়াতুল কুরসি।"

১১৫৯ (তিঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন–

مَنْ قَرَأَ حم الْمُؤْمِنَ إِلَى إِلَيْهِ الْمَصِيْرُ وَآيَةَ الْكُرْسِيِّ حِيْنَ يُصْبِحُ حُفِظَ بِهِمَا حَتَّى يُمْسِيَ وَمَنْ قَرَأَهُمَا حِيْنَ يُمْسِي حُفِظَ بِهِمَا حَتَّى يُصْبِحَ

"যেই ব্যক্তি (২৪ পারা) হা-মীম আল-মুমিন (সূরার প্রথম দুই আয়াত 'ইলাইহিল মাছির' পর্যন্ত এবং আয়াতুল কুরসি সকাল বেলা পড়িবে সে বিকাল পর্যন্ত (শয়তান হইতে ও বিপদাপদ হইতে) সুরক্ষিত থাকিবে। যে বিকালে পড়িবে সে সকাল পর্যন্ত সুরক্ষিত থাকিবে।"

পবিত্র কুরআনের ফযীলত এবং উহা সম্পর্কে আরও বিভিন্ন তথ্য

১১৬০ (তিঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন–

تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَاقْرَؤُهُ فَإِنَّ مَثَلَ الْقُرْآنِ لِمَنْ تَعَلَّمَهُ فَقَرَأَهُ وَقَامَ بِهِ كَمَثَلِ جِرَابٍ مَحْشُوٍّ مِسْكًا يَفُوحُ رِيْحُهُ فِيْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَثَلُ مَنْ تَعَلَّمَهُ فَيَرْقُدُ وَهُوَ فِيْ جَوْفِهِ كَمَثَلِ جِرَابٍ أُوْكِيَ عَلَى مِسْكٍ

www.eelm.weebly.com

"তোমরা কুরআন শিক্ষা কর এবং উহা তেলাওয়াত কর। যে ব্যক্তি কুরআন শিক্ষা করে ও তেলাওয়াত করে এবং উহা দ্বারা তাহাজ্জুদ নামায পড়ে তাহার অবস্থার দৃষ্টান্ত এইরূপ যেরূপ মেশক বা কস্তুরি ভরা থলিয়া, উহার (মুখ খোলা– বাঁধা নয়) সুগন্ধি সর্বস্থানে ছড়াইতেছে। আর যে ব্যক্তি কুরআন শিক্ষা করিয়া উহা নিজ বক্ষে ধারণ পূর্বক ঘুমাইয়া থাকে, (রাত্রে তাহাজ্জুদ নামাযে তেলাওয়াত করে না) তাহার অবস্থার দৃষ্টান্ত এইরূপ যে, থলিয়ার ভিতর মেশক ভরিয়া উহার মুখ বাঁধিয়া রাখা হইয়াছে। (অর্থাৎ থলিয়ার ভিতরে সুগন্ধি আছে কিন্তু উহা ছড়ায় নাই; আবদ্ধ রাখিয়াছে।)"

১১৬১ (তিঃ)। হাদীস– নোমান ইবনে বশীর (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন–

إِنَّ اللّٰهَ كَتَبَ كِتَابًا قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضَ بِأَلْفَيْ عَامٍ أَنْزَلَ مِنْهُ آيَتَيْنِ خُتِمَ بِهِمَا سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ وَلَا يُقْرَآنِ فِي دَارٍ ثَلَاثَ لَيَالٍ فَيَقْرَبُهَا شَيْطَانٌ

"আল্লাহ তাআলা সমুদয় আসমান ও যমীন সৃষ্টি করার দুই হাজার বৎসর পূর্বে নিজ বিশেষ কালাম লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। উহা হইতে দুইটি আয়াত (পবিত্র কুরআনে) নাযিল করিয়াছেন– যাহা দ্বারা সূরা বাকারা সমাপ্ত করিয়াছেন। যেই ঘরে উক্ত আয়াতদ্বয় তিন দিন পড়া হইবে শয়তান সেই ঘরের নিকটেও যাইবে না।"

১১৬২ (তিঃ)। হাদীস– আনাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন–

إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبًا وَقَلْبُ الْقُرْآنِ يٰس وَمَنْ قَرَأَ يٰس كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ بِقِرَاءَتِهَا قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ عَشْرَ مَرَّاتٍ

"প্রত্যেক জীবের হৃদয় আছে (যাহা তাহার দেহের সর্বশ্রেষ্ঠ অংশ)। কুরআনের হৃদয় হইল সূরা ইয়াসীন। যে ব্যক্তি সূরা ইয়াসীন পাঠ করিবে তাহার জন্য আল্লাহ তাআলা কুরআন শরীফ দশবার পড়িবার সওয়াব লিখিয়া দিবেন।"

www.eelm.weebly.com

১১৬৩ (তিঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন–

مَنْ قَرَأَ حم الدُّخَانَ فِىْ لَيْلَةٍ اَصْبَحَ يَسْتَغْفِرُ لَهُ سَبْعُوْنَ اَلْفَ مَلَكٍ

"যে ব্যক্তি 'হা-মীম দুখান' সূরা রাত্রে তেলাওয়াত করিবে, ভোর পর্যন্ত তাহার জন্য সত্তর হাজার ফেরেশতা মাগফিরাতের দোয়া করিবেন।"

১১৬৪ (তিঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) বর্ণনা করেন–

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَأَ حم الدُّخَانَ فِىْ لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ غُفِرَ لَهُ

"যে ব্যক্তি জুমার দিনের রাত্রে সূরা 'হা-মীম দুখান' পাঠ করিবে তাহার গোনাহ মাফ করিয়া দেওয়া হইবে।"

১১৬৫ (তিঃ)। হাদীস– ইবনে আব্বাস (রাযি.) বর্ণনা করেন– একজন সাহাবী এক জায়গায় তাবু বাঁধিলেন, ঐ স্থানে কবর ছিল, তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন না যে, উহা কবর। হঠাৎ তিনি টের পাইলেন যে, উহা কবর; উহার ভিতরে একজন মানুষ আছে– সে 'সূরা মুলক' শেষ পর্যন্ত পাঠ করিল। ঐ সাহাবী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিলেন এবং বলিলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি তাবু বাঁধিয়াছিলাম কবরের উপর; আমি ধারণা করি নাই যে, উহা কবর। হঠাৎ টের পাইলাম উহার ভিতরে মানুষ আছে– সে 'সূরা মুলক' পাঠ করিয়া শেষ করিয়াছে। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন–

هِىَ الْمَانِعَةُ هِىَ الْمُنْجِيَةُ تُنْجِيْهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

"এই সূরাটি প্রতিরোধকারী, এই সূরাটি রক্ষাকারী; ঐ ব্যক্তিকে কবরের আযাব হইতে রক্ষা করে।"

১১৬৬ (তিঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন–

اِنَّ سُوْرَةً مِنَ الْقُرْاٰنِ ثَلَاثُوْنَ اٰيَةً شَفَعَتْ لِرَجُلٍ حَتّٰى غُفِرَ لَهُ وَهِىَ تَبَارَكَ الَّذِىْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ

www.eelm.weebly.com

"কুরআনের ৩০ আয়াত সম্বলিত একটি সূরা সুপারিশ করিবে (উহা পাঠকারী) মানুষের জন্য; ফলে তাহার মাগফিরাত হইয়া যাইবে। সূরাটি হইতেছে, 'তাবারাকাল্লাজী বিইয়াদিহিল মুলক'।"

১১৬৭ (তিঃ)। হাদীস– জাবের (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَنَامُ حَتّٰى يَقْرَأَ الم تَنْزِيْلُ وَتَبَارَكَ الَّذِىْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুমাইতেন না সূরা 'আলিফ-লাম-মীম তানযীল' ও সূরা 'তাবারাকাল্লাজী বিইয়াদিহিল মুলক' না পড়া পর্যন্ত।"

১১৬৮ (তিঃ)। হাদীস– আনাস (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন সাহাবীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি বিবাহ করিয়াছ কি? সে বলিল, না; ইয়া রসূলাল্লাহ! আমার নিকট এমন কিছু নাই যাহার নির্ভরে আমি বিবাহ করিব। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন–

اَيَسْ مَعَكَ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ قَالَ بَلٰى قَالَ ثُلُثُ الْقُرْاٰنِ قَالَ اَيَسْ مَعَكَ اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ قَالَ بَلٰى قَالَ رُبُعُ الْقُرْاٰنِ قَالَ اَيَسْ مَعَكَ قُلْ يٰاَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ قَالَ بَلٰى قَالَ رُبُعُ الْقُرْاٰنِ قَالَ اَيَسْ مَعَكَ اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ قَالَ بَلٰى قَالَ رُبُعُ الْقُرْاٰنِ قَالَ تَزَوَّجْ تَزَوَّجْ

"তোমার নিকট কুলহু আল্লাহু আহাদ সূরা আছে কি? সে বলিল, হাঁ। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, উহা তো কুরআনের তৃতীয়াংশ তুল্য। তোমার নিকট ইজা জাআ নাসরুল্লাহি ওয়াল ফাতহু সূরা আছে কি? সে বলিল, হাঁ। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, ইহা কুরআনের চতুর্থাংশ তুল্য। তোমার নিকট কুলইয়া আয়্যুহাল কাফিরূন সূরা আছে কি? সে বলিল, হাঁ। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, ইহাও কুরআনের চতুর্থাংশ তুল্য; তোমার নিকট ইজা যুলযিলাত সূরা আছে কি? সে বলিল, হাঁ। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

www.eelm.weebly.com

বলিলেন, ইহাও কুরআনের চতুর্থাংশ তুল্য। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি বিবাহ করিয়া নেও– বিবাহ করিয়া নেও।"

১১৬৯ (তিঃ)। হাদীস– আনাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন–

مَنْ قَرَأَ إِذَا زُلْزِلَتْ عُدِلَتْ لَهُ بِنِصْفِ الْقُرْآنِ وَمَنْ قَرَأَ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ عُدِلَتْ لَهُ بِرُبُعِ الْقُرْآنِ وَمَنْ قَرَأَ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ عُدِلَتْ لَهُ بِثُلُثِ الْقُرْآنِ

'যে ব্যক্তি ইজা যুলযিলাত পড়িবে উহা তাহার জন্য অর্ধ কুরআনের সমান গণ্য করা হইবে। যে ব্যক্তি কুলইয়া আয়্যুহাল কাফিরূন পড়িবে উহা তাহার জন্য চতুর্থাংশ কুরআনের সমান গণ্য হইবে। যে ব্যক্তি কুলহু আল্লাহু আহাদ পড়িবে উহা তাহার জন্য তৃতীয়াংশ কুরআনের সমান গণ্য করা হইবে।'

❖ সূরা ইজা যুলযিলাতের মান আল্লাহ তাআলা পরে বাড়াইয়া দিয়াছেন।

১১৭০ (তিঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) বর্ণনা করেন–

أَقْبَلْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعَ رَجُلاً يَقْرَأُ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَبَتْ قُلْتُ مَا وَجَبَتْ قَالَ الْجَنَّةُ

'আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে চলিতেছিলাম; তিনি শুনিতে পাইলেন– এক ব্যক্তি কুলহু আল্লাহু আহাদ সূরা পড়িতেছে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে) বলিলেন, (তাহার জন্য) অবধারিত হইয়া গিয়াছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, কি অবধারিত হইয়াছে? হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, বেহেশত।'

১১৭১ (তিঃ)। হাদীস– আনাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন–

مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنَامَ عَلَى فِرَاشِهِ فَنَامَ عَلَى يَمِينِهِ ثُمَّ قَرَأَ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ مِائَةَ مَرَّةٍ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيٰمَةِ يَقُولُ لَهُ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَا عَبْدِي ادْخُلْ عَلَى يَمِينِكَ الْجَنَّةَ

www.eelm.weebly.com

"যে ব্যক্তি বিছানায় শুইবার ইচ্ছা করিয়া ডান পার্শ্বের উপর শুইবে, অতঃপর কুলহু আল্লাহু আহাদ সূরা একশত বার পড়িবে কিয়ামত দিবসে মহান পরওয়ারদেগার তাহাকে বলিবেন, হে আমার বান্দা! (অধিক মর্যাদা সম্পন্ন) তোমার ডাইন সাইডের বেহেশতে প্রবেশ কর।"

১১৭২ (তিঃ)। হাদীস– আনাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন–

مَنْ قَرَأَ كُلَّ يَوْمٍ مِائَتَىْ مَرَّةٍ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ مُحِيَ عَنْهُ ذُنُوبُ خَمْسِيْنَ سَنَةً اِلَّا اَنْ يَكُوْنَ عَلَيْهِ دَيْنٌ

"যে ব্যক্তি প্রতিদিন ২০০ বার কুলহু আল্লাহু আহাদ সূরা পড়িবে, তাহার পঞ্চাশ বৎসরের গোনাহ মাফ করিয়া দেওয়া হইবে। অবশ্য যদি তাহার উপর কোন ঋণ থাকে (সেই ঋণ মাফ হইবে না)।"

১১৭৩ (তিঃ)। হাদীস– আলী (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন–

مَنْ قَرَأَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَظْهَرَهُ فَاَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ اَدْخَلَهُ اللّٰهُ بِهِ الْجَنَّةَ وَشَفَّعَهُ فِىْ عَشَرَةٍ مِّنْ اَهْلِ بَيْتِهِ كُلُّهُمْ قَدْ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ

"যে ব্যক্তি কুরআন শরীফ পড়িয়াছে এবং উহাকে কণ্ঠস্থ করিয়া নিয়াছে এবং উহার (বর্ণিত) হালালকে হালাল ও হারামকে হারাম মানিয়া চলিয়াছে, আল্লাহ তাআলা তাহাকে ঐ কুরআনের বদৌলতে বেহেশতে প্রবেশ করাইবেন। আর তাহার সুপারিশ গ্রহণ করিবেন (সমস্ত গোনাহ মাফ করিয়া বেহেশত দান করায়) তাহার পরিবারবর্গ হইতে এমন দশজন লোক সম্পর্কে যাহাদের প্রত্যেকের জন্য দোযখ অবধারিত হইয়া রহিয়াছিল।"

১১৭৪ (তিঃ)। হাদীস– হারেছে আওয়ার (রহ.) বর্ণনা করেন, একদা আমি (আমাদের) মসজিদের নিকট দিয়া যাইতেছিলাম। লোকদিগকে দেখিলাম, তাহারা নানা রকম কথাবার্তার চর্চা করিতেছে। ইহা দেখিয়া আমি আলী (রাযি.) খলীফার নিকট গেলাম এবং বলিলাম, হে আমিরুল মুমিনীন! লোকদের অবস্থা দেখুন– (বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির ঘটনাবলীর) নানা কথাবার্তায়ই

www.eelm.weebly.com

মানুষ লিপ্ত থাকিতেছে। আলী (রাযি.) বলিলেন, লোকেরা এইরূপ করিতেছে? আমি বলিলাম, হাঁ। আলী (রাযি.) বলিলেন–

سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اَلاَ اِنَّهَا سَتَكُوْنُ فِتْنَةٌ فَقُلْتُ مَا الْمَخْرَجُ مِنْهَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ كِتَابُ اللّٰهِ فِيْهِ نَبَأُ مَا قَبْلَكُمْ وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ وَهُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْهَزْلِ مَنْ تَرَكَهُ مِنْ جَبَّارٍ قَصَمَهُ اللّٰهُ وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدٰى فِيْ غَيْرِهِ اَضَلَّهُ اللّٰهُ وَهُوَ حَبْلُ اللّٰهِ الْمَتِيْنُ وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيْمُ وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيْمُ هُوَ الَّذِيْ لاَ يَزِيْغُ بِهِ الْاَهْوَاءُ وَلاَ تَلْتَبِسُ بِهِ الْاَلْسِنَةُ وَلاَ تَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ وَلاَ يَخْلَقُ عَنْ كَثْرَةِ الرَّدِّ وَلاَ تَنْقَضِيْ عَجَائِبُهُ هُوَ الَّذِيْ لَمْ تَنْتَهِ الْجِنُّ اِذْ سَمِعَتْهُ حَتّٰى قَالُوْا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا يَهْدِيْ اِلَى الرُّشْدِ فَاٰمَنَّا بِهِ مَنْ قَالَ بِهِ صَدَقَ وَمَنْ عَمِلَ بِهِ اُجِرَ وَمَنْ حَكَمَ بِهِ عَدَلَ وَمَنْ دَعَا اِلَيْهِ هُدِيَ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ

"একদা আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি– অচিরেই নানান রকম ফেতনা-ফাসাদ ও বিপর্যয়-বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে। তখন আমি আরজ করিলাম, ফেতনা (ঝড়-তুফানের ন্যায়, উহার সব রকম ঝাপটা) হইতে নিষ্কৃতি পাওয়ার ব্যবস্থা কি? ইয়া রসূলাল্লাহ!

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, (ফেতনার ঝাপটা হইতে বাঁচিবার উপায় হইতেছে) আল্লাহর কিতাব কুরআন শরীফ (উহাতে লিপ্ত ও নিমগ্ন থাকা।) ১. উহাতে রহিয়াছে অতীতের অনেক ইতিহাস, ভবিষ্যতের বহু জিনিসের সংবাদ এবং তোমাদের বর্তমান জীবনের সমস্যাবলীর সমাধান। ২. এই কুরআন ভাল-মন্দ, সত্য-মিথ্যার সুস্পষ্ট ও সুদৃঢ় মাপকাঠি বটে, ঠাট্টা-তামাশা শ্রেণীর (অবাস্তব) কথা ইহা নহে। ৩. যে কোন উপগ্রপন্থী ইহাকে অস্বীকার করিবে আল্লাহ তাহাকে পরাজিত করিবেন (সেই ব্যবস্থা স্বয়ং আল্লাহ তাআলা উহার মধ্যেই রাখিয়া দিয়াছেন)। ৪. অন্য কিছু হইতে কেহ সৎপথ লাভের চেষ্টা করিলে আল্লাহ তাআলা তাহাকে

www.eelm.weebly.com

ভ্রষ্টতায় পতিত করিবেন। ৫. আল্লাহ পর্যন্ত পৌছিবার মজবুত সূত্র বা রজ্জু ইহাই। ৬. দর্শনপূর্ণ নিপুণ নসীহতনামা বা উপদেশ পত্র ইহাই। ৭. সঠিক পথ একমাত্র ইহাই। ৮. একমাত্র ইহাকেই এমন রূপ ও আকৃতি দেওয়া হইয়াছে যে, মানবীয় রুচি ও প্রবৃত্তি ইহার মধ্যে বক্রতা সৃষ্টি করায় সক্ষম হইবে না। ৯. অসংখ্য মুখে আবৃত্ত হইয়াও উহাতে ভেজাল মিশাল সৃষ্টি হইবে না। ১০. জ্ঞানী সমাজ ইহা হইতে পরিতৃপ্ত হইবে না (সদা উহা হইতে মাধুরী লাভের অবকাশ থাকিয়াই যাইবে)। ১১. আজীবন ইহার পুনঃ পুনরাবৃত্তি ইহাকে পুরাতন করে না। ১২. ইহার বিস্ময়কর গুণাবলীর অন্ত ও শেষ নাই। ১৩. ইহা এতই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ যে, (আতশী জাতি) জীন পর্যন্ত ইহাকে শুনিয়া ইহার প্রতি স্বীকৃতি দানে বিরত থাকিতে পারে নাই– বাধ্য হইয়া বলিয়াছে, আমরা এক বিস্ময়কর পঠনীয় বস্তু শুনিয়াছি– যাহা সত্যের দিশারী, তাই আমরা উহার প্রতি ঈমান ও বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি। ১৪. যে উহার বক্তব্যানুযায়ী কথা বলিবে সে সত্যবাদী সাব্যস্ত হইবে। যে উহার নির্দেশ মতে কাজ করিবে সে সওয়াব ও প্রতিদানের অধিকারী হইবে। যে উহার অনুসরণে বিচার করিবে সে ন্যায়পরায়ণ সাব্যস্ত হইবে। যে উহার প্রতি আহ্বান করিবে সে সঠিক পথের প্রদর্শক গণ্য হইবে।"

❖ পবিত্র কুরআনের যেসব বৈশিষ্ট্য এই হাদীসে বর্ণিত হইল তাহা তিলে তিলে বাস্তব। ৩ নম্বরে যাহা বলা হইয়াছে বস্তুত উহা পবিত্র কুরআনেই বিঘোষিত রহিয়াছে। কুরআন আল্লাহর কালাম, মানুষের রচনা নহে– এই সত্যের প্রতি দ্বিধা পোষণকারীকে সারা বিশ্বের পণ্ডিতগণের সাহায্য গ্রহণ পূর্বক মাত্র এক লাইনের একটি ক্ষুদ্রতম সূরার তুলনায় কোন রচনা পেশ করার আহ্বান করা হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যদ্বাণীও করা হইয়াছে যে, কেহ তাহা পারিবে না। আজ পর্যন্ত সেই ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষুণ্নই রহিয়াছে, কিয়ামত পর্যন্ত অক্ষুণ্নই থাকিবে। ৪ ও ৭ নম্বরে যাহা বলা হইয়াছে তাহা ঈমানের জন্য একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় আকীদা বা মতবাদ বহন করে। পবিত্র কুরআন জগতে আসার পর অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের পর অন্য কোন ধর্মমতই আল্লাহ তাআলার নিকট গ্রহণীয় নহে। সৎপথ ও আল্লাহর নিকট গ্রহণীয় সঠিক পথ একমাত্র কুরআনের পথ তথা বর্তমান ইসলাম– ইহা ভিন্ন আর কোন ধর্মমতই নহে। সুতরাং পরকালের

www.eelm.weebly.com

মুক্তি একমাত্র ইসলামেই লাভ হইবে, অন্য কোন ধর্মমতে নহে। কুরআন এবং কুরআনের বাহক হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গ্রহণ করা ব্যতিরেকে শুধু আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস, এমনকি একত্ববাদ এবং শত রকম পুণ্যের কাজও আল্লাহর নিকট গৃহীত হইবে না– উহার দ্বারা পরকালে মুক্তি লাভভ হইবে না। এই যুগে সৎপথ এবং আল্লাহকে পাওয়ার সঠিক পথ একমাত্র কুরআনেই সীমাবদ্ধ। এই সত্যের প্রামাণিক আলোচনা ও বিস্তারিত বর্ণনা বাংলা বুখারী শরীফ দ্বিতীয় খণ্ডে দ্রষ্টব্য।

সুন্নাহ বা হাদীস পবিত্র কুরআনেরই ব্যাখ্যা এবং পবিত্র কুরআনেরই আমলী রূপ বা কার্যগত আকার-আকৃতির বিস্তারিত বিবরণ। উহা ভিন্ন কোন ধর্মমত বা ভিন্ন কোন পথ নহে।

৫ নম্বরে যাহা বলা হইয়াছে উহা কুরআনেরই একটি বক্তব্যের প্রতি ইঙ্গিত। আল্লাহ তাআলা বলিয়াছেন–

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا

"তোমরা সকলে আল্লাহর রশি বা রজ্জুকে শক্তভাবে ধরিয়া থাকিবে।"

(৪ পারা ২ রুকু)

এই আয়াতে 'আল্লাহর রশি বা রজ্জু' যাহাকে বলা হইয়াছে তাহা হইতেছে কুরআন।

৮ ও ৯ নম্বরে যাহা বলা হইয়াছে তাহা সমস্ত আসমানী কিতাবসমূহের মধ্যে পবিত্র কুরআনের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। অন্য সব আসমানী কিতাবেই মানবীয় রুচি ও প্রবৃত্তির সামঞ্জস্য সাধনে উহাতে বক্রতা তথা পরিবর্তন, কর্তন ও বর্ধন সৃষ্টি করা হইয়াছে, এমনকি ঐসব কিতাবের আসল রূপ একেবারেই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। পক্ষান্তরে সুবৃহৎ গ্রন্থ কুরআনে একটি আকার ই-কারের পরিবর্তনও সম্ভব হয় নাই, হইবে না। ইহার মূলে রহিয়াছে পবিত্র কুরআনেরই একটি ঘোষণা–

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ

"এই উপদেশ-পত্র বা স্মারকলিপি– কুরআন আমি অবতীর্ণ করিয়াছি এবং নিশ্চয় আমিই ইহাকে রক্ষা করিব।"

www.eelm.weebly.com

খোদায়ী রক্ষণের ফলেই কুরআনের আসল রূপ অপরিবর্তিত রহিয়াছে এবং থাকিবে। কুরআনের জন্য এই ব্যবস্থা অপরিহার্যও ছিল। কারণ বিশ্বের আয়ুষ্কাল শেষ হওয়া পর্যন্ত অন্য কোন খোদায়ী বাণী বা কিতাবের আগমন হইবে না, একমাত্র কুরআনই চলমান থাকিবে। সুতরাং ইহার মধ্যে বিকৃতি আসিলে আল্লাহর সঠিক দ্বীন কোথা হইতে লাভ হইবে? পক্ষান্তরে অন্যান্য আসমানী কিতাব এই পর্যায়ের ছিল না– এক কিতাবের বিলুপ্তির পর অপর কিতাবের আগমন বিধিবদ্ধ ছিল। ১০ নম্বরে যাহা বলা হইয়াছে উহা একটি চিরন্তন সত্য; এই কারণেই কুরআনের উপর গবেষণা শেষ হয় নাই, শেষ হইবে না। এমনকি অমুসলিমরা পর্যন্ত উহার গবেষণায় ক্ষান্ত হইতে পারে নাই। ১১ নম্বরে যাহা বলা হইয়াছে উহার বাস্তবতা সর্ববিদিত। আজীবন পড়িয়া বা শুনিয়াও উহার প্রতি মনে কোনরূপ বিতৃষ্ণা বা অনীহা সৃষ্টি হয় না। ১২ নম্বরে যাহা বলা হইয়াছে উহার বাস্তবতা দিবালোকের ন্যায় উজ্জ্বল। পবিত্র কুরআনের উপর চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণায় নিত্য-নতুন রহস্য উদঘাটিত হইয়া আসিতেছে। ১৩ নম্বরে যাহা বলা হইয়াছে উহা তো পবিত্র কুরআনের ২৯ পারার সূরা 'জীন'-এরই প্রথম অংশের উদ্ধৃতি।

১১৭৫ (তিঃ)। হাদীস– উসমান (রাযি.) এবং আলী (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে–

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُكُمْ وَافْضَلُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَعَلَّمَهُ

"তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি উত্তম ও অধিক মর্যাদাবান যে কুরআন শরীফ শিক্ষা করে এবং কুরআন শরীফ শিক্ষা দেয়।"

১১৭৬ (তিঃ)। হাদীস– আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি–

مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا لَا اَقُوْلُ الٓمّٓ حَرْفٌ وَلٰكِنْ اَلِفٌ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِيْمٌ حَرْفٌ

"যেই ব্যক্তি আল্লাহর কিতাবের একটি অক্ষর পড়িবে উহার দরুন তাহার একটি নেকী হইবে। আর (সওয়াবের ক্ষেত্রে) একটি নেকী উহার দশগুণ

www.eelm.weebly.com

পরিগণিত হয়। এই স্থলে আমি আলিফ লা...ম মী...ম'কে একটি অক্ষর বলিতেছি না, বরং 'আলিফ' একটি অক্ষর, 'লাম' একটি অক্ষর, 'মীম' একটি অক্ষর।"

১১৭৭ (তিঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন–

يَجِيْءُ صَاحِبُ الْقُرْاٰنِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَيَقُوْلُ يَا رَبِّ حَلِّهٖ فَيُلْبَسُ تَاجُ الْكَرَامَةِ ثُمَّ يَقُوْلُ يَا رَبِّ زِدْهُ فَيُلْبَسُ حُلَّةَ الْكَرَامَةِ ثُمَّ يَقُوْلُ يَا رَبِّ ارْضَ عَنْهُ فَيَرْضٰى عَنْهُ فَيُقَالُ لَهٗ اِقْرَأْ وَارْقَأْ وَيُزَادُ بِكُلِّ اٰيَةٍ حَسَنَةً

"কিয়ামত দিবসে কুরআনের ধারক-বাহক ব্যক্তি (হাশর মাঠে) উপস্থিত হইবে। কুরআন (তাহার জন্য সুপারিশ করায়) বলিবে, হে পরওয়ারদেগার! এই ব্যক্তিকে পোশাক দান করুন। তখন তাহাকে অতি সম্মানের মুকুট পরাইয়া দেওয়া হইবে। কুরআন আবার বলিবে, হে পরওয়ারদেগার! পোশাকের বস্তু আরও দান করুন। তখন তাহাকে অতি সম্মানের পরিধেয় বস্তু জোড়া পরাইয়া দেওয়া হইবে। কুরআন আবার বলিবে, হে পরওয়ারদেগার! এই ব্যক্তির প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করিয়া দিন। আল্লাহ তাআলা তাহার প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করিবেন। সেমতে তাহাকে বলা হইবে, কুরআন পড়িতে থাক আর (বেহেশতের উর্ধ্ব তলাসমূহে) চড়িতে থাক! তদুপরি প্রতিটি আয়াতের জন্য তাহাকে এক একটি নেকী দেওয়া হইবে। (প্রতি নেকীর সওয়াব দশ গুণ।)

১১৭৮ (তিঃ)। হাদীস– আবু উমামা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন–

مَا اَذِنَ اللّٰهُ لِعَبْدٍ فِىْ شَىْءٍ اَفْضَلَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ يُصَلِّيْهِمَا وَاِنَّ الْبِرَّ لَيُذَرُّ عَلٰى رَأْسِ الْعَبْدِ مَادَامَ فِىْ صَلَاتِهٖ وَمَا تَقَرَّبَ الْعِبَادُ اِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ بِمِثْلِ مَا خَرَجَ مِنْهُ

"বান্দা শুধু দুই রাকাত নামায পড়িলেও আল্লাহ তাআলা উহার প্রতি সবকিছু অপেক্ষা উত্তম ও অধিক লক্ষ্য প্রদান করিয়া থাকেন। বান্দা যত সময়

www.eelm.weebly.com

নামাযে থাকে তাহার মাথার উপর সওয়াবের ঝরণা বর্ষণ করা হইতে থাকে। মহামহিম আল্লাহর তরফ হইতে আগত বস্তু তথা কুরআন দ্বারা বান্দাগণ তাঁহার যেরূপ নৈকট্য লাভ করিতে পারে ঐরূপ নৈকট্য আর কিছুর দ্বারা লাভ হয় না।

১১৭৯ (তিঃ)। হাদীস– ইবনে আব্বাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন–

اِنَّ الَّذِىْ لَيْسَ فِىْ جَوْفِهٖ شَىْءٌ مِّنَ الْقُرْاٰنِ كَالْبَيْتِ الْخَرِبِ

"যেই ব্যক্তির অভ্যন্তরে কুরআনের কোন অংশ নাই, সেই ব্যক্তি পতিত ঘর তুল্য।"

১১৮০ (তিঃ)। হাদীস– আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন–

يُقَالُ يَعْنِىْ لِصَاحِبِ الْقُرْاٰنِ اِقْرَأْ وَارْقَ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِى الدُّنْيَا فَاِنَّ مَنْزِلَتَكَ عِنْدَ اٰخِرِ اٰيَةٍ تَقْرَأُ بِهَا

"(পরকালে বেহেশতে স্থান গ্রহণকালে) কুরআনের ধারক বাহককে বলা হইবে, তুমি কুরআন পড়িতে থাক এবং (বেহেশতের উর্ধ্ব তলাসমূহে) চড়িতে থাক। তুমি ধীরে ধীরেই পড় যেরূপ ধীরে ধীরে দুনিয়ার জীবনে পড়িয়া থাকিতে। তোমার কুরআন পড়ার শেষ আয়াত স্থলেই তোমার জন্য (বেহেশতী মহলের) তলা নির্ধারিত হইবে।"

১১৮১ (তিঃ)। হাদীস– ইমরান ইবনে হুসাইন (রাযি.) একদা এক ব্যক্তির নিকট দিয়া যাইতেছিলেন– ঐ ব্যক্তি কুরআন শরীফ পড়িতেছিল, তারপর সে ভিক্ষা চাহিতেছে। ইহা দেখিয়া ইমরান (রাযি.) 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' পড়িলেন– (যাহা মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া অথবা ভয়ঙ্কর বিপদ দেখিয়া পড়া হয়)। অতঃপর ইমরান (রাযি.) বলিলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি–

مَنْ قَرَأَ الْقُرْاٰنَ فَلْيَسْأَلِ اللّٰهَ بِهٖ فَاِنَّهٗ سَيَجِىْءُ اَقْوَامٌ يَقْرَؤُنَ الْقُرْاٰنَ يَسْأَلُوْنَ بِهِ النَّاسَ

www.eelm.weebly.com

"যে ব্যক্তি কুরআন পড়িয়া মাগিতে চায় তাহার কর্তব্য একমাত্র আল্লাহর নিকট মাগা। (তোমাদেরে এই জন্য সতর্ক করা হইল যে,) অচিরেই এক শ্রেণীর লোক হইবে তাহারা কুরআন শরীফ পড়িবে এবং লোকদের নিকট ভিক্ষা চাহিবে।"

১১৮২ (তিঃ)। হাদীস– সোহায়ব (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন–

مَا اٰمَنَ بِالْقُرْاٰنِ مَنِ اسْتَحَلَّ مَحَارِمَهٗ

"যে ব্যক্তি কুরআনে বর্ণিত অবৈধকে বৈধ মনে করিবে সে কুরআনের প্রতি বিশ্বাসী পরিগণিত হইবে না।"

❖ শরীয়তের যে কোন অকাট্য হারামকে হালাল মনে করিলে ঈমান থাকিবে না, বেঈমান কাফের সাব্যস্ত হইবে।

১১৮৩ (তিঃ)। হাদীস– আয়েশা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুমাইতেন না যাবৎ না সূরা বনী ইসরাঈল ও সূরা যুমার পড়িয়া নিতেন।

১১৮৪ (তিঃ)। হাদীস– ইবরাজ ইবনে ছারিয়া (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুমাইবার পূর্বে 'মুছাব্বিহাত' সূরাসমূহ পড়িতেন এবং বলিতেন, এই সূরাসমূহের মধ্যে এমন একটি আয়াত আছে যে আয়াতটি এক হাজার আয়াত অপেক্ষা উত্তম।"

১১৮৫ (তিঃ)। হাদীস– মাকেল ইবনে ইয়াসার (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন–

مَنْ قَالَ حِيْنَ يُصْبِحُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ وَقَرَأَ ثَلَاثَ اٰيَةٍ مِّنْ اٰخِرِ سُوْرَةِ الْحَشْرِ وَكَّلَ اللّٰهُ بِهٖ سَبْعِيْنَ اَلْفَ مَلَكٍ يُصَلُّوْنَ عَلَيْهِ حَتّٰى يُمْسِىَ وَاِنْ مَاتَ فِىْ ذٰلِكَ الْيَوْمِ مَاتَ شَهِيْدًا وَمَنْ قَالَهَا حِيْنَ يُمْسِى كَانَ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ

"যে ব্যক্তি সকাল বেলা তিনবার 'আউজু বিল্লাহিস সামিইল আলীমে মিনাশ শায়তানির রাজীম' পড়িয়া সূরা হাশরের শেষ তিনটি আয়াত পড়িবে,

www.eelm.weebly.com

আল্লাহ তাআলা ঐ ব্যক্তির জন্য ৭০ হাজার ফেরেশতা নিয়োজিত করিয়া দিবেন– তাঁহারা ঐ ব্যক্তির জন্য বিকাল পর্যন্ত দোয়া করিতে থাকিবেন এবং ঐ ব্যক্তির ঐ দিন মৃত্যু হইলে সে শহীদ গণ্য হইবে। বিকাল বেলা যে ব্যক্তি ঐরূপে পড়িবে (সকাল পর্যন্ত) তাহার জন্যও ঐরূপ ব্যবস্থা হইবে।"

১১৮৬ (তিঃ)। হাদীস– আবু সাঈদ (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন–

يَقُوْلُ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى مَنْ شَغَلَهُ الْقُرْاٰنُ عَنْ ذِكْرِىْ وَمَسْأَلَتِىْ اَعْطَيْتُهُ اَفْضَلَ مَا اُعْطِى السَّائِلِيْنَ وَفَضْلُ كَلَامِ اللّٰهِ عَلٰى سَائِرِ الْكَلَامِ كَفَضْلِ اللّٰهِ عَلٰى خَلْقِهٖ

"আলীশান মহান পরওয়ারদেগার বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি কুরআন তেলাওয়াতে লিপ্ত থাকায় অবসর পায় নাই আমার যিকির করার এবং আমার নিকট মাগার ও চাওয়ার, আমি তাহাকে সকল যাঞ্চাকারী অপেক্ষা উত্তম ও অধিক দান করিব। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলিয়াছেন, সকল বাক্য-বচনের উপর আল্লাহর কালাম কুরআনের মর্যাদা ঐরূপ বেশি যেরূপ সমস্ত সৃষ্টির উপর আল্লাহর মর্যাদা বেশি।"

১১৮৭ (তিঃ)। হাদীস– ইবনে আব্বাস (রাযি.) বর্ণনা করেন–

قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ الْعَمَلِ اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ قَالَ اَلْحَالُ الْمُرْتَحِلُ

"এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রসূলাল্লাহ! কোন আমল আল্লাহ তাআলার নিকট অধিক পছন্দনীয়? হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যাত্রা শেষ করিয়াই আবার যাত্রা আরম্ভ করে– এই আমল আল্লাহ তাআলার নিকট অধিক পছন্দনীয়।"

❖ 'যাত্রা শেষ করিয়াই আরম্ভ করা' ইহার উদ্দেশ্য ও ব্যাখ্যা বর্ণিত রহিয়াছে যে, কুরআন শরীফ প্রথম হইতে তেলাওয়াত আরম্ভ করিয়া খতম করার সাথে সাথে পুনঃ আরম্ভ করা। অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ কুরআন শরীফ খতম করিতে থাকা।

এই হাদীসের শাব্দিক বক্তব্যের উপরও আমল করার উদ্দেশ্যে এই নিয়ম উত্তম বলা হয় যে, কুরআন শরীফ খতমকারী ব্যক্তি যেন খতম করার

www.eelm.weebly.com

বৈঠকেই পুনঃ আরম্ভ করিয়া রাখে। সূরা ফাতেহা তেলাওয়াত করিয়া 'আলিফ লা...ম, মী...ম' হইতে 'মুফলিহুন' পর্যন্ত পড়িয়া নেয়।

১১৮৮ (তিঃ)। হাদীস– ইবনে আব্বাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন–

اتَّقُوا الْحَدِيْثَ عَنِّيْ اِلَّا مَا عُلِمْتُمْ فَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ وَمَنْ قَالَ فِي الْقُرْاٰنِ بِرَأْيِهٖ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

"আমার নামে কোন কথা বলা তথা 'হাদীস' নামে কোন কিছু বয়ান করাকে ভয় করিও। হাঁ– যেই কথা বা বিষয় সম্পর্কে তুমি জান (অর্থাৎ যাহা সম্পর্কে তোমার নিকট প্রমাণ আছে যে, উহা আমার কথা তথা হাদীস; একমাত্র উহাকেই আমার কথা বা হাদীস নামে বর্ণনা করিতে পারিবে)। যে ব্যক্তি মিথ্যারূপে আমার প্রতি সম্পৃক্ত করিবে কোন বিষয় ইচ্ছা পূর্বক, অবশ্যই তাহার বাসস্থান হইবে দোযখ। যে ব্যক্তি কুরআনের তাফসীর তথা ব্যাখ্যায় নিজের রায় দ্বারা কথা বলিবে, তাহারও বাসস্থান দোযখ হইবে।"

❖ আলোচ্য হাদীসের শেষ বাক্যে কুরআনের তাফসীর বা ব্যাখ্যা সম্পর্কে যে বিষয়টির উপর কঠিন পরিণাম ব্যক্ত হইয়াছে উহাকে পরিভাষায় 'তাফসীর বির রায়' বলা হয়। উহার একটি রূপ হইল, নিজ রায় তথা সিদ্ধান্ত বা মতবাদের নিয়ন্ত্রণে কুরআনের তাফসীর বা ব্যাখ্যা করা। অর্থাৎ শরীয়তের দলিল-প্রমাণ উপেক্ষা করিয়া কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা মতবাদ সাব্যস্ত করিয়া নেওয়ার পর ঐ অবৈধ সিদ্ধান্ত বা মতবাদের নিয়ন্ত্রণে কোন আয়াতের তাফসীর বা ব্যাখ্যা করা। তাফসীর বির রায়ের এই রূপটি অধুনা খুব বেশি দেখা যায়।

তাফসীর বির রায়ের আরও একটি রূপ আছে– পবিত্র কুরআনের তাফসীর বা ব্যাখ্যা করার সঠিক-শুদ্ধ নিয়ম হইল, দুইটি নিয়ন্ত্রণের কোন একটি অধীনে থাকিয়া পবিত্র কুরআনের তাফসীর বা ব্যাখ্যা করা। ১. রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অথবা কোন সাহাবী হইতে প্রমাণ তথা নির্ভরযোগ্য সনদের সহিত যেই আয়াতের যেই ব্যাখ্যা বা তাফসীর বর্ণিত

www.eelm.weebly.com

আছে উহার নিয়ন্ত্রণে তাফসীর করা। যেসব আয়াতের ঐরূপ বর্ণিত তাফসীর বিদ্যমান আছে সেই আয়াতের ব্যাখ্যায় এই নিয়ন্ত্রণকেই বাধ্যতামূলকভাবে পালন করিতে হইবে। কোন আয়াতের ঐরূপ বর্ণিত তাফসীর বিদ্যমান না থাকিলে উহার জন্য– ২. কুরআন-সুন্নাহ, ইলমে কালাম বা ইসলামের মতবাদ-শাস্ত্র, ইলমে ফিকাহ বা শরীয়তী মাসআলা-মাসায়েল-শাস্ত্র, ইলমে উসূলে ফিকাহ বা ফিকাহ সম্বন্ধীয় মৌলিক বিধানশাস্ত্র– এই চারটি মূল বস্তু এবং আরবী ভাষার আভিধানিক অর্থ ও প্রয়োগ-প্রণালী (ইলমে লুগাত) বিভাগ, শব্দের আকৃতি বা গঠনপ্রণালী (ইলমে সরফ) বিভাগ, ব্যাকরণ (ইলমে নাহু) বিভাগ, ভাষার অলঙ্কার শাস্ত্রীয় (ইলমে বালাগাত) বিভাগ এই চারটি বিভাগ– মোট আটটি বিষয়ের নিয়ন্ত্রণে কুরআনের তাফসীর বা ব্যাখ্যা করিতে হইবে।

উল্লিখিত দুইটি নিয়ন্ত্রণের বাহিরে থাকিয়া অথবা ঐ নিয়ন্ত্রণদ্বয়ের বিষয়াবলীর কোন জ্ঞান ব্যুৎপত্তি না রাখিয়া পবিত্র কুরআনের তাফসীর করিলে তাফসীর বির রায় বা কুরআনের ব্যাখ্যায় রায় দ্বারা কথা বলা সাব্যস্ত হইবে। ঐরূপ ব্যাখ্যাকারী আলোচ্য হাদীসে বর্ণিত ভয়াবহ পরিণামের ভাগী হইবে।

অবশ্য যে আলেম পূর্ণ আস্থার স্থল ও নির্ভরযোগ্য হইবেন যে, তিনি উক্ত নিয়ন্ত্রণদ্বয়ের অধীনে থাকিয়াই কুরআনের তাফসীর ও ব্যাখ্যা করেন ঐরূপ আলেমের লিখিত তাফসীর দেখিয়া বর্ণনা করা দোষনীয় নহে। কারণ ইহা ব্যাখ্যা বা তাফসীর করা নহে, বরং তাফসীর শুনানো বা উদ্ধৃতি দান মাত্র। ইহার জন্য ঐ আট বিষয়ের জ্ঞান ও ব্যুৎপত্তি থাকার প্রয়োজন নাই; তবে আস্থা স্থাপন ও নির্ভর করায় ভুল করিলে অবৈধ তাফসীরকারীর ন্যায় বর্ণনাকারীও কবীরা গোনাহের ভাগী হইবে। অতএব আস্থা স্থাপন ও নির্ভর করায় সতর্ক হইতে হইবে।

১১৮৯ (তিঃ)। হাদীস– জুন্দুব ইবনে আবদুল্লাহ (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন–

مَنْ قَالَ فِى الْقُرْاٰنِ بِرَأْيِهٖ فَاَصَابَ فَقَدْ اَخْطَأَ

"যে ব্যক্তি কুরআনের তাফসীর তথা ব্যাখ্যায় নিজের রায়ে কথা বলিবে তাহা যদি ঠিকও হয়, তবুও সে অন্যায়কারী পরিগণিত।"

www.eelm.weebly.com

❖ তাফসীর বির রায়ের প্রথম রূপটি যাহা বর্ণিত হইয়াছে উহার ক্ষেত্রে তো ঠিক হওয়ার সুযোগ নাই। দ্বিতীয় রূপটির ক্ষেত্রে ঘটনা ক্রমে ঠিক হইয়া যাইতে পারে; যেরূপে হাতুড়ে ডাক্তারের অস্ত্রোপচার বা অপারেশন ঘটনাক্রমে ঠিক হইয়া যায় কিন্তু সে তবুও আইনত অপরাধী সাব্যস্ত হয়।

১১৯০ (আঃ)। হাদীস– মুয়াজ জুহানী (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন–

مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَعَمِلَ بِمَا فِيهِ أُلْبِسَ وَالِدَاهُ تَاجًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ضَوْءُهُ أَحْسَنُ مِنْ ضَوْءِ الشَّمْسِ فِي بُيُوتِ الدُّنْيَا لَوْ كَانَتْ بِكُمْ فَمَا ظَنُّكُمْ بِالَّذِي عَمِلَ بِهٰذَا

"যে ব্যক্তি কুরআন পড়ে এবং উহার বিধান মতে আমল করে, কিয়ামত দিবসে তাহার মাতা-পিতাকে মুকুট পরানো হইবে– যাহার আঁলো সূর্যের আলো অপেক্ষা অধিক উজ্জল হইবে, যেই সূর্য উদিত হয় দুনিয়ার কোন গৃহে যদি সূর্য তোমাদের আধিপত্যে হইত। যে ব্যক্তি স্বয়ং কুরআন পড়িয়া আমল করিয়াছে তাহার নিজের সম্পর্কে তোমাদের কি ধারণা– যখন তাহার মাতা-পিতার মর্যাদা এইরূপ হইবে?"

১১৯১ (আঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللّٰهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللّٰهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلٰئِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللّٰهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ

"আল্লাহর যে কোন ঘরে তথা মসজিদে যে কোন শ্রেণীর লোক একত্রিত হইয়া আল্লাহর কিতাব তেলাওয়াত করিলে এবং উহার চর্চা করিলে তাহাদের উপর শান্তি বর্ষিত হয়, তাহাদিগকে আল্লাহর রহমত আপাদমস্তক ডুবাইয়া ফেলে, ফেরেশতাগণ তাহাদেরে বেষ্টিত করিয়া নেন এবং আল্লাহ তাআলা (আরশ বহনকারী ফেরেশতা দলের ন্যায়) বিশেষ নৈকট্যধারীগণের সমাবেশে তাহাদের আলোচনা করিয়া থাকেন।"

www.eelm.weebly.com

১১৯২ (আঃ)। হাদীস– আবু সাঈদ খুদরী (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির কুরআন পড়া শুনিতে পাইল– সে 'কুলহু আল্লাহু আহাদ' সূরা পড়িতেছিল; (সারা রাত্র) উহাকেই পুনঃ পুনঃ পাঠ করিতেছিল। শ্রবণকারী ব্যক্তি সকাল বেলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উহা ব্যক্ত করিল। সে যেন ঐ কার্যক্রমকে ছোট গণ্য করিতেছিল (কারণ ঐ সূরাটি অতি ছোট সূরা) তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন–

وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ اِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْاٰنِ

"ঐ খোদার কসম যাঁহার হাতে আমার জান– নিশ্চয় এই সূরাটি কুরআনের তৃতীয়াংশের সমান।"

১১৯৩ (আঃ)। হাদীস– উকবা ইবনে আমের (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে 'জোহফা' ও আবওয়ার মধ্যবর্তী এলাকায় ভ্রমণরত ছিলাম, হঠাৎ ঝড়োয়া বাতাস ও ভীষণ অন্ধকার আমাদেরে ঘিরিয়া ফেলিল। তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর আশ্রয় চাহিতে লাগিলেন, আউজু বি-রাব্বিল ফালাক ও আউজু বি-রাব্বিন্নাস সূরাদ্বয় পড়িয়া এবং হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন–

يَا عُقْبَةُ تَعَوَّذْ بِهِمَا فَمَا تَعَوَّذَ مُتَعَوِّذٌ بِمِثْلِهِمَا وَسَمِعْتُهُ يَؤُمُّنَا بِهِمَا فِى الصَّلٰوةِ

"হে উকবা! (আপদ-বিপদে) এই সূরাদ্বয় পড়িয়া আল্লাহর আশ্রয় চাহিও। কোন আশ্রয়প্রার্থীর জন্য এই দুই সূরাদ্বয়ের ন্যায় আশ্রয় চাওয়ার বস্তু আর নাই। অতঃপর হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সূরাদ্বয় দ্বারাই আমাদের ইমামতি করিলেন (ফজরের) নামাযে।"

১১৯৪ (আঃ)। হাদীস– বরা ইবনে আযেব (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيِّنُوا الْقُرْاٰنَ بِاَصْوَاتِكُمْ

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, তোমাদের কণ্ঠস্বর দ্বারা কুরআনের সৌন্দর্য প্রকাশ করিও।"

www.eelm.weebly.com

১১৯৫ (আঃ)। হাদীস– হযরত সাঈদ ইবনে আবু সাঈদ (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْاٰنِ

'নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন– যে ব্যক্তি কুরআন পাইয়াও পরমুখাপেক্ষীতা হইতে বিরত থাকে নাই, সে আমার দলভুক্ত নহে।'

❖ অনেক মুহাদ্দিস এই হাদীসের অর্থ করেন– 'যে ব্যক্তি সুন্দর কণ্ঠে কুরআন পড়ে না অর্থাৎ ইচ্ছাকৃত খারাপ কণ্ঠস্বরে কুরআন তেলাওয়াত করে।' সাধ্যানুযায়ী সুন্দর কণ্ঠে কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করা উত্তম।

১১৯৬ (আঃ)। হাদীস– হযরত সাআদ ইবনে উবাদা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন–

مَا مِنْ اِمْرِئٍ يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ ثُمَّ يَنْسَاهُ اِلَّا لَقِيَ اللّٰهَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَجْذَمَ

"যে কোন ব্যক্তি কুরআন পড়িয়া ভুলিয়া যায়, সে কিয়ামত দিবসে আল্লাহর নিকট উপস্থিত হইবে কুষ্ঠরোগী হইয়া।"

❖ যেই যুগে কুরআন শরীফ লিখিত আকারে তেলাওয়াতের নিয়ম ছিল না, কণ্ঠস্বররূপেই তেলাওয়াত করা হইত সেই যুগে ভুলিয়া যাওয়ার অর্থ ইহাই ছিল যে, সে কুরআন যতটুকু শিক্ষা করিয়াছিল উহা ভুলিয়া গিয়াছে, পুনঃ উহা স্মরণে আনিবে ও তেলাওয়াত করিবে সেই চেষ্টাও করে নাই, ফলে সে কুরআন তেলাওয়াত হইতে বঞ্চিতই থাকিয়া গিয়াছে– সৌভাগ্য ফিরিয়া পাওয়ার চেষ্টাও করে নাই; কিয়ামতে তাহার দূরাবস্থা হওয়া নিতান্তই যুক্তিযুক্ত। পক্ষান্তরে যখন কুরআন শরীফ দেখিয়া তেলাওয়াত করার সুযোগ হইয়াছে তখন হইতে 'ভুলিয়া যাওয়া' অর্থ লিখিত কুরআন দেখিয়াও তেলাওয়াতে সক্ষম না হওয়া এবং ঐ সুযোগ গ্রহণেও সচেষ্ট না হওয়া।

১১৯৭ (আঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

اَلْمِرَاءُ فِي الْقُرْاٰنِ كُفْرٌ

"কুরআনে কোন প্রকার দ্বিধা-দ্বন্দ্ব পোষণ করা কুফরী।"

www.eelm.weebly.com

অর্থাৎ কুরআন সম্পর্কে অথবা উহার কোন বিষয়ে বা বক্তব্যে যে ব্যক্তি কোন প্রকার দ্বিধা-দ্বন্দ্ব পোষণ করিবে, সে কাফের হইয়া যাইবে।

১১৯৮ (ইঃ)। হাদীস– নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবি আয়েশা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রাত্রে ইশার নামাযের পর নিজ কক্ষে আসিতে আমি বিলম্ব করিলাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন কোথায় ছিলে? আমি বলিলাম, আপনার এক সাহাবীর কুরআন পড়া শুনিতেছিলাম– এইরূপ পড়া, এইরূপ কণ্ঠস্বর কাহারও আর শুনিন নাই। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (নিজে উহা শুনিবার জন্য) উঠিয়া গেলেন, আমিও তাঁহার সঙ্গে পুনঃ শুনিবার জন্য গেলাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার প্রতি তাকাইয়া বলিলেন–

هٰذَا سَالِمٌ مَوْلٰى خُذَيْفَةَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ جَعَلَ فِىْ اُمَّتِىْ مِثْلَ هٰذَا

"এই ব্যক্তি সালেম– হুযায়ফার মুক্ত ক্রীতদাস। আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করি যিনি আমার উম্মতে এইরূপ মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন।"

১১৯৯ (ইঃ)। হাদীস– জাবের (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন–

اِنَّ مِنْ اَحْسَنِ النَّاسِ صَوْتًا بِالْقُرْاٰنِ الَّذِىْ اِذَا سَمِعْتُمُوْهُ يَقْرَأُ حَسِبْتُمُوْهُ يَخْشَى اللّٰهَ

"মানুষদের মধ্যে কুরআন পড়ায় তাহার কণ্ঠস্বরকে অধিক সুন্দর গণ্য করা হইবে যাহার পড়া শুনিলে তোমাদের মন সাক্ষ্য দেয় যে, তাহার অন্তরে আল্লাহর ভয় সঞ্চারিত হইয়াছে।"

❖ কুরআন তেলাওয়াত করায় অন্তরে আল্লাহর ভয় সঞ্চারিত হওয়া একটি স্বাভাবিক বিষয়ের ন্যায়। কারণ অর্থ বুঝিলে তো পবিত্র কুরআনের বক্তব্য ও বিষয়বস্তুই অন্তরে আল্লাহর ভয় সৃষ্টি করার জন্য যথেষ্ট হয়। অর্থ না বুঝিলেও মহামহিম মহান আল্লাহর কালাম পাঠ করিতেছে– এই ধ্যান ও লক্ষ্যও মানুষের মনে আল্লাহর ভয় সৃষ্টি করায় যথেষ্ট।

১২০০ (ইঃ)। হাদীস– হযরত ফাযালা ইবনে ওবায়েদ (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন–

www.eelm.weebly.com

لِلّٰهُ اَشَدُّ اُذُنًا اِلَى الرَّجُلِ الْحَسَنِ الصَّوْتِ بِالْقُرْاٰنِ يَجْهَرُ بِهٖ مِنْ صَاحِبِ الْقَيْنَةِ اِلٰى قَيْنَتِهٖ

"সুন্দর কণ্ঠে উচ্চস্বরে কুরআন তেলাওয়াতকারী ব্যক্তির প্রতি অবশ্য অবশ্য আল্লাহ তাআলা অতি আনন্দের সহিত লক্ষ্য দিয়া থাকেন। এই লক্ষ্য অধিক গভীর ও আকর্ষণীয় হয় ঐ লোকের লক্ষ্য ও আকর্ষণ অপেক্ষা যে (আনন্দ উপভোগের জন্য) গায়িকা আনিয়াছে, সে ঐ গায়িকার প্রতি যেরূপ আকৃষ্ট হইবে ও লক্ষ্য দিবে।"

১২০১ (ইঃ)। হাদীস– আলী (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে–

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ الدَّوَاءِ الْقُرْاٰنُ

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, তোমাদের জন্য উত্তম ঔষধ কুরআন।" (২৬ পারা)

১২০২ (মেঃ)। হাদীস– আমর ইবনে শোয়ায়েব তাঁহার পিতার মাধ্যমে দাদা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন–

سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْمًا يَتَدَارَؤُنَ فِي الْقُرْاٰنِ فَقَالَ اِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِهٰذَا ضَرَبُوْا كِتَابَ اللّٰهِ بَعْضَهٗ بِبَعْضٍ وَاِنَّمَا نَزَلَ كِتَابُ اللّٰهِ يُصَدِّقُ بَعْضُهٗ بَعْضًا فَلَا تُكَذِّبُوْا بَعْضَهٗ بِبَعْضٍ فَمَا عَلِمْتُمْ مِنْهُ فَقُوْلُوْا وَمَا جَهِلْتُمْ فَكِلُوْهُ اِلٰى عَالِمِهٖ (ابن ماجه)

"একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদল লোকের কথাবার্তা শুনিতে পাইলেন। তাহারা একে অন্যের দাবি খণ্ডনে কুরআনের বৈপরীত্য দেখাইতেছিল অর্থাৎ একজন স্বীয় দাবির সপক্ষে কোন আয়াত পেশ করিল। অপরজন দেখাইল, অমুক আয়াত এই আয়াতের বিপরীত। (এইভাবে তাহারা কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে বৈপরীত্য দেখাইতেছিল।)

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের লক্ষ্যে বলিলেন, তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মত এই কাজ করিয়া ধ্বংস হইয়াছে। তাহারা আল্লাহর কিতাবের এক অংশ দ্বারা অপর অংশের কাট করিয়া থাকিত, এক অংশ দ্বারা অপর

www.eelm.weebly.com

অংশকে বাতিল সাব্যস্ত করিত। (আল্লাহর কিতাবের আদেশ-নিষেধ পালনের দায়িত্ব বা বোঝা এড়াইবার জন্য উহার বিভিন্ন অংশে পরস্পর বিরোধ দেখাইত– ইহা নিতান্তই গর্হিত কাজ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন) বস্তুত আল্লাহর কিতাব এই আকৃতিতে নাযিল হইয়াছে যে, উহার এক অংশ অপর অংশের সমর্থন করে। অর্থাৎ আল্লাহর কিতাবে কোথাও গড়মিল থাকে না; প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত এক মিলের বক্তব্য হয়। অতএব তোমরা কখনও উহার এক অংশ দ্বারা অপর অংশকে কাটিতে ও বাতিল করিতে চাহিও না। আল্লাহর কিতাবের যেটুকু বুঝিতে সক্ষম হও ঐটুকু বল, আর যাহা বুঝিতে সক্ষম না হও উহা আলেমদের হাওলা কর।"

❖ কুরআন-হাদীস বরং পূর্ণ শরীয়তের ব্যাপারে এই ব্যাধি বর্তমান যুগে খুবই ব্যাপক। এক শ্রেণী তো কুরআন-হাদীসে এবং শরীয়তে খুঁত দেখাইবার উদেদশ্যে ঐরূপ বলিয়া থাকে যে, কুরআনে এইরূপও আছে ঐরূপও আছে– কুরআনেও গড়মিল, হাদীসেও গড়মিল, শরীয়তেও গড়মিল ইত্যাদি দোষারোপের ও খুঁত দেখাইবার উক্তি করিয়া থাকে। এই শ্রেণীর লোকের তো ঈমানই বিনষ্ট হইয়া যায়। আলোচ্য হাদীসের ঘটনা যদি এই শ্রেণীর লোকদের হইয়া থাকে, তবে তাহারা ছিল মোনাফেক দল– যাহাদের জন্য রহিয়াছে জাহান্নামের সর্বাধিক গভীরস্থ তলা (কুরআন ৫ পারা শেষ অংশ দ্রষ্টব্য)। আর এক শ্রেণী আছে– আলেম-ওলামাদের কথা কাটিবার জন্য অথবা কুরআন-হাদীসে বা শরীয়ত পালনের দায়িত্ব এড়াইবার উদ্দেশ্যে ঐরূপ উক্তি করে, তাহারাও ফাসেক কবীরা গোনাহের অপরাধী।

❖ আলোচ্য হাদীসের শেষ বাক্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ইঙ্গিত ও সুরাহা দেওয়া হইয়াছে। কুরআন-হাদীস বা শরীয়তের মাসআলা-মাসায়েলেও কোন প্রকার গড়মিল মনে হইলে অবশ্যই বুঝিতে হইবে ইহা অজ্ঞতা প্রসূত। কুরআন-হাদীসের ব্যাপক জ্ঞান না থাকায় এবং বিভিন্ন তথ্যের অবগতির অভাবে এইরূপ গড়মিল মনে হইতেছে। অতএব বস্তুত দোষ নিজেরই, কুরআন-হাদীস বা শরীয়তের নহে। এইরূপ ক্ষেত্রে জন্য কর্তব্য নির্দেশিত হইয়াছে যে, কুরআন-হাদীসে যতটুকের জ্ঞান-ব্যুৎপত্তি তোমার আছে ততটুকু বল এবং আমল কর, যেইটুকুর নাই ঐটুকু বিজ্ঞ আলেমের হাওলা কর।

www.eelm.weebly.com

মাসআলা ঃ ফজর নামায পড়ার পর সূর্যোদয় পর্যন্ত এবং আসর নামায পড়ার পর সূর্যাস্ত পর্যন্ত– এই দুইটি সময়ে নফল নামায পড়া নিষিদ্ধ। হাঁ, কাযা ফরয নামায ও জানাযার নামায পড়ায় দোষ নাই, সিজদায়ে তেলাওয়াতও করা যায়। পক্ষান্তরে অপর তিনটি সময় আছে, যাহার মধ্যে কাযা ফরয নামায জানাযার নামায এবং সিজদায়ে তেলাওয়াতও নিষিদ্ধ– ১. সূর্য উদয় হওয়াকালে– বাহ্যিক দৃষ্টিতে সূর্য প্রায় সাত হাত উঁচু হওয়া পর্যন্ত। এই বিষয়ের বিশেষজ্ঞ ও নির্ভরযোগ্য আলেম মাওলানা মুফতী আমীমুল ইহসান (রহ.) এই সময়টির পরিমাণ ২৩ মিনিট লিখিয়াছেন। ২. সূর্য অস্ত যাওয়ার সময়– স্বাভাবিক অবস্থায় সূর্য লাল বর্ণ হওয়া হইতে পূর্ণ অদৃশ্য হওয়া পর্যন্ত। মুফতী সাহেব (রহ.) এই সময়টির পরিমাণও ২৩ মিনিট লিখিয়াছেন। ৩. ঠিক দুপুরের সময়– ইহার পরিমাণ সম্পর্কে ফিকাহশাস্ত্রে দুইটি অভিমত বর্ণিত আছে। একটি হইল, সূর্য মধ্যাকাশে পৌঁছিলে ঢলিবার পূর্ব পর্যন্ত– উহার পরিমাণ নিতান্তই নগণ্য ১/২ মিনিট মাত্র। এই হিসাবে এই সময় নামায পড়ার অর্থ– যেই নামাযের কোন অংশ এই সময়ে পড়িবে সেই নামায নিষিদ্ধ সময়ের পরিগণিত হইবে। দ্বিতীয় অভিমত হইল– 'জাহওয়াতুল কুবরা' আরম্ভ হইতে সূর্য ঢলা পর্যন্ত। এই অভিমতে আনুমানিক হিসাব অনুযায়ী বৎসরের ভিন্ন ভিন্ন অংশে নিষিদ্ধ সময়ের পরিমাণ হয় ৩৭ হইতে ৪৪ মিনিট।

❖ ১নং সময়ে ঐ দিনের ফজর নামাযও হানাফী মাযহাবে নিষেধ করা হয়, বিলম্ব করিয়া নিষিদ্ধ সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর কাযারূপে পড়িতে বলা হয়। কিন্তু হানাফী মাযহাবেই এমন অভিমতও আছে যে, ঐ দিনের ফজর নামায ঐ নিষিদ্ধ সময়ে পড়িবে, এই ক্ষেত্রে এই পরামর্শও দেওয়া হয় যে, নিষিদ্ধ সময়ে ঐ দিনের ফজর নামায আদায় করিয়া নিষিদ্ধ সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর পুনরায় ঐ নামায কাযারূপে পড়িবে। জানাযার নামায অবশ্যই বিলম্ব করিয়া নিষিদ্ধ সময়ের পরে পড়িবে।

❖ ২নং সময়টিতে ঐ দিনের আসর নামায পড়ার অনুমতিই নয় শুধু, বরং অবশ্যই পড়িয়া নিতে হইবে। নামায মাকরূহ হইবে; বিশেষ কারণ ব্যতিরেকে এইরূপ বিলম্বে আসর নামায পড়ায় গোনাহ হইবে। কিন্তু পড়িয়া নিতে হইবে; কারণ নামায কাযা করা অপেক্ষা মাকরূহরূপে পড়া অগ্রগণ্য।

www.eelm.weebly.com

তদ্রূপ এই সময়ে যদি জানাযা উপস্থিত হয় তবে ঐ জানাযার নামাযও পড়া জায়েয, তবে বিলম্ব করাও জায়েয।

১২০৩ (মোসঃ)। হাদীস– হযরত উকবা ইবনে আমের (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَانَا اَنْ نُصَلِّيَ فِيْهِنَّ اَوْ اَنْ نَقْبُرَ فِيْهِنَّ مَوْتَانَا حِيْنَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب

"তিনটি সময় আছে– নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরে নিষেধ করিয়াছেন, ঐ সময়সমূহে নামায পড়া হইতে এবং জানাযার নামায পড়া হইতে ঃ ১. যখন সূর্য উদিত হয় আত্মপ্রকাশ রূপে– উর্ধ্বে না উঠা পর্যন্ত। ২. দুপুর বেলায় যখন বস্তুর ছায়া বস্তুর উপর স্থিত হইয়া যায় (পূর্ব বা পশ্চিম দিকে বর্ধিত না হয়), সূর্য ঢলা পর্যন্ত। ৩. যখন সূর্য অস্ত যাইতে থাকে– পূর্ণ অস্ত যাওয়া পর্যন্ত।

১২০৪ (মোসঃ)। হাদীস– আমর ইবনে আবাছা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন– আমি অন্ধকার যুগেই এই ধারণা পোষণ করিতাম যে, লোকগণ ভ্রষ্টতার উপর রহিয়াছে, তাহারা (সঠিক) কোন কিছুর উপর প্রতিষ্ঠিত নয়; তাহারা দেব-দেবীর উপাসনা করে। ইতিমধ্যেই শুনিতে পাইলাম, মক্কা নগরীতে এক ব্যক্তি (পরকালীন) অনেক খবর বয়ান করিয়া থাকেন। এই সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথে আমি আমার বাহনে আরোহন করিলাম এবং ঐ ব্যক্তির দেশে পৌছিলাম। বিস্ময়ের সহিত দেখিতে পাইলাম, (ঐ ব্যক্তি তথা) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লুকায়িত অবস্থায় আছেন, তাঁহার দেশের লোক তাঁহার উপর দারুণ ও উগ্র ও ক্ষেপা। আমি কৌশল করিয়া মক্কায় তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলাম। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনার বিশেষ পরিচয় কি? তিনি বলিলেন, আমি নবী। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, নবীর ব্যাখ্যা কি? তিনি বলিলেন, আল্লাহ তাআলা পাঠাইয়াছেন। জিজ্ঞাসা করিলাম, কি দায়িত্ব দিয়া পাঠাইয়াছেন? তিনি বলিলেন, আত্মীয়তা

www.eelm.weebly.com

বজায় রাখার শিক্ষা দান, দেব-দেবী ভাঙ্গিয়া ফেলা এবং আল্লাহর একত্ববাদ প্রতিষ্ঠা করা, তাঁহার সহিত কোন কিছুকে শরীক না করা। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনার সাথে কে আছে? তিনি বলিলেন, মুক্ত ও ক্রীতদাস উভয় শ্রেণীই আছে। ঐ সময় আবু বকর (রাযি.) ও (ক্রীতদাস) বেলাল (রাযি.) মুমিনদের মধ্যে ছিলেন। আমি বলিলাম, আমি আপনার সাথে থাকিতে চাই। তিনি বলিলেন, (মক্কাবাসীদের অত্যাচারে) বর্তমান অবস্থায় তুমি তাহা পারিবে না। আমার ও লোকদের অবস্থা দেখ না? বরং তুমি এখন আপনজনের নিকট চলিয়া যাও। যখন সংবাদ পাইবে যে, আমি প্রবল হইয়া উঠিয়াছি তখন তুমি আমার সান্নিধ্যে আসিও। সেমতে আমি আমার পরিজনের নিকট চলিয়া গেলাম, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় পৌঁছিলেন। আমি আমার পরিজনে থাকিয়াই সংবাদের খোঁজ নিতেছিলাম এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় পৌঁছিলে পর তাঁহার সম্পর্কে লোকদের নিকট জিজ্ঞাসাবাদ করিতেছিলাম। ইতিমধ্যে মদীনাবাসী কতিপয় লোক আমার নিকট আসিল। আমি তাহাদেরে জিজ্ঞাসা করিলাম, ঐ লোকটির কি অবস্থা যেই লোকটি (মক্কা হইতে) মদীনায় আসিয়াছেন? তাহারা বলিল, মানুষ তাঁহার প্রতি দ্রুত গতিতে আসিতেছে, তাঁহার দেশবাসী তাঁহাকে হত্যা করার ইচ্ছা করিয়াছিল কিন্তু সক্ষম হয় নাই। এই সংবাদ শুনিয়া আমি মদীনায় পৌঁছিলাম এবং হযরতের নিকটে উপস্থিত হইলাম। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনি আমাকে চিনেন? তিনি বলিলেন, হাঁ– তুমি আমার সাথে মক্কায় সাক্ষাত করিয়াছিলে! আমি বলিলাম, হাঁ। আমি বলিলাম, হে আল্লাহর নবী! আমাকে শিক্ষা দিন যাহা আমাকে আপনাকে শিক্ষা দিয়াছেন– আমি উহা জানি না। বিশেষত নামায সম্পর্কে আমাকে জ্ঞাত করুন? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন–

صَلِّ صَلٰوةَ الصُّبْحِ ثُمَّ اَقْصِرْ عَنِ الصَّلٰوةِ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَتّٰى تَرْتَفِعَ فَاِنَّهَا تَطْلُعُ حِيْنَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَىْ شَيْطَانٍ وَحِيْنَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ ثُمَّ صَلِّ فَاِنَّ الصَّلٰوةَ مَشْهُوْدَةٌ مَحْضُوْرَةٌ حَتّٰى يَسْتَقِلَّ الظِّلُّ بِالرُّمْحِ ثُمَّ اَقْصِرْ عَنِ الصَّلٰوةِ فَاِنَّ حِيْنَئِذٍ تُسْجَرُ جَهَنَّمُ

www.eelm.weebly.com

فاذا اقبل الفيء فصل فان الصلوة مشهودة محضورة حتى تصلى العصر ثم اقصر عن الصلوة حتى تغرب الشمس فانها تغرب بين قرنى شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار قال فقلت يا نبى الله فالوضوء حدثنى عنه قال ما منكم رجل يقرب وضوئه فيمضمض ويستنشق فينتثر الا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه ثم اذا غسل وجهه كما امره الله الا خرت خطايا وجهه من اطراف لحيته مع الماء ثم يغسل يديه الى المرفقين الا خرت خطايا يديه من انامله مع الماء ثم يمسح رأسه الا خرت خطايا رأسه من اطراف شعره مع الماء ثم يغسل قدميه الى الكعبين الا خرت خطايا رجليه من انامله مع الماء فان هو قام فصلى فحمد الله واثنى عليه ومجده بالذى هو له اهل وفرغ قلبه لله الا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته امه

"ফজরের নামায পড়, তারপর নামায হইতে বিরত থাকিবে সূর্য উদিত হইয়া উর্ধ্বে উঠা পর্যন্ত। কারণ উদয়কালে সূর্য উদিত হয় শয়তানের মাথার উভয় পার্শ্বের মধ্যবর্তী (ললাট বরাবর) এবং ঐ সময় (সূর্য পূজারী) কাফেরগণ সূর্যকে সিজদা তথা পূজা করিয়া থাকে। তারপর নামায পড়িতে পার; (নামায অতি মহৎ কাজ;) নামাযে রহমতের ফেরেশতাগণ উপস্থিত হইয়া থাকেন, তাঁহারা নামাযের সাক্ষী হইয়া থাকেন। বর্শা দাঁড় করাইলে উহার ছায়া উহার উপর স্থির হইয়া যায় (পূর্বে পশ্চিমে বর্ধিত না হয়) ইহার পূর্ব পর্যন্ত (নামায পড়িতে পার)। তারপর নামায হইতে বিরত থাকিবে; কারণ ঐ সময় জাহান্নামের তেজ ও তাপ বৃদ্ধি পায়। অতঃপর যখন ছায়া পূর্ব দিকে বর্ধিত হইবে (যাহা সূর্য ঢলিবার নিদর্শন) তখন হইতে নামায পড়; নামাযে রহমতের ফেরেশতা উপস্থিত হইয়া থাকেন, তাঁহারা নামাযের সাক্ষী হইয়া থাকেন। আসর নামায পড়ার সময় যে পর্যন্ত থাকে (ঐ সময় পর্যন্ত

www.eelm.weebly.com

নামায পড়িতে পার) তারপর নামায হইতে বিরত থাকিবে সূর্যাস্ত পর্যন্ত। কারণ সূর্য অস্তমিত হইয়া থাকে শয়তানের মাথার উভয় পার্শ্বের মধ্যবর্তী (তাহার ললাট বরাবরে) এবং ঐ সময় সূর্য পূজারী কাফেররা সূর্যকে সিজদা তথা পূজা করিয়া থাকে।

আমর ইবনে আবাসা (রাযি.) বলেন, অতঃপর আমি বলিলাম– হে আল্লাহর নবী! অযু সম্পর্কেও বর্ণনা আমাকে শুনান। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমাদের প্রত্যেকে অযুর পানি সংগ্রহ করিয়া কুলি করিবে, নাকে পানি দিবে এবং নাক ঝাড়িবে– তাহাতে চেহারার অংশ মুখের ও নাসিকা ছিদ্রের সমুদয় গোনাহ (পানির সাথে) পড়িয়া যাইবে। তারপর যখন চেহারা ধুইবেব তখন চেহারার (সমুদয় অংশের) গোনাহ দাড়ির পার্শ্ব বহিয়া (যে পানি ঝরিবে সেই) পানির সহিত পড়িয়া যাইবে। তারপর হস্তদ্বয় কনুই পর্যন্ত ধুইবে, তাহাকে উভয় হাতের গোনাহসমূহ আঙ্গুলের মাথা বহিয়া পানির সাথে পড়িয়া যাইবে। ইহার পর যদি সে নামাযে দাঁড়াইয়া আল্লাহর যথাযোগ্য প্রশংসা, গুণগান ও মহিমা বর্ণনা করে (যাহা সূরা ফাতেহার মর্ম) এবং নিজ মনকে সম্পূর্ণ খালি করিয়া আল্লাহর ধ্যানে পরিপূর্ণ করে তবে তাহার সমস্ত গোনাহ হইতে সে এইরূপ মুক্ত হইয়া আসিবে, যেরূপ সে ছিল তাহার মা তাহাকে জন্ম দেওয়ার দিন।"

এই হাদীস বর্ণনাকারী আমর ইবনে আবাসা (রাযি.) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অপর সাহাবী আবু উমামা (রাযি.)কে এই হাদীস শুনাইলে তিনি বলিলেন, হে আমার ইবনে আবাসা! যাহা বর্ণনা করিলেন, তাহা চিন্তা করিয়া দেখুন– মাত্র এক স্থানেই (থাকিয়া যে আমলটুকু করিল তাহাতে) ঐ ব্যক্তিকে এত বড় প্রতিদান দিয়া দেওয়া হইবে! এই কথার উপর আমর ইবনে আবাসা (রাযি.) বলিলেন, হে আবু উমামা! আমি বৃদ্ধ বয়সে পৌছিয়া গিয়াছি, আমার দেহের হাড় পর্যন্ত দুর্বল হইয়া গিয়াছে, আমার মৃত্যু নিকটবর্তী এবং আল্লাহ ও আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর মিথ্যা বলার কোন প্রয়োজন আমার নাই। আমি এই হাদীসখানা সরাসরি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে এক, দুই, তিন– এমনকি সাত বার না শুনিলে কখনও ইহা বর্ণনা করার সাহস

www.eelm.weebly.com

(হয়ত আমিও) পাইতাম না। কিন্তু এই হাদীস আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে সাত বারেরও অধিক শুনিয়াছি।

❖ শয়তানের মাথার উভয় পার্শ্বের মধ্যবর্তী তাহার ললাট বরাবরে সূর্য উদিত হয়– ইহার তাৎপর্য ও ব্যাখ্যা ঃ

উদয়-অস্তের সময় কাফেররা নানা রকম পূজা-পাঠ করে বিশেষত সূর্য পূজারীরা সূর্যকে সিজদা করে, বিভিন্নরূপে উহার উপাসনাও করে। শয়তান এই সময় তাহার স্বার্থসিদ্ধির সুযোগ নেয়। ভূপৃষ্ঠের যেই যেই এলাকায় জনপদ বা লোক বসতি আছে বিশেষত পূজা পাঠকারী আছে, সেই সেই এলাকায় সূর্য উদিত ও অস্তমিত হওয়ার সময় প্রত্যেক এলাকার প্রধান শয়তান ঐ সূর্যের বরাবরে দাঁড়ায়; বাহ্যিক দৃষ্টিতে দেখাইবে, যেন সূর্য তাহার মাথার উপর দিয়া উদিত বা অস্তমিত হইতেছে। যেরূপ দৃশ্য হয় উদীয়মান বা অস্তায়মান সূর্যের বরাবরে তাল গাছ বা সুপারি গাছ থাকিলে মনে হয়, যেন সূর্যটা ঐ গাছের মাথার উপর দিয়া উদিত বা অস্তমিত হইতেছে।

শয়তান এইভাবে দাঁড়ায় এবং কাফেররা বিশেষত সূর্য পূজারীরা ঐ সময় যত পূজা পাঠ করে শয়তান ঐ সবকে দেখাইয়া তাহার চেলাগণকে বলে, দেখ! আমার কত পূজারী উপাসক ও ভক্ত রহিয়াছে। এই সময় যদি মুসলমানগণ নামায পড়ে, সিজদা করে যাহা দৃষ্টিগোচর বস্তু, তবে তাহাদের এই ইবাদতকেও নিজের জন্য দেখাইবার প্রয়াস পাইবে। তাই এই সময় নামায পড়া ও সিজদা করা নিষেধ করা হইয়াছে।

❖ দুপুর বেলা জাহান্নামের তেজ ও তাপ বৃদ্ধি পাওয়ার তাৎপর্য দুপুর বেলা সূর্যের তাপ অধিক হওয়া সর্ববিদিত বাস্তব। আর সূর্য হইতে নিঃসৃত তাপের মূল কেন্দ্র হইল জাহান্নাম– এই তথ্যের বিস্তারিত বিবরণ বাংলা বুখারী শরীফ প্রথম খণ্ডে ৩২৭ নং হাদীসে বর্ণিত রহিয়াছে। সেমতে দুপুর বেলা সূর্যের তাপ বৃদ্ধিকেই জাহান্নামের তাপ বৃদ্ধি বলিয়া ব্যক্ত করা হইয়াছে।

১২০৫ (নাঃ)। হাদীস– আবদুল্লাহ সুনাবিহী (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

اَلشَّمْسُ تَطْلُعُ وَمَعَهَا قَرْنُ الشَّيْطَانِ فَاِذَا ارْتَفَعَتْ فَارَقَهَا فَاِذَا اسْتَوَتْ قَارَنَهَا فَاِذَا زَالَتْ فَارَقَهَا فَاِذَا دَنَتْ لِلْغُرُوْبِ قَارَنَهَا فَاِذَا

www.eelm.weebly.com

غَرَبَتْ فَارَقَهَا وَنَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلٰوةِ فِيْ تِلْكَ السَّاعَاتِ

"সূর্য উদিত হওয়া অবস্থায় শয়তানের মাথা উহার সাথে থাকে, যখন সূর্য উপরে উঠিয়া যায় তখন শয়তান উহা হইতে পৃথক হইয়া যায়। যখন সূর্য মধ্যাকাশে আসে তখন শয়তান পুনরায় উহার সংশ্লিষ্টে আসে, সূর্য ঢলিয়া গেলে শয়তান উহা হইতে পৃথক হইয়া যায়। সূর্য যখন অস্ত যাওয়ার নিকটবর্তী হয় তখন আবার শয়তান উহার সংশ্লিষ্টে আসে, সূর্য অস্তমিত হইলে শয়তান উহা হইতে পৃথক হইয়া যায়। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (সূর্যের সহিত শয়তানের সংশ্লিষ্টতার) এই সময়সমূহে নামায পড়ায় নিষেধ করিয়াছেন।"

❖ দুপুরে বেলা নামায নিষিদ্ধ হওয়ার দুইটি তথ্য জানা গেল। একটি হইল– ঐ সময় দোযখের তাপ বৃদ্ধি, অপরটি হইল– ঐ সময়েও সূর্যের সংশ্লিষ্টে শয়তানের আসা। এই দ্বিতীয় তথ্যটিও সামঞ্জস্যময়ই বটে, আমাদের দেশেও হিন্দুরা স্নানের সময় সূর্যের প্রতি নমস্কার দিয়া থাকে। উদয় অস্তের ন্যায় দুপুর বেলাও সূর্য পূজারীরা সূর্যের পূজা করে।

১২০৬ (নাঃ)। হাদীস– হযরত আমর ইবনে আবাসা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَلْ مِنْ سَاعَةٍ يُبْتَغٰى ذِكْرُهَا قَالَ نَعَمْ اِنَّ اَقْرَبَ مَا يَكُوْنُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الْعَبْدِ جَوْفَ اللَّيْلِ الْاٰخِرِ فَاِنِ اسْتَطَعْتَ اَنْ تَكُوْنَ مِمَّنْ يَذْكُرُ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ فِيْ تِلْكَ السَّاعَةِ فَكُنْ فَاِنَّ الصَّلٰوةَ مَحْضُوْرَةٌ مَشْهُوْدَةٌ اِلٰى طُلُوْعِ الشَّمْسِ فَاِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ وَهِيَ سَاعَةُ صَلٰوةِ الْكُفَّارِ فَدَعِ الصَّلٰوةَ حَتّٰى تَرْتَفِعَ قِيْدَ رُمْحٍ وَيَذْهَبَ شُعَاعُهَا ثُمَّ الصَّلٰوةُ مَحْضُوْرَةٌ مَشْهُوْدَةٌ حَتّٰى تَعْتَدِلَ الشَّمْسُ اِعْتِدَالَ الرُّمْحِ بِنِصْفِ النَّهَارِ فَاِنَّهَا سَاعَةٌ تُفْتَحُ فِيْهَا اَبْوَابُ جَهَنَّمَ

www.eelm.weebly.com

وَتَسْجُرُ فَدَعِ الصَّلٰوةَ يَفِيءَ الْفَيْءُ ثُمَّ الصَّلٰوةُ مَحْضُورَةٌ مَشْهُودَةٌ حَتّٰى تَغِيبَ الشَّمْسُ فَإِنَّهَا تَغِيبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ وَهِيَ صَلٰوةُ الْكُفَّارِ

"আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ! এমন কোন সময় আছে কি, যে সময়ে আল্লাহর স্মরণের (তথা ইবাদতের) প্রতি বিশেষ লক্ষ্য দেওয়া যায়? হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হাঁ– মহামহিম পরওয়ারদেগার (তথা তাঁহার রহমত) যে সময়ে বান্দার সর্বাধিক নিকটবর্তী হন সেই সময়টি হইল, গভীর রাত্রের শেষ অংশ। ঐ সময় মহামহিম আল্লাহর স্মরণকারীদের দলভুক্ত যদি তুমি হইতে পার তবে হও (এবং ঐ সময় নামায পড়)। নিশ্চয় নামায উপস্থিত হওয়ার এবং উত্তমরূপে উপস্থিত হওয়ার বস্তু– সূর্যের উদয় পর্যন্ত (উদয়ের সময়ে নয়)। কারণ শয়তানের মাথার উভয় পার্শ্বে মধ্য বরাবর সূর্য উদিত হইয়া থাকে। ঐ সময়টি কাফেরদের উপাসনার সময়; অতএব ঐ সময় নামায হইতে বিরত থাক, সূর্য এক বর্শা পরিমাণ উপরে উঠা এবং উহার কিরণমালা ছড়াইয়া পড়া পর্যন্ত। (সূর্য ঐ অবস্থায় আসিয়া গেলে নামায পড়া যাইবে না।) কারণ ঐ সময় দোযখের দরওয়াজা খোলা হয় এবং উহাকে অধিক উত্তপ্ত করা হয়; অতএব ঐ সময় নামায হইতে বিরত থাক– ছায়া (পূর্ব দিকে) বর্ধিত হওয়া পর্যন্ত। আবার নামায উপস্থিত হওয়ার, উত্তমরূপে উপস্থিত হওয়ার বস্তু সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত (অস্তের সময় নামায পড়িবে না); কারণ সূর্য অস্ত যায় শয়তানের মাথার উভয় পার্শ্বের মধ্য বরাবরে এবং ঐ সময়টি কাফেরদের উপাসনার সময়।"

❖ দুপুর বেলা দোযখের দরওয়াজা খোলা এবং উহাকে অধিক উত্তপ্ত করার তাৎপর্য উহাই যাহা পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে। দোযখ হইতে নিঃসৃত তাপ সূর্য পথে ভূপৃষ্ঠে ছড়ায় এবং সেই তাপ দুপুর বেলা অধিক হয়– এই তথ্যকেই উল্লিখিত বাক্যে প্রকাশ করা হইয়াছে। অগ্নি স্পর্শিত বস্তু খাইয়া নামায পড়িতে নতুন অযু করার পরামর্শ অনেক হাদীসে বর্ণিত আছে; যেহেতু অগ্নি দোযখের বস্তু। তদ্রূপ দুপুরের অধিক তাপও দোযখের বস্তু, তাই উহা ছড়াইবার সময়কে এড়াইয়া নামায পড়ার বিধান রাখা হইয়াছে।

www.eelm.weebly.com

মাসআলা ঃ কাফের শত্রুদের ভীষণ ভয় ও আতঙ্কের ক্ষেত্রে যদি মুসলমান পক্ষের লোকদেরে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া এক ভাগ পাহারা দিবে অপর ভাগ নামায আদায় করিবে– এইরূপ প্রয়োজন হয়, তবে তাহা করিবে। যদি প্রত্যেক ভাগের জন্য ভিন্ন ভিন্ন জামাত করায় সকলে সম্মত হয় এবং কোন অসুবিধা সৃষ্টি না হয় তবে দুই ইমামে দুই জামাত হইবে ইহাই উত্তম। আর পরিস্থিতি দৃষ্টে যদি সকলে এক ইমামের পেছনে এক জামাতে নামায আদায় করা শ্রেয় মনে করে তবে নামায আদায় এবং পাহারাদারী এক সঙ্গে উভয় কাজের ব্যবস্থা রাখার সহিত এক ইমামের পেছনে এক জামাতে সকলের নামায পড়ার বিশেষ নিয়ম শরীয়তে রহিয়াছে। এমনটি ঐ নিয়মের বর্ণনা পবিত্র কুরআনেও রহিয়াছে, অনেক হাদীসেও রহিয়াছে। উহাকে পরিভাষায় 'সালাতুল খওফ' বা ভয় ও আতঙ্ক ক্ষেত্রের নামাযের নিয়ম বলা হয়। শত্রুর অবস্থান দৃষ্টে এবং রণাঙ্গনের পরিস্থিতি দৃষ্টে রণাঙ্গনের প্রধান বিভিন্ন নিয়ম অবলম্বন করিতে পারেন। এই সূত্রেই বিভিন্ন হাদীসে ঐ নামাযের বিভিন্ন আকৃতি বর্ণিত আছে।

১২০৭ (মোসঃ)। হাদীস– জাবের (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সাথে জুহায়না গোত্রের বিরুদ্ধে জিহাদে যাত্রা করিলাম। তাহারা আমাদের উপর আক্রমণে ভীষণ যুদ্ধ চালাইল। আমরা জোহরের নামায আদায় করিয়া সারিলে পৌত্তলিক দল স্থির করিল– আমরা যদি সুযোগ মতে মুসলমান দলের উপর সম্মিলিতভাবে আক্রমণ করিয়া দিতে পারি তবে তাহাদেরকে শেষ করিয়া দিতে পারিব। পৌত্তলিকদের এই পরিকল্পনার সংবাদ জিবরাঈল (আ.) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জ্ঞাত করিয়া দিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট উহার আলোচনা করিলেন। পৌত্তলিক দল ইহাও বলিয়াছিল যে, সম্মুখেই আসিতেছে মুসলমানদের একটি নামায যে নামাযটি তাহাদের নিকট আপন সন্তানদের অপেক্ষা অধিক প্রিয় (উহা ছিল আসর নামায)। যখন আসর নামাযের সময় উপস্থিত হইল (শত্রুদল কেবলার দিকে সম্মুখে ছিল)।

صَفَّنَا صَفَّيْنِ وَالْمُشْرِكُوْنَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ قَالَ فَكَبَّرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَبَّرْنَا وَرَكَعَ وَرَكَعْنَا ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدَ

www.eelm.weebly.com

مَعَهُ الصَّفُّ الْاَوَّلُ فَلَمَّا قَامُوْا سَجَدَ الصَّفُّ الثَّانِى ثُمَّ تَاَخَّرَ الصَّفُّ الْاَوَّلُ وَتَقَدَّمَ الصَّفُّ الثَّانِى فَقَامُوْا مَقَامَ الْاَوَّلِ فَكَبَّرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَبَّرْنَا وَرَكَعَ فَرَكَعْنَا ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدَ مَعَهُ الصَّفُّ الْاَوَّلُ وَقَامَ الثَّانِى فَلَمَّا سَجَدَ الصَّفُّ الثَّانِى ثُمَّ جَلَسُوْا جَمِيْعًا سَلَّمَ عَلَيْهِمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ خَصَّ جَابِرٌ اَنْ قَالَ كَمَا يُصَلِّىْ اُمَرَاءُكُمْ هٰؤُلَاءِ.

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরে দুই কাতার করিয়া দিলেন। অতঃপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকবীর বলিলেন (নামায আরম্ভ করিলেন), আমরাও তাকবীর বলিলাম এবং হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকু করিলেন আমরাও (উভয় কাতার) রুকু করিলাম। তারপর হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিজদা করিলেন এবং তাঁহার সাথে শুধু সম্মুখের কাতার সিজদায় গেল। (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং) তাহারা যখন সিজদা হইতে দাঁড়াইল তখন দ্বিতীয় কাতারের লোকগণ সিজদা করিল। ইহারা সিজদা আদায় করার পরে সম্মুখের কাতার পেছনে আসিয়া গেল এবং পেছনের কাতার সম্মুখে তাহাদের স্থানে চলিয়া গেল। তারপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (দ্বিতীয় রাকাতের রুকুর জন্য) তাকবীর বলিলেন, আমরাও তাকবীর বলিলাম এবং রুকু করিলেন, আমরাও (উভয় কাতার রুকু করিলাম। তারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিজদা করিলেন এবং তাঁহার সাথে (বর্তমান) সম্মুখের কাতার সিজদা করিল, পেছনের কাতার দাঁড়াইয়া থাকিল। এই পেছনের কাতার সিজদা আদায় করার পর উভয় কাতার সকলেই বসিল এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকলকে নিয়া একত্রে সালাম ফিরিলেন। (একত্রে নামায পড়িয়াও এক দল অপর দলকে পাহারাদারী করিয়াছে।)

সাহাবী জাবের (রাযি.) হযরতের পরে এই হাদীস বর্ণনান্তে উপস্থিত লোকদেরে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, যেভাবে তোমাদের বর্তমান শাসনকর্তাগণ (আশঙ্কার ক্ষেত্রে) নামায আদায় করিয়া থাকেন।

www.eelm.weebly.com

❖ প্রথম রাকাত পড়ার পর উভয় কাতারের স্থান বদল এইজন্য ছিল, যেন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সিজদা করায় উভয় কাতার সম পরিমাণে অংশীদার হয় এবং ইমামের সঙ্গে মুক্তাদীদের সিজদা করাকালে উভয়ের মধ্যে পাহারাদারের আড়াল সৃষ্টি না হয়।

❖ জাবের (রাযি.) সাহাবীর শেষ উক্তির তাৎপর্য এই যে, সেই যুগে শাসনকর্তা খলীফা বা খলীফার প্রতিনিধিগণ জামাতের ইমাম হইতেন। ক্ষেত্র বিশেষে যদি তাঁহাদের প্রাণনাশের চেষ্টা হইত– তাঁহাদের উপর আক্রমণ হইতে পারে আশঙ্কা করা হইত, ঐরূপ ক্ষেত্রেও তাঁহাদের ইমাম হওয়ার দায়িত্ব ত্যাগ করিতেন না, বরং 'সালাতুল খওফ' এর নিয়মে নামাযে থাকিয়া পাহারাদারীর ব্যবস্থায় নামায পড়াইতেন। জাবের (রাযি.) সাহাবীর এই উক্তিতে প্রমাণিত হইল যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরেও ভয় ও আশঙ্কা ক্ষেত্রে বিশেষ নিয়মে নামায পড়ার রীতি সাহাবীগণের সময়ে প্রচলিত ছিল– এই রীতি হযরতের সঙ্গেই সীমাবদ্ধ ছিল না।

❖ পবিত্র কুরআনে উক্ত নামাযের যে পদ্ধতি উল্লেখ আছে উহা আলোচ্য পদ্ধতি হইতে ভিন্ন। এ সম্পর্কে পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, শত্রু দলের অবস্থান এবং রণাঙ্গনের পরিস্থিতি দৃষ্টে পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হইবে।

❖ মানুষ শত্রু ভিন্ন অন্য শ্রেণী যথা বাঘের বা বিরাট অজগরের সম্মুখে অথবা আগুনের সম্মুখে কিংবা জলযান ডুবিয়া যাওয়ার আশঙ্কার সম্মুখীন হইয়াও এই নিয়মে জামাতের সহিত নামায পড়া যায়। অবশ্য পূর্বেই বলা হইয়াছে– বিশেষত কাফের শত্রুদের আক্রমণ আশঙ্কার ক্ষেত্র ছাড়া অন্য রকম আশঙ্কার ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন দুই জামাত করাই বাঞ্ছনীয়।

১২০৮ (আঃ)। হাদীস– সালেহ ইবনে খাওয়াত (রহ.) একজন সাহাবী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন– যিনি 'জাতুর রিকা' রণাঙ্গনে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে 'সালাতুল খওফ' আদায়কারী ছিলেন–

اَنَّ طَائِفَةً صَفَّتْ مَعَهُ وَطَائِفَةٌ وِجَاهَ الْعَدُوِّ فَصَلَّى بِالَّتِيْ مَعَهُ رَكْعَةً ثُمَّ ثَبَتَ قَائِمًا وَاَتَمُّوْا لِاَنْفُسِهِمْ ثُمَّ انْصَرَفُوْا وَصَفُّوْا وِجَاهَ الْعَدُوِّ وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الْاُخْرٰى فَصَلَّى بِهِمُ الرَّكْعَةَ الَّتِيْ بَقِيَتْ مِنْ صَلَاتِهِ ثُمَّ ثَبَتَ جَالِسًا وَاَتَمُّوْا لِاَنْفُسِهِمْ ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ

www.eelm.weebly.com

"লোকদের এক ভাগ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সারিবদ্ধ নামাযে দাঁড়াইল, অপর ভাগ শত্রুর সম্মুখে (পাহারাদার হইয়া) থাকিল। রসূলুল্লাহ তাঁহার সঙ্গের ভাগকে লইয়া এক রাকাত আদায় করিলেন। তারপর (দ্বিতীয় রাকাতে দাঁড়াইয়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দীর্ঘ কিরাতে) দীর্ঘ সময় দাঁড়াইলেন– এই অবকাশে পেছনের মুক্তাদীগণ একা একা অপর এক রাকাত পড়িয়া নিজেদের নামায সমাপ্ত করিয়া নিলেন (তাহারা সালামও ফিরিয়া নিলেন)। অতঃপর তাহারা শত্রুর সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন। অপর ভাগ (যাহারা এত সময় শত্রুর সম্মুখে ছিল তাহারা) হযরতের পেছনে আসিয়া দাঁড়াইল (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখনও তাঁহার দ্বিতীয় রাকাতে দাঁড়ানো)। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দ্বিতীয় দলকে লইয়া তাঁহার অবশিষ্ট দ্বিবতীয় রাকাত আদায় করিলেন। (এই রাকাত সমাপ্তে আত্তাহিয়্যাতের জন্য বসায়) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দীর্ঘ সময় বসিলেন– এই অবকাশে পেছনের লোকগণ এক রাকাত পড়িয়া নিজ নিজ নামায পূর্ণ করিয়া নিল। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদেরকে লইয়া সালাম ফিরাইলেন।"

১২০৯ (আঃ)। হাদীস– হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلٰوةَ الْخَوْفِ فَقَامُوْا صَفَّيْنِ صَفٌّ خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَفٌّ مُسْتَقْبِلَ الْعَدُوِّ فَصَلّٰى بِهِمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَةً ثُمَّ جَاءَ الْاٰخَرُوْنَ فَقَامُوْا مَقَامَهُمْ وَاسْتَقْبَلَ هٰؤُلَاءِ الْعَدُوَّ فَصَلّٰى بِهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمَ فَقَامَ هٰؤُلَاءِ فَصَلَّوْا لِاَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمُوْا ثُمَّ ذَهَبُوْا فَقَامُوْا مَقَامَ اُولٰئِكَ مُسْتَقْبِلِي الْعَدُوِّ وَرَجَعَ اُولٰئِكَ اِلٰى مَقَامِهِمْ فَصَلَّوْا لِاَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمُوْا

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সহ 'সালাতুল খওফ' আদায় করিলেন। লোকগণ দুই ভাগে বিভক্ত হইল; এক ভাগ

www.eelm.weebly.com

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেছনে (নামাযে) দাঁড়াইল, অপর ভাগ শত্রুর সম্মুখে থাকিল। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সঙ্গী ভাগকে লইয়া এক রাকাত পড়িলেন। তারপর অপর ভাগ আসিয়া তাহাদের স্থানে (হযরতের পেছনে নামাযে) দাঁড়াইল– তাহারা তো (প্রথম রাকাত পড়িয়া চলিয়া গিয়াছে এবং) শত্রুর সম্মুখে দাঁড়াইয়াছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দ্বিতীয় ভাগের সঙ্গেও এক রাকাত পড়িলেন (যাহা তাঁহার নামাযের দ্বিতীয় তথা শেষ রাকাত ছিল)। উহার পরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাম ফিরিলেন, তখন তাঁহার পেছনের মুক্তাদীগণ (মাসবুকরূপে) দাঁড়াইয়া নিজেদের এক রাকাত আদায় করিল এবং সালাম ফিরিল। তাহাদের নামায পূর্ণ করিয়া তাহারা চলিয়া গেল এবং অপর দলের স্থানে শত্রুর সম্মুখে দাঁড়াইল। ঐ দল জামাতের নামায স্থানে ফিরিয়া আসিয়া নিজেদের অবশিষ্ট এক রাকাত আদায় করিল এবং সালাম ফিরিল।"

❖ প্রথম দল তাহাদের দ্বিতীয় রাকাত আদায় করার জন্য পূর্বের নামায স্থানে ফিরিয়া আসিয়াছে– ইহা শুধু এক নামায এক স্থানে পূর্ণ করার নিয়ম পালন উদ্দেশ্যে, নতুবা শত্রুর সম্মুখে নিজ নিজ স্থানে থাকিয়াও এক রাকাত পূর্ণ করিয়া তথায়ই সালাম ফিরিতে পারে।

১২১০ (নাঃ)। হাদীস– মারওয়ান ইবনে হাকাম আবু হুরায়রা (রাযি.)কে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে 'সালাতুল খওফ' পড়িয়াছেন কি? তিনি বলিলেন, হাঁ; জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন সময়? আবু হুরায়রা (রাযি.) বলিলেন, 'নজদ' এলাকার প্রতি অভিযানের বৎসর। (শত্রু দল কেবলার বিপরীত দিকে পেছনে নিকটবর্তী ছিল।)

قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِصَلٰوةِ الْعَصْرِ وَقَامَتْ مَعَهُ طَائِفَةٌ وَطَائِفَةٌ اُخْرٰى مُقَابِلَ الْعَدُوِّ وَظُهُوْرُهُمْ اِلَى الْقِبْلَةِ فَكَبَّرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَبَّرُوْا جَمِيْعًا الَّذِيْنَ مَعَهُ وَالَّذِيْنَ يُقَابِلُوْنَ الْعَدُوَّ ثُمَّ رَكَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَةً وَاحِدَةً وَرَكَعَتْ مَعَهُ الطَّائِفَةُ الَّتِيْ تَلِيْهِ ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدَتِ الطَّائِفَةُ الَّتِيْ

www.eelm.weebly.com

تِلْبِهِ وَالْاٰخَرُوْنَ قِيَامٌ مُقَابِلَ الْعَدُوِّ ثُمَّ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَامَتِ الطَّائِفَةُ الَّتِىْ مَعَهُ فَذَهَبُوْا اِلَى الْعَدُوِّ فَقَابَلُوْهُمْ وَاَقْبَلَتِ الطَّائِفَةُ الَّتِىْ كَانَتْ مُقَابِلَةَ الْعَدُوِّ فَرَكَعُوْا وَسَجَدُوْا وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ كَمَا هُوَ ثُمَّ قَامُوْا فَرَكَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَةً اُخْرٰى وَرَكَعُوْا مَعَهُ وَسَجَدَ وَسَجَدُوْا مَعَهُ ثُمَّ اَقْبَلَتِ الطَّائِفَةُ الَّتِىْ كَانَتْ مَقَابِلَةَ الْعَدُوِّ فَرَكَعُوْا وَسَجَدُوْا وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدٌ وَمَنْ مَعَهُ ثُمَّ كَانَ السَّلَامُ فَسَلَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمُوْا جَمِيْعًا فَكَانَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَانِ وَلِكُلِّ رَجُلٍ مِّنَ الطَّائِفَتَيْنِ رَكْعَتَانِ رَكْعَتَانِ

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসরের নামাযে দাঁড়াইলেন। তাঁহার সঙ্গে এক কাতার দাঁড়াইল, অপর এক কাতার শত্রু দলমুখী দাঁড়াইল– তাহাদের পিঠ কেবলার দিকে ছিল। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (নামায আরম্ভের) তাকবীর বলিলেন, সকল সাথীগণও ঐ তাকবীর বলিল– যে কাতার হযরতের সঙ্গে আছে এবং যে কাতার (কেবলা দিকের বিপরীত) শত্রুমুখী আছে (উভয় কাতার এক সঙ্গে নামায আরম্ভের তাকবীর বলিল)। তারপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (প্রথম রাকাতের) রুকু করিলেন তাঁহার সঙ্গের কাতারও রুকু করিল, হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিজদা করিলেন, তাহারাও সিজদা করিল। (এই সময় পর্যন্ত) অপর কাতার শত্রুমুখী দাঁড়াইয়াই থাকিল। তারপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (সিজদা হইতে দ্বিতীয় রাকাতে) দাঁড়াইলেন এবং তাঁহার সঙ্গী কাতারও দাঁড়াইল। (প্রথম রাকাতের রুকু-সিজদা হইতে দাঁড়াইয়া) এই কাতার (অপর কাতারের স্থানে) শত্রুমুখী যাইয়া দাঁড়াইল। প্রথমে শত্রুমুখী থাকা দল হযরতের পেছনে আসিয়া (প্রথম রাকাতের) রুকু ও সিজদা নিজ নিজ মতে আদায় করিল– যে অবস্থায় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (প্রথম রাকাত শেষ করিয়া দ্বিতীয়

www.eelm.weebly.com

রাকাতে) দাঁড়াইয়া আছেন। তারপর এই কাতারের লোকেরা (সিজদা হইতে দাঁড়াইল, হযরত তখনও দাঁড়াইয়াই আছেন)। উহারা দাঁড়াইবার পর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বিতীয় রাকাতের রুকু করিলেন, এই কাতারের লোকেরাও হযরতের সাথে (দ্বিতীয় রাকাতের) রুকু করিল এবং তিনি সিজদা করিলেন, তাহারাও সিজদা করিল। (এই সময় হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই রাকাত পূর্ণ করিয়া আত্তাহিয়্যাতে বসিয়াছেন এবং বর্তমান তাঁহার সঙ্গের কাতারও দুই রাকাত পূর্ণ করা পূর্বক বসিয়াছে– সালাম এখনও ফেরানো হয় নাই। এই সময় অত্র কাতার উঠিয়া নামায অবস্থায়ই শত্রুমুখী যাইয়া দাঁড়াইল।) তারপর যাহারা শত্রুমুখী ছিল তাহারা (হযরতের পেছনে) আসিল– তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (আত্তাহিয়্যাতে) বসিয়া আছেন, হযরতের বসা অবস্থায়ই ঐ লোকগণ (তাহাদের দ্বিতীয় রাকাতের) রুকু করিল এবং সিজদা করিল। এখন সকলেরই দুই রাকাত পূর্ণ হইয়া গেল। তারপর সালাম ফেরার সময় আসিল। সেমতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাম ফিরিলেন এবং তাঁহার সাথে (উভয় কাতারের) সকলেই সালাম ফিরিল। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের (আসরের কসর নামায) দুই রাকাত হইল, আর উভয় কাতারের প্রত্যেকেরই দুই দুই রাকাত নামায হইল।"

মাসআলা ঃ শত্রুর ধাওয়ায় ধাবমান ব্যক্তি নামাযের ওয়াক্ত সঙ্কীর্ণ হওয়ার সম্মুখীন হইলে যদি যানবাহনের উপর হয় তবে উহার উপর নামায আদায় করিবে– নিজ সামর্থ্যের দিকেই মুখ করিয়া এবং রুকু-সিজদায় অক্ষম হইলে মাথার ইশারায় রুকু-সিজদার দ্বারা নামায আদায় করিবে। আর যদি পায়ে দৌড়ন্ত হয় তবে দৌড়ের অবস্থায়ও মাথার ইশারায় রুকু-সিজদা করিয়া সামর্থ্যের দিকেই নামায আদায় করিবে– ইহা বিভিন্ন ইমামগণের মত। ইমাম আবু হানিফার মতে এই অবস্থায় পায়ে দৌড়ন্ত অবস্থায় নামায হইবে না– নামায কাযা পড়িবে। আর যদি সাতার কাটায় ধাবমান হয় তবে অল্প সময়ও যদি হাত-পা চালনা না করিয়া ভাসমান থাকিতে সক্ষম হয় তবে ঐরূপে মাথার ইশারায়-নামায আদায় করিবে, ঐরূপ থাকায় সক্ষম না হইলে বিভিন্ন ইমামগণের মতে সাতারে থাকিয়াও

www.eelm.weebly.com

ইশারায় নামায আদায় করিবে। অবশ্য ইমাম আবু হানিফার মতে এই অবস্থায় নামায কাযা পড়িবে।

আর শত্রুকে ধাওয়া করায় ধাবমান ব্যক্তি ইমাম আবু হানিফার মতে শত্রু ছুটিয়া যাওয়ার আশঙ্কা হইলেও নামায নিয়মিত রূপেই আদায় করিবে। অন্য ইমামদের এই মতামতও আছে যে, ইসলামের শত্রুকে ধাওয়া করা অবস্থায় মাসআলাও উপরে বর্ণিত মাসআলার মতই।

১২১১ (আঃ)। হাদীস– হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওনাইছ (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

بَعَثَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى خَالِدِ بْنِ سُفْيَانَ الْهُذَلِيِّ وَكَانَ نَحْوَ عُرَنَةَ وَعَرَفَاتٍ فَقَالَ اِذْهَبْ فَاقْتُلْهُ قَالَ فَرَأَيْتُهُ وَحَضَرَتْ صَلٰوةُ الْعَصْرِ فَقُلْتُ اِنِّيْ لَاَخَافُ اَنْ يَكُوْنَ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُ مَا اَنْ اُؤَخِّرَ الصَّلٰوةَ فَانْطَلَقْتُ اَمْشِيْ وَاَنَا اُصَلِّيْ اُوْمِيْ اِيْمَاءً نَحْوَهُ فَلَمَّا دَنَوْتُ مِنْهُ قَالَ لِيْ مَنْ اَنْتَ قُلْتُ رَجُلٌ مِّنَ الْعَرَبِ بَلَغَنِيْ اَنَّكَ تَجْمَعُ لِهٰذَا الرَّجُلِ فَجِئْتُكَ فِيْ ذَاكَ قَالَ اِنِّيْ لَفِيْ ذَاكَ فَمَشَيْتُ مَعَهُ سَاعَةً حَتّٰى اِذَا اَمْكَنَنِيْ عَلَوْتُهُ بِسَيْفِيْ حَتّٰى بَرَدَ

"আমাকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাঠাইলেন– বনু হুযায়েল গোত্রীয় খালেদ ইবনে সুফিয়ান নামক ব্যক্তির প্রতি। তাঁহার নিবাস ছিল 'ওরনা' ও 'আরাফাত' নামক এলাকার দিকে। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলিলেন, তুমি যাও এবং তাহাকে হত্যা কর। আমি (দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া গেলাম এবং) তাহাকে দেখিতে পাইলাম– তখন আসর নামাযের সময় উপস্থিত। মনে মনে ভাবিলাম, আশঙ্কা হয়– (কোন প্রকার বিলম্ব করিলে) আমার ও তাহার মধ্যে দূরত্ব আসিয়া যাইবে (এই অবস্থায় নামাযে বিলম্ব করিলে দোষ হইবে না)। আমি সম্মুখ দিকে চলিতে লাগিলাম এবং ইশারা দ্বারা নামায আদায় করিতেছিলাম। তাহার নিকটবর্তী হইলে সে আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। আমি বলিলাম, আমি আরবেরই একজন লোক; আমি জানিতে পারিয়াছি, আপনি ঐ (নবীরূপে

www.eelm.weebly.com

আবির্ভূত) ব্যক্তির বিরুদ্ধে লোক সংগ্রহ করিয়াছেন, আমি সেই ব্যাপারেই আপনার নিকট আসিয়াছি। সে বলিল, আমি সেই কাজে লিপ্ত আছি। অতঃপর আমি কিছু সময় তাহার সাথে চলিলাম; তাহাকে কাবু করার যখন সুযোগ পাইলাম তখনই তাহার উপর তরবারীর আঘাত করায় ঝাপাইয়া পড়িলাম, এমনকি তাহার দম বাহির হইয়া গেল।"

জুমার দিন ও উহার নামাযের বয়ান

জুমার দিনের একটি মূল্যবান সময়

রমযানের শেষ দশ দিনের যেরূপ অতি বড় বৈশিষ্ট্য যে, উহার মধ্যে অনির্ধারিতরূপে লাইলাতুর কদর রহিয়াছে– যাহার কারণে ঐ দশ দিনের রাত্রসমূহ অতিশয় ফযীলত রাখে, ঐ দশ দিনের ইতিকাফ এবং যথাসাধ্য অতিরিক্ত ইবাদত-বন্দেগী করা সুন্নাত। তদ্রূপ জুমার দিনেরও একটি অতি বড় বৈশিষ্ট্য যে, ঐ দিনটির মধ্যে অনির্ধারিতরূপে অল্প পরিমাণের হইলেও একটু সময় আছে– ঐ সময়ের দোয়া কবুল হওয়ার নিশ্চয়তা ঘোষণা করিয়াছেন আল্লাহ তাআলার রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। বুখারী শরীফে সেই ঘোষণার হাদীস অনূদিত হইয়াছে।

অতঃপর যেরূপে লাইলাতুল কদর ঐ দশ দিনের মধ্যে নিশ্চিত নির্ধারণহীন হওয়া সত্ত্বেও ২১ বা ২৭ তারিখের রাত্রে হওয়া সম্পর্কে হাদীসে উল্লেখ আছে। তদ্রূপ জুমার দিনের এই বিশেষ সময়টি নিশ্চিত নির্ধারণহীন হওয়া সত্ত্বেও দুইটি সময়ের মধ্যে ঐ সময়টুকু লাভ হওয়া সম্পর্কে হাদীসে উল্লেখ আছে। একটি সময়ের বর্ণনা মুসলিম শরীফের হাদীসে রহিয়াছে, অপরটির বর্ণনা তিরমিযী-আবু দাউদ ইত্যাদি কিতাবের হাদীসে রহিয়াছে। আমরা উভয় হাদীসের আলোচনা করিতেছি।

১২১২ (মোসঃ)। হাদীস– আবু মুছা আশআরী (রাযি.) সাহাবীর পুত্র আবু বুরদা (রহ.)কে সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) জিজ্ঞাসা করিলেন, জুমার দিনের বিশেষ সময়টি সম্পর্কে তোমার পিতাকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে কোন হাদীস বর্ণনা করিতে শুনিয়াছ কি? আবু বুরদা (রহ.) বলিলেন, হাঁ তিনি বলিয়াছেন–

www.eelm.weebly.com

سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ فِىْ مَا بَيْنَ اَنْ يَّجْلِسَ الْاِمَامُ اِلٰى اَنْ تُقْضَى الصَّلٰوةُ

"আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি– জুমার দিনের বিশেষ সময়টুকু (খুতবার আযানকালে মিম্বারে) ইমামের বসা হইতে জুমার নামায শেষ হওয়া পর্যন্ত সীমার মধ্যে হইবে।"

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ আলোচ্য হাদীসের বিষয়বস্তু সম্পর্কে সাধারণ দৃষ্টিতে জটিলতা প্রকাশ পাইবে। কারণ উক্ত সময়ে দোয়া করার একটি শর্ত আছে– বুখারী শরীফ সহ সব হাদীসের কিতাবেই আবু হুরায়রা (রাযি.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ আছে, 'সেই সময়টুকুর মধ্যে নামাযরত অবস্থায় যে কোন দোয়া করা হউক, আল্লাহ তাআলা তাহা কবুল করিয়া থাকেন।' সেমতে জটিলতা অতি সুস্পষ্ট যে, ইমাম মিম্বারে বসার পরে তো নামায পড়া নিষিদ্ধ, অতএব ঐ শর্তের সহিত দোয়া এই সময়ে কিরূপে হইবে? আরও অধিক জটিলতা এই যে, খুতবার সময়ে দোয়া-দরূদ ইত্যাদি সবই নিষিদ্ধ, সুতরাং এই সময় দোয়া কিরূপে করিবে?

প্রথম জটিলতার উত্তর সম্মুখে একজন বিশিষ্ট সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত হইবে যে, কেহ নামাযের অপেক্ষায় বসিয়া থাকিলে সে সুস্পষ্ট হাদীস মোতাবেক নামায রত পরিগণিত হয়। সেমতে জুমার খুতবার সময় যাহারা বসিয়া আছে সকলই নামাযে রত পরিগণিত। এতদ্ভিন্ন জুমার খুতবা নামাযেরই অংশ বিশেষ পরিগণিত হয়।

দ্বিতীয় জটিলতা তথা খুতবার সময় দোয়া-দরূদ নিষিদ্ধ হওয়ার উত্তর এই যে, ঐ সময় মুখে দোয়া-দরূদ বলা নিষিদ্ধ বটে কিন্তু মনে মনে একাগ্রতার সহিত দোয়া করা নিষিদ্ধ নহে এবং এইরূপ দোয়া ক্রিয়াশীলও বটে; আল্লাহ তাআলা তো অন্তর্যামী। এতদ্ভিন্ন ইমাম মিম্বারে বসিবার পরে খুতবা আরম্ভের পূর্ব পর্যন্ত এবং দুই খুতবার মধ্যবর্তী বসাকালে এবং খুতবা শেষ হওয়ার পর নামায আরম্ভ হওয়ার পূর্বে– এই মুহূর্তগুলিতে মৌখিক দোয়া করার অবকাশ আছে।

অতঃপর নামায আরম্ভ হইলে নামাযের মধ্যেও মনে মনে সব ভাষায়ই দোয়া করা যায়। এতদ্ভিন্ন আত্তাহিয়্যাতের বৈঠকে মৌখিক দোয়াও করা যায়

www.eelm.weebly.com

দুই শর্তের সহিত– এক শর্ত আরবী ভাষায় হইতে হইবে। নামাযের মধ্যে অন্য ভাষায় দোয়া করা মাকরূহ তাহরিমী। অপর শর্ত হইতেছে পার্থিব বিষয়ের দোয়া নহে, পার্থিব বিষয়ের দোয়া মনে মনে করিতে হইবে। পার্থিব বিষয়ের দোয়া নামাযের মধ্যে মৌখিক করা হইলে নামায বাতিল হইয়া যাইবে।

১২১৩ (তিঃ)। হাদীস– আমর ইবনে আউফ (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন–

إِنَّ فِى الْجُمُعَةِ سَاعَةً لَا يُسْأَلُ اللّٰهَ الْعَبْدُ فِيْهَا شَيْئًا إِلَّا اٰتَاهُ اللّٰهُ إِيَّاهُ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَيَّةُ سَاعَةٍ هِىَ قَالَ حِيْنَ تُقَامُ الصَّلٰوةُ إِلَى اِنْصِرَافٍ مِّنْهَا

"নিশ্চয় জুমার দিনের মধ্যে এমন একটি সময় রহিয়াছে যে, ঐ সময়ে বান্দা আল্লাহর নিকট কোন কিছু চাহিলে অবশ্যই আল্লাহ তাআলা তাহাকে উহা দিয়া থাকেন। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, উহা কোন সময়টি ইয়া রসূলাল্লাহ? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, (জুমার) নামায আরম্ভের সময় হইতে উহা শেষ করিয়া ফিরা পর্যন্ত।"

❖ 'ইনছিরাফিম মিনহা' বাক্য নামায শেষ করা অর্থে প্রয়োগ করা হয় কিন্তু উহার সাধারণ অর্থ নামায শেষ করিয়া নামায স্থান হইতে ফেরা তথা ঐ স্থান ত্যাগ করা। এই অর্থে নামাযের সালাম শেষে নামায স্থানে বসা থাকা পর্যন্ত সময়টুকুও ঐ মূল্যবান সময়ের অন্তর্ভুক্ত হয়।

১২১৪ (তিঃ)। হাদীস– আনাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন–

اِلْتَمِسُوا السَّاعَةَ الَّتِىْ تُرْجٰى فِىْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَى غَيْبُوْبَةِ الشَّمْسِ

"জুমার দিনে যেই সময়টিতে দোয়া কবুল হওয়ার আশা উহা আসরের পর হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত।"

www.eelm.weebly.com

১২১৫ (তিঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন–

خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فِيْهِ خُلِقَ اٰدَمُ وَفِيْهِ اُدْخِلَ الْجَنَّةَ وَفِيْهِ اُهْبِطَ مِنْهَا وَفِيْهِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يُصَلِّىْ فَيَسْاَلُ اللّٰهَ فِيْهَا شَيْئًا اِلَّا اَعْطَاهُ اِيَّاهُ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ فَلَقِيْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ سَلَامٍ فَذَكَرْتُ لَهٗ هٰذَا الْحَدِيْثَ فَقَالَ اَنَا اَعْلَمُ بِتِلْكَ السَّاعَةِ فَقُلْتُ اَخْبِرْنِىْ وَلَا تَضْنَنْ بِهَا عَلَىَّ قَالَ هِىَ بَعْدَ الْعَصْرِ اِلٰى اَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ قُلْتُ فَكَيْفَ تَكُوْنُ بَعْدَ الْعَصْرِ وَقَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ يُصَلِّىْ وَتِلْكَ السَّاعَةُ لَا يُصَلّٰى فِيْهَا فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَلَامٍ اَلَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَلَسَ مَجْلِسًا يَنْتَظِرُ الصَّلٰوةَ فَهُوَ فِى الصَّلٰوةِ قُلْتُ بَلٰى قَالَ فَهُوَ ذَاكَ

সূর্য উদিত হওয়ার সর্বাধিক উত্তম দিন জুমার দিন। এই দিনেই আদম (আ.)কে সৃষ্টি করা হইয়াছে, এই দিনেই তাঁহাকে বেহেশতে স্থান দেওয়া হইয়াছে, তিনি বেহেশত হইতে বাহিরও এই দিনেই হইয়াছিলেন। এই দিনে এমন একটু সময় আছে যেই সময়ে কোন মুসলমান বান্দা নামাযরত অবস্থায় আল্লাহ তাআলার নিকট যাহা কিছু চাহিবেন আল্লাহ তাহাকে উহা অবশ্যই দান করিবেন।

আবু হুরায়রা (রাযি.) বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাযি.) সাহাবীর সাক্ষাতে আমি তাঁহার নিকট এই হাদীস বর্ণনা করিলে তিনি বলিলেন, ঐ সময়টিকে আমি ভালরূপে জানি। আমি বলিলাম, তাহা আমাকে অবশ্যই জ্ঞাত করিবেন– আমার প্রতি কার্পণ্য করিবেন না। তিনি বলিলেন, ঐ সময়টি হইল আসরের পর হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত। আমি বলিলাম, আসরের পর ঐ সময়টি কিরূপে হইতে পারে? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো

www.eelm.weebly.com

বলিয়াছেন– মুসলমান বান্দা ঐ সময়ে নামাযরত অবস্থায় দোয়া করিলে। আসরের পরে তো নামায পড়া যায় না। আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাযি.) বলিলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি বলেন নাই, 'যে ব্যক্তি নামাযের অপেক্ষায় বসিয়া থাকে সে নামায রত গণ্য হয়'? আমি বলিলাম, হাঁ (এরূপ বলিয়াছেন)। তিনি বলিলেন, এই ক্ষেত্রে ঐ অর্থেই নামাযরত হওয়া উদ্দেশ্য। অর্থাৎ আসর নামাযের পর মাগরিব নামাযের অপেক্ষায় বসিবে; সেমতে নামাযরত পরিগণিত হইবে এবং ঐ বসায় দোয়া করিবে।

১২১৬ (আঃ)। হাদীস– জাবের (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন–

يَوْمُ الْجُمُعَةِ ثِنْتَا عَشْرَةَ يُرِيْدُ سَاعَةً لَا يُوْجَدُ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللّٰهَ شَيْئًا إِلَّا أَتَاهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ فَالْتَمِسُوْهَا آخِرَ سَاعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ

"জুমার দিনটি বার ঘণ্টার, এই দিনে কোন মুসলমান আল্লাহর নিকট কিছু চাহিলে মহামহিম আল্লাহ তাহাকে উহা দিয়া থাকেন। (তবে এই সুযোগ পূর্ণ দিনটির মধ্যে ক্ষণকাল মাত্র) সেই মুহূর্তটি তালাশ কর দিনের শেষ অংশে– আসরের পরে।

১২১৭ (ইঃ)। হাদীস– হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

قُلْتُ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ إِنَّا لَنَجِدُ فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ فِيْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ سَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ يُصَلِّيْ يَسْأَلُ اللّٰهَ فِيْهَا شَيْئًا إِلَّا قَضٰى حَاجَتَهُ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ فَأَشَارَ إِلَيَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ بَعْضُ سَاعَةٍ فَقُلْتُ صَدَقْتَ أَوْ بَعْضُ سَاعَةٍ قُلْتُ أَيُّ سَاعَةٍ هِيَ قَالَ هِيَ آخِرُ سَاعَةٍ مِنَ النَّهَارِ قُلْتُ إِنَّهَا لَيْسَتْ سَاعَةُ صَلٰوةٍ قَالَ بَلٰى إِنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ إِذَا صَلّٰى ثُمَّ حُبِسَ لَا يَحْبِسُهُ إِلَّا الصَّلٰوةُ فَهُوَ فِي الصَّلٰوةِ

www.eelm.weebly.com

"একদা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসিয়া আছেন এমতাবস্থায় আমি বলিলাম, আমরা আল্লাহর কিতাব (তাওরাতে) পাই যে, জুমার দিনে একটি সময় আছে ঐ সময়ে কোন মুমিন বান্দা নামায অবস্থায় আল্লাহর নিকট কিছু চাহিলে আল্লাহ তাআলা তাহার মকছুদ পুরা করেন।

আবদুল্লাহ (রাযি.) বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ইশারায় দেখাইয়া বুঝাইলেন যে, উহা অল্প সময়। আমি বলিলাম, হুযুর ঠিকই বলিয়াছেন– (তাওরাতে 'সময়' বলা হয় নাই) বরং অল্প সময় (বলা হইয়াছে)। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ঐ সময়টুকু কখন? হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, উহা দিনের শেষ সময়টুকু। আমি আরজ করিলাম, উহা তো নামায পড়ার সময় নহে। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, উহাও নামায পড়ার সময়, (এই অর্থে যে) মুমিন বান্দা নামায পড়িয়া যদি আবদ্ধ থাকে– একমাত্র পরবর্তী নামাযের অপেক্ষাই তাহাকে আবদ্ধ রাখে, তবে ঐরূপ আবদ্ধ থাকা অবস্থায় সে নামাযরত গণ্য হয়।"

❖ ফাতেমা (রাযি.) এই মুহূর্তে দোয়া করিতেন, এমনকি তিনি লোক নিয়োগ রাখিতেন, সূর্য অস্তমিত হইতেছে– এই সংবাদ জ্ঞাত করার জন্য এবং তিনি ঐ মুহূর্তে দোয়া করিতেন।

জুমার দিন ও জুমার নামাযের ফযীলত

১২১৮ (মোসঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন–

خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فِيْهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيْهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ وَفِيْهِ أُخْرِجَ مِنْهَا وَلَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ

"সূর্য উদিত হওয়ার দিনসমূহের মধ্যে জুমার দিন সর্বোত্তম। এই দিনেই আদম (আ.)কে সৃষ্টি করা হইয়াছে, এই দিনেই তাঁহাকে বেহেশতে স্থান দেওয়া হইয়াছে এবং এই দিনেই তাঁহাকে বেহেশত হইতে বাহির করা (পূর্বক ভূপৃষ্ঠে প্রেরণ করা) হইয়াছে। কিয়ামত বা মহাপ্রলয় জুমার দিনেই অনুষ্ঠিত হইবে।"

www.eelm.weebly.com

১২১৯ (মোসঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন–

مَنِ اغْتَسَلَ ثُمَّ اَتَى الْجُمُعَةَ فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ ثُمَّ اَنْصَتَ حَتّٰى يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِهِ ثُمَّ يُصَلِّىْ مَعَهُ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْاُخْرٰى وَفَضْلِ ثَلَاثَةِ اَيَّامٍ

"যে ব্যক্তি গোসল করিয়া জুমার নামাযের জন্য আসে, অতঃপর সাধ্য পরিমাণ (সুন্নাত-নফল) নামায পড়ে, তারপর ইমামের খুতবা শেষ করা পর্যন্ত চুপ থাকে, তারপর ইমামের সাথে (জুমার ফরয) নামায পড়ে– ঐ ব্যক্তির জন্য এই জুমা ও পরবর্তী জুমার মধ্যবর্তী সময়ের এবং আরও অতিরিক্ত তিন দিনের গোনাহ মাফ করিয়া দেওয়া হইবে।"

১২২০ (মোসঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন–

مَنْ تَوَضَّأَ فَاَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ اَتَى الْجُمُعَةَ فَاسْتَمَعَ وَاَنْصَتَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ وَزِيَادَةِ ثَلَاثَةِ اَيَّامٍ وَمَنْ مَسَّ الْحَصٰى فَقَدْ لَغَا

"যে ব্যক্তি উত্তমরূপে অযু করিয়া জুমার নামাযে আসে, তারপর মনোযোগের সহিত খুতবা শুনে এবং চুপ থাকে তাহার জন্য ঐ জুমা ও পরবর্তী জুমার মধ্যবর্তী সময়ের এবং আরও বেশি তিন দিনের গোনাহ মাফ করিয়া দেওয়া হইবে। অবশ্য যে ব্যক্তি অযথা একটি কাঁকরেও হাত লাগায় সে বেহুদা কাজে লিপ্ত হইয়াছে সাব্যস্ত হইবে (যাহা মনোযোগের সহিত খুতবা শুনার পরিপন্থী, অতএব তাহার জন্য ঐরূপে গোনাহ মাফ হওয়ার প্রতিশ্রুতি থাকিবে না)।"

১২২১ (তিঃ)। হাদীস– আউস ইবনে আউস (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন–

مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَغَسَّلَ وَبَكَّرَ وَابْتَكَرَ (وَمَشٰى وَلَمْ يَرْكَبْ) وَدَنَا وَاسْتَمَعَ وَاَنْصَتَ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوْهَا اَجْرُ سَنَةٍ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا

www.eelm.weebly.com

"যে ব্যক্তি জুমার দিন গোসল করে– ভালরূপে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হইয়া গোসল করে, সকাল হইতে জুমার প্রস্তুতি নেয় এবং সত্বরই জুমায় উপস্থিত হয় (পায়ে হাটিয়া যায়, যানবাহনে নহে –নাসায়ী শরীফ) এবং যথাসাধ্য ইমামের নিকটবর্তী হয়, মনোযোগের সহিত খুতবা শুনে ও চুপ থাকে, তাহার জন্য জুমায় আসার প্রতি পদক্ষেপে এক বৎসর রোযা থাকা ও নফল নামায পড়ার সওয়াব হইবে।"

১২২২ (তিঃ)। হাদীস– ছামুরা ইবনে জুন্দুব (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ اَفْضَلُ

"যে ব্যক্তি জুমার দিন (জুমার জন্য শুধু) অযু করিয়াছে তাহার কার্যক্রম মন্দ নয়। আর যে গোসল করিয়াছে তাহার গোসল করা অতি উত্তম পরিগণিত।"

১২২৩ (আঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন–

خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فِيْهِ خُلِقَ اٰدَمُ وَفِيْهِ اُهْبِطَ وَفِيْهِ تِيْبَ عَلَيْهِ وَفِيْهِ مَاتَ وَفِيْهِ تَقُوْمُ السَّاعَةُ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ اِلَّا وَهِيَ مُصِيْغَةٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ حِيْنِ تُصْبِحُ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ شَفَقًا مِّنَ السَّاعَةِ اِلَّا الْجِنَّ وَالْاِنْسَ

"সূর্য উদিত হওয়ার দিনসমূহে সর্বোত্তম দিন জুমার দিন। জুমার দিনেই আদম (আ.)কে সৃষ্টি করা হইয়াছে, এই দিনেই তাঁহাকে ভূপৃষ্ঠে অবতীর্ণ করা হইয়াছে, এই দিনেই তাঁহার তাওবা কবুল করা হইয়াছে, এই দিনেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। এই দিনেই কিয়ামত বা মহাপ্রলয় অনুষ্ঠিত হইবে। এই জুমার দিন প্রত্যুষ হইতে সূর্য উদীয়মান হওয়া পর্যন্ত জীন ও মানুষ ব্যতীত প্রতিটি জীবন ইসরাফিল (আ.) ফেরেশতার শিঙ্গার ফুঁকের আওয়াজ শুনিবার জন্য কান পাতিয়া থাকে– মহাপ্রলয়ের ভয়ে।"

www.eelm.weebly.com

❖ কিয়ামত বা মহাপ্রলয় শুক্রবার দিনের ভোর হইতে আরম্ভ হইয়া ব্যাপক আকারে ও অতি দ্রুত সম্প্রসারিত হইবে এবং আসমান-যমীন, পাহাড়-পর্বত, চন্দ্র-সূর্য, নক্ষত্র-তারা সব কিছু ধ্বংস হইয়া যাইবে।

১২২৪ (আঃ)। হাদীস– একদা আলী (রাযি.) মিম্বারে দাঁড়াইয়া এই বর্ণনা দান করিলেন–

إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ غَدَتِ الشَّيَاطِيْنُ بِرَايَاتِهَا إِلَى الْأَسْوَاقِ فَيَرْمُوْنَ النَّاسَ بِالرَّيَاحِيْتِ وَيُثَبِّطُوْنَهُمْ عَنِ الْجُمُعَةِ وَتَغْدُو الْمَلٰئِكَةُ فَتَجْلِسُ عَلٰى بَابِ الْمَسْجِدِ فَيَكْتُبُوْنَ الرَّجُلَ مِنْ سَاعَةٍ وَالرَّجُلَ مِنْ سَاعَتَيْنِ حَتّٰى يَخْرُجَ الْإِمَامُ فَإِذَا جَلَسَ الرَّجُلُ مَجْلِسًا يَسْتَمْكِنُ فِيْهِ مِنَ الْإِسْتِمَاعِ وَالنَّظْرِ فَأَنْصَتَ وَلَمْ يَلْغُ كَانَ لَهُ كِفْلَانِ مِنْ أَجْرٍ فَإِنْ نَأٰى وَجَلَسَ حَيْثُ لَا يَسْمَعُ فَأَنْصَتَ وَلَمْ يَلْغُ كَانَ لَهُ كِفْلٌ مِّنَ الْأَجْرِ وَإِنْ جَلَسَ مَجْلِسًا يَسْتَمْكِنُ فِيْهِ مِنَ الْإِسْتِمَاعِ وَالنَّظْرِ فَلَغَا وَلَمْ يُنْصِتْ كَانَ عَلَيْهِ كِفْلَانِ مِنْ وِزْرٍ وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ صَهْ فَقَدْ لَغَا وَمَنْ لَغَا فَلَيْسَ لَهُ فِيْ جُمُعَتِهِ تِلْكَ شَيْءٌ ثُمَّ يَقُوْلُ فِيْ إِثْرِ ذٰلِكَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ ذٰلِكَ

"জুমার দিন আসিলে শয়তানগুলি পতাকা লইয়া বাজারের দিকে বাহির হয় এবং লোকদের সম্মুখে বিভিন্ন বাধা সৃষ্টি করিয়া তাহাদেরে জুমার নামায হইতে বিলম্বে ফেলিয়া দেয়। পক্ষান্তরে ফেরেশতাগণ (জুমার নামাযের ওয়াক্ত হওয়ার সাথে সাথে) যথাশীঘ্র মসজিদের দরওয়াজায় আসিয়া বসেন এবং লিখিতে থাকেন– কোন ব্যক্তি এক ঘড়ির মধ্যে আসিল, কোন ব্যক্তি দুই ঘড়ির মধ্যে আসিল– এইভাবে ইমাম (নিজ কক্ষ হইতে) বাহির হইয়া (মসজিদে) আসা পর্যন্ত (লোকদের আগমন) ফেরেশতাগণ পরম্পরা লিখিতে থাকেন। কোন ব্যক্তি এমন জায়গায় বসিল যথা হইতে (ইমামের কথা) শুনা যায় এবং ইমামকে দেখা যায় এবং সে চুপ থাকিল, কোন বেহুদা কাজ করিল

www.eelm.weebly.com

না তবে তাহার দুই বোঝা অতিরিক্ত সওয়াব হইবে। আর যদি (ইমাম হইতে) দূরে বসিল– যথা হইতে শুনা যায় না কিন্তু চুপ থাকিল এবং বেহুদা কাজ করিল না, তবে তাহার এক বোঝা (অতিরিক্ত) সওয়াব হইবে। আর যদি এমন জায়গায় বসিল যথা হইতে শুনা যায় ও দেখা যায় অথচ বেহুদা কাজ করিল এবং চুপ থাকিল না, তবে তাহার দুই বোঝা গোনাহ হইবে। যে ব্যক্তি জুমার দিন (নামাযে আসিয়া) নিকটবর্তী লোককেও বলিবে চুপ থাক– সেও বেহুদা কাজ করিল। আর যে ব্যক্তি জুমার দিন বেহুদা কাজ করিবে, তাহার জন্য ঐ জুমায় (অতিরিক্ত সওয়াব) কিছুই লাভ হইবে না। আলী (রাযি.) এই বর্ণনা দান করিয়া বলিলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই বিবরণ প্রদান করিতে শুনিয়াছি।"

১২২৫ (ইঃ)। হাদীস– লুবাবাতুবনুল মুনজির (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন–

إِنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَيِّدُ الْأَيَّامِ وَأَعْظَمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ وَهُوَ أَعْظَمُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ يَوْمِ الْأَضْحٰى وَيَوْمِ الْفِطْرِ فِيْهِ خَمْسُ خِلَالٍ خَلَقَ اللّٰهُ فِيْهِ آدَمَ وَأَهْبَطَ اللّٰهُ فِيْهِ آدَمَ إِلَى الْأَرْضِ وَفِيْهِ تَوَفَّى اللّٰهُ آدَمَ وَفِيْهِ سَاعَةٌ لَا يَسْأَلُ اللّٰهَ فِيْهِ الْعَبْدُ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ مَالَمْ يَسْأَلْ حَرَامًا وَفِيْهِ تَقُوْمُ السَّاعَةُ مَا مِنْ مَلَكٍ مُقَرَّبٍ وَلَا سَمَاءٍ وَلَا أَرْضٍ وَلَا رِيَاحٍ وَلَا جِبَالٍ وَلَا بَحْرٍ إِلَّا وَهُنَّ يُشْفِقْنَ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

"জুমার দিনটি সমস্ত দিনের সর্দার, সমস্ত দিনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আল্লাহ তাআলার নিকট। উহা আল্লাহ তাআলার নিকট কুরবানীর ও রোযার ঈদের দিন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। উহার মধ্যে পাঁচটি (বড় বড় বিষয়ের) বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে। এই দিনেই আল্লাহ তাআলা আদম (আ.)কে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, এই দিনেই তাঁহাকে ভূপৃষ্ঠে অবতীর্ণ করিয়াছেন, এই দিনেই তাঁহাকে ওফাত দান করিয়াছেন। এই দিনটির মধ্যে একটি মুহূর্ত আছে যাহাতে কোন বান্দা আল্লাহর নিকট কিছু চাহিলে তাহাকে অবশ্যই উহা দিয়া থাকেন– যাবৎ কোন অবৈধ জিনিস না চায়। এই দিনেই কিয়ামত বা মহাপ্রলয় অনুষ্ঠিত হইবে।

www.eelm.weebly.com

উচ্চ পর্যায়ের ফেরেশতা আসমান, ভূমণ্ডল এবং সর্বত্রের বাতাস, পাহাড় ও সমুদ্র জুমার দিনের ভয়ে ভীত থাকে। (কারণ মহাপ্রলয় জুমার দিন হইবে, তাই সকলেই ঐ দিনের ভয়ে আতঙ্কগ্রস্ত থাকে।)"

১২২৬ (ইঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন–

اَلْجُمُعَةُ اِلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَةٌ مَا بَيْنَهُمَا مَا لَمْ تُغْشَ الْكَبَائِرُ

"এক জুমার নামায অপর জুমা পর্যন্ত সময়ের সমস্ত গোনাহের কাফফারা– প্রায়শ্চিত্ত হইয়া যায়, যাবৎ কবীরা গোনাহ করা না হয়।"

জুমার নামাযের জন্য কঠোরতা

১২২৭ (মোসঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মিম্বারের উপরে দাঁড়ানো অবস্থায় বলিতে শুনিয়াছেন–

لَيَنْتَهِيَنَّ اَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ اَوْلَيَخْتِمَنَّ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُوْنَنَّ مِنَ الْغَافِلِيْنَ

'এক শ্রেণীর লোক তাহাদের অবশ্যই জুমা না পড়া ত্যাগ করিতে হইবে, অন্যথায় আল্লাহ তাআলা তাহাদের অন্তরে সীলমোহর করিয়া দিবেন, ফলে তাহারা (সকল প্রকার নেক কাজ হইতে) উদাসীনতায় পতিত হইয়া যাইবে।'

১২২৮ (আঃ)। হাদীস– আবুল জাআদ (রাযি.) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন–

مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمَعٍ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قَلْبِهٖ

"যে ব্যক্তি উপেক্ষা প্রদর্শনরূপে তিনটি জুমা ছাড়িয়া দিবে (জুমার নামায না পড়িবে) আল্লাহ তাহার দিলের উপর সীলমোহর লাগাইয়া দিবেন। অর্থাৎ সুবুদ্ধির উদয় হওয়া, ভাল ধ্যান-ধারণা সৃষ্টি হওয়া ইত্যাদির সুযোগ হইতে ঐ দিল বা অন্তরকে বন্ধ করিয়া দিবেন।"

১২২৯ (আঃ)। হাদীস– ছামুরা ইবনে জুন্দুব (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন–

www.eelm.weebly.com

مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِيْنَارٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَبِنِصْفِ دِيْنَارٍ

"যে ব্যক্তি অপারগতা ব্যতিরেকে জুমার নামায ছাড়িবে তাহার কর্তব্য হইবে এমন গিনি স্বর্ণ সদকা করা, এক গিনির সামর্থ্য না হইলে অর্ধ গিনি সদকা করিবে।"

❖ জুমার নামায ছুটিয়া গেলে জোহরের নামায পড়িতে হয়– তাহা পালন করার সাথে সাথে এই সদকা করিতে হইবে।

১২৩০ (আঃ)। হাদীস– তারেক ইবনে শিহাব (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন–

اَلْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ فِىْ جَمَاعَةٍ اِلَّا اَرْبَعَةٍ عَبْدٍ مَمْلُوْكٍ اَوْ اِمْرَأَةٍ اَوْ صَبِىٍّ اَوْ مَرِيْضٍ

'জামাতের সাথে জুমা পড়া প্রতিটি মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য ফরয– চার শ্রেণী ব্যতীত। ১. ক্রীতদাস গোলাম। ২. মহিলা। ৩. নাবালক। ৪. রোগী।'

১২৩১ (ইঃ)। হাদীস– জাবের (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা ভাষণ দানে বলিলেন–

يَاَيُّهَا النَّاسُ تُوْبُوْا اِلَى اللّٰهِ قَبْلَ اَنْ تَمُوْتُوْا وَبَادِرُوْا بِالْاَعْمَالِ الصَّالِحَةِ قَبْلَ اَنْ تَشْغَلُوْا وَصِلُوْا الَّذِىْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ رَبِّكُمْ بِكَثْرَةِ ذِكْرِكُمْ لَهٗ وَكَثْرَةِ الصَّدَقَةِ فِى السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ تُرْزَقُوْا وَتُنْصَرُوْا وَتُجْبَرُوْا وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِىْ مَقَامِىْ هٰذَا فِىْ يَوْمِىْ هٰذَا فِىْ شَهْرِىْ هٰذَا مِنْ عَامِىْ هٰذَا اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَمَنْ تَرَكَهَا فِىْ حَيَاتِىْ اَوْ بَعْدِىْ وَلَهٗ اِمَامٌ عَادِلٌ اَوْ جَائِرٌ اِسْتِخْفَافًا بِهَا اَوْ جُحُوْدًا لَهَا فَلَا جَمَعَ اللّٰهُ شَمْلَهٗ وَلَا بَارَكَ لَهٗ فِىْ اَمْرِهٖ اَلَا وَلَا

www.eelm.weebly.com

صَلٰوةَ لَهٗ وَلَا زَكٰوةَ لَهٗ وَلَا حَجَّ لَهٗ وَلَا صَوْمَ لَهٗ وَلَا بِرَّ لَهٗ حَتّٰى يَتُوْبَ فَمَنْ تَابَ تَابَ اللّٰهُ عَلَيْهِ اَلَا لَا تَؤُمَّنَّ اِمْرَأَةً رَجُلًا وَلَا يَؤُمُّ اَعْرَابِيٌّ مُهَاجِرًا وَلَا يَؤُمُّ فَاجِرٌ مُؤْمِنًا اِلَّا اَنْ يَّقْهَرَهٗ بِسُلْطَانٍ يَّخَافُ سَيْفَهٗ وَسَوْطَهٗ

"হে জনমণ্ডলী! তোমরা আল্লাহর নিকট অবশ্যই তাওবা কর মৃত্যু আসিয়া যাওয়ার পূর্বে এবং দ্রুত নেক কাজসমূহ করিয়া যাও অবসরহারা হইবার পূর্বে। আর তোমাদের ও তোমাদের প্রভু-পরওয়ারদেগারের মধ্যকার সম্পর্ক অবিচ্ছিন্ন রাখায় সচেষ্ট থাক তাঁহার যিকির ও স্মরণ বেশি বেশি করিয়া এবং প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে দান-খয়রাত বেশি বেশি করিয়া; ইহাতে তোমরা (আল্লাহর তরফ হইতে) রিযিক ও নেয়ামত পাইবে, সাহায্য পাইবে, ক্ষতিপূরণ লাভ করিবে।

আর জানিয়া রাখ– নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর জুমার দিনকে তথা উহার নামাযকে ফরয করিয়া দিয়াছেন আমার এই স্থানেই, এই দিনেই, এই মাসেই, এই বৎসরেই– কিয়ামত হওয়া পর্যন্ত সময়ের জন্য।

আমার জীবদ্দশায় বা আমার পরে যে কোন ব্যক্তি জুমার নামায ছাড়িয়া দিবে– উহার প্রতি অবহেলা করিয়া অথবা উহাকে অমান্য করিয়া, সে ন্যায়পরায়ণ শাসকের অধীনস্থ হউক বা অত্যাচারী শাসকের অধীনস্থ হউক; আল্লাহ তাআলা যেন তাহার ঘর-সংসারে বিশৃঙ্খলা রাখেন, শৃঙ্খলা আনয়ন না করেন এবং তাহার কোন কাজে বরকত দান না করেন।

আরও শুনিয়া রাখ– ঐরূপ ব্যক্তির কোন নামায, কোন যাকাত, কোন হজ্জ, কোন রোযা, কোন নেক কাজ (কবুল) হইবে না– যাবৎ না সে (জুমা না পড়ার গোনাহ হইতে) তাওবা করে। অবশ্য যে তাওবা করিবে, আল্লাহ তাআলা তাহার তাওবা কবুল করিবেন।

আরও একটি বিষয় জানিয়া রাখ– কোন পুরুষের ইমাম কোন মহিলা হইতে পারিবেব না। (দ্বীনের জন্য সর্বস্ব উৎসর্গকারী এবং দ্বীনের শিক্ষায় অগ্রগামী) মুহাজির ব্যক্তি উপস্থিত থাকিলে তাহার উপর (অশিক্ষিত) গ্রাম্য ব্যক্তি ইমাম হইবে না। ঈমানদারীতে উত্তম ব্যক্তি বিদ্যমান থাকিলে তাহার উপর ফাসেক-ফাজের ব্যক্তিকে ইমাম হইতে দেওয়া নিষিদ্ধ; তবে যদি সে

www.eelm.weebly.com

শাসন ক্ষমতাধারীর সাহায্যে প্রবল হইয়া আসে, যাহার তরবারী ও চাবুকের ভয় থাকে– সেক্ষেত্রে নামায শুদ্ধ হইবে।

১২৩২ (মেঃ)। হাদীস– আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন– ঐ লোকদের সম্পর্কে যাহারা জুমার নামায হইতে সরিয়া থাকে–

لَقَدْ هَمَمْتُ اَنْ اٰمُرَ رَجُلًا يُّصَلِّىْ بِالنَّاسِ ثُمَّ اُحَرِّقَ عَلٰى رِجَالٍ يَتَخَلَّفُوْنَ عَنِ الْجُمُعَةِ بُيُوْتَهُمْ

"আমার ইচ্ছা হয়, কোন ব্যক্তিকে লোকদের নামায পড়াইবার আদেশ করিয়া দেই, আর আমি ঐ লোকদের ঘরে আগুন লাগাইয়া দেই যাহারা জুমারনামায হইতে সরিয়া রহিয়াছে।"

১২৩৩ (মেঃ)। হাদীস– ইবনে আব্বাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন–

مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثًا مِّنْ غَيْرِ ضَرُوْرَةٍ كُتِبَ مُنَافِقًا فِىْ كِتَابٍ لَا يُمْحٰى وَلَا يُبَدَّلُ

"যে ব্যক্তি কোন কঠিন বাধা ব্যতিরেকে তিনটি জুমা ছাড়িবে সে (আল্লাহ তাআলার নিকট) এমন খাতায় 'মুনাফেক' লিখিত হইয়া যাইবে যেই খাতার লেখা মুছিয়া ফেলা বা পরিবর্তন করা সম্ভব নহে।"

❖ সেই খাতা হইল আমলনামা।

জুমার খুতবা সম্পর্কে

১২৩৪ (মোসঃ)। হাদীস– হযরত জাবের ইবনে ছামুরা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

كَانَتْ لِلنَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطْبَتَانِ يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ وَيُذَكِّرُ النَّاسَ

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (জুমার জন্য) দুইটি খুতবা প্রদান করিতেন, উভয় খুতবার মধ্যে বসিতেন। (খুতবার মধ্যে) কুরআনের

www.eelm.weebly.com

আয়াত পড়িতেন এবং লোকদেরে উপদেশ দান করিতেন ও আখেরাত স্মরণ করাইতেন।"

১২৩৫ (মোসঃ)। হাদীস– হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا ثُمَّ يَجْلِسُ ثُمَّ يَقُوْمُ فَيَخْطُبُ قَائِمًا فَمَنْ نَبَّأَكَ أَنَّهُ كَانَ يَخْطُبُ جَالِسًا فَقَدْ كَذَبَ فَقَدْ وَاللّٰهِ صَلَّيْتُ مَعَهُ أَكْثَرَ مِنْ أَلْفَيْ صَلٰوةٍ

"নিশ্চয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (জুমার) খুতবা দাঁড়াইয়া পড়িতেন। (প্রথম খুতবা শেষ করিয়া) তারপর বসিতেন, তারপর পুনঃ দাঁড়াইয়া (দ্বিতীয়) খুতবা পড়িতেন। অতএব যে তোমাকে বলিবে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসিয়া খুতবা পড়িতেন সে মিথ্যাবাদী। কসম খোদার! আমি হযরতের সাথে বিভিন্ন নামায দুই হাজারের অধিক পড়িয়াছি (যাহাতে জুমার নামাযের সংখ্যা সেই অনুপাতেই ছিল। অতএব জুমার নামাযে হযরতের নিয়ম-পদ্ধতি আমার অপেক্ষা বেশি কে জানিবে?)"

১২৩৬ (মোসঃ)। হাদীস– হযরত জাবের ইবনে ছামুরা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

كُنْتُ أُصَلِّيْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَتْ صَلٰوتُهُ قَصْدًا وَخُطْبَتُهُ قَصْدًا

"আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে (জুমার দিনও) নামায পড়িয়া থাকিতাম। তাঁহার নামাযও মধ্যম শ্রেণীর হইত, খুতবাও মধ্যম শ্রেণীর হইত।"

১২৩৭ (মোসঃ)। হাদীস– হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ النَّاسَ يَحْمَدُ اللّٰهَ وَيُثْنِيْ عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ يَقُوْلُ مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ

www.eelm.weebly.com

يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ إِذَا خَطَبَ احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ وَعَلَا صَوْتُهُ وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ يَقُولُ صَبَّحَكُمْ مَسَّاكُمْ وَيَقُولُ بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ وَيَقْرُنُ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى وَيَقُولُ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِأَهْلِهِ وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَإِلَيَّ وَعَلَيَّ

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া খুতবা বা ভাষণ দান করিতেন। প্রথমে আল্লাহর প্রশংসা ও আল্লাহর প্রকৃত গুণগান করিতেন। তারপর বলিতেন, যাহাকে আল্লাহ সৎ পথ দান করেন তাহাকে কেহ পথভ্রষ্ট করিতে পারে না, আর যাহাকে ভ্রষ্টতায় রাখেন তাহাকে কেহ সৎপথ দিতে পারে না। (তাই প্রত্যেকের কর্তব্য আল্লাহ প্রদত্ত শক্তি ব্যয় করিয়া সৎপথমুখী হওয়া এবং সংযমী হওয়া। ইহা ব্যতিরেকে সৎপথ দান ও ভ্রষ্টতা হইতে উদ্ধার করা আল্লাহ তাআলার সাধারণ নীতি নহে।)

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুতবা দানে (আল্লাহর আযাবের ভয়-ভীতি প্রদর্শন ক্ষেত্রে) তাঁহার চক্ষুদ্বয় রক্তবর্ণ হইয়া উঠিত, কণ্ঠস্বরে গর্জন সৃষ্টি হইত, উত্তেজনার ভাব প্রবল হইয়া উঠিত। মনে হইত যেন তিনি জনমণ্ডলীকে শত্রুসেনার সম্মুখস্থ প্রভাতী বা সান্ধ্য অভিযানের আশু বিপদ হইতে সতর্ক করিতেছেন।

(আল্লাহর আযাবের বিকাশকাল কিয়ামত নিকটবর্তী বুঝাইতে) আরও বলিতেন, আমি এমন সময়ে প্রেরিত হইয়াছি যে, আমি ও কিয়ামত এই আঙ্গুলদ্বয়ের ন্যায়– তর্জনী ও মধ্যমা এক সঙ্গে মিলাইয়া দেখাইতেন। অর্থাৎ দৈর্ঘ্যে মধ্যমা হইতে তর্জনী যতটুকু পেছনে আছে, কিয়ামত আমার হইতে মাত্র ততটুকুই পেছনে রহিয়াছে।

আর (খুতবার আরম্ভে– আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগানের পরে) বলিতেন, অতঃপর! ইহা সত্য যে, সকল রকম বাণী-বক্তব্যের উর্ধ্বে আল্লাহর কিতাব

www.eelm.weebly.com

কুরআনই উত্তম এবং সব আদর্শের উত্তম ও উর্ধ্বে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ। তাঁহার আদর্শ ছাড়া সব কার্যকলাপ, ধ্যান-ধারণা ও বাদ-মতবাদ মন্দই বটে এবং ঐরূপ গর্হিত সবকিছুই ভ্রষ্টতা বটে।

তারপর বলিতেন– আমি মুমিনের জন্য তাহার নিজ অপেক্ষা অধিক শুভাকাঙ্ক্ষী, কল্যাণকামী। (উহার নমুনা এই ঘোষণা–) যে ব্যক্তি ধন-সম্পদ রাখিয়া মারা যাইবে, উহার মালিক তাহার আপনজন উত্তরাধিকারীগণই হইবে। আর যে ব্যক্তি ঋণ অথবা অসহায় স্ত্রী-পুত্র রাখিয়া যাইবে, আমার নিকট তাহাদের আশ্রয় এবং আমার উপর তাহাদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব পড়িবে।

❖ এই ঐতিহাসিক ও বৈপ্লবিক ঘোষণাটি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলামের নীতি নির্ধারণরূপেও ব্যক্ত করিতেন এবং সর্বসমক্ষে প্রচারের জন্য জুমার খুতবায় উল্লেখ করিতেন। ইহা তাঁহার ব্যক্তিগত নীতিরূপে সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং ইহা ছিল রাষ্ট্রপ্রধানরূপে ইসলামের শাসনব্যবস্থার একটি নীতি নির্ধারণী ঘোষণা।

১২৩৮ (মোসঃ)। হাদীস– আব্বাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে–

إِنَّ ضِمَادًا قَدِمَ مَكَّةَ وَكَانَ مِنْ أَزْدِ شَنُوْئَةَ وَكَانَ يَرْقِىْ مِنْ هٰذَا الرِّيْحِ فَسَمِعَ سُفَهَاءَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ يَقُوْلُوْنَ إِنَّ مُحَمَّدًا مَجْنُوْنٌ فَقَالَ لَوْ أَنِّىْ رَأَيْتُ هٰذَا الرَّجُلَ لَعَلَّ اللّٰهَ يَشْفِيْهِ عَلٰى يَدَىَّ قَالَ فَلَقِيَهُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنِّىْ أَرْقِىْ مِنْ هٰذِهِ الرِّيْحِ وَإِنَّ اللّٰهَ يَشْفِىْ عَلٰى يَدَىَّ مَنْ شَاءَ. فَهَلْ لَكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلَا هَادِىَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ أَمَّا بَعْدُ فَقَالَ أَعِدْ عَلَىَّ كَلِمَاتِكَ هٰؤُلَاءِ فَأَعَادَهُنَّ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ لَقَدْ سَمِعْتُ قَوْلَ الْكَهَنَةِ وَقَوْلَ السَّحَرَةِ وَقَوْلَ الشُّعَرَاءِ فَمَا سَمِعْتُ مِثْلَ كَلِمَاتِكَ

www.eelm.weebly.com

هٰؤُلَاءِ وَلَقَدْ بَلَغْنَ نَاعَاسَ الْبَحْرِ فَقَالَ هَاتِ يَدَكَ أُبَايِعُكَ قَالَ فَبَايَعَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلٰى قَوْمِكَ قَالَ وَعَلٰى قَوْمِيْ قَالَ فَبَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً فَمَرُّوْا بِقَوْمِهِ فَقَالَ صَاحِبُ السَّرِيَّةِ لِلْجَيْشِ هَلْ اَصَبْتُمْ مِّنْ هٰؤُلَاءِ شَيْئًا فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ اَصَبْتُ مِنْهُمْ مِطْهَرَةً فَقَالَ رُدُّوْهَا فَاِنَّ هٰؤُلَاءِ قَوْمُ ضِمَادٍ

"জিমাদ নামীয় (প্রসিদ্ধ গুণীন) ব্যক্তি মক্কায় আসিল– সে ছিল 'আযদে শানুয়া' গোত্রীয়। সে জীনের আছর ছাড়াইবার ঝাড়-ফুঁক করিত। মক্কার বোকাদের মুখে সে শুনিতে পাইল, মুহাম্মদের উপর জীনের আছর আছে (সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। ইহা শুনিয়া জিমাদ বলিল, আমি ঐ ব্যক্তিকে দেখিতে পাইলে ভাল হইত– হয়ত আল্লাহ তাআলা তাঁহাকে আমার হস্তে আরোগ্য দান করিতেন। অতঃপর জিমাদ হযরতের সাক্ষাতে উপস্থিত হইল এবং বলিল, হে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আমি জীনের আছরের ঝাড়-ফুঁক করিয়া থাকি; আল্লাহ তাআলা আমার হাতে অনেককে আরোগ্য দান করেন। আপনার কি ইচ্ছা হয়?

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (কোন বিশেষ বক্তব্য রাখার আরম্ভে আল্লাহ তাআলার প্রশংসা এবং আরও কিছু কথা প্রথমে বলিয়া নিতেন। জুমার খুতবার প্রথমেও তিনি তাহা করিতেন। জিমাদের সম্মুখে বক্তব্য রাখিতেও হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐরূপ করিলেন– তিনি) বলিলেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলারই জন্য, আমি তাঁহার প্রশংসা করি এবং তাঁহার নিকটই সাহায্য প্রার্থনা করি। আল্লাহ যাহাকে সৎপথগামী করিবেন তাহাকে কেহ ভ্রষ্ট বানাইতে পারে না, আল্লাহ যাহাকে ভ্রষ্টতায় থাকিতে দেন তাহাকে কেহ সৎপথে আনিতে পারে না। আমি সাক্ষ্য ও ঘোষণা দিতেছি– এক আল্লাহ ভিন্ন আর কোন মাবুদ নাই, তাঁহার কোন শরীক নাই। আরও সাক্ষ্য দিতেছি, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বিশিষ্ট বান্দা ও রসূল। অতঃপর এই পর্যন্ত বলার পর (হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক তাঁহার বক্তব্য রাখার পূর্বেই) জিমাদ

www.eelm.weebly.com

বলিল, আপনার এই কথাগুলি পুনরায় বলুন তো! রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহার পুনরাবৃত্তি করিলেন– তিনবার (ঐরূপে তাঁহার পুনরাবৃত্তি করিতে হইল)। জিমাদ বলিল, আমি গণক-ঠাকুরদের কথা শুনিয়াছি, যাদুকরদের কথা শুনিয়াছি, কবিদের কথাও শুনিয়াছি– আপনার এই কথাগুলির ন্যায় কোথাও শুনি নাই। এই কথাগুলি (এতই ক্রিয়াশীল যে, মানুষের হৃদয় কি?) সমুদ্রের তলা পর্যন্ত পৌঁছিয়া যায়!

এইরূপ বলিয়াই জিমাদ বলিল, আপনার হাত বাড়াইয়া দিন– আমি আপনার নিকট (আপনার ধর্ম ইসলাম গ্রহণ করার উপর) দীক্ষা নিব। জিমাদ হযরতের নিকট দীক্ষা নিলেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, এই দীক্ষা আপনার সম্প্রদায়ের উপরও বর্তিবে? জিমাদ বলিলেন, আমার সম্প্রদায়ের উপরও বর্তিবে।

ইবনে আব্বাস (রাযি.) আরও বর্ণনা করিয়াছেন, ইতিমধ্যেই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদল মুজাহিদ কোন এলাকায় পাঠাইলেন। তাঁহারা জিমাদের গোত্র বা সম্প্রদায়ের বসতির মধ্য দিয়া পথ অতিক্রম করিলেন। মুজাহিদ বাহিনীর প্রধান সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কেহ এই সম্প্রদায়ের কোন কিছু (শত্রু সম্পত্তিরূপে) হস্তগত করিয়াছ কি? এক ব্যক্তি বলিল, আমি একটি ঘটি নিয়াছি। তিনি বলিলেন, উহা ফেরত দিয়া দেও; ইহা জিমাদের গোত্র (যাহারা হযরতের অনুগত)।

১২৩৮ (মোসঃ)। হাদীস– আদী ইবনে হাতেম (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

إِنَّ رَجُلًا خَطَبَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ رَشَدَ وَمَنْ يَّعْصِهِمَا فَقَدْ غَوٰى فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِئْسَ الْخَطِيْبُ اَنْتَ قُلْ وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ غَوٰى

"এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপস্থিতিতে ভাষণ দিল। ভাষণের আরম্ভে (একটি নিয়মিত কথা এই ভাষায়) বলিল, যে ব্যক্তি আল্লাহর অনুগত হইবে এবং আল্লাহর রসূলের অনুগত হইবে সে সৎ পথের পথিক সাব্যস্ত হইবে। পক্ষান্তরে যে তাঁহাদের নাফরমানী করিবে সে

www.eelm.weebly.com

ভ্রষ্ট সাব্যস্ত হইবে। এই উক্তি শ্রবণে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি ভাল বক্তা নও (তোমার উক্তি ঠিক হয় নাই)। এইরূপ বল– وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ غَوٰى 'যে আল্লাহর নাফরমানী করিবে এবং আল্লাহর রাসূলের নাফরমানী করিবে সে ভ্রষ্ট সাব্যস্ত হইবে।'

❖ "ঐ ব্যক্তির ভাষা ছিল– وَمَنْ يَّعْصِهِمَا فَقَدْ غَوٰى যে তাঁহাদের নাফরমানী করিবে সে ভ্রষ্ট সাব্যস্ত হইবে। এই ভাষা দুইটি ভুল জন্ম দেওয়ার অবকাশ রাখে।"

১. 'তাঁহাদের' বলায় এক সঙ্গে আল্লাহ ও আল্লাহর রসূল বুঝায়; অতএব ধারণা হইতে পারে যে, আল্লাহ ও আল্লাহর রসূল– এক সঙ্গে উভয়ের নাফরমানী করা হইলে ভ্রষ্ট সাব্যস্ত হইবে, শুধু আল্লাহর রসূলের নাফরমানী করিলে তাঁহার কোন কথা বা আদেশ অমান্য থাকিলে ভ্রষ্ট সাব্যস্ত হইবে না। অথচ ইহা ইসলাম বিরোধী নিছক ভুল ধারণা; ইসলামের সঠিক মতবাদ এই যে, শুধু রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে প্রাপ্ত কোন কথা বা আদেশের নাফরমানী করাও অবশ্যই ভ্রষ্টতা– ইহাতে সন্দেহ নাই। সুতরাং ভাষার মধ্যে ঐ ভুল ধারণার অবকাশ বন্ধ করিয়া এইরূপ বল, وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ غَوٰى। –যে আল্লাহর নাফরমানী করিবে এবং আল্লাহর রসূলের নাফরমানী করিবে (উভয় শ্রেণীই সমানভাবে) ভ্রষ্ট সাব্যস্ত হইবে।

২. আল্লাহ ও আল্লাহর রসূল– উভয়কে এক সঙ্গে জড়াইয়া এক শব্দে 'তাঁহাদের' বলায় ধারণা করা যাইতে পারে যে, রসূলকে আল্লাহর পর্যায়ে গণ্য করা হইয়াছে। নাসারা-খ্রিস্টানদের ধ্যান-ধারণা এইরূপই ছিল– তাহারা ঈসা (আ.)কে আল্লাহর পর্যায়ে গণ্য করিত। ইসলামের মূল কলেমার মধ্যেই ঐ শেরেকী ভাবধারার খণ্ডন করিয়া বলা হইয়াছে– وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ 'আমি সাক্ষ্য ও ঘোষণা দিতেছি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর সৃষ্ট বান্দা ও তাঁহার রসূল।'

❖ একাধিক বুঝাইবার সর্বনাম– 'তাঁহাদের' শব্দ দ্বারা আল্লাহ ও রসূলকে এক সাথে জড়াইয়া ব্যক্ত করায় উল্লেখিত দুইটি ভুল ধারণা সৃষ্টির অবকাশ নিতান্তই মামুলী ও অতি সূক্ষ্ম অবকাশ। বস্তুত ঐরূপ ভুল ধারণার লক্ষ্য

www.eelm.weebly.com

মোটেও না রাখিয়া সঠিক মতবাদ বা উদ্দেশ্য ব্যক্ত করায় 'তাঁহাদের' শব্দটি সংক্ষেপের জন্য সর্বনামরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। সেমতে ইসলামের প্রাথমিক যুগে– যখন ইসলামের সঠিক আকীদা ও মতবাদ প্রচারিত ও প্রসারিত ছিল না তখন ভুল ধারণা সৃষ্টির মামুলী ও সূক্ষ্ম অবকাশময় শব্দ ব্যবহারেও কটাক্ষ করা হইয়াছে, সতর্ক করা হইয়াছে। অতঃপর যখন ইসলামের আকীদা ও মতবাদ পূর্ণরূপে প্রচারিত ও প্রসারিত হইয়া গিয়াছে, মুসলমানগণ নিজ আকীদা ও মতবাদে উজ্জ্বলরূপে চিহ্নিত ও পরিচিত হইয়া গিয়াছে তখন হইতে এইরূপ মামুলী ও সূক্ষ্ম অবকাশের শব্দ এড়াইবার কঠোরতা ও কড়াকড়ি বাদ দেওয়া হইয়াছে। স্বয়ং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ ও রসূলকে ব্যক্ত করায় 'তাঁহাদের' শব্দ সর্বনামরূপে সচরাচর ব্যবহার করিয়াছেন।

১২৩৯ (আঃ)। হাদীস– হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ كَانَ يَجْلِسُ إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ حَتّٰى يَفْرُغَ الْمُؤَذِّنُ ثُمَّ يَقُوْمُ فَيَخْطُبُ ثُمَّ يَجْلِسُ فَلَا يَتَكَلَّمُ ثُمَّ يَقُوْمُ فَيَخْطُبُ

'নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই খুতবা পড়িতেন। মিম্বারে আরোহন করিয়া বসিয়া থাকিতেন– মুয়াজ্জিনের আযান শেষ করা পর্যন্ত। তারপর দাঁড়াইতেন এবং খুতবা পড়িতেন, তারপর বসিতেন– এই সময় কোন কথা বলিতেন না, তারপর দাঁড়াইতেন এবং (দ্বিতীয়) খুতবা পড়িতেন।'

১২৪০ (আঃ)। হাদীস– আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (খুতবা আরম্ভে কলেমা) শাহাদত পড়া উপলক্ষ্যে এইরূপে আরম্ভ করিতেন–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ اَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا

www.eelm.weebly.com

بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ مَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ رَشَدَ وَمَنْ يَّعْصِهِمَا فَاِنَّهٗ لَا يَضُرُّ اِلَّا نَفْسَهٗ وَلَا يَضُرُّ اللّٰهَ شَيْئًا

"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, আমরা তাঁহার সাহায্য কামনা করি, তাঁহার নিকট ক্ষমা চাই। আর আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করি আমাদের নফস বা প্রবৃত্তির সকল প্রকার খারাবী-দুষ্টামী হইতে। যাহাকে আল্লাহ সৎপথে নিবেন তাহাকে কেহ ভ্রষ্ট করিতে পারিবে না, আর যাহাকে আল্লাহ ভ্রষ্টতায় ছাড়িয়া রাখিবেন তাহাকে কেহ সৎপথে আনিতে পারিবে না। আমি সাক্ষ্য দিতেছি, আল্লাহ ভিন্ন কোন মাবুদ নাই, আরও সাক্ষ্য দিতেছি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর সৃষ্ট বান্দা ও তাঁহার রসূল। তিনি তাঁহাকে সত্য দ্বীন প্রদান করিয়া পাঠাইয়াছেন– সুসংবাদ দানকারী ও সতর্ককারীরূপে কিয়ামতের পূর্বলগ্নে। যে ব্যক্তি আল্লাহর ও তাঁহার রসূলের ফরমাবরদারী করিবে সে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত গণ্য হইবে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আল্লাহর রসূলের নাফরমানী করিবে সে নিজেরই ক্ষতি সাধনকারী হইবে, আল্লাহর কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না।"

মাসআলা ঃ খুতবার মধ্যে ভাষণের বিষয়বস্তু রূপে কুরআন শরীফের সূরা বা আয়াত পাঠ করা যায়।

১২৪১ (মোসঃ)। হাদীস– হিশামের মাতা সাহাবী মহিলা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

مَا اَخَذْتُ قٓ وَالْقُرْاٰنِ الْمَجِيْدِ اِلَّا عَنْ لِسَانِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُهَا كُلَّ يَوْمِ جُمُعَةٍ عَلَى الْمِنْبَرِ اِذَا خَطَبَ النَّاسَ

"সূরা কাফ আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখ হইতেই কণ্ঠস্থ করিয়াছি। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সূরাটি প্রতি জুমার দিন মিম্বারের উপর দাঁড়ানো অবস্থায় পাঠ করিতেন– যখন লোকদের উদ্দেশ্যে খুতবা প্রদান করিতেন।"

১২৪২ (তিঃ)। হাদীস– হযরত ইয়ালা ইবনে উমাইয়া (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

www.eelm.weebly.com

سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ عَلَى الْمِنْبَرِ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ

'আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মিম্বরের উপর (খুতবার মধ্যে) পাঠ করিতে শুনিয়াছি (এই আয়াত যাহার অর্থ–) দোযখীগণ (দোযখের ব্যবস্থাপক ফেরেশতা) 'মালেক'কে (অনুরোধ পূর্বক) ডাকিয়া বলিবে, হে মালেক! তোমার পরওয়ারদেগার আমাদেরকে শেষ করিয়া ফেলুক। (অর্থাৎ আমাদেরকে মারিয়া ফেলুক, যাহাতে আমরা দোযখের যাতনা হইতে রেহাই পাইয়া যাই। মালেক ফেরেশতা উত্তরে বলিবেন, দোযখের দুঃখ-যাতনার মধ্যেই চিরকাল) তোমাদের অবস্থান করিতে হইবে।'

মাসআলা ঃ জুমার নামায ও খুতবা– উভয়ের মধ্যে খুতবা অপেক্ষা নামায দীর্ঘ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

১২৪৩ (মোসঃ)। হাদীস– আম্মার (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ إِنَّ طُوْلَ صَلٰوةِ الرَّجُلِ وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مِئِنَّةٌ مِّنْ فِقْهِهِ فَأَطِيْلُوا الصَّلٰوةَ وَأَقْصِرُوا الْخُطْبَةَ وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا

"আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি, নামায দীর্ঘ করা, আর খুতবা খাট করা মানুষের জ্ঞানের পরিচয়। অতএব তোমরা নামায দীর্ঘ করিও এবং খুতবা খাট করিও। (খাট খুতবায়ও ভাল ফল ফলিতে পারে। কারণ) কোন কোন বক্তব্য যাদুর ন্যায় ক্রিয়াশীল হয়।"

১২৪৪ (আঃ)। হাদীস– হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসের (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِقْصَارِ الْخُطْبَةِ

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরে আদেশ করিয়াছেন, খুতবা সংক্ষিপ্ত করার জন্য।"

১২৪৫ (আঃ)। হাদীস– হযরত জাবের ইবনে ছামুরা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

www.eelm.weebly.com

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُطِيْلُ الْمَوْعِظَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اِنَّمَا هُنَّ كَلِمَاتٌ يَسِيْرَةٌ

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমার দিন ওয়াজ-উপদেশ দান দীর্ঘায়িত করিতেন না। তাঁহার উপদেশ বাণী অল্প পরিমাণে হইত।"

মাসআলা ঃ খুতবার সময় কাহারও কোন কথা বলা, এমনকি একটি মাত্র শব্দ প্রয়োজন ক্ষেত্রে বলাও কবীরা গোনাহ। বুখারী, মুসলিম এবং সব কিতাবের হাদীসেই বর্ণিত আছে যে, কোন ব্যক্তি কথা বলিলে তাহাকে বারণ করায় মুখে 'চুপ' বলা– ইহাও নিষিদ্ধ; ইহা দ্বারাও বিধান লঙ্ঘনের গোনাহ হইবে।

১২৪৬ (ইঃ)। হাদীস– হযরত উবাই ইবনে কাআব (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে–

اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ تَبَارَكَ وَهُوَ قَائِمٌ فَذَكَّرَنَا بِاَيَّامِ اللّٰهِ وَاَبُو الدَّرْدَاءِ يَغْمِزُنِىْ فَقَالَ مَتٰى اُنْزِلَتْ هٰذِهِ السُّوْرَةُ اِنِّىْ لَمْ اَسْمَعْهَا اِلَّا الْاٰنَ فَاَشَارَ اِلَيْهِ اَنِ اسْكُتْ فَلَمَّا انْصَرَفُوْا قَالَ سَاَلْتُكَ مَتٰى اُنْزِلَتْ هٰذِهِ السُّوْرَةُ فَلَمْ تُخْبِرْنِىْ فَقَالَ اُبَىٌّ لَيْسَ لَكَ مِنْ صَلٰوتِكَ الْيَوْمَ اِلَّا مَا لَغَوْتَ فَذَهَبَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهٗ وَاَخْبَرَهٗ بِالَّذِىْ قَالَ اُبَىٌّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَ اُبَىٌّ

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমার দিন (মিম্বারে খুতবা পাঠে) দাঁড়াইয়া সূরা তাবারাকা পাঠ করিলেন, আল্লাহর (নির্ধারিত) দিনের (তথা কিয়ামতের দিনের দোযখ ও বেহেশতের) আলোচনা শুনাইলেন। আবু দারদা (রাযি.) আমার গায়ে হাতের চাপ দিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, এই সূরাটি কবে নাযিল হইয়াছে? আমি পূর্বে ইহা আর শুনি নাই– এই মাত্রই শুনিলাম। উবাই (রাযি.) হাতের ইশারায় বুঝাইলেন, চুপ থাকুন।

www.eelm.weebly.com

নামায শেষে আবু দারদা (রাযি.) উবাই (রাযি.)কে বলিলেন, আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, এই সূরাটি কবে নাযিল হইয়াছে? আপনি আমাকে তাহা জানাইলেন না! উবাই (রাযি.) উত্তরে বলিলেন, আজ আপনি অবশ্যই জুমার নামাযে অবৈধ কথা বলার ক্ষতির ভাগী হইবেন। আবু দারদা (রাযি.) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যাইয়া ঘটনা শুনাইলেন, উবাই (রাযি.) যাহা বলিয়াছেন, তাহাও জানাইলেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, উবাই ঠিকই বলিয়াছে।

১২৪৭ (মেঃ)। হাদীস– ইবনে আব্বাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন–

مَنْ تَكَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَهُوَ كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا وَالَّذِيْ يَقُوْلُ لَهُ أَنْصِتْ لَيْسَ لَهُ جُمُعَةٌ (احمد)

"যে ব্যক্তি জুমার দিন ইমামের খুতবা দানকালে কথা বলে সে গাধাতুল্য– যাহার উপর কিতাবের বোঝা রাখা হয়। আর যে ব্যক্তি তাহাকে মুখে বলিবে চুপ থাক, তাহার জুমা (অক্ষত ও পূর্ণাঙ্গ) হইবে না।"

মাসআলা ঃ খুতবা অপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয় দ্বীনের কোন কাজ অগ্রগণ্যরূপে সম্মুখে আসিলে উহার জন্য ইমাম খুতবা স্থগিত রাখিতে পারেন। এমতাবস্থায় উক্ত দ্বীনের কাজ সমাধা করা পূর্বক খুতবা পূর্ণ করিবেন।

১২৪৮ (মোসঃ)। হাদীস– আবু রেফায়া (রাযি.) বর্ণনা করেন–

اِنْتَهَيْتُ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَخْطُبُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ رَجُلٌ غَرِيْبٌ جَاءَ يَسْئَلُ عَنْ دِيْنِهِ لَا يَدْرِيْ مَا دِيْنُهُ فَاَقْبَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَرَكَ خُطْبَتَهُ حَتّٰى اِنْتَهٰى اِلَيَّ وَاُتِيَ بِكُرْسِيٍّ حَسِبْتُ قَوَائِمَهُ حَدِيْدًا فَقَعَدَ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعَلَ يُعَلِّمُنِيْ مِمَّا عَلَّمَهُ اللّٰهُ ثُمَّ اَتٰى خُطْبَتَهُ فَاَتَمَّ اٰخِرَهُ

www.eelm.weebly.com

"আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পৌঁছিলাম– তখন তিনি খুতবা দানে রত ছিলেন। আমি নিবেদন জানাইলাম, এই অধম দূর দেশের মানুষ, নিজের দ্বীন আপনার নিকট শিখিতে আসিয়াছে; তাহার দ্বীন কি জিনিস তাহা সে জানে না।

ইহা শুনামাত্র রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার খুতবা স্থগিত রাখিলেন এবং আমার প্রতি অগ্রসর হইয়া আমার নিকটে আসিয়া গেলেন। হযরতের জন্য একটি চেয়ার উপস্থিত করা হইল– আমার ধারণা হয় উহার পায়াগুলি লোহার ছিল। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহার উপর বসিলেন এবং আমাকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন, যাহা আল্লাহ তাআলা তাঁহাকে শিখাইয়াছেন। তারপর তিনি খুতবার স্থানে আসিয়া অবশিষ্ট খুতবা পূর্ণ করিলেন।"

❖ লোকটি দূর দেশ হইতে মুসলমান হওয়ার জন্য আসিয়াছিলেন। চতুর্দিকে শত্রু পরিবেষ্টিত পরিবেশ। এই পরিবেশে যথাসত্ত্বর তাহাকে ইসলামের আলো দান করা হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অগ্রগণ্য মনে করিয়াছিলেন এবং তাহাই ঠিক ছিল।

মাসআলা ঃ ইমাম খুতবার মাঝে প্রয়োজনীয় সংক্ষিপ্ত কথা কোন ব্যক্তি বিশেষকেও বলিতে পারেন এবং ইমাম তাঁহার মনের একাগ্রতা রক্ষার জন্য কোন সংক্ষিপ্ত কার্যের সমাধানে মুহূর্তের জন্য মিম্বার হইতে অবতরণ করিতে পারেন।

১২৪৯ (আঃ)। হাদীস– জাবের (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

لَمَّا اسْتَوٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ اِجْلِسُوْا فَسَمِعَ ذٰلِكَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ فَجَلَسَ عَلٰى بَابِ الْمَسْجِدِ فَرَاٰهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ تَعَالٰى يَا عَبْدَ اللّٰهِ ابْنَ مَسْعُوْدٍ

"একদা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমার দিন (খুতবা দানে) দাঁড়াইলেন এবং (কোন বিষয়ের উপলক্ষ্যে) বলিলেন, সকলে বসিয়া পড়। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) (ঐ সময় মসজিদে আসিতেছিলেন, তিনি ঐ আদেশ শুনার সাথে সাথে মসজিদের দরওয়াজার বাহিরেই বসিয়া

www.eelm.weebly.com

পড়িলেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া বলিলেন, হে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ! নিকটে আস।"

১২৫০ (আঃ)। হাদীস– বুরায়দা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَقْبَلَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَيْهِمَا قَمِيْصَانِ اَحْمَرَانِ يَعْثُرَانِ وَيَقُوْمَانِ فَنَزَلَ فَاَخَذَهُمَا فَصَعِدَ بِهِمَا ثُمَّ قَالَ صَدَقَ اللّٰهُ اِنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ رَاَيْتُ هٰذَيْنِ فَلَمْ اَصْبِرْ ثُمَّ اَخَذَ فِى الْخُطْبَةِ

"একদা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুতবা দিতেছিলেন, ঐ সময় (বালক) হাসান ও হুসাইন (রাযি.) লাল রঙ্গের জামা গায়ে– তাঁহারা হযরতের দিকে আসিতেছিলেন; আছাড় খাইতেছিলেন পুনঃ পুনঃ এবং দাঁড়াইয়া অগ্রসর হইতেছিলেন। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বার হইতে অবতরণ পূর্বক উভয়কে তুলিয়া লইয়া মিম্বারে পুনঃ আরোহন করিলেন এবং বলিলেন, আল্লাহ তাআলা (পবিত্র কুরআনে) ঠিকই বলিয়াছেন– "তোমাদের ধন-জন তোমাদের জন্য কণ্টকের বস্তু।" আমি নাতিদ্বয়কে দেখিয়া অধৈর্য হইয়া পড়িয়াছি। তারপর পুনঃ খুতবা দানে রত হইলেন।"

❖ নবী আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আয়াতের প্রতি ইঙ্গিত দিয়াছেন–

اِنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ اَجْرٌ عَظِيْمٌ فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوْا وَاَطِيْعُوْا خَيْرًا لِّكُمْ وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

'তোমাদের ধন-সম্পদ ও পুত্র-পরিজন নিতান্তই কণ্টকেকর বস্তু– (উহা অনেক ক্ষেত্রে ভাল কাজে অন্তরায় হয়, ভাল কাজ করার মধ্যে ব্যাঘাত ঘটায় এবং অবৈধ ও অশোভনীয় কার্যকলাপে লিপ্ত হইতে বাধ্য করে)। পক্ষান্তরে আল্লাহর নিকট আছে মহা প্রতিদান; অতএব (ধন-সম্পদ ও পুত্র-পরিজনের মোহে পতিত না হইয়া) যথাশক্তি ও সর্বস্ব ব্যয়ে আল্লাহর ভয়-ভক্তি অর্জনে সচেষ্ট হও এবং আল্লাহর কথা মান ও তাঁহার ফরমাবরদারী কর– ইহাই

www.eelm.weebly.com

তোমাদের জন্য উত্তম। (ধন-জনের মোহ ও আকর্ষণ বস্তুত আল্লাহ ভিন্ন বস্তুর লালসা বটে– এই) লালসার স্বভাব মুক্ত যাঁহারা তাঁহারাই সাফল্য লাভকারী।'

❖ 'ফেতনা' শব্দের অর্থ কণ্টকের বস্তু; যথা ধন-সম্পদ ও পুত্র-পরিজন– উহা নেক কাজের অন্তরায় হয়, ব্যাঘাত ঘটায় বিনষ্টকারী হয় এবং খারাপ কাজে বাধ্য করে। এইরূপ কণ্টকের বস্তু আল্লাহ তাআলা মানুষকে দান করেন পরীক্ষা স্বরূপ– দেখিতে চাহেন, কে ঐ কণ্টকে জড়াইয়া উহার সাথেই আবদ্ধ হইয়া থাকে, আল্লাহর নাফরমানী করিতেও দ্বিধাবোধ করে না? আর কে কণ্টককে এড়াইয়া সদা আল্লাহর দিকে অগ্রসর হওয়ায় যত্নবান থাকে?

এই সূত্রে অনেকে আলোচ্য আয়াতে 'ফেতনা' শব্দের তরজমা 'পরীক্ষার বস্তু' বলিয়া থাকেন। 'কণ্টকের বস্তু' ও 'পরীক্ষার বস্তু' উভয় তরজমার মর্ম একই। কারণ কণ্টকের বস্তু আল্লাহ তাআলা মানুষকে দান করেন পরীক্ষার জন্যই। সুতরাং ধন-জন প্রকৃত প্রস্তাবে কণ্টকের বস্তু এবং উহাই মানুষের জন্য পরীক্ষারও বস্তু।

❖ যে মানুষ ধন-জনের মোহে ও আকর্ষণে এবং মায়ায় অবশ্য করণীয় নেক কাজ ছাড়িয়া দেয় বা নেকী বিনষ্টকারী পদক্ষেপ নেয় অথবা আল্লাহর নাফরমানী কাজে পতিত হয়– শরীয়তী বিধানের সীমা বহির্ভূত হইয়া যায় তাহাকেই বলা হইবে– সে এই পরীক্ষায় ফেল হইয়াছে। পক্ষান্তরে নেক কাজে বিরত না থাকিয়া, শরীয়তের সীমা লঙ্ঘন না করিয়া সঞ্চয় ও উহার হেফাযতে তৎপর হইলে অথবা পুত্র-পরিজনের প্রতি স্নেহ-মমতায় আকৃষ্ট হইলে তাহা পরীক্ষায় ফেল করা সাব্যস্ত হইবে না, বরং উহা সুন্নতের অনুসরণ গণ্য হইবে। আলোচ্য হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই সুন্নতই প্রমাণিত হইয়াছে। পুত্র-পরিজনের প্রতি এই পরিমাণ আকর্ষণ যে, সুন্নত তাহা আরও সুস্পষ্টরূপে হাদীসে প্রমাণিত আছে। হযরতের শিশু পুত্রের মৃত্যু হইলে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাঁদিয়াছেন; এ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইলে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, চোখে অশ্রু আছে, হৃদয়ে ব্যথা আছে কিন্তু মুখে আল্লাহর অসন্তুষ্টির কোন উক্তি নাই। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বালক পুত্রকে আদর-স্নেহ করিয়াছেন; এই সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইলে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রশ্নকারীর প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন,

www.eelm.weebly.com

যাহার অন্তরে মমতা নাই সে আল্লাহ তাআলার মমতা তথা রহমত হইতে বঞ্চিত থাকে।

মাসআলা ঃ জুমার খুতবাকালে গোল হইয়া বসিবে না। অবশ্য কেবলামুখী বসিয়াই লক্ষ্য ও দৃষ্টি ইমামের প্রতি রাখিবে।

১২৫১ (আঃ)। হাদীস– আমর ইবনে শোয়ায়েব (রহ.) স্বীয় পিতা হইতে, তিনি তাঁহার দাদা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন–

إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنِ الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ فِى الْمَسْجِدِ وَاَنْ تُنْشَدَ فِيْهِ ضَالَّةٌ وَاَنْ يُّنْشَدَ فِيْهِ شِعْرٌ وَنَهٰى عَنِ التَّحَلُّقِ قَبْلَ الصَّلٰوةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে ক্রয়-বিক্রয় করিতে নিষেধ করিয়াছেন এবং (বাহিরে) হারানো জিনিসের খোঁজ (করার বিজ্ঞপ্তি প্রচার) মসজিদে করা হইতেও নিষেধ করিয়াছেন, মসজিদে (দ্বীনের বিষয়ে নয়– এমন) কবিতা পাঠও নিষেধ করিয়াছেন। আর জুমার দিন মসজিদে নামাযের পূর্বে গোল হইয়া বসাও নিষেধ করিয়াছেন।"

১২৫২ (তিঃ)। হাদীস– হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اسْتَوٰى عَلَى الْمِنْبَرِ اسْتَقْبَلْنَاهُ بِوُجُوْهِنَا

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বারের উপর বসিলে পর হইতেই আমরা স্বীয় চেহারা তাঁহার মুখী রাখিতাম।"

১২৫৩ (ইঃ)। হাদীস– ছাবেত (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا قَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ اسْتَقْبَلَهُ اَصْحَابُهُ بِوُجُوْهِهِمْ

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন (খুতবা দানে) মিম্বারের উপর দাঁড়াইতেন তখন সাহাবীগণ তাঁহাদের চেহারা হযরতের প্রতি রাখিতেন।"

www.eelm.weebly.com

মাসআলা ঃ জুমার দিন যথাসাধ্য ইমামের নিকটতম স্থানেন বসায় সচেষ্ট হইবে। বসার মধ্যেও সংযতভাব ও গাম্ভীর্য বজায় রাখিবে।

১২৫৪ (আঃ)। হাদীস– ছামুরা ইবনে জুন্দুব (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

أُحْضُرُوا الذِّكْرَ وَادْنُوا مِنَ الْإِمَامِ فَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَزَالُ يَتَبَاعَدُ حَتَّى يُؤَخَّرَ فِي الْجَنَّةِ وَإِنْ دَخَلَهَا

"উপদেশ শোনায় উপস্থিত হইও এবং ইমামের নিকটবর্তী বসিও। যে মানুষ (এইরূপ ক্ষেত্রে) পেছনে থাকার চেষ্টা করিবে পরিণামে সে বেহেশতে যাইতে পারিলেও পেছনে থাকিবে।"

১২৫৫ (আঃ)। হাদীস– হযরত মুআয ইবনে আনাস (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنِ الْحَبْوَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ

"জুমার দিন ইমামের খুতবা দানকালে উভয় হাঁটু হস্তদ্বয়ের বেষ্টনীতে খাড়া করিয়া বসা হইতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করিয়াছেন।" (এইরূপ বসায় অলসতা আসে।)

মাসআলা ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিম্বার ছিল– উপরে পৌছিতে দুই সিঁড়ি বিশিষ্ট।

১২৫৬ (আঃ)। হাদীস– হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

لَمَّا بَدُنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ تَمِيْمُ الدَّارِيُّ أَلَا أَتَّخِذُ لَكَ مِنْبَرًا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ يَحْمِلُ عِظَامَكَ قَالَ بَلٰى فَاتَّخَذَ لَهُ مِنْبَرًا مِرْقَاتَيْنِ

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরীর ভারি হইয়া গেলে তামীম দারী (রাযি.) আরজ করিলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনার জন্য একটি

www.eelm.weebly.com

মিম্বার তৈরি করি– যাহা আপনাকে তুলিয়া ধরিবে? হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হাঁ। সেমতে তিনি হযরতের জন্য একটি মিম্বার তৈরির ব্যবস্থা করিলেন– যাহার উপরে চড়িতে দুই ধাপ সিঁড়ি ছিল।"

❖ পরবর্তী আমলে প্রথম খলীফা আবু বকর (রাযি.) হযরতের বসার স্থানের সম্মানার্থে উহার উপর বসা এড়াইয়া উহাকে উর্ধ্বে রাখার উদ্দেশ্যে নিচের দিকে আর একক ধাপ বর্ধিত করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় খলীফা ওমর (রাযি.) আবু বকর (রাযি.)-এর বসার স্থানের প্রতিও ঐরূপ সম্মান প্রদর্শনার্থে নিচের দিকে আরও এক ধাপ বর্ধিত করিয়াছিলেন। তৃতীয় খলীফা উসমান (রাযি.) পরিবর্ধন করেন নাই। কারণ এই পরিবর্ধন না থামাইলে জটিলতা দেখা দিবে।

মাসআলা ঃ খুতবা দানকালে লাঠি ইত্যাদির উপর ভর করা যায়।

১২৫৭ (ইঃ)। হাদীস– সাদ (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا خَطَبَ فِى الْحَرْبِ خَطَبَ عَلٰى قَوْسٍ وَاِذَا خَطَبَ فِى الْجُمُعَةِ خَطَبَ عَلٰى عَصًى

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধ ক্ষেত্রে কোন ভাষণ দিলে ভাষণ দানকালে ধনুর উপর হাতের ভর করিতেন। আর জুমার খুতবা দানকালে লাঠির উপর ভর করিতেন।"

মাসআলা ঃ ইমাম খুতবা সমাপ্তে মিম্বার হইতে অবতরণের পর প্রয়োজনীয় কথা বলিতে পারেন।

১২৫৮ (ইঃ)। হাদীস– আনাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে–

اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُكَلِّمُ فِى الْحَاجَةِ اِذَا نَزَلَ عَنِ الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমার দিন মিম্বার হইতে অবতরণের পরে প্রয়োজনে কথা বলিতেন।"

মাসআলা ঃ জুমার দিন পরবর্তী আগন্তুকেরা অন্যের কাঁধের উপর দিয়া ডিঙ্গাইয়া সম্মুখে যাওয়ার চেষ্টা করিবে– ইহা কবীরা গোনাহ। বস্তুত সব

www.eelm.weebly.com

সমাবেশেই এইরূপ করা নিষিদ্ধ। সম্মুখে জায়গা খালি থাকিলে নিজ সম্মুখের ব্যক্তিকে অগ্রগামী হওয়ার অনুরোধ করিবে; হয় সে অগ্রসর হইবেব, না হয় অগ্রসর হওয়ার পথ দিবে– তাহার কাঁধের উপর দিয়া ডিঙ্গাইয়া যাওয়ার প্রয়োজন হইবে না।

১২৫৯ (তিঃ)। হাদীস– মুআয ইবনে আনাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

مَنْ تَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اتَّخَذَ جِسْرًا اِلَى جَهَنَّمَ

"যে ব্যক্তি জুমার দিন লোকদের কাঁধের উপর দিয়া ডিঙ্গাইয়া যাইবে সে জাহান্নামে পৌছিবার সেতু তৈয়ার করিয়া নিল।"

১২৬০ (ইঃ)। হাদীস– হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে–

اَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فَجَعَلَ يَتَخَطَّى النَّاسَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِجْلِسْ فَقَدْ اٰذَيْتَ وَاٰنَيْتَ

"এক ব্যক্তি জুমার দিন মসজিদে আসিল– তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুতবা দিতেছিলেন। ঐ ব্যক্তি লোকদেরকে ডিঙ্গাইয়া সম্মুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ ব্যক্তিকে বলিলেন, বসিয়া পড়; বিলম্বে আসিয়াছ এবং লোকদেরে কষ্ট দিতেছ।"

মাসআলা ঃ জুমার নামাযের জন্য ওয়াক্ত হওয়ার সাথে সাথে যথাসত্ত্বর মসজিদে আসিতে যত্নবান হইবে।

১২৬১ (ইঃ)। হাদীস– আলকামা (রহ.) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) সাহাবীর সাথে জুমার জন্য আসিলাম। তিনি দেখিতে পাইলেন, তাঁহার আগে তিনজন লোক মসজিদে আসিয়া গিয়াছে। তিনি (আক্ষেপ করিয়া) বলিলেন, অদ্য আমি চারজনের চতুর্থ হইলাম! অবশ্য চতুর্থও অতি দূরে নয়। আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি–

www.eelm.weebly.com

إِنَّ النَّاسَ يَجْلِسُوْنَ مِنَ اللّٰهِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عَلٰى قَدْرِ رَوَاحِهِمْ إِلَى الْجُمُعَاتِ الْأَوَّلُ وَالثَّانِيْ وَالثَّالِثُ ثُمَّ قَالَ رَابِعُ أَرْبَعَةٍ وَمَا رَابِعُ أَرْبَعَةٍ بِبَعِيْدٍ

"(বেহেশতী) লোকগণ কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলার সান্নিধ্যে বসিবেন জুমাসমূহের প্রতি অগ্রের আসার পরিমাণ অনুপাতে– প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় (ইত্যাদি)। অতঃপর আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) পুনঃ বলিলেন, (অদ্য আমি) চার জনের চতুর্থ হইলাম! চতুর্থ অতি দূরে নহে।"

মাসআলা ঃ জুমার নামাযের জন্য বিশেষ পোশাক উত্তম।

১২৬২ (ইঃ)। হাদীস– আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জুমার দিন মিম্বারে দাঁড়াইয়া বলিতে শুনিয়াছেন–

مَا عَلٰى أَحَدِكُمْ لَوِ اشْتَرٰى ثَوْبَيْنِ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ سِوٰى ثَوْبَيْ مِهْنَةٍ

"সদা কাজে-কর্মে ব্যবহৃত পরিধানের কাপড়দ্বয় ব্যতীত জুমার জন্য বিশেষ এক জোড়া কাপড় ক্রয় করিলে তাহা কাহারও জন্য অতিরিক্ত বা দোষনীয় গণ্য হইবে না।"

১২৬৩ (ইঃ)। হাদীস– আয়েশা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমার দিন খুতবা দানে দাঁড়াইয়া লোকদের গায়ে চামড়ার পোশাক দেখিতে পাইলেন। তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন–

مَا عَلٰى أَحَدِكُمْ إِنْ وَجَدَ سَعَةً أَنْ يَتَّخِذَ ثَوْبَيْنِ لِجُمُعَتِهِ سِوٰى ثَوْبَيْ مِهْنَتِهِ

"তোমাদের কাহারও জন্য দোষনীয় হইবে না যদি সামর্থ্য থাকে– সেমতে জুমার জন্য বিশেষরূপে দুইটি কাপড় রাখে, সদা কাজে-কর্মে পরিধেয় কাপড়দ্বয় ব্যতীত।"

১২৬৪ (ইঃ)। হাদীস– আবু যর (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

www.eelm.weebly.com

مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَاَحْسَنَ غُسْلَهُ وَتَطَهَّرَ فَاَحْسَنَ طُهُوْرَهُ وَلَبِسَ مِنْ اَحْسَنِ ثِيَابِهِ وَمَسَّ مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ مِنْ طِيْبِ اَهْلِهِ ثُمَّ اَتَى الْجُمُعَةَ وَلَمْ يَلْغُ وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْاُخْرٰى

"যে ব্যক্তি জুমার দিন উত্তমরূপে গোসল করিবে, উত্তমরূপে পবিত্রতা হাসিল করিবে এবং তাহার উত্তম পোশাক পরিবে ও আল্লাহর দেওয়া সাধ্য পরিমাণ নিজ গৃহের সুগন্ধি ব্যবহারে আনিবে, অতঃপর জুমার নামাযের জন্য মসজিদে উপস্থিত হইবে এবং জুমার নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া কথা না বলিবে এবং (একত্রিত) দুইজনের মধ্যে (তাহাদেরে কষ্ট দিয়া) না বসিবে তাহার জন্য ক্ষমা নির্ধারিত করিয়া দেওয়া হইবে– তাহার এই জুমা হইতে পরবর্তী জুমা পর্যন্ত।"

১২৬৫ (ইঃ)। হাদীস– ইবনে আব্বাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

اِنَّ هٰذَا يَوْمُ عِيْدٍ جَعَلَهُ اللّٰهُ لِلْمُسْلِمِيْنَ فَمَنْ جَاءَ اِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ وَاِنْ كَانَ طِيْبٌ فَلْيَمَسَّ مِنْهُ وَعَلَيْكُمْ بِالسِّوَاكِ

"জুমার দিনটিকে আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের জন্য ঈদের রূপী করিয়া দিয়াছেন। অতএব যে ব্যক্তি জুমায় উপস্থিত হইতে চাহিবে সে গোসল করিবে এবং সুগন্ধি থাকিলে তাহা ব্যবহার করিবে। আর মেসওয়াক তো তোমরা অবশ্যই করিবে।"

মাসআলা ঃ জুমার দিন মসজিদে ঘুমের চাপ হইলে উহা প্রতিরোধে সচেষ্ট হইবে। যথা স্থান পরিবর্তন করিয়া বসিবে।

১২৬৬ (তিঃ)। হাদীস– ইবনে ওমর (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন–

اِذَا نَعَسَ اَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيَتَحَوَّلْ عَنْ مَجْلِسِهِ ذٰلِكَ

www.eelm.weebly.com

"জুমার দিন (মসজিদে) তোমাদের কাহারও তন্দ্রা আসিলে সে অবশ্যই স্থান পরিবর্তন করিয়া নিবে।"

মাসআলা ঃ জুমার দিন মসজিদে কোন বসা ব্যক্তিকে তাহার স্থান হইতে উঠিয়া যাওয়ার পরিস্থিতি সৃষ্টি করিয়া নিজে তথায় বসিবে না।

১২৬৭ (মেঃ)। হাদীস– জাবের (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন–

لَا يُقِيمَنَّ اَحَدُكُمْ اَخَاهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ يُخَالِفُ اِلٰى مَقْعَدِهٖ فَيَقْعُدُ فِيْهِ وَلٰكِنْ يَقُوْلُ اِفْسَحُوْا (مسلم)

"তোমাদের কেহ কস্মিনকালেও এইরূপ করিবে না যে, জুমার দিন স্বীয় মুসলমান ভাইকে তাহার বসার জায়গা হইতে তাহাকে উঠাইয়া দেয় এবং নিজে ঐ স্থানে বসে। হাঁ– এই অনুরোধ করিতে পারে যে, একটু জায়গা করিয়া দিন!"

মাসআলা ঃ জুমার নামাযের জন্য বিধানগতরূপে কোন সূরা নির্ধারিত নহে। তবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেসব সূরা জুমার নামাযে পড়িয়াছেন উহার অনুসরণ উত্তম বটে।

১২৬৮ (মোসঃ)। হাদীস– হযরত নোমান ইবনে বশীর (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِى الْعِيْدَيْنِ وَفِى الْجُمُعَةِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى وَهَلْ اَتٰكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ قَالَ وَاِذَا اجْتَمَعَ الْعِيْدُ وَالْجُمُعَةُ فِىْ يَوْمٍ وَاحِدٍ يَقْرَأُ بِهِمَا اَيْضًا فِى الصَّلَاتَيْنِ

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উভয় ঈদের নামাযে ও জুমার নামাযে 'ছাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আলা' এবং 'হাল আতাকা হাদিছুল গাশিয়া' সূরাদ্বয় পড়িতেন। এমনকি ঈদ ও জুমা এক দিনে একত্রিত হইলেও উভয় নামাযেই উক্ত সূরাদ্বয় পড়িতেন।"

১২৬৯ (মোসঃ)। হাদীস– ইবনে আব্বাস (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

www.eelm.weebly.com

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلٰوةِ الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ الٓمٓ تَنْزِيلُ السَّجْدَةِ وَهَلْ أَتٰى عَلَى الْإِنْسَانِ حِيْنٌ مِّنَ الدَّهْرِ وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلٰوةِ الْجُمُعَةِ سُوْرَةَ الْجُمُعَةِ وَالْمُنَافِقِيْنَ

'নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমার দিন ফজরের নামাযে সূরা আলিফ-লাম-মীম তানযীল ও সূরা দাহর পড়িতেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমার নামাযে সূরা জুমুয়া ও সূরা মুনাফিকুন পড়িতেন।'

১২৭০ (আঃ)। হাদীস– যাহহাক ইবনে কায়স (রহ.) নোমান ইবনে বশীর (রাযি.)কে জিজ্ঞাসা করিলেন–

مَاذَا كَانَ يَقْرَأُ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلٰى إِثْرِ سُوْرَةِ الْجُمُعَةِ فَقَالَ كَانَ يَقْرَأُ بِهَلْ أَتٰكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ

'রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমার দিন সূরা জুমুয়া পড়ার পরে (দ্বিতীয় রাকাতে) কি পড়িতেন? তিনি বলিলেন, সূরা গাশিয়া পড়িতেন।'

মাসআলা ঃ জুমার ফরযের পূর্বে জুমার সুন্নতে মুয়াক্কাদা চার রাকাত এক তাহরীমার সহিত। প্রথমে যদি দুই রাকাত তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়া হয় তবে তাহা মুস্তাহাব হইবে। জুমার ফরযের পরে চার রাকাত এক সালামের সহিত সুন্নতে মুয়াক্কাদা। কাহারও মতে চার রাকাতের পরে আরও দুই রাকাত সুন্নতে মুয়াক্কাদা। সেমতে জুমার পর সুন্নতে মুয়াক্কাদারূপে ছয় রাকাত পড়াই উত্তম বলা হয়।

১২৭১ (মোসঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন–

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا

"তোমাদের যে কেহ জুমার নামায আদায় করিবে সে অবশ্যই উহার পরে চার রাকাত নামায পড়িবে।"

www.eelm.weebly.com

১২৭২ (মোসঃ)। হাদীস– হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ

"নিশ্চয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমার নামায আদায় করার পর দুই রাকাত নামায পড়িতেন।"

❖ উল্লিখিত উভয় হাদীসের সমষ্টি দৃষ্টেই জুমার পর সুন্নত ছয় রাকাত বলা হইয়া থাকে।

১২৭৩ (তিঃ)। হাদীস– আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) সাহাবী হইতে বর্ণনা করা হইয়াছে–

أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا أَرْبَعًا

"আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) জুমার নামাযের আগে চার রাকাত নামায পড়িতেন এবং পরেও চার রাকাত পড়িতেন।"

১২৭৪ (আঃ)। হাদীস– নাফে (রহ.) বর্ণনা করিয়াছেন–

كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُطِيلُ الصَّلٰوةَ قَبْلَ الْجُمُعَةِ وَيُصَلِّي بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ وَيُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ

"আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) জুমার পূর্বে দীর্ঘ নামায পড়িতেন এবং জুমার পরে গৃহে যাইয়া শুধু দুই রাকাত পড়িতেন। তিনি বর্ণনা করিতেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এইরূপ করিয়া থাকিতেন।"

১২৭৫ (ইঃ)। হাদীস– ইবনে আব্বাস (রাযি.) বর্ণনা করেন–

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْكَعُ قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا لَا يَفْصِلُ فِي شَيْءٍ مِنْهُنَّ

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমার নামাযের আগে চার রাকাত নামায পড়িতেন– যাহার কোন অংশেই (সালাম ফিরিয়া) ছিন্নতা সৃষ্টি করিতেন না।"

www.eelm.weebly.com

মাসআলা ঃ জুমার নামায আদায় করিয়া বাড়ি ফিরিতে রাত্র হইয়া যাইবে– জুমার নামাযের ব্যবস্থা এত দূরে হইলেও তথায় যাইয়া জুমার নামায আদায় করিবে।

১২৭৬ (তিঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন–

اَلْجُمُعَةُ عَلٰى مَنْ اٰوَاهُ اللَّيْلُ اِلٰى اَهْلِهٖ

"জুমার নামায ঐরূপ ব্যক্তির উপর বর্তিবে যে, উহা আদায় করিয়া নিজ পরিবারে রাত্রি যাপন করিতে সক্ষম হয়।"

মাসআলা ঃ জুমার দিন ও উহার রাত্রি উভয়টিরই ফযীলত বা মাহাত্ম্য রহিয়াছে। যেই রাত্রি অতিবাহিত হওয়ার পর জুমার দিন আসে ঐ রাত্রিই হইতেছে জুমার রাত্রি।

১২৭৭ (মেঃ)। হাদীস– আনাস (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا دَخَلَ رَجَبٌ قَالَ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِىْ رَجَبَ وَشَعْبَانَ وَبَلِّغْنَا فِىْ رَمَضَانَ قَالَ وَكَانَ يَقُوْلُ لَيْلَةُ الْجُمُعَةِ لَيْلَةٌ اَغَرُّ وَيَوْمُ الْجُمُعَةِ يَوْمٌ اَزْهَرُ (بيهقى)

"রজব চাঁদের মাস আসিলে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এইরূপ দোয়া করিতেন– আয় আল্লাহ! রজব ও শাবান মাসে আমাদের জীবনে বরকত দান করিও; আমাদেরে রমযান মাসে বাঁচাইয়া রাখিও (যেন রমযানের সকল সৌভাগ্য লাভের সুযোগ পাই)।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলিতেন– জুমার রাত্রি সর্বাধিক নুরের রাত্রি, জুমার দিন সর্বাধিক উজ্জ্বল দিন।"

❖ অর্থাৎ সাধারণ রাত্রিতে চন্দ্র ও নক্ষত্রের নুর বা আলো থাকে, যাহা দ্বারা বাহ্যদিক আলোকিত হয়। পক্ষান্তরে জুমার রাত্রে এমন মাহাত্ম্য থাকে যাহা দ্বারা অন্তরদেশ আলোকিত করা যায়। তদ্রূপ সাধারণ দিনসমূহে সূর্যের জ্যোতি থাকে, যাহার দ্বারা বাহ্যদিক জ্যোতির্ময় হয়। পক্ষান্তরে জুমার দিনে এমন মাহাত্ম্য থাকে যাহার দ্বারা অন্তরদেশ জ্যোতির্ময় হইতে পারে। যথা

www.eelm.weebly.com

নিশ্চিতরূপ দোয়া কবুল হওয়ার ব্যবস্থা এই দিনে রহিয়াছে। দশ দিনের গোনাহ মাফ করাইয়া নেওয়ার ব্যবস্থা এই দিনে রহিয়াছে। সামান্য মেহনতে বড় বড় কুরবানীর সওয়াব হাসিলের ব্যবস্থা এই দিনে রহিয়াছে। এতদ্ভিন্ন আরও অনেক মাহাত্ম্যই এই দিনে ও রাত্রিতে রহিয়াছে। যেমন নিম্নে বর্ণিত হাদীসের মর্ম কতই না সৌভাগ্যের সুসংবাদ!

১২৭৮ (মেঃ)। হাদীস– আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوْتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اَوْ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ اِلَّا وَقَاهُ اللّٰهُ فِتْنَةَ الْقَبْرِ (ترمذى)

"যে কোন মুসলমান জুমার দিন বা জুমার রাত্রে মারা গেলে আল্লাহ তাআলা তাহাকে কবরের আযাব হইতে রেহাই দিবেন।"

❖ কোন একটি ঔষধ সম্পর্কে বলা হয়, ইহা জ্বরের মহৌষধ– ইহা সেবনে জ্বর হইতে নিষ্কৃতি লাভ হয়। হয়তো অগণিত ক্ষেত্রে এই ফলাফল বাস্তবরূপে দেখাও যায়। কিন্তু ক্ষেত্রবিশেষে অন্য কোন রোগের চাপে অথবা কোন প্রতিবন্ধকতার কারণে উক্ত ঔষধের ক্রিয়া বাস্তবায়িত হইতে পারে না, ফলে এই ঔষধ সেবন করিয়াও জ্বর হইতে অব্যাহতি লাভ হয় না। এইরূপ ঘটনায় উক্ত ঔষধের সাধারণ ক্রিয়া ও ফলাফল অস্বীকার করা সমর্থনীয় নয়, ঐ ঔষধ বাজারে অচল হয় না। আলোচ্য হাদীসের মর্মকে এই দৃষ্টান্তেই বুঝিতে হইবে।

ঈদের নামাযের বয়ান

১২৭৯ (মোসঃ)। হাদীস– হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

شَهِدْتُّ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلٰوةَ يَوْمَ الْعِيْدِ فَبَدَأَ بِالصَّلٰوةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِغَيْرِ اَذَانٍ وَلَا اِقَامَةٍ ثُمَّ قَامَ مُتَوَكِّئًا عَلٰى بِلَالٍ فَاَمَرَ بِتَقْوَى اللّٰهِ وَحَثَّ عَلٰى طَاعَتِهِ وَوَعَظَ النَّاسَ وَذَكَّرَهُمْ ثُمَّ

www.eelm.weebly.com

مَضٰى حَتّٰى اَتَى النِّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ فَقَالَ تَصَدَّقْنَ فَاِنَّ اَكْثَرَكُنَّ حَطَبُ جَهَنَّمَ فَقَامَتْ اِمْرَاَةٌ مِنْ سِطَةِ النِّسَاءِ سَفْعَاءُ الْخَدَّيْنِ فَقَالَتْ لِمَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ لِاَنَّكُنَّ تُكْثِرْنَ الشَّكَاةَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيْرَ فَجَعَلْنَ يَتَصَدَّقْنَ مِنْ حُلِيِّهِنَّ يُلْقِيْنَ فِىْ ثَوْبِ بِلَالٍ مِنْ اَقْرِطَتِهِنَّ وَخَوَاتِيْمِهِنَّ

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আমি ঈদের নামাযে শরীক হইয়াছি। প্রথমে নামায পড়িয়াছেন– খুতবার পূর্বে; আযান ও ইকামত ব্যতিরেকে। তারপর (খুতবা দানে) বেলাল (রাযি.)-এর উপর ভর করিয়া দাঁড়াইয়াছেন এবং আল্লাহর ভয়-ভক্তি সঞ্চয়ের আদেশ করিয়াছেন এবং আল্লাহর ফরমাবরদারীর প্রতি আহ্বান জানাইয়াছেন, লোকদেরে নসীহত করিয়াছেন, তাহাদেরে (পরকাল) স্মরণ করাইয়াছেন। তারপর অগ্রসর হইয়া মহিলাদের স্থানে পৌছিয়াছেন, তাহাদেরে নসীহত করিয়াছেন (পরকাল) স্মরণ করাইয়াছেন। অতঃপর তাহাদেরে বলিয়াছেন, তোমরা দান-খয়রাত কর; তোমাদের বেশির ভাগ জাহান্নামের জ্বালানী হইবে। কালো দাগবিশিষ্ট গণ্ডযুগলধারীণী অর্থাৎ অতি সাধারণ এক মহিলা জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রসূলাল্লাহ! ঐরূপ কেন হইবে? হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, এইজন্য যে– তোমরা পরের দোষ বেশি গাহিয়া থাক, স্বামীর কৃতঘ্ন হইয়া থাক। সেমতে মহিলাগণ নিজেদের অলঙ্কার দান করা আরম্ভ করিল, কানের গহনা ও আংটি বেলালের কাপড়ে ফেলিতে লাগিল।"

১২৮০ (মোসঃ)। হাদীস– হযরত জাবের ইবনে ছামুরা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِيْدَيْنِ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ بِغَيْرِ اَذَانٍ وَلَا اِقَامَةٍ

"আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ঈদের নামায পড়িয়াছি আযান ইকামত ব্যতিরেকে– এক দুই বার নয়, (বহুবার)।"

মাসআলা ঃ ঈদের নামাযের জন্য পায়ে হাটিয়া যাওয়া-আসা সুন্নত এবং যাওয়ার পথ ভিন্ন অপর পথে ফেরা সুন্নত।

www.eelm.weebly.com

১২৮১ (তিঃ)। হাদীস– আলী (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

مِنَ السُّنَّةِ اَنْ تَخْرُجَ اِلَى الْعِيْدِ مَاشِيًا وَاَنْ تَاْكُلَ شَيْئًا قَبْلَ اَنْ تَخْرُجَ

"সুন্নত এই যে, ঈদের জন্য পায়ে হাটিয়া যাইবে এবং (ঈদুল ফিতরে ঈদগাহে) যাওয়ার পূর্বে কিছু খাইবে।"

১২৮২ (তিঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) বর্ণনা করেন–

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْعِيْدِ فِىْ طَرِيْقٍ رَجَعَ فِىْ غَيْرِهٖ

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদের দিন (নামাযের জন্য) এক পথে যাইতেন অপর পথে ফিরিতেন।"

১২৮৩ (আঃ)। হাদীস– ওমর (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে–

اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَخَذَ يَوْمَ الْعِيْدِ فِىْ طَرِيْقٍ ثُمَّ رَجَعَ فِىْ طَرِيْقٍ اٰخَرَ

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদের দিন (নামাযে) এক পথে গিয়াছেন, অপর পথে ফিরিয়াছেন।"

১২৮৪ (ইঃ)। হাদীস– ইবনে ওমর (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ اِلَى الْعِيْدِ مَاشِيًا وَيَرْجِعُ مَاشِيًا

"রসূলুল্লা ،সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদের নামাযে যাইতেনও পায়ে হাটিয়া, ফিরিতেনও পায়ে হাটিয়া।"

মাসআলা ঃ ঈদের দিন ঈদের নামাযের পূর্বে কোন রকম নফল, এমনকি ইশরাকের নফল নামাযও নিষিদ্ধ। ঈদের নামাযের পরে ঈদের নামায স্থানে নফল পড়িবে না।

১২৮৫ (ইঃ)। হাদীস– আবু সাঈদ খুদরী (রাযি.) বর্ণনা করেন,

www.eelm.weebly.com

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصَلِّيْ قَبْلَ الْعِيْدِ شَيْئًا فَإِذَا رَجَعَ إِلٰى مَنْزِلِهِ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ

'নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদের নামাযের পূর্বে কোন নামায পড়িতেন না। নামাযান্তে বাড়ি ফিরিয়া আসিয়া দুই রাকাত নামায পড়িতেন।'

মাসআলা ঃ ঈদের নামাযে দীর্ঘ কিরাতও পড়া যায়, অবশ্য তাহা মুসল্লীদের অবস্থার সামঞ্জস্যে হইতে হইবে।

১৩৮৬ (মোসঃ)। হাদীস– হযরত আবু ওয়াকেদ লায়ছী (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

سَأَلَنِيْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَمَّا قَرَأَ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ يَوْمِ الْعِيْدِ فَقُلْتُ بِاقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَ قٓ وَالْقُرْاٰنِ الْمَجِيْدِ

"আমাকে ওমর (রাযি.) জিজ্ঞাসা করিলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদের নামাযে কিরাত কি পড়িতেন? আমি বলিলাম, সূরা কামার (দ্বিতীয় রাকাতে) এবং সূরা কাফ (প্রথম রাকাতে) পড়িতেন।"

❖ এই সূরাদ্বয় অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ সূরা। সাধারণত সূরা আলা এবং সূরা গাশিয়া পড়াও হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে।

১২৮৭ (আঃ)। হাদীস– আবু মুছা আশআরী (রাযি.) ও হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রাযি.)কে সাঈদ ইবনুল আস (রাযি.) জিজ্ঞাসা করিলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার নামাযে তাকবীর কিরূপ বলিতেন? আবু মুছা আশআরী (রাযি.) বলিলেন–

كَانَ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا تَكْبِيْرَهُ عَلَى الْجَنَائِزِ فَقَالَ حُذَيْفَةُ صَدَقَ فَقَالَ أَبُوْ مُوْسٰى كَذٰلِكَ كُنْتُ أُكَبِّرُ فِي الْبَصْرَةِ حَيْثُ كُنْتُ عَلَيْهِمْ

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চারটি করিয়া তাকবীর বলিতেন– যেরূপ হয় জানাযার নামাযে।" অর্থাৎ প্রথম রাকাতে তাকবীরে তাহরীমা সহ পর পর চারটি তাকবীর এবং দ্বিতীয় রাকাতেও পর পর চারটি তাকবীর– শেষ তাকবীরটি রুকুতে যাওয়ার।

www.eelm.weebly.com

এই বর্ণনা শ্রবণকারী অপর সাহাবী হুযায়ফা (রাযি.) বলিলেন, আবু মুছা আশআরী (রাযি.) ঠিক বলিয়াছেন। অতঃপর আবু মুছা আশআরী (রাযি.) বলিলেন, বসরাবাসীদের শাসনকর্তা গভর্নর থাকাকালে আমি বসরায় এইভাবে তাকবীর বলিয়াই ঈদের নামায পড়াইয়াছি। (তথায় উপস্থিত শত শত সাহাবীগণ ইহা সমর্থন করিয়াছেন।)

মাসআলা ঃ ঈদুল ফিতরে কিছু খাইয়া নামায পড়িতে যাইবে। আর ঈদুল আযহায় নামায পড়িয়া পরে খাইবে।

১২৮৮ (তিঃ)। হাদীস– বুরায়দা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে,

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتّٰى يَطْعَمَ وَلَا يَطْعَمُ يَوْمَ الْاَضْحٰى حَتّٰى يُصَلِّيَ

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদুল ফিতরের দিন না খাইয়া (নামাযের জন্য) বাহির হইতেন না এবং ঈদুল আযহার দিন নামায না পড়িয়া খাইতেন না।"

মাসআলা ঃ ঈদের নামায ময়দানে পড়া উত্তম। কিন্তু বৃষ্টি থাকিলে অথবা কোন ওজরের উদ্ভব হইলে মসজিদে ঈদের নামায পড়িবে।

اِنَّهٗ اَصَابَهُمْ مَطَرٌ فِيْ يَوْمِ عِيْدٍ فَصَلّٰى بِهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلٰوةَ الْعِيْدِ فِي الْمَسْجِدِ

১২৮৯ (আঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে– "মদীনাবাসীগণ ঈদের দিন বৃষ্টির সম্মুখীন হইল; নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদেরকে লইয়া ঈদের নামায মসজিদে পড়িলেন।"

মাসআলা ঃ ঈদের দিন গোসল করা সুন্নত।

১২৯০ (ইঃ)। হাদীস– ইবনে আব্বাস (রাযি.) বর্ণনা করেন–

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الْاَضْحٰى

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিন গোসল করিয়া থাকিতেন।"

www.eelm.weebly.com

১২৯১ (ইঃ)। হাদীস– ফাকেহ ইবনে সাদ (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ النَّحْرِ وَيَوْمَ عَرَفَةَ وَكَانَ الْفَاكِهُ يَأْمُرُ اَهْلَهُ بِالْغُسْلِ فِىْ هٰذِهِ الْاَيَّامِ

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোসল করিয়া থাকিতেন– ঈদুল ফিতরের দিন, কুরবানীর দিন ও আরাফাতের দিন। ফাকেহ (রাযি.) আপন পরিজনকে এই দিনসমূহে গোসল করার আদেশ করিতেন।"

❖ আরাফাতের দিন গোসল করা– ইহা তাঁহাদের জন্য যাঁহারা হজ্জ উপলক্ষ্যে আরাফার ময়দানে থাকেন।

১৩৯২ (আঃ)। হাদীস– বরা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

إِنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُوْوِلَ يَوْمَ الْعِيْدِ قَوْسًا فَخَطَبَ عَلَيْهِ

"ঈদের দিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে একটি ধনু দেওয়া হইয়াছিল– উহাতে ভর করিয়া তিনি ঘোষণা দিয়াছিলেন।"

১২৯৩ (মেঃ)। হাদীস– আতা (রহ.) বর্ণনা করিয়াছেন–

إِنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ يَعْتَمِدُ عَلٰى عَنَزَةٍ اِعْتِمَادًا

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুতবা দানকালে আপন (বল্লম আকৃতির) লাঠির উপর ভর করিতেন।"

মাসআলা ঃ ঈদের নামাযের ওয়াক্ত আরম্ভ হয় সূর্য স্বাভাবিক অবস্থায় লাল বর্ণ মুক্ত হইয়া উজ্জ্বল হইলে– যাহা সাধারণত সূর্য ছয় হাত উপরে উঠিতে হয় বলিয়া ফেকাহ শাস্ত্রে উল্লেখ আছে। ওয়াক্ত থাকে সূর্য মধ্যাকাশে পৌছার পূর্ব পর্যন্ত। অবশ্য ওয়াক্তের প্রথম দিকেই নামায পড়া উত্তম এবং ঈদুল আযহা অপেক্ষাকৃত শীঘ্র পড়া উত্তম।

১২৯৪ (আঃ)। হাদীস– হযরত ইয়াজীদ ইবনে খোমায়ের (রহ.) বর্ণনা করিয়াছেন–

خَرَجَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بُسْرٍ صَاحِبُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ النَّاسِ فِىْ يَوْمِ عِيْدِ فِطْرٍ اَوْ اَضْحٰى فَاَنْكَرَ اِبْطَاءَ الْاِمَامِ فَقَالَ اِنَّا كُنَّا قَدْ فَرَغْنَا سَاعَتَنَا هٰذِهٖ وَذٰلِكَ حِيْنَ التَّسْبِيْحِ

www.eelm.weebly.com

"কোন এক ঈদের দিন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে বুছর (রাযি.) লোকদের সাথে নামাযের জন্য বাড়ি হইতে আসিলেন। ইমামের বিলম্ব করাকে তিনি নাপছন্দ করিলেন ও বলিলেন, (রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে) আমরা এই সময় নামায হইতে অবসর হইয়া যাইতাম। ঐ সময়টি ছিল, সকাল বেলার নফল তথা ইশরাক নামাযের সময়।"

১২৯৫ (মেঃ)। হাদীস– আমর ইবনে হাযম (রাযি.) যিনি নাজরান এলাকার শাসনকর্তা ছিলেন– তাঁহাকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লিখিয়াছিলেন–

اَنْ عَجِّلِ الْاَضْحٰى وَاَخِّرِ الْفِطْرِ وَذَكِّرِ النَّاسَ

"ঈদুল আযহার নামায বেশি শীঘ্র পড়িবে এবং ঈদুল ফিতরের নামায উহা অপেক্ষা বিলম্বে পড়িবে। আর (নামায উপলক্ষ্যে) লোকদেরে উপদেশ দান করিবে।"

মাসআলা ঃ ঈদুল ফিতরের চাঁদের প্রমাণ এমন সময় উপস্থিত হইয়াছে যখন সূর্য মধ্যাকাশে পৌছার পূর্বে ঈদের নামায পড়া সম্ভব নয় অথবা ঈদের দিন এমন কোন কারণের উদ্ভব হইয়াছে যদ্দরুন ঈদের দিন ঈদের নামায আদায় করা সম্ভব হয় নাই– এইরূপ ক্ষেত্রে ঈদের পর দিন ঈদের নামায আদায় করিবে। এক দিনের অধিক বিলম্বের ক্ষেত্রে ঈদুল ফিতরের নামায আদায়ের সুযোগ থাকিবে না। ঈদুল আযহার নামাযে ঈদের দিন পরে আরও দুই দিন সুযোগ থাকে।

১২৯৬ (আঃ)। হাদীস– নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কতিপয় সাহাবী হইতে বর্ণিত আছে–

اَنَّ رَكْبًا جَاؤُا اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْهَدُوْنَ اَنَّهُمْ رَاَوُا الْهِلَالَ بِالْاَمْسِ فَاَمَرَهُمْ اَنْ يُّفْطِرُوْا وَاِذَا اَصْبَحُوْا اَنْ يَّغْدُوْا اِلٰى مُصَلَّاهُمْ

"(মদীনার বহির্দেশ হইতে) একটি কাফেলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইল– তাহারা সাক্ষ্য দিতেছিল যে, তাহারা গতকল্য (ঈদুল ফিতরের) চাঁদ দেখিয়াছে। (মদীনায় চাঁদ না দেখায়

www.eelm.weebly.com

মদীনাবাসীরা রোযাদার।) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনাবাসীদের আদেশ করিলেন রোযা ভঙ্গ করার এবং রাত পোহাইলে ভোর বেলা ঈদগাহে যাওয়ার।"

❖ চাঁদ দেখার সাক্ষ্য যখন পৌছিয়াছে তখন ঈদের নামাযের সময় ছিল না বিধায় পরের দিন ঈদের নামায পড়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

'ইস্তিসকা'–বৃষ্টির জন্য দোয়ার নামায

খরা বা অনাবৃষ্টির দরুণ ক্ষয়ক্ষতি ও দুঃখ-কষ্ট দেখা দিলে তখন এই নামায পড়ার বিধান রহিয়াছে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবীগণ এই নামায পড়িয়াছেন।

এই নামাযের প্রস্তুতিরূপে প্রথমে তিন দিন রোযা রাখা উত্তম এবং আল্লাহর দরবারে তাওবা করা চাই এবং দান-খয়রাত করা চাই। অতঃপর নিম্নমানের পরিধেয়ে নিবেদিত প্রাণে বিনম্র ও বিনয়ীরূপে আল্লাহর ভয়ে কাতর হইয়া নতশিরে পায়ে হাটিয়া ঈদগাহ বা ময়দানে সমবেত হইবে। ময়দানে ইমামের জন্য মিম্বারের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। প্রথমে ইমাম লোকদের মুখী মিম্বারে বসিয়া খরা সম্পর্কে কিছু বক্তব্য রাখিবেন। এই বক্তব্যে আল্লাহ তাআলার ছানা-ছিফাত গুণগানের বর্ণনাও থাকিবে। এই বক্তব্যের মধ্যেই আল্লাহর দরবারে বৃষ্টি ভিক্ষা চাহিয়া দোয়া আরম্ভ করিবেন। দোয়া করা অবস্থায়ই শুধু ইমাম দাঁড়াইয়া কেবলামুখী হইবেন এবং মুনাজাতের হস্তদ্বয় দীর্ঘায়িতরূপে সাধারণ মুনাজাত অপেক্ষা অধিক– মাথা পর্যন্ত উত্তোলন পূর্বক হৃদয় কাঁদাইয়া অশ্রু বহাইয়া দোয়া করিতে থাকিবেন এবং মুনাজাতে হস্তদ্বয় উল্টাইবার ও দোয়ার মাঝে ইমাম কর্তৃক গায়ের চাদর উল্টাইবার প্রসঙ্গও আছে– যাহার বিবরণ সম্মুখে আসিবে। ইমামের এই মুনাজাতের সাথে লোকগণও শেষ পর্যন্ত বসা অবস্থায় সাধারণ নিয়মে মুনাজাত করিবে। অতঃপর সমবেতভাবে জামাতের সাথে ইমাম জুমার ও ঈদের নামাযের ন্যায় সশব্দে কিরাত পড়িয়া দুই রাকাত নামায আদায় করিবেন– ইহা ইস্তিসকার নফল নামায। ঈদের খুতবা যেরূপে নামাযের পরে হয় তদ্রূপ এই নামাযের পরে ইমাম খুতবা পাঠ করিবেন। এই খুতবার মধ্যেও আল্লাহ তাআলার প্রশংসা ও দরূদ শরীফের সাথে ইমাম বৃষ্টির জন্য বিভিন্ন রকমে দোয়া

www.eelm.weebly.com

করিবেন। ইমাম আবু ইউসুফের মতে উল্লিখিত বিষয় সম্বলিত শুধু একটি খুতবাই হইবে। ইমাম মুহাম্মদের মতে ঈদের নামাযের ন্যায় দুইটি খুতবা হইবে। দ্বিতীয় খুতবা জুমার এবং ঈদে যাহা পড়া হয় তাহাই পড়িবে।

১২৯৭ (মোসঃ)। হাদীস– হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا يَسْتَسْقِيْ فَجَعَلَ اِلَى النَّاسِ ظَهْرَهٗ يَدْعُوا اللّٰهَ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَحَوَّلَ رِدَائَهٗ ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ

"একদা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গৃহ হইতে বাহির হইয়া (ঈদগাহে) গেলেন। বৃষ্টির দোয়া করার জন্য সমবেত লোকদের প্রতি পৃষ্ঠ প্রদানপূর্বক কেবলামুখী (দাঁড়াইয়া) আল্লাহকে ডাকিতে থাকিয়া দোয়া করিলেন এবং আপন গায়ের চাদরের দিক ফিরাইলেন। তারপর দুই রাকাত নামায পড়িলেন।"

১২৯৮ (মোসঃ)। হাদীস– আনাস (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

اِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِسْتَسْقٰى فَاَشَارَ بِظَهْرِ كَفَّيْهِ اِلَى السَّمَاءِ

"একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বৃষ্টির জন্য দোয়া করিলেন; তখন শুভ ইঙ্গিত প্রকাশার্থে (মুনাজাতের মধ্যে) হস্তদ্বয়ের পিঠ আকাশের দিকে রাখিলেন (এইভাবে হস্তদ্বয় উপুড় করিয়া আল্লাহ তাআলার দরবারে আবদার দেখাইলেন যে, পানির পাত্র উপুড় করার ন্যায় মেঘমালার মুখ যমীনের দিকে উপুড় করিয়া বৃষ্টি বহাইয়া দাও।)"

১২৯৯ (আঃ)। হাদীস– আয়েশা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

شَكَا النَّاسُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُحُوْطَ الْمَطَرِ فَاَمَرَ بِمِنْبَرٍ فَوُضِعَ لَهٗ فِي الْمُصَلّٰى فَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَكَبَّرَ وَحَمِدَ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ قَالَ اِنَّكُمْ شَكَوْتُمْ جَدْبَ دِيَارِكُمْ وَاسْتِيْخَارَ الْمَطَرِ عَنْ اِبَّانِ زَمَانِهٖ عَنْكُمْ وَقَدْ اَمَرَكُمُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اَنْ تَدْعُوْهُ وَوَعَدَكُمْ اَنْ يَّسْتَجِيْبَ لَكُمْ ثُمَّ قَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ مٰلِكِ

www.eelm.weebly.com

يَوْمِ الدِّيْنِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْغَنِيُّ وَنَحْنُ الْفُقَرَاءُ اَنْزِلْ عَلَيْنَا الْغَيْثَ وَاجْعَلْ مَا اَنْزَلْتَ لَنَا قُوَّةً وَبَلَاغًا اِلٰى حِيْنٍ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَلَمْ يَزَلْ فِى الرَّفْعِ حَتّٰى بَدَا بَيَاضُ اِبْطَيْهِ ثُمَّ حَوَّلَ اِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ وَقَلَّبَ رِدَاءَهُ وَهُوَ رَافِعٌ يَدَيْهِ ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ وَنَزَلَ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ فَاَنْشَاَ اللّٰهُ سَحَابَةً فَرَعَدَتْ وَبَرَقَتْ ثُمَّ اَمْطَرَتْ بِاِذْنِ اللّٰهِ فَلَمْ يَاْتِ مَسْجِدَهُ حَتّٰى سَالَتِ السُّيُوْلُ فَلَمَّا رَاٰى سُرْعَتَهُمْ اِلَى الْكِنِّ ضَحِكَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ فَقَالَ اَشْهَدُ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ وَاَنِّىْ عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُوْلُهُ

"একদা লোকগণ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অনাবৃষ্টির অভিযোগ করিল। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদগাহের ময়দানে মিম্বারের ব্যবস্থার আদেশ করিলেন এবং লোকদিগকে একটি দিনের কথা দিলেন– ঐ দিন লোকগণও যাইবে। সেমতে হযরতের জন্য ঈদগাহে মিম্বার স্থাপন করা হইল। আয়েশা (রাযি.) বলেন– নির্ধারিত দিনে সূর্যের কিনারা উদিত হইলে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদগাহের দিকে বাহির হইলেন এবং মিম্বারে বসিয়া আল্লাহর মহত্ত্ব বর্ণনা করিলেন, তাঁহার প্রশংসা করিলেন। তৎপর বলিলেন, তোমরা তোমাদের দেশ খরা কবলিত হওয়ার অভিযোগ করিয়াছ এবং বৃষ্টির মওছুমে বৃষ্টি বিলম্বিত হওয়ার অভিযোগ করিয়াছ। আল্লাহ তাআলা তোমাদেরে আদেশ করিয়াছেন, যেন তোমরা তাঁহাকে ডাক– তাঁহার নিকট দোয়া কর এবং তিনি ওয়াদা করিয়াছেন, তিনি তোমাদের ডাকে সাড়া দিবেন। অতঃপর বলিলেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্য যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক, তিনি অসীম দয়ালু ও অতিশয় দয়াবান। তিনি প্রতিফল দিবসের মালিক। আল্লাহ ভিন্ন কোন মাবুদ নাই, তিনি যাহা ইচ্ছা তাহাই করেন। হে আল্লাহ! তুমিই মাবুদ, তুমি মুখাপেক্ষীহীন আমরা তোমার মুখাপেক্ষী। আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ কর, আর যাহা বর্ষণ করিবে তাহা আমাদের বল-শক্তির বস্তু বানাইয়া দিও এবং আমাদের জীবনের নির্ধারিত সময় পর্যন্ত পৌছিবার জন্য উহাকে অবলম্বন

www.eelm.weebly.com

বানাইয়া দিও। তারপর মুনাজাতের হস্তদ্বয় উপর দিকে উঠাইতে থাকিয়াছেন, এমনকি (গায়ে শুধু চাদর তাহাও অপেক্ষাকৃত খাট থাকায়) হযরতের বগলের ভিতরের নুরানী অংশ দেখা গিয়াছে। তারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের প্রতি পিঠ প্রদানে (কেবলামুখী) ফিরিয়াছেন এবং গায়ের চাদরের দিক পরিবর্তন করিয়াছেন। এ সময়ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হস্তদ্বয় উত্তোলন (পূর্বক দোয়ায় মনোনিবেশ) করিয়া আছেন। তারপর লোকদের প্রতি ফিরিয়াছেন এবং মিম্বার হইতে অবতরণ পূর্বক দুই রাকাত নামায পড়িয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ তাআলা এক খণ্ড মেঘ সৃষ্টি করিয়া দিলেন, মেঘ গর্জন করিল এবং বিদ্যুৎ চমকাইল। তারপর আল্লাহ তাআলার হুকুমে ঐ মেঘ বৃষ্টি বর্ষণ করিল। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় মসজিদে না পৌছিতেই পানির ঢল নামিয়া গেল। ঐ সময় বৃষ্টি হইতে আশ্রয়ের দিকে লোকদেরে দৌড়িতে দেখিয়া হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পূর্ণ হাসি হাসিলেন, এমনকি তাঁহার দাঁতসমূহ দেখা গেল। তখন তিনি বলিলেন, আমি সাক্ষ্য দিতেছি- আল্লাহ তাআলা সর্ব বিষয়ের ক্ষমতা রাখেন; (দেখ! এমন খরার মধ্যে কত দ্রুত বৃষ্টি বর্ষণ করিয়া দিলেন!) এবং এই সাক্ষ্যও দিতেছি যে, আমি আল্লাহর বান্দা (তাই সাধারণ বস্তু বৃষ্টির জন্যও আমি আল্লাহর প্রতি মুখাপেক্ষী) এবং আল্লাহর রসূল (যাহার বিকাশে আল্লাহ তাআলা আমার ডাকে এত দ্রুত সাড়া দিলেন।)'

১৩০০ (আঃ)। হাদীস- ওমায়ের (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে-

أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَسْقِيْ عِنْدَ أَحْجَارِ الزَّيْتِ قَرِيْبًا مِنَ الزَّوْرَاءِ قَائِمًا يَدْعُوْ يَسْتَسْقِيْ رَافِعًا يَدَيْهِ قِبَلَ وَجْهِهِ لَا يُجَاوِزُ بِهِمَا رَأْسَهُ

"তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আহজারুজ জাইত নামক স্থানে বৃষ্টির জন্য দোয়া করিতে দেখিয়াছেন। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়াইয়া দোয়া করিতেছিলেন- বৃষ্টি চাহিতেছিলেন, হস্তদ্বয় স্বীয় চেহারামুখী উত্তোলনপূর্বক কিন্তু হস্তদ্বয় মাথার উপরে উঠে নাই।"

১৩০১ (ইঃ)। হাদীস- আবু হুরায়রা (রাযি.) বর্ণনা করেন-

www.eelm.weebly.com

خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا يَسْتَسْقِىْ فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ بِلَا اَذَانٍ وَلَا اِقَامَةٍ ثُمَّ خَطَبَنَا وَدَعَا اللّٰهَ وَحَوَّلَ وَجْهَهُ نَحْوَ الْقِبْلَةِ رَافِعًا يَدَيْهِ ثُمَّ قَلَّبَ رِدَائَهُ فَجَعَلَ الْاَيْمَنَ عَلَى الْاَيْسَرِ وَالْاَيْسَرَ عَلَى الْاَيْمَنِ

"একদা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বৃষ্টির জন্য দোয়া করার উদ্দেশ্যে বাহির হইলেন এবং আমাদের সহ দুই রাকাত নামায পড়িলেন– ঐ নামাযে আযান-ইকামত ছিল না। তারপর আমাদের সম্মুখে খুতবা পড়িলেন এবং দোয়া করিলেন– (এবং দোয়ারত অবস্থায়) কেবলামুখী হইলেন, তখন তাঁহার হস্তদ্বয় (মুনাজাতে) উত্তোলিত ছিল। তারপর গায়ের চাদরের দিক পরিবর্তন করিলেন– ডান কাঁধের দিক বাম কাঁধে নিলেন এবং বাম কাঁধের দিক ডান কাঁধে নিলেন।"

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ উল্লিখিত মোসলেম শরীফের প্রথম হাদীস এবং আবু দাউদ শরীফের প্রথম হাদীস দৃষ্টে ইহা সুস্পষ্ট যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বক্তব্য রাখায় এবং দোয়া করার পর নামায পড়িয়াছেন। পক্ষান্তরে ইবনে মাজা শরীফের হাদীস দৃষ্টে ইহা সুস্পষ্ট যে, নামায পড়ার পরে খুতবা পড়িয়াছেন এবং দোয়া করিয়াছেন, বুখারী শরীফের হাদীসেও ইহা দেখা যায়। ব্যাখ্যাকারগণ উভয় শ্রেণীর হাদীসের সমন্বয় সাধনপূর্বক বলিয়াছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের পূর্বে বক্তব্য রাখিয়াছেন এবং দোয়া করিয়াছেন, নামাযের পরেও খুতবা পড়িয়াছেন এবং দোয়া করিয়াছেন– এক এক শ্রেণীর হাদীসে শুধু এক একটি উল্লেখ হইয়াছে, বস্তুত দোনটিই হইয়াছে (ফাতহুল মুলহিম ২–৪৪২) সেমতে বৃষ্টির জন্য দোয়া দুইবার হইয়াছে– নামাযের আগেও এবং পরেও। উভয় বারেই দোয়া কেবলামুখী করিয়াছেন এবং দাঁড়াইয়া করিয়াছেন।

❖ চাদরের দিক পরিবর্তন প্রথম বারের দোয়ার সময়ও করা যায়– যেরূপ মুসলিম ও আবু দাউদের উল্লিখিত হাদীসে বর্ণিত আছে। দ্বিতীয় বারের দোয়ার সময়ও করা যায়- যেরূপ ইবনে মাজার ও বুখারীর হাদীসে বর্ণিত আছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হয়ত ভিন্ন ভিন্ন সময়ে উভয় আমলই করিয়াছেন। চাদরের দিক পরিবর্তন দ্বারা আল্লাহর দরবারে আবদার দেখানো উদ্দেশ্য যে, আমাদের অবস্থার পরিবর্তন ভিক্ষা চাই।

www.eelm.weebly.com

❖ উভয় দোয়ার সময়েই মুনাজাত সাধারণ নিয়মে অর্থাৎ হস্তদ্বয়ের তালু স্বীয় মুখের দিকে রাখিয়া করা হইয়াছে। হাঁ, শুভ ইঙ্গিত প্রকাশার্থে কিছু সময়ের জন্য হস্তদ্বয় মুনাজাতের মধ্যে উল্টাইয়া ধরা হইয়াছে– যেরূপ উল্লিখিত মুসলিম শরীফের দ্বিতীয় হাদীসে বর্ণিত আছে এবং সম্মুখে আবু দাউদ শরীফের একটি হাদীসেও আনাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত হইতেছে।

মাসআলা ঃ চাদরের দিক পরিবর্তনে– কাঁধদ্বয়ের দুই দিক, আর উপরের তথা কাঁদের দিক ও নিচের তথা ঝুলের দিক এবং শরীর স্পর্শকারী ও উহার বিপরীত দিক– এইসব দিকের যতটা সম্ভব হয় পরিবর্তন করিবে।

১৩০২ (আঃ)। হাদীস– আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রাযি.) বর্ণনা করেন,

خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَى الْمُصَلّٰى فَاسْتَسْقٰى وَحَوَّلَ رِدَاءَهٗ حِيْنَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَجَعَلَ عِطَافَهُ الْاَيْمَنَ عَلٰى عَاتِقِهِ الْاَيْسَرِ وَجَعَلَ عِطَافَهُ الْاَيْسَرَ عَلٰى عَاتِقِهِ الْاَيْمَنِ ثُمَّ دَعَا اللّٰهَ

"একবার রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাহির হইয়া ঈদগাহে গেলেন এবং বৃষ্টির জন্য দোয়া করিলেন। (দোয়ার জন্য) যখন কেবলামুখী হইলেন তখন স্বীয় চাদরের ডান দিকস্থ প্রান্তরকে বাম কাঁধের উপর দিলেন এবং বাম দিকস্থ প্রান্তরকে ডান কাঁধের উপর দিলেন।"

১৩০৩ (আঃ)। হাদীস– হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

اِسْتَسْقٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ خَمِيْصَةٌ لَهٗ سَوْدَاءُ فَاَرَادَ اَنْ يَّاْخُذَ اَسْفَلَهَا فَيَجْعَلَهٗ اَعْلَاهَا فَلَمَّا ثَقُلَ قَلَبَهَا عَلٰى عَاتِقَيْهِ

"একবার রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বৃষ্টির জন্য দোয়া করিলেন। তাঁহার গায়ে ছিল একখানা কালো চাদর; তিনি ইচ্ছা করিলেন– উহার ঝুলের নিচ দিক ধরিয়া উপরে উঠাইয়া দিবেন। তাহা কঠিন হওয়ায় স্বীয় কাঁধদ্বয়ের উপরস্থ দুই দিক পরিবর্তন করিয়া দিলেন।

মাসআলা ঃ বৃষ্টির দোয়ার জন্য নামাযে যাইতে ঈদ ও জুমার বিপরীত নগণ্য পোশাকে যাইবে। আল্লাহ তাআলার ভয়ে ভীত ও নত অবস্থায় যাইবে।

www.eelm.weebly.com

১৩০৪ (আঃ)। হাদীস– ইসহাক ইবনে আবদুল্লাহ (রহ.) বর্ণনা করিয়াছেন, মদীনার শাসনকর্তা আমাকে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.)-এর নিকট পাঠাইলেন– রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক বৃষ্টির জন্য দোয়া করার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করার জন্য। ইবনে আব্বাস (রাযি.) বলিলেন–

إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مُبْتَذِلًا مُتَوَاضِعًا مُتَضَرِّعًا حَتّٰى أَتَى الْمُصَلّٰى فَلَمْ يَخْطُبْ خُطْبَتَكُمْ هٰذِهٖ وَلٰكِنْ لَمْ يَزَلْ فِى الدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ وَالتَّكْبِيْرِ وَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ كَمَا كَانَ يُصَلِّىْ فِى الْعِيْدِ

"(বৃষ্টির দোয়ার নামাযের জন্য) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাহির হইয়াছেন নিম্নমানের পরিধেয়ে, বিনম্র ও কাঁদো কাঁদোরূপে– এইভাবে তিনি ঈদগাহ ময়দানে পৌছিয়াছেন। অতঃপর (জুমার নামাযে বা জনসমাবেশে যেরূপ খুতবা বা ভাষণ দেওয়া হইয়া থাকে) তোমাদের ঐরূপ খুতবা বা ভাষণ দেন নাই। হাঁ, দীর্ঘ সময় (বৃষ্টির জন্য) দোয়া করিয়াছেন, কাঁদাকাটি করিয়াছেন এবং আল্লাহর মাহাত্ম্যের বর্ণনা করিয়াছেন ও দুই রাকাত নামায পড়িয়াছেন– যাহা ঈদের নামাযের অনুরূপ ছিল (সময়ের দিক দিয়া, কিরাত সশব্দে পড়ার এবং নামাযের পর খুতবা দানের দিক দিয়া)।"

মাসআলা ঃ বৃষ্টির জন্য বিশেষ ব্যবস্থার দোয়ায় হাত গুটাইয়া মুনাজাত করিবে না, বরং হস্তদ্বয় লম্বা করিয়া দিবে।

১৩০৫ (আঃ)। হাদীস– আনাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে–

أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْتَسْقِىْ هٰكَذَا يَعْنِىْ وَمَدَّ يَدَيْهِ وَجَعَلَ بُطُوْنَهُمَا مِمَّا يَلِى الْأَرْضَ حَتّٰى رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশেষ ব্যবস্থাধীনে বৃষ্টির জন্য দোয়া এইরূপে করিতেন– হস্তদ্বয়কে দারাজ ও লম্বা করিয়া দিয়াছেন এবং হস্তদ্বয়ের তালু যমীনের দিকে করিয়াছেন। (হস্তদ্বয় লম্বা করা এবং উপরে উঠানো) এমনভাবে হইয়াছে যে, আমি হযরতের বগলের নুরানী অংশ দেখিয়াছি। (হযরতের গায়ে চাদর কাঁধদ্বয়ের নিচে বগলের ভিতর দিয়া কাঁধের উপর ছিল।)"

www.eelm.weebly.com

১৩০৬ (আঃ)। হাদীস– মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম বলেন–

أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو عِنْدَ أَحْجَارِ الزَّيْتِ بَاسِطًا كَفَّيْهِ

"প্রত্যক্ষদর্শী সাহাবী আমাকে বলিয়াছেন যে, 'আহজারে যায়ত' নামক স্থানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বৃষ্টির জন্য দোয়া করাকালে স্বীয় হস্তদ্বয়কে দারাজ ও লম্বা করিয়া রাখিয়াছিলেন।"

বৃষ্টির জন্য বিভিন্ন প্রকারের দোয়া

১৩০৭ (মোসঃ)। হাদীস– আনাস (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন– জুমার দিন এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করিল, ঐ সময় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুতবা পড়িতেছিলেন। ঐ ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখোমুখি দাঁড়াইল; (তিনি তাহাকে কথা বলার সুযোগ দিলে) সে বলিল, ইয়া রসূলাল্লাহ! (অনাবৃষ্টির কারণে ক্ষেত-খামার, বাগ-বাগিচা, পশুপাল ইত্যাদি) ধন-সম্পদ ধ্বংসের সম্মুখীন এবং (ঘাসের অভাবে যানবাহন বিলুপ্ত প্রায়, তাই যাতায়াতের) পথ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। আল্লাহর নিকট বৃষ্টি দানের জন্য দোয়া করুন। তৎক্ষণাৎ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (মুনাজাতের জন্য) হস্তদ্বয় উঠাইয়া বলিলেন–

اَللّٰهُمَّ اَغِثْنَا اَللّٰهُمَّ اَغِثْنَا اَللّٰهُمَّ اَغِثْنَا

"আয় আল্লাহ! আমাদেরকে বৃষ্টি দান করুন! আয় আল্লাহ! আমাদেরকে বৃষ্টি দান করুন!! আয় আল্লাহ! আমাদেরকে বৃষ্টি দান করুন!!!"

আনাস (রাযি.) বলেন– ইতিপূর্বে আকাশে কোন মেঘ বা উহার অংশ বিশেষও ছিল না। কিন্তু দোয়ার সাথে সাথে 'সালা' পর্বতের পেছন হইতে ঢাল পরিমাণ ছোট কে খণ্ড মেঘ আসিল। মদীনা শহরের মধ্যবর্তী আকাশে উহা পৌছিয়া ছড়াইয়া পড়িল, তারপর বর্ষিতে আরম্ভ করিল। কসম খোদার! এক সপ্তাহ পর্যন্ত আমরা সূর্য দেখিলাম না।"

১৩০৮ (আঃ)। হাদীস– জাবের (রাযি.)-এর বর্ণনা–

www.eelm.weebly.com

أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَوَاكِيَ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيْثًا مُرِيْئًا مُرِيْعًا نَافِعًا غَيْرَ ضَارٍّ عَاجِلًا غَيْرَ اٰجِلٍ فَاَطْبَقَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ

একবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কতিপয় মহিলা (বৃষ্টির অভাবে) ক্রন্দনরত অবস্থায় উপস্থিত হইল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তৎক্ষণাৎ দোয়া করিলেন– 'হে আল্লাহ! আমাদেরে এমন বৃষ্টি দান কর যাহা আমাদের সাহায্যকারী হয়, মনোপুত হয়, যমীনের উর্বরাশক্তি আনয়নকারী হয়, উপকারী হয়, ক্ষতিকারক না হয়, শীঘ্র আসে, বিলম্বিত না হয়। এই দোয়ার সঙ্গে সঙ্গে লোকদের জন্য আকাশ মেঘমালায় পরিপূর্ণ হইয়া গেল।'

১৩০৯ (আঃ)। হাদীস– আমর ইবনে শোয়ায়েব নিজ পিতা হইতে, তিনি তাঁহার দাদা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বৃষ্টির জন্য দোয়া এরূপে করিতেন–

اَللّٰهُمَّ اسْقِ عِبَادَكَ وَبَهَائِمَكَ وَانْشُرْ رَحْمَتَكَ وَاَحْيِ بَلَدَكَ الْمَيِّتَ

"আয় আল্লাহ! বৃষ্টি দান কর তোমার বান্দাদেরে ও তোমার (সৃষ্ট) পশুপালকে। আর তোমার রহমত ছড়াইয়া দাও এবং তোমার (সৃষ্ট) মরা বস্তুসমূহকে জীবনীশক্তি দান কর।"

মাসআলা ঃ ইস্তিসকা বা বৃষ্টির জন্য দোয়ার নামাযে সবলগণ দুর্বলের আকৃতি ও বেশভূষায় উপস্থিত হইবে এবং প্রকৃত দুর্বলদেরেও বিশেষভাবে উপস্থিত করিবে। যথা বৃদ্ধ, অতি বৃদ্ধা ও মা হইতে বিচ্ছিন্ন চিৎকাররত শিশু, এমনকি ঘাসের অভাবী গরু, ছাগল পশুপালও উপস্থিত করা উত্তম (শামী ৭৯২) নিরূপায় দুর্বলদের প্রতি আল্লাহর রহমত বেশি ও শীঘ্র আসে।

১৩১০ (মেঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই ঘটনা বর্ণনা করিতে শুনিয়াছি–

خَرَجَ نَبِيٌّ مِّنَ الْاَنْبِيَاءِ بِالنَّاسِ يَسْتَسْقِيْ فَاِذَا هُوَ بِنَمْلَةٍ رَافِعَةٍ بَعْضَ قَوَائِمِهَا اِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ ارْجِعُوْا فَقَدِ اسْتُجِيْبَ لَكُمْ مِنْ اَجْلِ هٰذِهِ النَّمْلَةِ (دار قطنى)

www.eelm.weebly.com

"নবীগণের মধ্য হইতে কোন এক নবী লোকদেরে লইয়া বৃষ্টির দোয়ার জন্য (ময়দানের দিকে) বাহির হইলেন; পথিমধ্যে দেখিতে পাইলেন, একটি পিপড়া তাহার (সম্মুখের) পা দুইটি আকাশ পাণে উঠাইয়া রাখিয়াছে। (অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার নিকট বৃষ্টি মাগিতেছে।) এতদদৃষ্টে ঐ নবী (আ.) লোকদেরে বলিলেন, তোমরা বাড়ি ফিরিয়া যাও; এই পিপড়াটির কারণে তোমাদের (মনোগত) আবেদন মঞ্জুর হইয়া গিয়াছে।"

❖ হাদীসে আছে– পানির মাছ আলেমদের জন্য দোয়া করিয়া থাকে। পশু-পক্ষী জীব-জন্তু ইতর প্রাণীর দোয়ায় মানুষেরও উপকার হইয়া যায়। বুখারী শরীফের হাদীসে আছে– পিপাসাতুর কুকুরকে পানি পান করাইয়া এক বেশ্যা আল্লাহর দরবারে ক্ষমা পাইয়াছে। পক্ষান্তরে বোবা ইতর প্রাণীকে অযথা বা নির্মম কষ্ট দেওয়ায় ভীষণ ক্ষতি হইয়া যায়। হাদীসে আছে– একটি বিড়ালকে বাঁধিয়া অনাহারে মারায় এক মহিলা দোযখী হইয়াছে।

মাসআলা ঃ প্রতীক্ষিত মৌসুমের প্রথম বৃষ্টি অথবা খরার দেশ বা কালের বৃষ্টি ইচ্ছাকৃত আপন দেহে বরণ করা উত্তম।

১৩১১ (মোসঃ)। হাদীস– আনাস (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

أَصَابَنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَطَرٌ فَحَسَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَوْبَهُ مِنَ الْمَطَرِ فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لِمَ صَنَعْتَ هٰذَا قَالَ لِأَنَّهُ حَدِيْثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ

"আমরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম– ঐ সময় আমাদের উপর বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ গায়ের কাপড় হটাইয়া দিলেন; তাঁহার গায়ে বৃষ্টি পড়িল। আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনি এরূপ কেন করিলেন? হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, এই পানি সদ্য উহার প্রভুর তরফ হইতে (তাঁহার কুদরতের ছোঁয়ায় ধন্য হইয়া) আসিয়াছে।"

ঝড়-তুফান ও মেঘাচ্ছন্নতায় কি করিবে?

১৩১২ (মোসঃ)। হাদীস– আয়েশা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

www.eelm.weebly.com

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَوْمُ الرِّيْحِ وَالْغَيْمِ عُرِفَ ذٰلِكَ فِيْ وَجْهِهِ وَاَقْبَلَ وَاَدْبَرَ فَاِذَا مَطَرَتْ سُرِّيَ عَنْهُ وَذَهَبَ عَنْهُ ذٰلِكَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ اِنِّيْ خَشِيْتُ اَنْ يَّكُوْنَ عَذَابًا سُلِّطَ عَلٰى اُمَّتِيْ وَيَقُوْلُ اِذَا رَأَى الْمَطَرَ رَحْمَةٌ

'প্রবল বাতাসের দিন এবং মেঘ-বাদলের দিন হইলে উহার দরুন ভাবনা-চিন্তার লক্ষণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারায় দেখা যাইত এবং (বিচলিত ও অস্থির হইয়া পড়িতেন– বাহিরের দিকে) অগ্রসর হইতে, আবার (ঘরের দিকে) পেছনে হটিতেন। তারপর বৃষ্টি বর্ষিলে আনন্দিত হইতেন, অস্থিরতা দূর হইত। আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই বিষয় জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, আমি ভয় করি, আমার উম্মতের উপর কোন আযাব চাপাইয়া দেওয়া হয় না-কি। বৃষ্টি বর্ষণ দেখার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আল্লাহর রহমত আসিয়াছে।"

১৩১৩ (মোসঃ)। হাদীস– আয়েশা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, প্রবল বেগের বাতাস বহিলে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দোয়া পড়িতেন–

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيْهَا وَخَيْرَ مَا اُرْسِلَتْ بِهِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيْهَا وَشَرِّ مَا اُرْسِلَتْ بِهِ

"আয় আল্লাহ! আমি এই বাতাসের উত্তম ক্রিয়া কামনা করি, ইহার মধ্যে যে উপকার আছে তাহা কামনা করি এবং যে উদ্দেশ্যে ইহাকে পাঠানো হইয়াছে সেই উদ্দেশ্যের ভাল পরিণাম আমি কামনা করি। আমি আশ্রয় চাই এই বাতাসের খারাপ ক্রিয়া হইতে, ইহার মধ্যে যে অপকার আছে উহা হইতে এবং যে উদ্দেশ্যে ইহা প্রেরিত উহার খারাপ পরিণাম হইতে।"

আয়েশা (রাযি.) আরও বর্ণনা করিয়াছেন–

وَاِذَا تَخَيَّلَتِ السَّمَاءُ تَغَيَّرَ لَوْنُهُ وَخَرَجَ وَدَخَلَ وَاَقْبَلَ وَاَدْبَرَ فَاِذَا مَطَرَتْ سُرِّيَ عَنْهُ فَعَرَفَتْ ذٰلِكَ عَائِشَةُ فَسَأَلَتْهُ فَقَالَ لَعَلَّهُ كَمَا قَالَ قَوْمُ عَادٍ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ اَوْدِيَتِهِمْ قَالُوْا هٰذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا

www.eelm.weebly.com

"যখন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইত তখন হযরতের চেহারার রং পরিবর্তিত (চিন্তাযুক্ত মলিন) হইয়া যাইত এবং তিনি (অস্থির হইয়া পড়িতেন– তিনি ঘরের) বাহিরে যাইতেন, ঘরে আসিতেন– অগ্রসর হইতেন, পেছনে হটিতেন। অতঃপর বৃষ্টি বর্ষিত হইলে তাঁহার সেই অবস্থা দূরীভূত হইত। আয়েশা (রাযি.) হযরতের এই অবস্থা অনুভব করিয়া হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে আয়েশা! হইতে পারে এই মেঘমালা ঐরূপই হয় যাহা সম্পর্কে 'আদ' জাতির উক্তি পবিত্র কুরআনে সূরা আহকাফ ২৪ আয়াতে রহিয়াছে, অর্থ)–

"(আদ জাতি দীর্ঘ দিন অনাবৃষ্টির পর) এক মেঘখণ্ডকে তাহাদের বস্তির দিকে আসিতে দেখিয়া আনন্দে বলিতে লাগিল, এই তো মেঘ আসিয়াছে– আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করিবে।"

❖ তাহাদের আনন্দ খণ্ডনে তখনই আল্লাহ তাআলার ঘোষণা কার্যত বিঘোষিত হইয়াছিল, যাহার বিবরণ কুরআনে এই–

بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ
بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ
الْمُجْرِمِينَ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا
وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ
إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ

"(হে স্বৈরাচারীর দল! ইহা বৃষ্টি বর্ষণকারী মেঘ নহে) বরং ইহা ঐ বস্তু যাহা তোমরা (বিদ্রূপ করিয়া) শীঘ্র চাহিয়াছ অর্থাৎ আল্লাহর আযাব। ইহা প্রলয়ঙ্করী ঝড়, যাহার মধ্যে রহিয়াছে বিধ্বংসী আযাব। এই ঝড় বিধ্বস্ত করিয়া দিবে সবকিছুকে, উহার প্রভুর আদেশ মতে। (ঝড় আসিল) ফলে আদ জাতির একমাত্র বসত ভূমি ব্যতীত তাহাদের আর কোন চিহ্নও দৃষ্টিগোচরে থাকিল না। অপরাধপরায়ণদেরকে আমি এইরূপ প্রতিফলই ভোগাইয়া থাকি। (অতঃপর আল্লাহ তাআলা কুরআনী যুগের অপরাধীদের বলেন–)

www.eelm.weebly.com

আদ জাতিকে আমি তোমাদের অপেক্ষা অনেক বেশি বল-শক্তি দিয়াছিলাম এবং তাহাদেরে শুনিবার, দেখিবার ক্ষমতা (ও কলা-কৌশল) প্রচুর দিয়াছিলাম, জ্ঞান-বিজ্ঞানেও প্রচুর দিয়াছিরাম। (আমার আযাব যখন তাহাদেরে আঘাত করার প্রস্তুতি নিল তখন) তাহাদের শুনার ও দেখার ক্ষমতা (ও কৌশল– রাডার ও ওয়্যারলেস ইত্যাদি) কোন উপকারই তাহাদের করিল না; যেহেতু তাহারা আল্লাহর আয়াত তথা তাঁহার আদেশ-নিষেধ ও উহার প্রমাণাদি অস্বীকার করিয়া থাকিত। (তাহাদের সব কলা-কৌশল ব্যর্থ হইয়া গেল) এবং যেই আযাবের সংবাদ লইয়া তাহারা উপহাস করিত, সেই আযাব তাহাদেরে পরিবেষ্টি করিয়া নিল।" (২৬ পারা ৩ রুকু)

❖ উক্ত মেঘখণ্ডের আগমনে আদ জাতির উপর যে ভয়াবহ আযাব প্রলয়ঙ্করী ঝড়ের আকারে আসিয়াছিল উহার বর্ণনা স্বয়ং আল্লাহ তাআলার কালাম পবিত্র কুরআনে এই–

وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ

"অনন্তর আদ জাতিকে ধ্বংস করা হইয়াছে প্রলয়ঙ্করী ঝড়ের দ্বারা যাহার গতিবেগ (ব্যবস্থাপক ফেরেশতাগণের) আয়ত্বের উর্ধ্বে (সরাসরি সৃষ্টিকর্তার আদেশে পরিচালিত) ছিল। ঐ ঝড় আল্লাহ তাআলা তাহাদের উপর নিয়োজিত রাখিয়াছিলেন সাত রাত্র আট দিন– বিরতিহীনরূপে। ফলে ঝড় কবলিত আদ জাতির মরা দেহগুলি দর্শকের দৃষ্টিতে উৎপাটিত খেজুর বৃক্ষ কাণ্ডের ন্যায় ছিল। দর্শকের সম্মুখে তাহাদের কোন একটি প্রাণীও কি অবশিষ্ট ছিল?" (২৯ পারা ৫ রুকু)

১৩১৪ (তিঃ)। হাদীস– উবাই ইবনে কাআব (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

لَا تَسُبُّوا الرِّيحَ فَإِذَا رَأَيْتُمْ مَا تَكْرَهُونَ فَقُولُوا

"(ঝড় আসিলে) তোমরা বাতাসকে মন্দ বলিও না। ক্ষয়ক্ষতির দৃশ্য দেখিলে তখন এই দোয়াটি পড়িও–"

www.eelm.weebly.com

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هٰذِهِ الرِّيْحِ وَخَيْرِ مَا فِيْهَا وَخَيْرِ مَا أُمِرَتْ بِهِ وَنَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ هٰذِهِ الرِّيْحِ وَشَرِّ مَا فِيْهَا وَشَرِّ مَا أُمِرَتْ بِهِ

"আয় আল্লাহ! আমরা তোমার নিকট এই বাতাসের ভাল প্রতিক্রিয়া চাই, ইহার মধ্যে যে উপকার আছে তাহা চাই, যেই ক্রিয়ার আদিষ্ট সে হইয়াছে উহার ভাল পরিণাম চাই। আর তোমার আশ্রয় চাই এই বাতাসের মন্দ প্রতিক্রিয়া হইতে, ইহার মধ্যে যে অপকার আছে উহা হইতে এবং যেই ক্রিয়ায় আদেশ ইহাকে করা হইয়াছে উহার খারাপ পরিণাম হইতে।"

১৩১৫ (তিঃ)। হাদীস– ইবনে আব্বাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে কোন ব্যক্তি বাতাসকে অভিশাপ করিল। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন–

لَا تَلْعَنِ الرِّيْحَ فَاِنَّهَا مَا مُوْرَةٌ وَاِنَّهُ مَنْ لَعَنَ شَيْئًا لَيْسَ لَهُ بِاَهْلٍ رَجَعَتِ اللَّعْنَةُ عَلَيْهِ

"বাতাসকে অভিশাপ দিও না; সে তো আল্লাহর আদেশে চলে। আর ইহা অবধারিত– যে ব্যক্তি এমন বস্তুকে অভিশাপ দেয় যেই বস্তু অভিশাপের পাত্র হয় না সেই অভিশাপ অভিশাপদাতার উপর পতিত হইবে।" (২-৯৯)

১৩১৬ (তিঃ)। হাদীস– আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মেঘের গর্জন ও বজ্রপাতের শব্দ শুনিলে এই দোয়া পড়িতেন–

اَللّٰهُمَّ لَا تَقْتُلْنَا بِغَضَبِكَ وَلَا تُهْلِكْنَا بِعَذَابِكَ وَعَافِنَا قَبْلَ ذٰلِكَ

"আয় আল্লাহ! তোমার গযব দ্বারা আমাদেরে মারিয়া ফেলিও না এবং তোমার আযাব দ্বারা আমাদেরে ধ্বংস করিও না। ঐরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়ার পূর্বেই আমাদেরে নিরাপদ থাকার ব্যবস্থা করিয়া দিও।" (২-১৮৩)

১৩১৭ (মেঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি–

www.eelm.weebly.com

اَلرِّيْحُ مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ تَأْتِىْ بِالرَّحْمَةِ وَبِالْعَذَابِ فَلَا تَسُبُّوْهَا وَاسْأَلُوا اللّٰهَ مِنْ خَيْرِهَا وَعُوْذُوْا بِهِ مِنْ شَرِّهَا

"বাতাস আল্লাহর তরফ হইতে বাহকরূপে আসে– কোন সময় রহমত বহন করিয়া আনে, কোন সময় আযাব বহন করিয়া আনে। অতএব বাতাসকে মন্দ বলিও না। উহার উপকার কামনা কর, অমঙ্গল হইতে (আল্লাহর) আশ্রয় চাও।"

১৩১৮ (মেঃ)। হাদীস– ইবনে আব্বাস (রাযি.) বর্ণনা করেন–

مَا هَبَّتْ رِيْحٌ قَطُّ اِلَّا جَثَا النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى رُكْبَتَيْهِ وَقَالَ

"যখনই ঝড় তথা বাতাস বেশি বেগে চলিত তখনই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নতজানু হইয়া এই দোয়া পড়িতেন–"

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا رَحْمَةً وَلَا تَجْعَلْهَا عَذَابًا اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا رِيَاحًا وَلَا تَجْعَلْهَا رِيْحًا

"আয় আল্লাহ! এই বাতাসকে তুমি রহমত বানাইয়া দাও, আযাব বানাইও না। আয় আল্লাহ! এই বাতাসকে উপকারী বানাও, ধ্বংসকারী বানাইও না।"

❖ 'রীহ' একবচন, উহারই বহুবচন 'রিয়াহ'; অতএব উভয়ের অর্থ একই তথা বাতাস। কিন্তু পবিত্র কুরআনের ভাষায় উক্ত দুইটি শব্দ দুই ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হইয়াছে। ইবনে আব্বাস (রাযি.) উল্লিখিত হাদীস বর্ণনার সাথে বিভিন্ন আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়া দেখাইয়াছেন– 'রীহ' শব্দ ঐরূপ ঘটনায় ব্যবহৃত হইয়াছে যেই ক্ষেত্রে বাতাস আযাব বহনকারী অশুভ ছিল। পক্ষান্তরে 'রিয়াহ' শব্দ উপকারী বাতাস ও রহমতের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হইয়াছে।

১৩১৯ (মেঃ)। হাদীস– আয়েশা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَبْصَرَ نَاشِئًا مِّنَ السَّمَاءِ تَعْنِى السَّحَابَ تَرَكَ عَمَلَهُ وَاسْتَقْبَلَهُ وَقَالَ

www.eelm.weebly.com

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আকাশে পুঞ্জিভূত মেঘ দেখিলে হাতের কাজ ছাড়িয়া উহার প্রতি নিবিষ্ট হইতেন এবং এই দোয়া পড়িতেন–"

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيْهِ

"আয় আল্লাহ! এই মেঘপুঞ্জের সংশ্লিষ্টে যত রকম অপকার আছে সব হইতে তোমার আশ্রয় চাই।"

অতঃপর যদি আল্লাহ তাআলা ঐ মেঘপুঞ্জকে দূরীভূত করিয়া দিতেন তবে আল্লাহর শোকর ও প্রশংসা করিতেন। আর বৃষ্টি বর্ষিত হইলে এই দোয়া পড়িতেন–

اَللّٰهُمَّ شَيْبًا نَّافِعًا

"আয় আল্লাহ! উপকারী বৃষ্টি দান কর।"

১৩২০ (মেঃ)। হাদীস– (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশিষ্ট সাহাবী) আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রাযি.) বজ্রের গর্জন শুনিলে অন্য কথাবার্তা ছাড়িয়া এইরূপ বলিতেন–

سُبْحَانَ الَّذِىْ يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهٖ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيْفَتِهٖ

"পাক-পবিত্র মহান ঐ খোদা যাঁহার ভয়ে মেঘের বজ্র এবং ফেরেশতাগণও তাঁহার প্রশংসাময় তাসবীহ পড়িয়া থাকে।"

সূর্য গ্রহণ ও চন্দ্র গ্রহণের নামায

এই বিষয়ে অনেক হাদীস বুখারী শরীফে অনূদিত হইয়াছে– যাহা মুসলিম শরীফ এবং অন্যান্য কিতাবেও রহিয়াছে। কতিপয় হাদীস যাহা বুখারী শরীফে বর্ণিত হয় নাই, উহা এস্থলে অনূদিত হইবে।

১৩২১ (মোসঃ)। হাদীস– হযরত আবু বকর তনয়া আছমা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَزِعَ فَاَخْطَاَ بِدِرْعٍ حَتّٰى اُدْرِكَ بِرِدَائِهٖ بَعْدَ ذٰلِكَ فَقَضَيْتُ حَاجَتِىْ ثُمَّ

www.eelm.weebly.com

حِيْنَ فَدَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَرَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا فَقُمْتُ مَعَهُ فَأَطَالَ الْقِيَامَ حَتّٰى رَأَيْتُنِيْ أُرِيْدُ أَنْ أَجْلِسَ ثُمَّ الْتَفَتُّ إِلَى الْمَرْأَةِ الضَّعِيْفَةِ فَأَقُوْلُ هٰذِهِ أَضْعَفُ مِنِّيْ فَأَقُوْمُ فَرَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوْعَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَأَطَالَ الْقِيَامَ حَتّٰى لَوْ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ خُيِّلَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَمْ يَرْكَعْ

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমলে একবার সূর্য গ্রহণ হইল। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহাতে অত্যন্ত বিচলিত ও আতঙ্কিত হইয়া পড়িলেন, এমনকি তিনি (নামাযের জন্য মসজিদে যাওয়া কালে) গায়ে দেওয়ার চাদরের স্থলে ভুল করিয়া স্ত্রীর জামা লইয়া অগ্রসর হইলেন। পরে আমি তাঁহাকে তাঁহার চাদর পৌছাইলাম। তারপর আমি আমার কাজ সারিয়া মসজিদে আসিলাম, দেখিলাম– রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (নামাযে) দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহার জামাতে আমিও শামিল হইলাম। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দীর্ঘ অপেক্ষা দীর্ঘ সময় (কিরাত পড়ায়) দাঁড়ানো থাকিলেন। এমনকি আমি (অপারগ হইয়া) বসিয়া যাওয়ার ইচ্ছা করিলাম কিন্তু অতি দুর্বল এক মহিলার প্রতি লক্ষ্য করিয়া ভাবিলাম, সে তো আমার অপেক্ষা অধিক দুর্বল, তাই আমি (বসিলাম না–) দাঁড়াইয়া থাকিলাম। অতঃপর হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকু করিলেন; অতি দীর্ঘ রুকু করিলেন। তারপর রুকু হইতে মাথা উঠাইয়া দীর্ঘ সময় দাঁড়াইলেন– এমনকি নবাগত লোক ভাবিবে, হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখনও রুকু করেন নাই।"

সূর্য গ্রহণের নামাযের রুকুর সংখ্যা

১৩২২ (মোসঃ)। হাদীস– আয়েশা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে–

إِنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلّٰى سِتَّ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (সূর্য গ্রহণ) নামাযে দুই রাকাতে ছয় রুকু এবং চার সিজদা করিয়াছিলেন।"

❖ আয়েশা (রাযি.) কর্তৃক এই সংক্ষিপ্ত বর্ণনার বিস্তারিত বিবরণও আয়েশা (রাযি.) হইতেই মুসলিম শরীফের অপর রেওয়ায়েতে রহিয়াছে!

www.eelm.weebly.com

মুসলিম শরীফেই জাবের (রাযি.) হইতেও দুই রাকাতে ছয় রুকুর বর্ণনা হাদীসে রহিয়াছে।

১৩২৩ (মোসঃ)। হাদীস– ইবনে আব্বাস (রাযি.)-এর বর্ণনা–

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ صَلَّى فِىْ كُسُوْفٍ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ سَجَدَ قَالَ وَالْاُخْرٰى مِثْلَهَا

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্য গ্রহণে নামায পড়িয়াছেন– (দাঁড়াইয়া) কিরাত পড়িয়াছেন, তারপর রুকুতে গিয়াছেন। (রুকু হইতে উঠিয়া) তারপরও কিরাত পড়িয়াছেন, অতঃপরও রুকুতে গিয়াছেন। (ঐ রুকু হইতে উঠিয়া) আবার কিরাত পড়িয়াছেন, অতঃপর রুকুতে গিয়াছেন। (ঐ রুকু হইতে উঠিয়াও) আবার কিরাত পড়িয়াছেন, অতঃপর রুকুতে গিয়াছেন। (এই রুকু হইতে উঠিয়া) তারপর সিজদায় গিয়াছেন। দ্বিতীয় রাকাতও এই নিয়মেই পড়িয়াছেন।"

১৩২৪ (আঃ)। হাদীস– উবাই ইবনে কাআব (রাযি.)-এর বর্ণনা–

اِنْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلّٰى بِهِمْ فَقَرَأَ سُوْرَةً مِّنَ الطُّوْلِ وَرَكَعَ خَمْسَ رَكَعَاتٍ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ قَامَ الثَّانِيَةَ فَقَرَأَ سُوْرَةً مِنَ الطُّوْلِ وَرَكَعَ خَمْسَ رَكَعَاتٍ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ كَمَا هُوَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ يَدْعُوْ حَتّٰى انْجَلٰى كُسُوْفُهَا

"রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ে সূর্য গ্রহণ হইয়াছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন লোকদেরকে লইয়া নামায পড়িয়াছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুদীর্ঘ সূরাসমূহ হইতে সূরা পড়িয়াছেন, অতঃপর পাঁচটি রুকু করিয়াছেন এবং দুইটি সিজদা করিয়াছেন। তারপর দ্বিতীয় রাকাতে দাঁড়াইয়াছেন এবং সুদীর্ঘ সূরাসমূহের সূরা পড়িয়াছেন, পাঁচটি রুকু করিয়াছেন ও দুইটি সিজদা করিয়াছেন। তারপর নিজ অবস্থায়ই কেবলামুখী বসিয়া দোয়া করিয়াছেন– গ্রহণ অপসারিত হওয়া পর্যন্ত।"

www.eelm.weebly.com

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ বুখারী শরীফে সূর্যগ্রহণ পরিচ্ছেদে অনূদিত হাদীসসমূহ পাঠ করিলে এই সত্য প্রমাণিত পাইবেন যে, এই নামাযে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তাআলার মহা কুদরতের অসংখ্য দৃশ্য চাক্ষুস অবলোকন করিয়াছিলেন। বিশেষত বেহেশত দোযখ সহ আখেরাতের অসাধারণ ও অদেখা অনেক জিনিসের দৃশ্য তিনি দেখিয়াছিলেন, যাহা পূর্বে এইরূপ গভীর ক্রিয়া সৃষ্টিকারীরূপে দেখেন নাই। একাধিক হাদীসে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সত্যকে নিজেই ব্যক্ত করিয়াছেন। এইসব অসাধারণ ও অদেশা দৃশ্যাবলীর প্রভাব ও প্রতিক্রিয়ায় এই নামাযের মধ্যে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে অনিয়মিত বিভিন্ন কার্যাবলী প্রকাশ পাইয়াছে, যাহার কোন কোনটার বিবরণ বুখারী শরীফে অনূদিত আছে। এক রাকাত নামাযে একাধিক রুকু করা উক্ত প্রভাব ও প্রতিক্রিয়ার অধীনেই ছিল। ২, ৩, ৪, ৫ রুকু পর্যন্ত এক এক রাকাতের জন্য হাদীসেস উল্লেখ আছে। সূর্য গ্রহণের বিভিন্ন ঘটনায় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন রকম করিয়াছিলেন বলিয়া কোন কোন মুহাদ্দিস মন্তব্য করিয়াছেন। অনেকে এই ব্যাপারে যুক্তিসঙ্গত প্রশ্নও উত্থাপন করিয়াছেন যে, সূর্য গ্রহণ নামাযের ঘটনা মদীনা শরীফের। মদীনা শরীফে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দশ বৎসর ছিলেন, দশ বৎসরে চার বার সূর্যগ্রহণ অস্বাভাবিক মনে হয়।

তবে সূর্যগ্রহণ নামাযের যেরূপ বিভিন্ন বর্ণনা অন্তত বুখারী-মুসলিমে পাওয়া যায় উহা দৃষ্টেও ইহা অতি সুস্পষ্ট যে, ঘটনা একাধিক বার ঘটিয়াছিল।

তৎসঙ্গে ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)-এর একটি সম্ভাবনীয় কথাও বোধগম্যই বটে যে– নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ নামাযে রুকু করিয়াছিলেন সাধারণ নিয়মের উর্ধ্বে অতি অতি দীর্ঘ। এই অস্বাভাবিক দীর্ঘ রুকুর মধ্যে পেছনের কোন কোন লোক সূত্র বিশেষে ভ্রমে পড়িয়াছিল। যথা হয়তো মধ্যবর্তী কোন মুক্তাদী হযরতের ক্রিয়া-কর্ম দেখার জন্য মাথা উঠাইয়া যখন দেখিয়াছে, হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখনও রুকুতেই আছেন তখন সে পুনঃ রুকুতে গিয়াছে এবং এই অবস্থায় তাহার পেছনের কেহ কেহ তাহার পুনঃ রুকুতে যাওয়া অবলোকন পূর্বক উহাকে নতুন রুকু গণ্য করিয়াছে।

www.eelm.weebly.com

সারকথা কিছু তো ঘটনার বিভিন্নতা, আর কিছু ভ্রমের কারণে হযরতের কার্যবিধির বর্ণনায় বিভিন্নতা আসিয়াছে কিন্তু আমাদের আমলের জন্য হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুস্পষ্ট কথা রাখিয়া গিয়াছেন।

একাধিক রুকুসহ নামাযের সাধারণ নিয়মের উর্ধ্বে যেসব কার্যাবলী রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্যগ্রহণের নামাযে করিয়াছিলেন উহা যেসব দৃশ্যাবলী দর্শনের প্রভাবে ও প্রতিক্রিয়ায় ছিল সেই সব দৃশ্যাবলী অকাট্যরূপে দেখা একমাত্র রসূলের জন্যই সম্ভব। সাধারণ লোকেরা ঐসব দৃশ্যাবলী দেখিবেও না, সুতরাং তাহাদের জন্য ঐসব নিয়ম বহির্ভূত কার্য প্রযোজ্যও হইবে না। বরং তাহারা নামাযের সাধারণ নিয়মেই ফজরের নামাযের ন্যায় দুই রাকাত নামায সূর্যগ্রহণ চন্দ্রগ্রহণ উপলক্ষ্যে পড়িবে। এই সত্যকে স্বয়ং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্যগ্রহণের নামাযান্তে নিজ ভাষণে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন– নিম্নে বর্ণিত হাদীসসমূহ দ্রষ্টব্য। ইহাই ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মত ও মাযহাব।

১৩২৫ (আঃ)। হাদীস– কবিছাতুল হেলালী (রাযি.)-এর বর্ণনা–

كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى بَدَتِ النُّجُوْمُ فَخَرَجَ فَزِعًا يَجُرُّ ثَوْبَهٗ وَاَنَا مَعَهٗ يَوْمَئِذٍ بِالْمَدِيْنَةِ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ فَاَطَالَ فِيْهِمَا الْقِيَامَ ثُمَّ انْصَرَفَ وَانْجَلَتْ فَقَالَ اِنَّمَا هٰذِهِ الْاٰيَاتُ يُخَوِّفُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا فَاِذَا رَاَيْتُمُوْهَا فَصَلُّوْا كَاَحْدَثِ صَلٰوةٍ صَلَّيْتُمُوْهَا مِنَ الْمَكْتُوْبَةِ

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ে একদা সূর্যগ্রহণ হইল। (গ্রহণের দরুন সূর্যের আলো ক্ষীণ হইয়া গিয়াছিল) এমনকি তখন নক্ষত্র প্রকাশ পাইয়াছিল। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিচলিত ও শঙ্কিত অবস্থায় গৃহ হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন; তাঁহার গায়ের চাদরখানা (অগোছালোরূপে মাটির উপর) টানিয়া নিতেছিলেন। ঐ দিন আমি মদীনায় হযরতের সঙ্গে ছিলাম। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই রাকাত নামায পড়িলেন– যাহাতে (কিরাত পড়ায়) অতি দীর্ঘ সময় দাঁড়াইলেন। যখন নামায সমাপ্ত করিলেন– তখন সূর্য গ্রহণমুক্ত হইয়াছে।

www.eelm.weebly.com

অতঃপর হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, এইসব কুদরতের নিদর্শন দ্বারা মহান আল্লাহ বান্দাদেরে ভীতি প্রদর্শন পূর্বক সতর্ক করিয়া থাকেন। এই শ্রেণীর নিদর্শন দেখিলে অদ্যকার সদ্য আদায়কৃত ফরয নামাযের আকারে নামায পড়িবে।"

১৩২৬ (নাঃ)। হাদীস– নুমান ইবনে বশীর (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (সূর্যগ্রহণের নামাযান্তে) বলিয়াছেন–

إِذَا خَسَفَتِ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ فَصَلُّوا كَأَحْدَثِ صَلٰوةٍ صَلَّيْتُمُوهَا

"সূর্য বা চন্দ্রগ্রহণ হইলে তোমরা নামায পড়িও সদ্য আদায়কৃত নামাযের আকারে।"

❖ আবু দাউদ শরীফের এক হাদীসে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সূর্যগ্রহণে নামাযের সময় এইরূপ বর্ণিত আছে–

اذا كانت الشمس قيد رمحين او ثلاثة فى عين الناظر من الافق اسودت

"সূর্য যখন দুই বা তিন নেযা পরিমাণ (তথা ৬ বা ৯ হাত) আকাশের কিনারা হইতে উপরে উঠিল তখন সূর্য কাল হইয়া গেল।"

নাসায়ীর হাদীসে আছে, "ضحوة –চাশতের নামাযের সময়।" সেমতে ঐ সূর্যগ্রহণ সকাল বেলায় হইয়াছিল, তখন সদ্য আদায়কৃত ফরয নামায ফজরই ছিল। অতএব সূর্য বা চন্দ্রগ্রহণের নামায ফজর নামাযের আকারেই হইবে, অবশ্য অধিক দীর্ঘ হইবে।

মাসআলা ঃ সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণকালে গ্রহণমুক্ত হওয়া পর্যন্ত সময়টা নামায ও দোয়ায় কাটিতে হইবে। দুই রাকাত নামাযকেই দীর্ঘায়িত করিয়া পূর্ণ সময়টি কাটানো যায়। দুই দুই রাকাতরূপে অথবা এক সালামে চার রাকাতরূপে গ্রহণ শেষ হওয়া পর্যন্ত অধিক নামাযও পড়া যায়। (শামী ১–৭৮৮)

১৩২৭ (আঃ)। হাদীস– নুমান ইবনে বশীর (রাযি.)-এর বর্ণনা–

كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلٰى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ وَيَسْأَلُ عَنْهَا حَتّٰى انْجَلَتْ

www.eelm.weebly.com

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ে একবার সূর্য গ্রহণ হইল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই দুই রাকাতরূপে নামায পড়িয়াছিলে এবং সূর্যের অবস্থা জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন। এইভাবে সূর্য গ্রহণমুক্ত হওয়া পর্যন্ত নামায পড়িলেন।"

১৩২৮ (নাঃ)। হাদীস– নুমান ইবনে বশীর (রাযি.)-এর বর্ণনা–

إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى حِيْنَ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ مِثْلَ صَلَاتِنَا يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্য গ্রহণকালে নামায পড়িয়াছেন– আমাদের নামাযের সাধারণ নিয়ম আকারেই রুকু-সিজদা করিয়াছেন।"

১৩২৯ (নাঃ)। হাদীস– কাবিছাতুল হেলালী (রাযি.)-এর বর্ণনা–

إِنَّ الشَّمْسَ انْخَسَفَتْ فَصَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى انْجَلَتْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْخَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلٰكِنَّهُمَا خَلْقَانِ مِنْ خَلْقِهِ وَإِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحْدِثُ فِيْ خَلْقِهِ مَا شَاءَ وَإِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا تَجَلّٰى لِشَيْءٍ يَخْشَعُ لَهُ فَأَيُّهُمَا حَدَثَ فَصَلُّوْا حَتّٰى يَنْجَلِيَ أَوْ يُحْدِثَ اللّٰهُ أَمْرًا

"একবার সূর্য গ্রহণ হইল; নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই দুই রাকাতরূপে নামায পড়িলেন– সূর্য গ্রহণমুক্ত হওয়া পর্যন্ত। তারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, সূর্য ও চন্দ্র কাহারও মৃত্যুর কারণে গ্রহণযুক্ত হয় না। হাঁ, ঐ দুইটি আল্লাহর সৃষ্টি-নিচয়ের দুইটি সৃষ্টি। আর মহান আল্লাহ তাঁহার সৃষ্টির মধ্যে যখন যেরূপ ইচ্ছা পরিবর্তন আনয়ন করেন। মহামহিম আল্লাহর কুদরতের প্রতাপ যে কোন বস্তুর উপর পড়িলে উহা আল্লাহর প্রভাবের সম্মুখে অবনত হইয়া যায়। সেমতে চন্দ্র-সূর্যের যে কোনটির গ্রহণ সংঘটিত হইলে তোমরা নামায পড়িবে– যাবৎ না উহা গ্রহণমুক্ত হয় বা আল্লাহ তাআলা (মহা প্রলয়ের ন্যায়) নতুন কোন অবস্থা সৃষ্টি করিয়া দেন।"

www.eelm.weebly.com

মাসআলা ঃ সূর্য গ্রহণের নামায মসজিদে জামাতের সহিত অনুষ্ঠিত করার জন্য লোকদিগকে ডাকিবার ব্যবস্থা করা সুন্নত।

১৩৩০ (মোসঃ)। হাদীস– আয়েশা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

إِنَّ الشَّمْسَ خَسَفَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَثَ مُنَادِيًا بِالصَّلٰوةِ جَامِعَةً فَاجْتَمَعُوْا وَتَقَدَّمَ وَكَبَّرَ وَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي الرَّكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ে একদা সূর্য গ্রহণ হইল। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে পাঠাইয়া দিলেন– সে সর্বত্র আহ্বান জানাইবে, 'নামাযের জামাতে আসুন!' সেমতে লোকজন একত্রিত হইল। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইমাম হইলেন এবং তাকবীরে তাহরীমা বলিয়া দুই রাকাত নামায চার রুকু ও চার সিজদায় পড়িলেন।"

মাসআলা ঃ সূর্যগ্রহণ নামাযে ইমাম সশব্দে কিরাত পড়িবে।

১৩৩১ (মোসঃ)। হাদীস– আয়েশা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَهَرَ فِيْ صَلٰوةِ الْخُسُوْفِ بِقِرَاءَتِهِ

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্যগ্রহণ নামাযে কিরাত সশব্দে পড়িয়াছেন।"

মাসআলা ঃ চন্দ্র-সূর্য গ্রহণের নামাযে কিয়াম– দাঁড়ানো, রুকু, কওমা– রুকু হইতে দাঁড়ানো, সিজদা, জলসা– উভয় সিজদার মধ্যের বৈঠক এবং কাদাহ– সালামের বৈঠক এইসব অঙ্গকে দীর্ঘায়িত করা উত্তম। রুকু-সিজদায় উহার তাসবীহ অনেক অনেক বেশি পড়িবে, উহা ছাড়া আল্লাহ তাআলার অন্যান্য যিকির করিবে, মন ভরিয়া দোয়া করিবে, দুনিয়া-আখেরাতের ও কবরের দুঃখ-যাতনা হইতে আল্লাহ তাআলার আশ্রয় চাহিবে। কওমা ও জলসায়ও তদ্রূপই নানা রকম তাসবীহ, যিকির এবং দোয়া করিবে। দাঁড়ানো ভিন্ন অন্য ক্ষেত্রে কুরআন শরীফের সূরা বা আয়াত পড়িবে না। হাঁ, যেসব আয়াতে দোয়ার বিষয়বস্তু আছে উহা দোয়ারূপে পড়া যাইবে। কিয়াম তথা

www.eelm.weebly.com

দাঁড়ানো অবস্থায় কুরআন শরীফের দীর্ঘ সূরা বা অনেক সূরা তেলাওয়াত করিয়া নামায দীর্ঘায়িত করিবে অথবা সাধারণ পরিমাণ কিরাত পড়িয়া আগে-পরে বিভিন্ন রকম তাসবীহ, তাকবীর, যিকির বা দোয়া করিয়াও নামায দীর্ঘায়িত করিতে পারে। এমনকি মুনাজাতরূপে হাত উঠাইয়াও দোয়া করিতে পারে। ইহা যেহেতু নফল নামায, সুতরাং এই নামাযের মধ্যেই দাঁড়ানো অবস্থায়ও দীর্ঘ দোয়া করায় দোষ নাই। অবশ্য দোয়া আরবী ভাষায় হওয়া উত্তম। (ফতওয়ায়ে শামী ১-৪৮৬)

১৩৩২ (মোসঃ)। হাদীস– হযরত আবদুর রহমান ইবনে ছামুরা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

كُنْتُ أَرْمِي بِأَسْهُمٍ لِي بِالْمَدِيْنَةِ فِيْ حَيَاةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ كَسَفَتِ الشَّمْسُ فَنَبَذْتُهَا فَقُلْتُ وَاللّٰهِ لَأَنْظُرَنَّ إِلَى مَا حَدَثَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ كُسُوْفِ الشَّمْسِ فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ قَائِمٌ فِي الصَّلٰوةِ رَافِعٌ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يُسَبِّحُ وَيَحْمَدُ وَيُهَلِّلُ وَيُكَبِّرُ وَيَدْعُوْ حَتّٰى حُسِرَ عَنْهَا فَلَمَّا حُسِرَ عَنْهَا قَرَأَ سُوْرَتَيْنِ وَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ে একদা আমি মদীনা এলাকায় (শিকারের জন্য) তীর ছুঁড়িয়া বেড়াইতে ছিলাম হঠাৎ সূর্যগ্রহণ হইল। আমি তীরগুলি এক স্থানে ফেলিয়া রাখিলাম এবং পণ করিলাম– খোদার কসম! আমি দেখিব, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্যে সূর্য গ্রহণের কি প্রতিক্রিয়া হইয়াছে। আমি হযরতের নিকট আসিলাম, তখন তিনি নামাযে দাঁড়ান আছেন এবং নিজ হস্তদ্বয় উত্তোলন পূর্বক তাসবীহ পড়িতেছেন, 'আলহামদু লিল্লাহ' জপিতেছেন, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পড়িতেছেন, 'আল্লাহু আকবার' বলিতেছেন এবং দোয়া করিতেছেন– (দীর্ঘ সময় এই সবের মধ্যে মগ্ন রহিয়াছেন) সূর্যের গ্রহণ ছাড়ার পূর্ব পর্যন্ত। যখন সূর্যের গ্রহণ ছুটা আরম্ভ হইয়াছে তখন দুই ছুরায় দুই রাকাত নামায পড়িয়াছেন।"

জরুরি বিষয় ঃ কয়েকটি হাদীসেই স্পষ্ট উল্লেখ হইয়াছে যে, সূর্য গ্রহণে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আতঙ্কিত, বিচলিত ও অস্থির

www.eelm.weebly.com

ছিলেন। যথা 'সূর্যগ্রহণ হইল, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিচলিত হইয়া পড়িলেন– তিনি যেন আশঙ্কা করিতে লাগিলেন, এখনই কিয়ামত বা মহাপ্রলয় সংঘটিত হইয়া যাইবে।' (বুখারী শরীফ)

'সূর্যগ্রহণ হইল রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত বিচলিত ও আতঙ্কিত হইয়া পড়িলেন, এমনকি তিনি নামাযের জন্য মসজিদে যাইতে নিজের চাদর স্থলে স্ত্রীর জামা লইয়া ছুটিলেন।' (মুসলিম শরীফ)

'সূর্যগ্রহণ হইল, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শঙ্কিত ও বিচলিত অবস্থায় ঘর হইতে বাহির হইয়া মসজিদের দিকে ছুটিলেন; তিনি এতই ব্যতিব্যস্ত ও অস্থির ছিলেন যে, গায়ের চাদরখানা (অন্যে আনিয়া দিয়াছিলেন– উহাকে) গোছাইয়া গায়ে দেওয়ার মত স্থিরতা তাঁহার ছিল না; তিনি চাদরকে মাটিতে হেঁচড়াইয়া যাইতেছিলেন।' (আবু দাউদ শরীফ)

এইসব হাদীস দৃষ্টে ইহা নিতান্তই স্পষ্ট যে, সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ সময়ে অন্তরে আল্লাহ তাআলার ভয়-ভীতির এবং কিয়ামতের ভয়-ভীতির রেখাপাত হওয়া চাই, আনন্দ-উল্লাসের ভূমিকা মোটেই থাকা চাই না।

প্রশ্ন হইতে পারে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণের কারণ আবিষ্কৃত ছিল না বিধায় তিনি নানা রকম কাল্পনিক ভাবনা-চিন্তায় শঙ্কিত ও বিচলিত হইয়াছিলেন। বর্তমান যুগে বিজ্ঞান উহার কারণ উদঘাটিত করিতে সক্ষম হইয়াছে এবং সেই কারণ নিতান্তই স্বাভাবিক– উহাতে ভাবনা-চিন্তার বা আশঙ্কা বোধের কোনই হেতু নাই এবং এই কারণ যে নিতান্তই বাস্তব তাহারও প্রমাণণ অতি উজ্জ্বল যে, উহার উপর ভিত্তি করিয়া বিজ্ঞানীরা সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণের দিন-তারিখ ও সময় বহু পূর্ব হইতে, এমনকি এক বৎসর পূর্ব হইতে হিসাব করিয়া নির্ধারিত করিয়া দেয় এবং তাহা সত্যও হয়। সুতরাং বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ নিতান্তই স্বাভাবিক ঘটনায় পরিণত হইয়াছে; ইহাতে মানুষের মধ্যে শঙ্কা বা বিচলতা কেন সৃষ্টি হইবে?

এই প্রশ্নের উত্তরে জন্য তিনটি সত্যকে সত্যরূপে গ্রহণ করাই যথেষ্ট– যাহা প্রায়শঃ সম্মুখে আসে।

১. অনেক কার্যকারণ এইরূপ হয় যে, উহার প্রতিক্রিয়া ক্ষুদ্র ও সামান্য হওয়াই স্বাভাবিক কিন্তু উহার দ্বারা বিরাট অঘটন ঘটিয়া বসে। যথা পায়ে

www.eelm.weebly.com

ছোট কোন লোহা বিঁধিল; উহা দ্বারা স্বভাবত সামান্য ব্যথা হইতে পারে কিন্তু ক্ষেত্রবিশেষে উহার দ্বারা সেপটিক হইয়া সম্পূর্ণ অঙ্গ বিনষ্ট হয়, মানুষ মারাও যায়। তদ্রূপ কোন অঙ্গে সামান্য কাটিয়া গেল বা আঘাত লাগিল; উহার দ্বারা স্বভাবত সামান্য ব্যথা হইবে, কিন্তু ক্ষেত্র বিশেষে উহার দ্বারা ধনুষ্টঙ্কার হইয়া মানুষ মারা যায়। এইসব ক্ষেত্রে জ্ঞানী মানুষ দৌড়াইয়া ডাক্তারখানায় যায়; ডাক্তারের শরণাপন্ন হয়, এন্টিসেপটিক ঔষধ ব্যবহার করে, ধনুষ্টঙ্কারের প্রতিষেধক এ, টি, সি ইনজেকশন লয়। জাগতিক জ্ঞানীরা আপন জীবনে বিপর্যয়ের আশঙ্কায় ভীত হইয়া ঐরূপ করে।

আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্য গ্রহণের দ্বারা সারা বিশ্বের বিপর্যয় আশঙ্কা করিয়া মসজিদ পাণে দৌড়িয়াছেন, মহান আল্লাহর শরণাপন্ন হইয়াছেন। চন্দ্র-সূর্যের সঙ্গে সারা বিশ্বের সম্পর্ক; উহার মধ্যে সামান্য কাঁটাবিদ্ধ হওয়ার বা সামান্য আঘাত লাগার দ্বারা সারা বিশ্বে সেপটিক বা ধনুষ্টঙ্কার সৃষ্টি হইতে পারে। বিশ্বের বিপর্যয় আশঙ্কায় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিচলিত হইয়া প্রতিষেধক ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন, উম্মতের জন্যও সেই আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন। বিশ্বের বিপর্যয় ঠেকাইতে কোন ঔষধ নাই, কোন বৈজ্ঞানিক উপায় নাই; একমাত্র বিশ্ব নিয়ন্তাই সরাসরি উহা ঠেকাইতে পারেন, তাঁহার শরণাপন্ন হওয়ার অবলম্বনই দোয়া-কালাম ও নামায।

২. অনেক সময় স্বাভাবিক কার্যকারণের দ্বারা কোন সাধারণ অবস্থার উদ্ভব হয় কিন্তু ঐ সাধারণ অবস্থাটিই ক্ষেত্রবিশেষে অতি বড় ভয়ঙ্কর মহাবিপর্যয়ের সূচনাও হয়। সুতরাং অস্বাভাবিক অবস্থার উদ্ভব ক্ষেত্রে উহাকে সাধারণ ও উহার কার্যকারণকে স্বাভাবিক ভাবিয়া অচেতন অসতর্ক বসিয়া থাকা মোটেই জ্ঞানের পরিচায়ক নহে। বরং ঐ ভয়ঙ্কর মহাবিপর্যয়ের সম্ভাবনা ক্ষীণ হইলেও উহার লক্ষ্যে ব্যস্ততার সহিত উহা হইতে রক্ষা পাওয়ার ব্যবস্থা অবলম্বন করাই জ্ঞানের পরিচয়। যথা অজীর্ণের কারণে দাস্ত-বমি হয়; যদিও দাস্ত-বমি একটি সাধারণ ব্যাধি যাহা অজীর্ণের ন্যায় নিতান্ত স্বাভাবিক কারণে হয় কিন্তু যেহেতু দাস্ত-বমি কলেরার সূচনাও হয়, তাই দাস্ত-বমির ক্ষেত্রে অজীর্ণের কথা ভাবিয়া নিশ্চিন্ত মনে বসিয়া থাকা জ্ঞানের পরিচয় নহে। বরং কলেরার কথা স্মরণ পূর্বক ডাক্তারের শরণাপন্ন হওয়া এবং ঔষধ সেবন করাই জ্ঞানের পরিচয়।

www.eelm.weebly.com

তদ্রূপ সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ যদিও স্বাভাবিক সাধারণ কারণে সংঘটিত হয় কিন্তু সূর্য ও চন্দ্রের কিরণ ক্ষীণ হইয়া যাওয়া ইহা কিয়ামত বা মহাপ্রলয়ের সূচনাও বটে– যাহার উল্লেখ পবিত্র কুরআনে রহিয়াছে। সুতরাং সাধারণ মানুষ দাস্ত-বমি দেখিয়া কলেরার ভয়ে যেভাবে ডাক্তারের দিকে ছুটে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তদপেক্ষা লক্ষ গুণ বেশি ব্যতিব্যস্ত হইয়া ছুটিয়াছেন আল্লাহ পাণে– সূর্যগ্রহণ দেখিয়া কিয়ামতের ভয়ে। কারণ কিয়ামত বা মহাপ্রলয়ই আখেরাতের তথা হিসাব-নিকাশ, হাশর ময়দান, পুলসিরাত এবং বেহেশত-দোযখ ইত্যাদির প্রথম ধাপ।

৩. অনেক সময় নিতান্ত সাধারণ আতঙ্কের ও ভয়-ভীতির বস্তুর আকার-আকৃতিতে ভয়ঙ্কর ও বিপদসঙ্কুল বস্তুর আগমন হইয়া পড়ে; জ্ঞানী মানুষ সেইরূপ সম্ভাবনার ক্ষেত্রে শঙ্কামুক্ত না হওয়া পর্যন্ত অবশ্যই বিচলিত থাকে এবং নিরাপদ থাকার ব্যবস্থা নজরে রাখে। যথা মুসাফিরের আকৃতিতে অনেক সময় ডাকাত আসিয়া পড়ে, তাই রাত্রি বেলায় অপরিচিত মুসাফিরের আগমন হইলে সচেতন গৃহস্বামী অবশ্যই বিচলিত হইবে, বিশেষত যেই গৃহস্বামী নিজ পড়শীর বাড়িতে মুসাফিরের আকৃতিতে ডাকাতের আগমন অবগত আছে সে তো তাহার বাড়ির প্রতি মুসাফির দল দেখিলেই আতঙ্কিত হইয়া চিৎকার আরম্ভ করিবে।

পূর্ববর্তী উম্মত আদ জাতির উপর বিধ্বংসী আযাব সমাগত মেঘমালার আকৃতিতে আসিয়াছিল– যাহার বিবরণ পবিত্র কুরআনে রহিয়াছে; যেই কারণে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মেঘপুঞ্জ দেখিলে আতঙ্কগ্রস্ত বিচলিত হইয়া পড়িতেন (১৩১২ ও ১৩১৩ নং হাদীস দ্রষ্টব্য)। সূর্যগ্রহণ, চন্দ্রগ্রহণ সাধারণ কার্যকারণ সূত্রে হইলেও মেঘমালা অপেক্ষা বেশি সাধারণ তো নহে। উহা যে কোন আযাব বহন করিয়া আনে তাহা কে বলিতে পারে? কুরআনের বর্ণনা– আদ জাতির ইতিহাসের প্রতি লক্ষ্যকারী ব্যক্তি তো সূর্যগ্রহণ, চন্দ্রগ্রহণের ন্যায় অস্বাভাবিক ঘটনা দেখিলে অপেক্ষাকৃত অধিক আতঙ্কগ্রস্ত হইবে এবং অধিক চিৎকার করিবে।

এইসব আলোচনার উর্ধ্বে আরও একটি সত্য আছে যাহা মূল প্রশ্নের যথার্থ উত্তর বটে।

www.eelm.weebly.com

দুনিয়া কার্যকারণের ক্ষেত্র– এখানে সবকিছুই বস্তুত আল্লাহ তাআলার কুদরতে এবং তাঁহারই সৃষ্টি করায় হইয়া থাকে কিন্তু ইহাও আল্লাহ তাআলারই নিয়ম যে, আল্লাহর কুদরত বেশির ভাগই কার্যকারণের আবরণে বিকশিত হয়। এই নিয়মটার একটি উদ্দেশ্য আল্লাহ তাআলার তরফ হইতে বান্দাদেরে পরীক্ষা করা যে, বান্দা তাহার দৃষ্টি কার্যকারণের প্রতি রাখে, না মূল নিয়ন্তা আল্লাহর কুদরতের প্রতি রাখে? যাহাদের দৃষ্টি কার্যকারণের উপর নিবদ্ধ থাকিবে তাহাদের উপর কার্যকারণের পরিমাপেই উহা হইতে জনিত ঘটনার বা বস্তুর প্রতিক্রিয়া বর্তিবে; তাহারা কার্যকারণকে স্বাভাবিক ও সাধারণ দেখিয়া উহার উৎপন্ন বস্তু বা ঘটনা হইতে উদাসীন বসিয়া থাকে; ভয়-ভীতির উদ্রেক তাহাদের মধ্যে হয় না, উহার প্রয়োজনও তাহারা মনে করে না। পক্ষান্তরে যাহাদের দৃষ্টি কার্যকারণের উপর সীমাবদ্ধ না থাকিয়া মূল নিয়ন্তা আল্লাহর কুদরতের প্রতি হইবে তাহাদের উপর ঘটনা বা বস্তুর প্রতিক্রিয়া সেই অনুপাতেই হইবে। তাহারা বিচলিত ও অস্থির হইবে এই ভাবিয়া যে, কার্যকারণটা ক্ষুদ্র ও সাধারণ হইতে পারে, উহার শক্তি ও ক্রিয়া সীমিত হইতে পারে কিন্তু ঘটনার মূল নিয়ন্তা আল্লাহর কুদরত ক্ষুদ্র ও সীমিত নহে, অতএব এই কার্যকারণের শক্তি ও ক্রিয়ার সীমা অতিক্রান্ত হইয়া আরও বড় অঘটন ঘটিয়া যাইতে পারে। সূর্য গ্রহণের নামায শেষে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সত্যকেই স্বীয় ভাষণে তুলিয়া ধরিয়াছিলেন– যাহা অনেক হাদীসে উল্লেখ আছে এবং বুখারী শরীফে অনূদিত হইয়াছে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, 'ইউখাব্বিফুল্লাহু বিহা ইবাদাহু– চন্দ্র-সূর্যের গ্রহণ বস্তুত আল্লাহ তাআলার তরফ হইতে তাঁহার মহা কুদরতের নিদর্শন ও নমুনা মাত্র; ইহা দ্বারা আল্লাহ তাআলা আপন বান্দাদেরে ভয় দেখাইয়া থাকেন"।

সূর্য ভূমণ্ডল অপেক্ষা ১৩ লক্ষ গুণ বড়, সেই সূর্যে সাধারণ কার্যকারণের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা এই ব্যতিক্রম আনিয়া দিলেন! তাঁহার অসীম কুদরতের দ্বারা আরও বড় অঘটন ঘটাইতে পারেন।

যেরূপে একজন শক্তিশালী বিজ্ঞানী ডাক্তার ব্যক্তির দেহে ক্ষুদ্র কার্যকারণ– ঠাণ্ডা লাগায় অতি সাধারণ ব্যতিক্রম ঘটে, তাহার জ্বর আসে কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে উহাতে সে মারাও যায়। তদ্রূপ সূর্যের এই ব্যতিক্রম দ্বারা আল্লাহ

www.eelm.weebly.com

তাআলা সূর্যকে ধ্বংসও করিয়া দিতে পারেন বা সূর্যের এই অবস্থার প্রতিক্রিয়ায় জগতের উপর ভয়ঙ্কর বিভীষিকাময় দুর্যোগ-দুর্ভোগ নামিয়া আসিতে পারে।

পাঠকবৃন্দ! সূর্যগ্রহণে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভয়-ভীতির উল্লিখিত কারণের একটি ছোট্ট নমুনা প্রত্যক্ষ ঘটনা হইতে চয়ন করুন। ১৯৮৪ ইং সালের ঘটনা– ঐ বৎসর বেলা ১১/১২ টায় সূর্যগ্রহণ। সূর্যগ্রহণ হইলে সাধারণত লোকেরা কৌতুহলী হইয়া বিভিন্ন কায়দায় ইহা অবলোকন করে। কিন্তু ঐ বৎসরের সূর্যগ্রহণ ঘটিবার প্রায় এক সপ্তাহ পূর্ব হইতেই সংবাদপত্রে, এমনকি রেডিও মারফতও প্রচার করা হইতে থাকিল যে, এই বারের সূর্যগ্রহণের প্রতি যেন কেহ না তাকায়। গ্রহণকালে যদি কেহ সূর্যের দিকেক তাকায় তবে আশঙ্কা আছে অন্ধ হইয়া যাওয়ার এবং চোখে ব্যাধি সৃষ্টি হওয়ার। তারিখ মতে সূর্যগ্রহণ হইল এবং পরবর্তী সংবাদপত্র সমূহে সংবাদ আসিল যে, কোন কোন লোক না জানিয়া বা সতর্কবাণী উপেক্ষা করিয়া গ্রহণকালে সূর্যের প্রতি তাকাইয়া ছিল, তাহার দৃষ্টিশক্তি বিনষ্ট হইয়াছে এবং চোখে ভীষণ যাতনার সৃষ্টি হইয়াছে।

লক্ষ্য করুন! বৈজ্ঞানিকদের আবিষ্কারে সূর্যগ্রহণের কারণ হইল– সূর্যের উপর চন্দ্রের ছায়া পতিত হওয়া। ছায়া পতিত হওয়ায় সূর্য কাল রং দেখা যাইবেব, যাহা সচরাচর সূর্য গ্রহণকালে হইয়া থাকে। কিন্তু ঐ বৎসর চোখ অন্ধ হওয়া চোখে যাতনা সৃষ্টির ক্রিয়াও উহার সাথে হইল। এইরূপ অস্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া তো আরও ভয়ঙ্কর ও ভীষণ হইতে পারে– সেই ভয়ই আল্লাহ তাআলা দেখাইয়া থাকেন। সেই ভয়ে ভীত হইয়া আল্লাহ পাণে ধাবমান হওয়ার আদর্শই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন।

মুরব্বী ভয় দেখান, ছেলেরা ভীত হয় না– আনন্দ-উল্লাসে মত্ত থাকে, ইহা কতই না দুঃখজনক সীন! আল্লাহ ভয় দেখাইবেন, বান্দারা ভীত হইবে না, ইহা তো লক্ষ গুণ বেশি দুঃখজনক।

ঝড় বাতানসও সূর্যগ্রহণের ন্যায় বাহ্যিক কার্যকারণ, বায়ুর নিম্নচাপ হইতে উৎপন্ন কিন্তু উহা যে কিরূপ ভয়াবহ হইতে পারে তাহা উপকূলবর্তী এলাকার লোকগণ ভালরূপেই জানেন। ইহা অপেক্ষা হাজার গুণ বেশি ঐ

www.eelm.weebly.com

ঝড় যাহা আদ জাতির উপর সাত রাত আট দিন অনবরত প্রবাহমান ছিল। যাহার সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের বর্ণনায় রহিয়াছে যে, ঐ বাতাস ব্যবস্থাপক ফেরেশতাগণেরও আয়ত্বের বাহিরে সরাসরি আল্লাহ তাআলার আদেশে প্রবাহিত ছিল– ইতিপূর্বে উহার বিবরণ বর্ণিত রহিয়াছে। এইরূপ ভয়াবহতার ভয়ে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঝড়-বাতাস দেখিলেও আল্লাহর প্রতি ধাবমান হইতেন-নামায পড়িতেন।

১৩৩৩ (আঃ)। হাদীস– নজর (রহ.) বর্ণনা করিয়াছেন, আনাস (রাযি.) সাহাবীর বর্তমানে একবার ভীষণ অন্ধকার ছাইয়া গেল। আমি তাঁহার নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম–

هَلْ كَانَ يُصِيْبُكُمْ مِثْلُ هٰذَا عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ اِنْ كَانَتِ الرِّيْحُ لَتَشُدُّ فَنُبَادِرُ الْمَسْجِدَ مَخَافَةَ الْقِيَامَةِ

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমলে কি কোন দিন এইরূপ অন্ধকারের অবতরণ হইয়াছে? আনাস (রাযি.) বলিলেন, (এইরূপের অন্ধকার হইতে) আল্লাহ পানাহ দিয়াছিলেন, তবে সময়ে প্রবল বাতাস বহিত, তখন আমরা মসজিদ পাণে ছুটিতাম; কিয়ামত বা মহাপ্রলয় আসিয়া যাওয়ার ভয়ে।"

১৩৩৪ (আঃ)। হাদীস– ইবনে আব্বাস (রাযি.) বলিয়াছেন–

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا رَأَيْتُمْ اٰيَةً فَاسْجُدُوْا

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিদর্শন দিয়াছেন, তোমরা আল্লাহর কুদরতের কোন অসাধারণ নমুনা দেখিলে তখন (আল্লাহর প্রতি ধাবমানে) সিজদা রত হইও।

সমাপ্ত

www.eelm.weebly.com